মাকতুবাতে ছেহ্ সদী



বাংলাদেশ তাজ কোঃ লিঃ | ঢাকা

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

মাকতুবাতে ছেহ্ সদী

[মাকতুব দুইশত এক হইতে তিনশত আট পর্যন্ত]

মূল ঃ ফার্সী

সাইয়্যেদুস সালেকীন, যুবদাতুল আরেফীন, সুলতানুল মুহাক্কেকীন মাখদুমে জাহাঁ শায়খ শারফুল হক ওয়াদ্দীন আহমাদ ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (রহঃ)

উর্দু তরজমা ঃ

হাকীম সাইয়্যেদ শাহ কায়্যিমুদ্দীন আহমাদ শারফী ফেরদাউসী

সংশোধন ও বিন্যাসকরণ ঃ

সাইয়্যেদ শাহ মোঃ ছাইফুদ্দীন ফেরদাউসী

সম্পাদনা ঃ

প্রফেসর ডঃ সাইয়্যেদ শাহ মুহাম্মাদ নাঈম নদভী ফেরদৌসী আল কাদেরী

বিভাগীয় প্রধান উর্দু, সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান

বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ

আলহাজ মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্‌শী

[এম, এম, (ফার্স্ট ক্লাস); ডি, এফ; বি, এ, (অনার্স); এম, এ,]

বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ

৬, প্যারী দাস রোড, ঢাকা-১১০

প্রকাশক ঃ
আলহাজ মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন ভূঁইয়া
বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ
৬, প্যারী দাস রোড, ঢাকা-১১০০

প্রথম মুদ্রণ ঃ ২০১১ ইং

হাদিয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
দি আদর্শ ছাপাখানা
৫৬/এ, প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১১০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এখরাজে আকীদত

মাখদুমে জাহাঁ (কাদ্দাছাল্লাহু ছিররাহুল আযীয)

ناز ہے فطرت کو بھی جن پر ہمدم

وہ چمن سب ہیں لگائے ہوئے دیوانوں کے

بے جنوں آگہی نہیں ملتی اور جنوں بھی کسی کسی کے لئے

এলেম ও ফযল, সুলুক ও মা'রেফাত, রিয়াযত ও মোজাহাদা, আজিজী ও এনকেছারী, এশকে ইলাহী এবং হুব্বে রাসূলের শানে আজমতের প্রতীক ছিলেন হযরত মাখদুমে জাহাঁ (রহঃ)। তিনি ছিলেন শায়খে জামান, শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ, শরীয়তের মর্মোদ্ঘাটনকারী ও গভীর রহস্য সম্পর্কে অবহিত। তিনি গভীর রহস্যসমুদ্রে বিচরণকারী ব্যক্তিদের সামনে জাহেরী আহকাম বয়ান করিতেন এবং বড় বড় আহলুল্লাহদের নিকট বাতেনী রহস্যাবলীর দ্বার উন্মোচন করিতেন। তিনি ছিলেন 'মুহীউছ সুন্নাহ' বা সুন্নাতকে জীবন দানকারী, আহাদিসে মুস্তাফাভিকে প্রকাশকারী, বিদআতের মূলোৎপাটনকারী, পরহেজগারী ও পবিত্রতার ধর্মকে প্রতিষ্ঠাকারী, বুলন্দ মর্যাদার আসনে সমাসীন, সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ নেয়ামতের অধিকারী, গোনাহের অন্ধকারে আচ্ছাদিত অন্তরকে রওনক দানকারী, পাপী-তাপীর জন্য সুপারিশকারী, মুরীদগণকে মুরাদ অর্থাৎ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছানোর জিম্মাদার, প্রয়োজন ও আহ্বানের সময় মানুষের সহায়তাকারী, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের স্মৃতিচিহ্ন, সকল মানুষের নেতা ও শ্রদ্ধাভাজন। তিনিই মিল্লাত ও দ্বীনের গৌবর আহমাদ বিন্ ইয়াহ্ইয়া মুনীরী (রহঃ)। যিনি উভয় জগতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁহার জীবন দর্শনের মাধ্যমে মুসলমানদিগকে ফয়েজ লাভের সুযোগ দান করুন এবং তাঁহার রূহানী তালীমের ছত্র ছায়ায় বাড়িয়া উঠার তাওফিক দান করুন, আমীন!

খাকছার—

হযরত মাওলানা আশরাফ বিন রুকন।

প্রথম সংস্করণের অগ্রকথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১৯৬৫ সালে আমার শ্রদ্ধাস্পদ পিতা হযরত সাইয়্যেদ শাহ মোহাম্মদ ইব্রাহীম হুসাইন (রহঃ)-এর ইন্তেকালের পর আমার বিহার শরীফ গমন করিবার সুযোগ ঘটে। সেইখানে হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর বর্তমান সাজ্জাদানশীন পীর ও মোরশেদ, আকাঈ এবং মাওলাঈ হযরত শাহ্ মোহাম্মদ সাজ্জাদ সাহেব মাদ্দাজিল্লুহুল্ আলীর খেদমতে মাকতুবাতে হযরত মাখদুমে জাহাঁ-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল এবং উহার তরজমা প্রকাশ করা সম্পর্কে আলোচনা চলিল। সেই সময় মর্যাদাপূর্ণ খানকাহ্‌তে মাকতুবাতের দুইটি তরজমা বিদ্যমান ছিল। প্রথম তরজমাটি কেবলমাত্র চল্লিশটি মাকতুবাতের ছিল, যাহা ছাপা হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন হযরত সাইয়্যেদ শাহ নাজমুদ্দিন আহমাদ (রহঃ)। অবশিষ্ট ষাটটি মাকতুবাতের তরজমা করিয়াছিলেন হযরত সাইয়্যেদ শাহ ইলিয়াস (রহঃ)। যাহা ছাপা হয় নাই। আর ইহা ছিল প্রিয় ভাই সাইয়্যেদ শাহ আজীজ আহমাদ-এর স্বত্ব। আমি আরজু প্রকাশ করিলাম যে, এই অংশটি আমাকে প্রদান করা হউক, যাহাতে আমি উহা পাকিস্তানে প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারি। সুতরাং স্নেহপরবশ হইয়া এই খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব আমাকে সোপর্দ করা হইল এবং ইহার পাণ্ডুলিপি আমার জিম্মায় প্রদান করা হইল। আমি ফিরিয়া আসিয়া ইহার লিখন ও ছাপার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকি। কিন্তু সকল দিক হইতেই নৈরাশ্যজনক সাড়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। অথচ এইখানে এমন লোকও আছেন যাহাদের মধ্যে সন্তান-সন্ততি হওয়ার সৌভাগ্যও বিদ্যমান আছে। তাহা ছাড়া মুতাকিদীন ও মুতাওয়াচ্ছিলীনেরও কোন কমতি ছিল না। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ হাজারাত এমনও আছেন, যাহারা ইচ্ছা করিলে মাখদুমে জাহাঁন-এর সকল কিতাব তরজমা করাইয়া প্রকাশ করিতে পারেন। অত্যন্ত বেদনার সহিত এই কথাও লিখিতে হইতেছে যে, বিহার প্রদেশের এত সব জ্ঞানী এবং এত সব ধনী ও বিত্তবান লোক থাকা সত্ত্বেও আমাকে তিন বৎসরের অধিক কাল এন্তেজার করিতে হইয়াছে। একই সাথে বহুত লজ্জা ও শরমিন্দাও হইতে হইয়াছে যে, যেই অঙ্গীকারসহ পাণ্ডুলিপিটি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ করিতে পারি নাই।

ইহা অবলোকন করিয়া যেখানে একদিকে অন্তরে শান্তিবারি সিঞ্চিত হয় যে, অন্যান্য সিলসিলার শ্রদ্ধাভাজনদের মাকতুবাত, মলফুজাত এবং অন্যান্য পুস্তকাদির তরজমা ছাপার অক্ষরে বিন্যস্ত হইয়া সাধারণ মানুষের নজরে আসিয়াছে, সেখানে এই দুঃখও হয় যে, আমাদের মাখদুম জাহাঁ হযরত শায়খ শরফুল হক ওয়াদ্দীন আহমাদ ইয়াহ্‌ইয়া মানিরী (রহঃ)-এর কিতাবাদির তরজমা প্রকাশ করা ও প্রচার করার কোন প্রেরণার এখনও পর্যন্ত কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য এন্তেজাম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অথচ তাঁহার ফুয়ুজ ও বারাকাত হইতে সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকজন সকল যুগে সমানভাবে উপকৃত হইয়া আসিতেছেন। আমরা তারপর এই কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, দৌলত ও প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর ভক্তগণ এবং সম্পর্কিত লোকজনের মধ্যে অস্বাভাবিক স্থবিরতা বিরাজ করিতেছে, যাহাদিগকে সচল করা সহজ কাজ নহে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তাওফিক দান করুন, যেন তাহারা দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া দাঁড়াইতে পারেন এবং মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর সকল লেখনীর তরজমা প্রকাশ করিবার এন্তেজাম করিতে পারেন। যাহাতে মুসলমানদের মধ্যে ঈমানী গরম জুশী ও ধর্মীয় মূল্যবোধ পয়দা করিয়া দ্বীনের উজ্জীবন ও তাবলীগ এবং প্রচারের কাজে সহায়ক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারে।

আলহামদু লিল্লাহ! এই দীর্ঘ সময়ের পর মাকতুবাতে সদীর তরজমাসহ মূল লেখনীর ছাপার এন্তেজাম হইয়া যায়। উহাকে দুই খণ্ডে বিন্যাস করা হয়। ইহা এইজন্য যে, উভয় তরজমা পৃথক পৃথকভাবে দুইজনের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে প্রথম হইতে চল্লিশটি মাকতুবাতের তরজমা মূল লেখনীসহ স্থান লাভ করিয়াছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে একচল্লিশ হইতে একশততম মাকতুবাতের মতনসহ তরজমা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রিয় ভাই সাইয়্যেদ শাহ আজীজ আহমাদ-এর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই, তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস করিয়া তরজমার পাণ্ডলিপি আমাদের নিকট অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই সাইয়্যেদ শাহ গোলাম জিলানী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার-এর প্রতিও আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি যে, তিনি সর্ব সাকুল্যে পাঁচশত টাকার দ্বারা পাণ্ডলিপির লেখনীর কাজে সহায়তা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দ্বীন ও দুনিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধির দ্বারা বিভূষিত করুন, আমীন! প্রিয় ভ্রাতা সাইয়্যেদ আহমাদ নাঈম মরহুম কাজে-কর্মে, আনন্দ-বিষাদে, সুখে-দুঃখে সকল প্রকার সাহায্য আমাকে করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে রহমতের আঙ্গিনায় স্থান দান করুন, আমীন! এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ হইতে উচ্চতর মাকাম দান করুন, ছুম্মা আমীন!

জনাব ফজল মাহমুদ সাহেব ডাইরেক্টর অপরাধ প্রতিরোধক, লাহোর-এর শোকরিয়া আমরা কোন্ মুখে আদায় করিব? তিনি সেই কাজ করিয়াছেন যাহা আপনজনেরাও করিতে পারেন না। জনাব ফজল সাহেব একজন আল্লাহ প্রত্যাশী বুযর্গ। তিনি আম ভাবে সকল বুযর্গানে দ্বীনের সহিত বিশেষ করিয়া হযরত মাখদুম জাহাঁ-এর সহিত সীমাহীন শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তিনি দুইজন এমন শুভাকাঙ্ক্ষী হযরতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যাহারা এই উভয় খণ্ডের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই-এর জিম্মাদারী নিজের মস্তকে উঠাইয়া লইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন জনাব হাজী মুহাম্মাদ আহ্মাদ সাহেব, লাহোর এবং দ্বিতীয়জন মিয়া মুহাম্মদ শফী সাহেব, লাহোর। আল্লাহ তাঁয়ালা এই তিন মহৎপ্রাণ ব্যক্তিকে দ্বীন ও দুনিয়ার বরকত দ্বারা সৌভাগ্যশালী করুন, আমীন! এবং শেষ বিদায় ও শেষ সফরে কল্যাণ প্রদান করুন, ছুম্মা আমীন!

این کا راز تو آید و مردان چنیں کنند

প্রুফ দেখার কাজে বড়ই সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও মানুষ মাত্রই ভুলের শিকার হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য পাঠককুলের নিকট এই আরজী পেশ করিতেছি যে, এই কম জ্ঞান ও কম বিদ্যার অধিকারী ব্যক্তির দিকে চাহিয়া সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং ত্রুটি গোপন করিবার মানসিকতাকে বুলন্দ করিবেন এবং আমার ওজরখাহীকে কবুল করিবেন।

আমার পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, মুসলমানদের জিন্দেগীর সৌভাগ্য ও উৎকর্ষের জন্য এই কিতাবটি জীবনের মধ্যমণি হিসাবে বরিত হইবে এবং শরীয়ত ও তরীকত এবং হাকীকতের বুঝ ও দূরদৃষ্টির দরওয়াজা তাহাদের সামনে খুলিয়া যাইবে।

হে আল্লাহ! শাফিউল মুজনেবীন (সাঃ)-এর তোফায়েলে এই ফকীরের অপূর্ণ চেষ্টা ও সাধনাকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করুন, আমীন! এবং হযরত মাখদুম জাহাঁ-এর অধিকারের সহিত এই কিতাবকে সকল মুসলমানের জন্য উপকারী বানাইয়া দিন এবং এই ফেরদৌসিয়ান পদধূলি, গোনাহগার, ফকীর ও হাকীর-এর খাতেমা ব-খায়ের করুন, ছুম্মা আমীন!

این دعا ازمن واز جمله جهان آمین یاد

ডঃ ফকীর হাকীর শাহ মুহাম্মদ নাঈম ফেরদৌসি আল কাদেরী
উস্তাদ ঃ উর্দু বিভাগ, সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ।

দ্বিতীয় সংস্করণের অগ্রকথা

ولا ہرگذ نہ یابی در جہاں ہمچو شرف پیرے
کہ مالا مال از رشد سید اشرف جہانگیرے

মাকতুবাতে সদী সুলতানুল মুহাক্কেকীন মাখদুম জাহাঁ হযরত শায়খ শরফুল হক ওয়াদ্দীন আহমাদ ইয়াহ্ইয়া মানিরী (রহঃ)-এর লেখনীর মধ্যে সবচাইতে বেশী প্রসিদ্ধ ও মাকবুল লেখনী। এই একশত মাকতুবাতের মধ্য হইতে চল্লিশটি মাকতুবাতের তরজমা মুহতারাম হযরত সাইয়্যেদ শাহ নজমুদ্দীন আহমাদ (রহঃ) করিয়াছিলেন, যাহা 'আখবারে ইত্তিহাদ' পত্রিকায় বিহার শরীফ পাটনার সরদরী ছাপাখানায় ছাপা হইতেছিল। পরবর্তীতে ইহাকে কিতাব আকারে ১৯২৬ খৃঃ প্রথমবার 'ইত্তেহাদ প্রেস' বিহার শরীফ পাটনা হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশ করা হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার কয়েক বৎসর পর শরফুদ্দীন (রহঃ)-এর আশেকগণের একান্ত তাগাদা হইল যে, এই তরজমার প্রচার এখানেও হওয়া দরকার, যাহাতে পাকিস্তানের নাগরিকগণও এই ফুয়ুজ ও বারাকাতের ঝর্ণা হইতে এবং হেদায়েত ও পথ নির্দেশনা হইতে রূহানী ফয়েজ হাসিল করিতে পারে এবং এই এলেম ও মা'রেফাতের সমুদ্র হইতে যথাযথভাবে উপকৃত হইতে পারে। সুতরাং হাজী মৌলভী মোঃ সুলায়মান সাহেব কাদেরী আবুল আলাঈ মরহুম প্রাক্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ত্রাণ ও পুনর্বাসন হুকুমতে পাকিস্তান, ইহার ছাপা ও প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে উঠাইয়া লন এবং এই অধমের নিকট হইতে কিতাবটি গ্রহণ করিয়া ১৯৬৪ খৃঃ আঞ্জুমান প্রেস, লারনেশ রোড হইতে ছাপাইয়া পাকিস্তানে সর্ব প্রথম প্রচার করেন। আলহামদু লিল্লাহ! বিদ্দজ্জনেরা হাতে হাতে ইহা গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সকল কপি বিক্রী হইয়া যায়। কিন্তু অনুরাগীদের প্রত্যাশা তখনও বাকী ছিল।

শুভানুধ্যায়ী, অনুসরণকারী ও তরীকতের সহিত যুক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যাশাকে লক্ষ্য রাখিয়া এই অধম নূতন আঙ্গিকে ও তরতীবসহ এবং পার্সী কবিতা ও আরবী এবারতসমূহের তরজমা সংযোজন করিয়া ১৯৬৮ খৃঃ দ্বিতীয়বার পিকু আর্ট প্রেস লাহোর হইতে ছাপাইয়া প্রকাশ করি। একই সাথে দ্বিতীয় খণ্ড যাহা ষাট মাকতুব সম্বলিত যাহার তরজমা হযরত সাইয়্যেদ শাহ মুহাম্মদ ইলিয়াছ সাহেবের নিকট বিহারী (রহঃ) প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহা ছাপা হয় নাই, প্রথমবার এই নালায়েক একটি দীর্ঘ ভূমিকাসহ সাইয়্যেদ ইলেকট্রিক প্রেস মুলতান হইতে ১৯৬৮ খৃঃ ছাপাইয়া প্রকাশ করি।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা এই উভয় খণ্ডকে যে গ্রহণযোগ্যতা দিয়াছেন তাহা আমাদের জন্য অগণিত দান, অনুগ্রহ ও অনুকম্পার আকর। শুধু কেবল ইহাই নহে যে, সাধারণ বিদ্দজ্জনেরা ইহাকে মনে প্রাণে ক্রয় করিয়াছে; বরং বিশেষ করিয়া সুফিয়ায়ে কেরাম এবং ওলামায়ে এজামের একটি শ্রেণীও ইহার মর্যাদা দিয়াছেন। আলহামদু লিল্লাহ! কয়েক বৎসর হইল এই উভয় খণ্ড নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং 'আরও অধিক আছে কি'-এর ধ্বনি চতুর্দিকে গুঞ্জরিত হইতেছিল। এই উভয় তরজমাকে একত্রিত করিয়া 'হালকায়ে তাছনীফ' বাইতুশ্ শরফ খানকাহ বিহার শরীফ, জিলা পাটনা, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত করিয়া ১৯৭৩ সালে প্রকাশ করে।

জ্ঞানান্বেষণকারী শ্রেণী, অনুসরণকারী ও তরীকত পন্থীদের গভীর প্রত্যাশা ছিল যে, এই একশত মাকতুবের তরজমা একত্র করিয়া পাকিস্তান হইতেও প্রকাশ করা হউক। কয়েক বৎসর যাবত এই ফিকির ছিল। ঘটনাক্রমে একদিন জনাব হাজী মুহাম্মদ জকী সাহেব, স্বত্বাধিকারী এডুকেশনাল প্রেস-এর সহিত মোলাকাত হইল। কথায় কথায় হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর প্রসঙ্গ আসিল। বুঝা গেল যে, হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর প্রতি তাহারও পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। সুতরাং তিনি এই কিতাবের মুদ্রণ ও প্রচারের দায়িত্ব নিজের উপর তুলিয়া লইলেন। 'যাজাকাল্লাহু ফিদ্দারাইনে খাইরান।' দোয়া করিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়ার উন্নতি এবং আখেরাতের মুক্তির দ্বারা গৌরবান্বিত করুন, আমীন।

প্রথম সংস্করণের শেষাংশে উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, 'কিতাবত'-এর মধ্যে সামান্য কিছু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই সংস্করণে মানবিক দিক হইতে যতখানি সম্ভব বিশুদ্ধ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছে।

شادم از زندگی خویش که کارے کردم

ডঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নাঈম নদভী
লতিফাবাদ, হায়দরাবাদ, পহেলা রমজানুল মুবারক
১৩৯৫ হিঃ, ১৯৭৫ খৃঃ।

إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَ يَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ -

মুকাদ্দামা ঃ প্রারম্ভিকা

(মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর জীবন কথা)

حدیث عشق وسر مستی زمن بشنو نه از واعظ

که با جام و سبو هرشب قرین ماه و پروینم

জীবনেতিহাস ঃ সুলতানুল মুহাক্কেকীন হযরত শায়খ শরফুল হক ওয়াদ্দীন আহমাদ ইয়াহ্ইয়া মানেরী (রহঃ)-এর দাদা হযরত ইমাম মুহাম্মদ তাজ ফকীহ (রহঃ) 'কুদসে খলীল' হইতে (যাহা বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি মহল্লা) ৫৭৬ হিজরীতে পাটনা জিলার মানির পরগনায় আগমন করেন এবং এই স্থানের রাজার সহিত যুদ্ধ করেন ও মানির পরগনা জয় করেন।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ তাজ ফকীহ (রহঃ)-এর তিন ছেলে ছিল। (১) শায়খ ইসরাঈল, (২) শায়খ ইসমাঈল এবং (৩) শায়খ আবদুল আজীজ। হযরত ইমাম (রহঃ) স্বীয় ছেলেদিগকে কায়েম মোকাম বানাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার মনস্থ করিলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে চলিয়া গেলেন। হযরত ইসরাঈল (রহঃ)-এর সবচেয়ে বড় সন্তান ছিলেন হযরত মাখদুম ইয়াহইয়া (রহঃ)। যাহার বিবাহ হযরত শায়খ শিহাব উদ্দিন পীর জঙ্গেজুত (রহঃ)-এর বড় সাহেবজাদী বিবি রাজিয়ার সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছিল। তাহার ছেলে সন্তান ছিল চারিজন। (১) শায়খ জলীল, (২) শায়খ শরফুল হক ওয়াদ্দীন, (৩) শায়খ খলীলুদ্দীন এবং (৪) শায়খ হাবীবুদ্দীন (রহঃ)।

পয়দায়েশ ঃ হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর বিদুষী মাতা বিবি রাজিয়া সেই সময়ের একজন কামেল ওলী ছিলেন। তিনি বিনা অজুতে হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-কে কখনও দুধ পান করাইতেন না। তাঁহার পয়দায়েশ ২৬, অন্য বর্ণনায় ২৯শে শাবান ৬৬১ হিঃ সালে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের শাসনামলে মানির শরীফ স্থানে পাটনা জিলায় হইয়াছিল। পয়দায়েশের তারিখ "শারফ আগীন" বাক্যদ্বয়ে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

তা'লীম ঃ হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর প্রাথমিক শিক্ষা সেই যুগের প্রচলন অনুসারে গৃহেই শুরু হয়। তিনি হযরত আল্লামা আশরাফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহঃ)-এর মত উস্তাদ পাইয়াছিলেন। যাহার নিকট সকল ধর্মীয় বিদ্যা, কালামে পাক, তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ এবং তর্কশাস্ত্র ছাড়াও বুদ্ধিভিত্তিক বিদ্যা যেমন মানতেক, ফালসাফা এবং রিয়াজী ইত্যাদির জ্ঞান আহরণ করেন।

হযরত আল্লামা আশরাফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহঃ) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন (১২২৮ খৃঃ হইতে ১২৮১ খৃঃ)-এর শাসনামলে বুখারা হইতে দিল্লী আগমন করেন এবং পাঠদান ও গ্রহণের সিলসিলা শুরু করেন। তাঁহার জ্ঞান-গভীরতার কথা দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়ে। ভক্ত ও অনুরক্তদের হুজ্জুম ক্রমেই বাড়িতে থাকে। তাহার বদান্যতার দরুন সুলতান শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাহাকে সোনারগাঁও (ঢাকার সন্নিকটে) চলিয়া যাওয়ার নির্দেশ জারী করিলেন। আল্লামা সফরের প্রাক্কালে মানির শরীফ কিছুদিন অবস্থান করিলেন। হযরত মাখদুম ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) তাঁহার খাতির-তাওয়াজুর মধ্যে কোন রকম কমি করিলেন না। বরং অন্তর

দিয়া তাহার খেদমত করিতে লাগিলেন। এই অবস্থানকালে ওস্তাদ এবং শাগরেদ উভয়ে একে অপরকে অতি নিকট হইতে দেখিয়াছেন এবং একে অপরের প্রতি অনুরাগী হইয়া গিয়াছেন। পিতামাতার অনুমতির পর মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) স্বীয় উস্তাদের সহিত সোনার গাঁও রওয়ানা হইলেন। আল্লামা আশরাফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ৬৬৮ হিঃ সালে সোনার গাঁও পৌঁছিয়া একটি মাদ্রাসা এবং একটি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং রুশ্‌দ ও হেদায়েতের সিলসিলা জারী রাখিলেন। হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) উলুমে দ্বীনি ও দুনিয়াভী, জাহেরী এবং বাতেনী অর্জনের লক্ষ্যে স্বীয় উস্তাদের সহিত বাইশ বৎসর অতিক্রান্ত করেন। হিজরী ৭০০ সালে আল্লামা আবু তাওয়ামা (রহঃ) ইন্তেকাল করেন।

শাদী মোবারক ঃ যখন হযরত মাখদুম (রহঃ) সকল প্রকার এলেম হাসিল হইতে ফারেগ হইলেন, তখন হযরত আবু তাওয়ামা (রহঃ) তাঁহাকে জামাতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রথমতঃ হযরত মাখদুম (রহঃ) কিছুটা ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উস্তাদের সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল করিলেন এবং এই সম্পর্ককে কবুল করিলেন। উস্তাদের পুণ্যশীলা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবার কয়েক বৎসর পর বুযর্গ পিতা মাখদুম ইয়াহ্‌ইয়া (রহঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। দেহ মনের সকল উত্তাপ যেন নিঃশেষ হইয়া গেল। একান্ত বেকারার হইয়া উস্তাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং নিজের অল্প বয়স্ক ছেলে হযরত মাখদুম যকীকে সঙ্গে লইয়া মানির তশরীফ আনিলেন। হযরত মাখদুম ইয়াহ্‌ইয়া (রহঃ)-এর ওফাত ১১ই শাবান ৬৯০ হিজরী ১২০ বৎসর বয়সে হইয়াছিল।

পীরের তালাশ ঃ মাখদুম জাহাঁ মানির পৌঁছিয়া স্নেহময়ী মাতার খেদমতে ব্রতী হইলেন। কিন্তু মা'রেফাতে ইলাহীর সেই অগ্নি যাহা বুকের ভিতর জ্বলিতেছিল, উথলিয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত একদিন স্বীয় সাহেবজাদা হযরত মাখদুম যকীকে স্নেহময়ী মাতার কোলে তুলিয়া দিয়া বলিলেন ঃ আম্মাজান! আপনি এই ছেলেটিকে শরফুদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত মনে করুন এবং নিজের ছেলেকে তলবে ইলাহীর জন্য গৃহ হইতে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। তাঁহার মাতা ছিলেন একজন ওলীয়ে কামেলা। এই কথায় তিনি খুশী হইলেন এবং খুশী ও প্রেরণার সহিত ছেলেকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) সফরের সকল সামান বাঁধিয়া লইলেন এবং দিল্লীর পথে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার বড় ভাই শায়খ জলীল (রহঃ) তাঁহাকে খুবই ভালোবাসিতেন। তিনিও তাঁহার সফরসঙ্গী হইলেন। সেই সময় দিল্লী শুধুমাত্র হিন্দুস্তান সাম্রাজ্যের রাজধানীই ছিল না, বরং বুযর্গানে দ্বীন এবং আউলিয়ায়ে কেরামের মারকাজের গৌরবও হাসিল করিয়াছিল। মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) সেখানকার সকল মাশায়েখে কেরামের সহিত একের পর এক মিলিত হইলেন। কিন্তু কোথাও শান্তি মিলিল না। সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রহঃ)-এর খেদমতেও পৌঁছিলেন। কিন্তু সেইখানেও তৃপ্ত হইলেন না। অন্তরের ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। পানিপথে হযরত বু-আলী কলন্দর (রহঃ)-এর নিকটও গমন করিলেন। কিন্তু مردے است دلے مغلوب الحال বলিয়া পুনরায় দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন।

পানি পথ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর লোকজন খাজায়ে খাজেগান হযরত নজীবুদ্দিন ফেরদৌসীর পরিচয় বিবৃত করিল। তিনি তাঁহার খেদমতে হাজির হইলেন। সেইখানে পৌঁছিয়াই ভীত-কম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং সমস্ত শরীরে ঘাম ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। হযরত নাজীবুদ্দিন তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন ঃ দরবেশ আস! দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমার

এন্তেজার করিতেছি। যাহাতে তোমার আমানত তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বয়আত করিলেন। খেরকা ও শাজারাহ প্রদান করিলেন এবং কিছু নসীহত লিখিয়া সঙ্গে দিয়া দিলেন এবং বিদায় দিলেন। তারপর বলিলেন ঃ রাস্তায় যদি কোন বড় কথা শুনিতে পাও, তবে দিল্লী ফিরিয়া আসিবে না। মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) তালীম ও তরবিয়তের জন্য কিছুদিন অবস্থান করিবার অনুমতি চাহিলে হযরত নজীবুদ্দিন ফেরদৌসী (রহঃ) বলিলেন ঃ তোমার তালীম ও তরবীয়ত দরবারে রেসালত (সাঃ)-এর তরফ হইতেই নির্ধারিত। তুমি জন্মভূমিতে ফিরিয়াঁ যাও এবং নিজের কাজে মশগুল হও।

বায়আত গ্রহণকালীন অবস্থার কথা সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে মাখদুম জাহাঁ নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

من چون بخواجه نجیب الدین پیوستم خرنے در

دل من نهاده شد که هر روز آن حزن زیارة میشد

বায়আত গ্রহণের পর দিল্লী হইতে যখন মাতৃভূমির দিকে যাইতেছিলেন, তখন স্বীয় পীরের এন্তেকালের সংবাদ পাইলেন। কিন্তু মুর্শিদের কথার সম্মান রাখিতে গিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন না; বরং জন্মভূমির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন বাহিয়ার জঙ্গলে পৌঁছিলেন তখন ময়ূরের আওয়াজ শুনিয়া নারায়ে তাকবীর বলিয়া গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সাথী শ্রদ্ধেয় বড় ভাই বহু তালাশ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও সন্ধান পাইলেন না। নিরুপায় হইয়া গৃহে আসিয়া শ্রদ্ধেয়া মাতার নিকট সকল ঘটনা বর্ণনা করিলেন। স্নেহময়ী মাতা এই সংবাদ শুনিয়া স্বাভাবিকভাবে দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তিনি যেহেতু ওলীয়ে কামেলা ছিলেন, তাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর মস্তক ঝুকাইয়া দিলেন।

এই কথা সুবিখ্যাত যে, তিনি বাহিয়া (জিলা শাহ আবাদ)-এর জঙ্গলে বার বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণে মশগুল ছিলেন। খুবই কঠিন তপস্যা এবং বড়ই পরিশ্রম করিলেন। সেইখানে তাহার তালীম ও তরবীয়ত বারগাহে নবুয়ত হইতে পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইল। তারপর তাহাকে রাজগীর এর জঙ্গলে দেখা গেল। এইভাবে সম্ভবতঃ চল্লিশ বৎসর জঙ্গল এবং পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করিলেন। এই চল্লিশ বৎসর জিন্দেগীতে তিনি স্বীয় পরওয়ারদিগারের কৃপায় কত সব গোপন রহস্যের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করিয়াছেন, ইহার খবর কাহারও জানা নাই।

রাজগীর বিহার শরীফের নিকটে অবস্থিত। এই জন্য আস্তে আস্তে মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর রাজগীরের জঙ্গলে অবস্থানের কথা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল এবং মানুষের ভীড় বাড়িতে লাগিল। সুতরাং তিনি নিরুপায় হইয়া বিহার শরীফে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইভাবে দরস ও তাদরীস এবং রুশদ ও হেদায়েতের সিলসিলা জারী হইয়া গেল।

পরলোকগমন ঃ সিলসিলায়ে ফেরদৌসিয়া ইতিহাসের লেখক উল্লেখ করিয়াছেন ৫ই শাওয়াল, বুধবার ফজরের নামাযের পরেই মাখদুমুল মুলক (রহঃ) আখেরাতের সফরের প্রস্তুতি শুরু করিয়াছিলেন। ভয় এবং মহব্বতের মিলিত অনুরাগের সহিত স্বীয় প্রেমাস্পদের আস্তানার দিকে এই কথা বলিয়া কদম বাড়াইতে লাগিলেন ঃ

جی مگن میں ھے که آئی ھیں شھانی رتیان

جن کے کارن تھے بیت ان سے بنائی گتیان

এবং ৬ শাওয়াল বৃহস্পতিবার রাত্রে এশার নামাযের সময় ৭৮২ হিঃ স্বীয় হাকিকী অধিপতির সহিত মিলিত হইলেন। বিন্দু সমুদ্রের মধ্যে এবং অংশ পূর্ণতার সহিত মিশিয়া গেল। তাঁহার ওফাতের তারিখটি খুবই মর্যাদাপূর্ণ।

این جان عاریت کد محافظ سپرد دوست

روزے رخـــش به بیتم و تسلیم دے کنـــم

৬ শাওয়াল বৃহস্পতিবার দিন চাশতের সময় কাফন ও দাফনের কাজ সমাপ্ত হইয়াছিল।

اِنَّا لِـلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَـيْـهِ رَاجِـعُـوْنَ -

মৃত্যুর সময় তিনি ওসিয়ত করিয়াছিলেন যে, আমার জানাযার নামায এমন ব্যক্তি পড়াইবেন, যিনি প্রকৃতই সৈয়দ বংশের লোক, রাজ্যত্যাগী এবং সাত কিরাতের হাফেজ। লাশ উপস্থিত রাখা হইয়াছিল এবং উপস্থিত লোকজন এমন লোকের জন্য এন্তেজার করিতেছিল। এমন সময় অকস্মাৎ হযরত মাওলানা আশরাফ জাহাঁগীর সামনানী (রহঃ) তশরীফ আনয়ন করিলেন। এই তিনটি শর্তই তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এইজন্য তিনিই জানাযার নামায পড়াইলেন এবং কিছুদিন মাযার মুবারকে চিল্লা করিয়া সেখান হইতে রুখসত হইলেন।

دلا هرگز نیابی در جهاں همچون شرف پیرے

که مالا مال از وشد سید اشرف جهانگیر ے

এই ১৬ ঘণ্টার পরিপূর্ণ চিত্র ও অবস্থার কথাকে মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর শাগরেদ হযরত মাওলানা জৈন বদর আরবী খুবই বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহা 'ওফাতনামা মাখদুমুল্ মুল্ক' নামে ছাপা হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর বিদায়ের সঠিক চিত্র চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আর এই অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, পাঠক যেন স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিল। দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে ইহা আর বাড়াইয়া বলার দরকার নাই।

শাজরায়ে বায়আত

(১) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত মাখদুম শরফুল হক ওয়াদ্দীন আহমাদ ইয়াহ্ইয়া মানিরী ফেরদৌসী (রহঃ)।
(২) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা নাজিবুদ্দীন ফেরদৌসী (রহঃ)।
(৩) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা রুকনুদ্দীন ফেরদৌসী (রহঃ)।
(৪) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (রহঃ)।
(৫) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা সাইফুদ্দীন বাখারজী (রহঃ)।
(৬) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা নজমুদ্দীন কুবরা (রহঃ)।
(৭) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা জিয়াউদ্দীন আবু নজীব সোহরাওয়ার্দী (রহঃ)।
(৮) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা ওয়াজহুদ্দীন আবু হাফ্স (রহঃ)।
(৯) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল্ মা'রুফ বউমুমিয়া (রহঃ)।
(১০) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা আহমাদ সাইয়্যাহ দিনুরী (রহঃ)।
(১১) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা মুহাম্মদ উলুব্বি দিনুরী (রহঃ)।
(১২) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা আবুল কাশেম জুনায়েদ বোগদাদী (রহঃ)।
(১৩) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা সির্‌রী সাকতী (রহঃ)।
(১৪) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন হযরত খাজা মা'রূফ কারখী (রহঃ)।
(১৫) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন সাইয়্যেদেনা হযরত ইমাম আলী মূসা রেজা (রাদিঃ)।
(১৬) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন সাইয়্যেদেনা হযরত ইমাম মূসা কাজেম (রাদিঃ)।
(১৭) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন সাইয়্যেদেনা হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রাদিঃ)।
(১৮) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন সাইয়্যেদেনা হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রাদিঃ)।
(১৯) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন সাইয়্যেদেনা হযরত জয়নুল আবেদীন (রাদিঃ)।
(২০) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন আমীরুল মুমেনীন সাইয়্যেদেনা ইমাম হুসাইন (রাদিঃ)।
(২১) শায়খুল ইসলাম ওয়াল্ মুসলেমীন আমীরুল মুমেনীন সাইয়্যেদেনা আলী ইবনে আবী তালিব (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু)।
(২২) সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যিন, ইমামুল মুত্তাকীন, শাফীউল মুজনেবীন, আহমাদ মুজতাবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর বিদ্যাবত্তা

মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর মাকতুবাত, মালফুজাত, রিসালাজাত ও লেখনীসমূহ অধ্যয়ন করিলে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও সুপ্রশস্ত দৃষ্টির সঠিক আন্দাজ করা সম্ভব হইবে। জাহেরী এলেমের এমন কোন শাখা পাওয়া যাইবে না, যাহার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ওলামায়ে সলফ-এর প্রথম কাতারে তাঁহাকে স্থান দান করা হইয়াছে। তিনি ছিলেন যুগের ইমাম এবং ইজতেহাদের মর্যাদা ও তিনি হাসিল করিয়াছিলেন। তফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসুল, আদব, মানতেক, ফালসফা, কালাম, রিয়াজী, হাইয়াত এবং হান্দাছাহ কোন বিষয় এমন নাই, যাহার উপর তাঁহার দখল ছিল না। এবং কোনও এলেম এমন ছিল না যাহার মধ্যে তিনি পূর্ণতা অর্জন করিয়াছিলেন না।

হাদীস শাস্ত্র ঃ হিন্দুস্তানে মুসলিম হুকুমত কায়েম হওয়ার বহু বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। স্বয়ং মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর যুগেও মুসলিম হুকুমত কায়েম ছিল। কিন্তু এলমে হাদীসের শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণের কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য এন্তেজাম ছিল না। জনসাধারণ তো জনসাধারণই। এমন কি হুকুমতের পক্ষ হইতেও উহার প্রচার ও প্রসারের কোন উৎসাহ ছিল না। অথচ সেই যুগে আরব, শাম, মিশর, স্পেন ইত্যাদি অঞ্চলে বড় বড় বিশেষজ্ঞ ও হাদীস শাস্ত্রের বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব বর্তমান ছিলেন, যাহারা এলেমের দরিয়া প্রবাহিত করিতেছিলেন। কিন্তু হিন্দুস্তানে একটি বিদ্যালয়ও এমন ছিল না, যেখানে কোন জ্ঞানান্বেষণকারী এই বিদ্যাকে পূর্ণতার সহিত হাসিল করিতে পারে এবং সেখান হইতে বিদ্যার্জন করিয়া বাহির হইতে পারে। মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি এলমে হাদীসকে হিন্দুস্তানে সাধারণ্যে সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং হাদীসের বিখ্যাত কিতাবগুলির সহিত মানুষকে পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার মালফুজাত, মাকতুবাত এবং তাসনিফাতের স্থানে স্থানে আহাদীসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অহরহ পরিদৃষ্ট হয়।

তাফসীর শাস্ত্র ঃ তাফসীর শাস্ত্রেও তাঁহার মর্যাদা ছিল খুবই উচ্চে। দূর দূরান্ত হইতে মানুষ আগমন করিত এবং কুরআনুল কারীমের কঠিন স্থানসমূহকে বুঝিবার জন্য নানা রকম সওয়াল করিত। মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে সেই কঠিন স্থানগুলির অর্থ ও মর্ম বিশ্লেষণ করিতেন, যাহাতে সকল শ্রেণীর মানুষ তাহা সহজে অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়। তফসীরে যাহেদীকে মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) একটি প্রামাণ্য তফসীর হিসাবে গণ্য করিতেন। 'খাওয়াফে পুর নেয়ামত' গ্রন্থে আছে যে, তিনি বলিতেন–ধর্মীয় জীবনে যে সকল কথার প্রয়োজন রহিয়াছে, সেই সব এই তফসীরে বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থে অধিক সঙ্কোচন ও অধিক সম্প্রসারণের রীতি অনুসরণ করা হয় নাই। একই স্থানে 'তফসীরে কবীর'-এর কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহার প্রশংসা করিয়াছেন।

ফিকাহ শাস্ত্র ঃ 'সীরাতুস্ শরফ' গ্রন্থের লেখক বলেন–'ফিকাহ শাস্ত্রে মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতা হাসিল ছিল। বরং তাঁহার ইজতেহাদের দক্ষতাও পরিপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ তিনি ধর্মীয় ফিকাহ শাস্ত্রের এক অত্যাশ্চর্য মনীষার অধিকারী ছিলেন। কুরআন ও হাদীস হইতে মাসয়ালা বাহির করা এবং ইহার উপর বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল কায়েম করা তাঁহার নিকট মামুলী ব্যাপার ছিল। সুন্নাতে ইলাহীর তিনি ছিলেন মাহির। আর সুন্নাতে নবুবীর তিনি ছিলেন আশেক। এইজন্য তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশস্ততা ছিল। তিনি অন্যান্য ফুকাহাদের মত কঠিন প্রকৃতির ছিলেন না। তিনি সহজতা ও সুপ্রশস্ততার অনুরাগী ছিলেন। তিনি ভালভাবেই জানিতেন যে, পায়ের উপর পা ঘাষিয়া দুনিয়া চলিতে পারে না। এইজন্য মানব প্রকৃতি কঠিন বোঝাকে বহন করিতে সক্ষম হয় না। ইহাতে মাজহাব ও তামাদ্দুন উভয়টিতে লোকসান দেখা

দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহার দূরদৃষ্টি মানব শ্রেণীর সকল পর্যায়ের উপরই বিস্তৃত ছিল। এইজন্য لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ -কে ইজতেহাদের সময় সর্বদাই নজরে রাখিতেন।

দর্শন শাস্ত্র ঃ মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর দৃষ্টি কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীস এবং ফিকাহ-এর উপরই নিবদ্ধ ছিল না। এমনকি শুধু কেবল তাসাউফের গোপন রহস্য, সংকেতরাজী, পরিচিতি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনাই তিনি করিতেন না, বরং তর্কশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রেও তাঁহার গভীর দৃষ্টি বিদ্যমান ছিল। তিনি তর্কশাস্ত্রের জটিল বাধনকে বড়ই সহজভাবে খুলিয়া দিয়াছেন। 'তারিখে সিলসিলায়ে ফেরদৌসিয়া'র লেখক মুঈন দারদানী বলিয়াছেন– "গভীর দৃষ্টিতে তাকাইলে অনুভূত হয় যে, বর্তমান যুগ দর্শন ও বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের উপর আনন্দিত। তাহাদিগকে মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর খোলশ আহরণকারী বলিয়া অনুমিত হয়।"

মাওলানা আবদুল বারী নদভী মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর দর্শনকে আধুনিক দর্শনের শাব্দিক অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই কথাটি প্রকৃত অবস্থার বিপরীত। এইজন্য যে, পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ এবং মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর যুগের মধ্যে শত বৎসরের তফাত রহিয়াছে। মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর তাসনীফাত, মালফুজাত এবং মাকতুবাতের ভাণ্ডার ইউরোপেও মওজুদ আছে। ইহাও সম্ভব যে, পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ সেই সকল ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন এবং নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির বুনিয়াদ মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গির উপর স্থাপন করিয়াছেন। মাওলানা আবদুল বারী নদভী স্বীয় গ্রন্থ "নেজামে তালীম ও তরবিয়তে" উল্লেখ করিয়াছেন–"আশ্চর্য হইতে হয় যে, এই ব্যক্তির [মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)] কথার দুই এক লাইনে নহে, বরং পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয় যে, যেন বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের পুস্তকরাজির শাব্দিক তরজমা। কেন্ট, হেগল, বার্কলী, হিউম শ্রেণীর দার্শনিকের আধুনিক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি যাহার উপর বর্তমান দর্শন তৃপ্তি বোধ করে শাহ সাহেব (মাখদুম জাহাঁ)-এর কিতাবসমূহে পরিপূর্ণ রূপে বিবৃত আছে। এইক্ষেত্রে সঙ্গত মনে হয় যে, হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর তাসনীফাত, মালফুজাত এবং মাকতুবাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা যাউক। যাহাতে বিদ্দজ্জনেরা তাঁহার জ্ঞানের বিস্তৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আন্দাজ করিতে পারেন।

তাসনীফাত

১। **শরহে আদাবুল মুরিদীন ঃ** এই কিতাবটি হযরত শায়খ জিয়া উদ্দীন আবুন্ নাজীব সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত আদাবুল মুরিদীন-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে মানাকিবুল আসফিয়া গ্রন্থের লেখক বলেন–স্বয়ং জিয়া উদ্দীন আবুন্ নাজীব সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ আমার রূহানী সন্তানদের মধ্য হইতে একজন এই কিতাবের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবে। সুতরাং মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) এই কিতাবের ব্যাখ্যা লিখিয়া সেই কথাকে সঠিক প্রমাণিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে লেখকের সহোদর ভাই শাহ কাসীম উদ্দীন আহমাদ (রহঃ) শরহে আদাবুল মুরিদীন গ্রন্থের এক অংশের তরজমা করিয়াছেন।

২। **এরশাদুত্ তালেবীন ঃ** ইহা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, যেখানে সত্যান্বেষী শিক্ষার্থীগণকে পথ নির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে।

৩। **এরশাদুস্ সালেকীন ঃ** এই কিতাবটি তাওহীদের উপর একটি প্রামাণ্য দলীল, যাহা ৪০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এই কিতাবে হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) ইহা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, এই বিশ্বচরাচর সার্বিকভাবে একই নূরের বিভিন্ন আকৃতি মাত্র। সৃষ্টিজগতের নূর 'আলমে লাহুত' হইতে আলমে জাবারুতে আগমন করিলে উহাকে 'রূহ' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। আর যখন জাবারুত হইতে আলমে মালাকুতে পৌঁছিল তখন আকৃতি ধারণ করিল। তারপর মালাকুত হইতে যখন আলমে নাছুতে স্থানান্তরিত হইল তখন দেহ নামে অভিসিক্ত হইল। অনুরূপভাবে সেই নূর যখন 'আলমে কাছীফে' আগমন করিল তখন আগুন পয়দা হইল। আগুন ঘনিভূত হইয়া বাতাস হইল এবং বাতাস ঘনিভূত হইয়া পানির সৃষ্টি হইল এবং পানি ঘনিভূত হইয়া মাটি তৈরী হইল। সুতরাং মানুষ এবং উপাদান চতুষ্টয় একই বস্তুর বিভিন্ন আকৃতি মাত্র।

৪। **রিসালায়ে মাবকা ও জিকরে ফেরদৌসিয়া ঃ** এই কিতাবে জিকির-এর শ্রেণীভেদ এবং তরীকাসমূহের কথা বিবৃত হইয়াছে এবং ইহার উপর আমল করিবার হেদায়েত করা হইয়াছে।

৫। **ফাওয়ায়েদুল মুরীদীন ঃ** এই কিতাবে মুরীদগণের জন্য কালেমায়ে ত্বাইয়্যেবার ফযিলত, জামাতে নামায আদায়ের বরকত, বিভিন্ন আয়াতের ফুয়ুজ ও বরকত, গোরস্তান, মুনকার-নকীর, বেহেশত-দোযখ, কিয়ামত, ঈমান, হুকুকুল ওয়ালেদাইন, প্রতিবেশীর অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ইত্যাদি জরুরী বিষয়াবলীর উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

৬। **লাতায়েফুল মায়ানী ঃ** এই কিতাবটি মিদানুল মায়ানী গ্রন্থের সারাংশ।

৭। **রিসালায়ে ইশারাত ঃ** ইহা একটি মূল্যবান কিতাব। ইহাতে সর্বমোট ৩৭টি ইশারাত স্থান লাভ করিয়াছে। এই ইশারাতগুলিতে আরেফানা বিষয়াবলীর প্রতি খালেস দার্শনিক ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেমন মূল দরিয়ার ঢেউ এবং দরিয়ার আসল ঢেউ। পৃথিবীতে এমন লোক কমই আছে, যাহারা স্বপরিচিত অবস্থায় আবির্ভূত হইয়াছে। এই পর্যায়ে হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) স্বপরিচিতিকেই বিশ্বপরিচিতি অথবা আল্লাহ পরিচিতি সাব্যস্ত করিয়াছেন। এমন বুঝা যায় যে, আল্লামা ডক্টর ইকবাল (রহঃ) 'ফালসাফায়ে খুদী' গ্রন্থের বুনিয়াদ এই রিসালা হইতে প্রভাবিত হইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৮। **রিসালায়ে আজওয়াবা ঃ** এই রিসালাটি নম্ভবতঃ ৬৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত। ইহা হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর ঐ সকল প্রশ্নোত্তরের সমষ্টি যাহা তিনি বিভিন্ন বন্ধুদের, প্রিয়জনদের

এবং মুরীদগণের জিজ্ঞাসার জবাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রশ্নগুলি এই ধরনের ছিল–কোন্ লোকেরা অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত? এবং তাহাদের সংখ্যা কত? মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা কোন্‌টি? তরীকত পন্থীদের পরিভাষায় ভূত এবং পৈতা বলিতে কি বুঝায়? আল্লাহ পাকের দীদার আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে হইবে, নাকি আমলের বিনিময় অনুপাতে হইবে? আল্লাহ পাকের মা'রেফতের শেষ সীমা কোথায়? এই শ্রেণীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এই রেসালায় প্রদান করা হইয়াছে।

৯। **ফাওয়ায়েদে রুকনী ঃ** ইহা একটি ছোট রেসালা। উহাতে হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) নিজের এক খাস মুরীদ হযরত রুকনুদ্দীন (রহঃ)-কে বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জের সময় সফরেও অবস্থানকালে পাঠ করার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই কিতাবটিকে হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর শিক্ষার সারাংশ বলা যাইতে পারে। ইহাছাড়া আকায়েদে শরফী, আওরাদে কেঁলা, আওরাদে আওসাত এবং আওরাদে খোরদ গ্রন্থে দরূদ ও ওয়াজিফা সমূহের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা সেই রেসালাগুলির নাম শুনিলেই বুঝা যায়।

মলফুজাত

১। **মি'দানুল মায়ানী ঃ** এই কিতাবটি দুই খণ্ডে বিন্যস্ত। যাহা হযরত মাওলানা জৈন বদর আরবী (রহঃ) যিনি মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর খাস মুরীদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সংকলিত করিয়াছেন। উহাতে ৭৪৯ হিঃ সাল হইতে ৭৫১ হিঃ সাল পর্যন্ত সময়ের মলফুজাতগুলি স্থান লাভ করিয়াছে। উহাতে শুধু কেবল সুফিয়ানা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই বয়ান করা হয় নাই, বরং তফসীর, হাদীস, ফেকহী মাসায়েল এবং তর্কশাস্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপরও আলোকপাত করা হইয়াছে। বজমে সুফিয়ার লেখক সাইয়্যেদ সাবাহউদ্দীন লিখিয়াছেন ঃ

এই কিতাব আদ্যান্ত পাঠ করিলে আন্দাজ করা যায় যে, হযরত মাখদুমুল মুল্ক (রহঃ)-এর খানকাহর মজলিসগুলিতে শুধু কেবল তাসাউফের কঠিন বিষয়াবলীকেই সহজবোধ্য আকারে পরিবেশন করা হইত না, বরং সেখানে ওয়াজ নসিহত, রুশ্দ ও হেদায়েত, আওয়ামের ও নাওয়াহী, প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং উত্তম নৈতিক শিক্ষাও জারী ছিল। শিক্ষার এই সকল দিকের আলোকে এই কথা বলা যায় যে, সেই সময় মাজহাব ও তাসাউফ দুইটি পৃথক পৃথক বস্তু ছিল না। বরং উহা একই প্রদীপের দুই পালক ছিল।

২। **খাওয়ানে পুর নে'মত ঃ** এই কিতাবটি হযরত জৈন বদর আরবী (রহঃ) সংকলিত করিয়াছেন। উহাতে বেশীর ভাগ তাসাউফের আংশিক সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর বর্ণনা স্থান পাইয়াছে।

ইহাছাড়া ফেকহী ও শারয়ী মাসায়েলের উপরও আলোকপাত করা হইয়াছে। উহাতে ১৫ শাবান ৭৪৬ হিজরী হইতে ৭৫০ হিজরী সাল পর্যন্ত সময়ের মলফুজাত রহিয়াছে। এইজন্য ইহাকে 'মি'দানুল্ মায়ানীর'ই একটি পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

৩। **রাহাতুল কুলুব ঃ** ইহাতে দশটি মজলিসের মলফুজাত সন্নিবেশিত আছে। মাওলানা জৈন বদর আরবী (রহঃ) ইহার সংকলন করিয়াছেন। আকারে ইহা বড় কিতাব নহে। ইহা ছাপা হইয়াছে। ইহাতে রেজায়ে ইলাহী, মাবদা ও মায়াদ, খাজা আবিছাল্ কারনী (রহঃ), সেজদায়ে আদম ছফিউল্লাহ, তাজিমে তিলাওয়াতে কালামে পাক, জুমার নামাযের ফযিলত এবং আশুরার দিন সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। ইহাছাড়া কালামে পাকের বিভিন্ন আয়াতের তফসীর বয়ান করা হইয়াছে।

৪। **মুখ্খুল মায়ানী ঃ** সীরাতুশ্ শরফের লেখক এই কিতাব সম্পাদকের নাম সাইয়্যেদ শিহাব উদ্দিন ইমাদ হালেকী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার নিকট আগ্রার মুফিদ আম প্রেসে ছাপানো যে কপি রহিয়াছে, উহার প্রকাশক হযরত সাইয়্যেদ শাহ ওয়াসী আহমাদ ফেরদৌসী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থের সম্পাদকও ছিলেন হযরত জৈন বদর আরবী।

৫। **মুনেছুল মুরীদীন ঃ** এই কিতাবটিও পাণ্ডুলিপি, ছাপা হয় নাই। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬। ইহাতে ২১শে শাবান হইতে মুহাররম ৭৭৫ হিজরী পর্যন্ত মলফুজাত স্থান লাভ করিয়াছে। ইহার সংকলক সালাহ মুখলেছ দাউদ খানী। ইহাতে সাজ্জাদাহ শব্দ, সাজ্জাদাহ নশীন এর সংজ্ঞা, লজ্জা ও ইহার ফজিলত, স্বপ্নের শ্রেণীভেদ, শবে বরাত ও ইহার ফযিলত, হাদীস মান্‌তাশাব্বাহা বেকাওমিন, শরীয়ত, তরীকত এবং হাকীকতের অর্থ ও মর্ম এবং রূহের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত আছে।

৬। **গঞ্জে লা ইউফনা ঃ** ইহাতে রব্বিার রবিউল আউয়াল ৭৬০ হিজরী হইতে শনিবার ২৬ জিলহজ্জ ৭৬০ হিজরী পর্যন্ত সময়ের মলফুজাত সন্নিবেশিত আছে। এই কিতাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক মজলিসের মলফুজাতের লেখার মধ্যে দিন, মাস এবং বৎসরের প্রতি খেয়াল রাখা হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪। ইহাতে শবে কদরের আলামতসমূহ বর্ণনা করা

হইয়াছে এবং উহাকে গোপন রাখার হেকমত তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এই গ্রন্থে মৃত্যুর কষ্ট এবং মৃত্যু পথ যাত্রীর তালকীন সংক্রান্ত আলোচনার পর তিনি বলিয়াছেন যে, মুমিনগণের উপর মৃত্যুকষ্ট আজাব বা শাস্তির মত হয় না। আর হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া 'আখবারানা' এবং 'হাদ্দাসানা' এর পার্থক্য বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

৭। ফাওয়ায়েদুল গায়বী ঃ ইহাতে ৩২টি মজলিসের মলফুজাত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যাহা ১৯১ পৃষ্ঠা সম্বলিত। শাবানের প্রারম্ভ ৭৫৭ হিজরী হইতে শুরু করিয়া সফর মাস ৭৫৭ হিজরী পর্যন্ত সময়ের আলোচনা বিধৃত আছে। উহাতেও সকল মজলিশের মলফুজাত, দিন এবং মাসের সহিত শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালার উপর আকলী ও নকলী দলিলাদি সন্নিবেশ করা হইয়াছে। যেমন আছমায়ে বারী তায়ালা, জিকরে হেকমতে আসইয়া, আকছামে হুকুকুল ইবাদ, তা'রীফে শুহুদ ও মাশহুদ, ফযিলতে এলেম এবং আরকানে হজ্জ ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

৮। মাগজুল মায়ানী ঃ এই কিতাবটির সংকলক ও সম্পাদক শায়খ শিহাব উদ্দিন ইমাদ (রহঃ)। ইহাতে যিকরে জাত ও ছিফাত, যিকর ও মুরাকাবা, যিকর ও তাফাক্কুর এবং জাহের ও বাতেন ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাছাড়া পাণ্ডুলিপি আকারে আছে–কান্‌জুল মায়ানী, মলফুজুস্‌ সফর এবং বারাতুল মুহাক্কেক্বীন।

৯। তুহ্‌ফায়ে গায়বী ঃ ইহাতে ৭৫৯ হিজরীর প্রারম্ভ হইতে ৭৭০ হিজরী পর্যন্ত সময়ের মলফুজাত স্থান লাভ করিয়াছে। ইহার সম্পাদনা করিয়াছেন হযরত মাওলানা জৈন বদর আরবী। ইহা ঐ সকল মলফুজাত যাহা হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর জীবদ্দশায়ই সংকলিত ও বিন্যাস করা হইয়াছিল। ইহার সম্পাদকগণের দাবী এই যে, তাহজীব ও তরতীবের পরে হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর খেদমতে তাহা পেশ করা হইত। তিনি যেখানে উপযোগী মনে করিতেন সেইখানে পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করিতেন এবং কোথায়ও কোন কবিতা, চতুর্পদী, লেখায় ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে তাহা স্বয়ং শুদ্ধ করিয়া দিতেন। এইজন্য এই সকল মলফুজাতের বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের কোন অবকাশই অবশিষ্ট নাই।

মাকতুবাত

(১) মাকতুবাতে সদী, (২) মাকতুবাতে দো সদী (৩) মাকতুবাতে বিছ্ত ও হাশত (২৮)।

১। মাকতুবাতে সদী ঃ মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর এক খাস মুরীদের নাম কাজী শামসুদ্দীন হাকেম চুছা। যিনি অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততা এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে হযরত মখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির থাকিতে পারিতেন না। তাহার একান্ত অনুরোধে এবং তাহার তালীমের জন্য এই মাকতুবাত লেখা হইয়াছে। স্বয়ং মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) কাজী সাহেবকে খুবই প্রিয় মনে করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব লগ্নে যখন অন্যান্যদিগকে অনুগ্রহ ও অনুকম্পার দ্বারা আপ্লুত করিয়াছেন, তখন তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন– কাজী শামসুদ্দীনকে কি বলিব! কাজী শামসুদ্দীন তো আমার সন্তান। বহুবার আমি তাহাকে সন্তান এবং কখনো ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। তাহার কারণেই আমার এলেম ও দরবেশী প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার কারণেই আমাকে বলিতে হইয়াছে, লিখিতে হইয়াছে। অন্যথায় কে লিখিত?

মাকতুবাতে সদীতে তাসাউফের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীকে আলোচনায় আনয়ন করা হইয়াছে এবং পত্র প্রাপকের জ্ঞান-বুদ্ধি ও যোগ্যতা মোতাবেক প্রমাণাদি, উদাহরণাদির দ্বারা খুবই বিজ্ঞজনোচিত ভাবে বুঝানো হইয়াছে। এই মাকতুবাত ৭৪২ হিজরী সালে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর খাস মুরীদ এবং কাতেব হযরত মাওলানা জৈন বদর আরবী নিজের কাছে এই মাকতুবাতগুলির কপি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

২। মাকতুবাতে দু'সদী ঃ এই খণ্ডের সংকলক ও সম্পাদকও হযরত জৈন বদর আরবী। এই মাকতুবাতগুলি বিভিন্ন মুরীদগণের নামে লেখা হইয়াছে। কোন এক ব্যক্তির নামে নহে। এই কারণেই কোন কোন আলোচ্য বিষয়ের বারবার উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়।

৩। শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা ছাবাহুদ্দীন আবদুর রহমান সাহেব যিনি 'বজমে সুফিয়া'র প্রণেতা, তিনি মাকতুবাতের আরও একটি সংকলনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন–ইণ্ডিয়া অফিসে হযরত মখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর মাকতুবাতের একটি সংকলন আছে। ইহাতে ১২৫টি মাকতুবাত রহিয়াছে। ইহাতে খাজা মোহাম্মদ সায়ীদ (রহঃ) এবং খাজা মোহাম্মদ মা'ছুম (রহঃ)-এর নামেও চিঠি রহিয়াছে। উভয়কেই হযরত মাখদুমুল মুলক ফরজন্দ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যদ্দরুন ইণ্ডিয়া অফিসের ক্যাটালগ বিন্যাসকারীর ভুল ধারণা হইয়াছে যে, হয়ত এই উভয়জনই হযরত মাখদুমুল মুলকের ছেলে। আসলে ইহা ভুল। কেননা তাহারা উভয়ে ছিলেন মুরীদ মাত্র।

৪। মাকতুবাতে বিছ্ত ও হাশ্ত (২৮) ঃ এই মাকতুবাতগুলি হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) নিজের সবচেয়ে প্রিয় ও আদরের মুরীদ হযরত সাইয়্যেদেনা মুজাফফর বলখী (রহঃ)-কে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন। যাহা সম্পর্কে স্বয়ং বলিয়াছেন–

تن مظفر جان شرف الدين   جان مظفر تن شرف الدين

شرف الدين مظفر   مظفر شرف الدين

বলা হইয়া থাকে যে, হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ) হযরত মাওলানার নামে দুইশতের অধিক পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত মাওলানা এই চিঠিগুলিকে সাধারণ মানুষের নজর হইতে গোপন রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর সময় এই অসিয়ত করিয়াছিলেন যে,

এই সকল চিঠি যেন তাহার সঙ্গে কবরে রাখা হয়। সুতরাং এমনই করা হইল। ঘটনাক্রমে ২৮টি পত্র পৃথক রাখা হইয়াছিল। যাহা দাফন হওয়া হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল এবং পরবর্তীতে পুস্তক আকারে সংরক্ষিত হইয়াছিল।

এই পর্যায়ে মাকতুবাত সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখকমণ্ডলী এবং সমকালীন বিখ্যাতজনদের মতামত উপস্থাপন করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১। তারিখে সিলসিলায়ে ফেরদৌসিয়ার লেখক মুঈন দরওয়াই (রহঃ) বলেন ঃ মাখদুমুল মুলক-এর সকল লেখনী এবং মলফুজাত এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ এবং হেদায়েতের মশাল, কিন্তু তাহার মাকতুবাতের গুরুত্ব, গ্রহণযোগ্যতা ও উপকারিতা নির্দিষ্টভাবে অনেক বেশী বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

২। বজমে সুফিয়ার লেখক সাবাহউদ্দিন আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন ঃ মাকতুবাতে সদীতে তাসাউফের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপর সংক্ষিপ্ত কিন্তু তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান লাভ করিয়াছে।

৩। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক খালীফ আহমাদ নিজামী মহোদয় বলেন ঃ তরীকায়ে ফেরদৌসিয়াকে হিন্দুস্তানে সম্প্রসারিত করার কাজ শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ ইয়াহইয়া মানিরী (রহঃ) আঞ্জাম দিয়াছেন। তাহার মাকতুবাত তাসাউফের খুবই মূল্যবান ভাণ্ডার।

৪। মাওলানা মানাজির হাসান গীলানী (রহঃ) বলেন ঃ :ধর্মীয় ও ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব যাহা হযরত মাখদুম (রহঃ)-কে আল্লাহর দরবার হইতে পরিপূর্ণরূপে প্রদান করা হইয়াছিল, উহা সম্পর্কে দুনিয়ার সকলেই অবগত আছে। অন্ততঃপক্ষে আমার খেয়াল এই যে, ফার্সী ভাষায় গদ্য রচনায় হযরত ছাদী সিরাজী (রহঃ)-এর পর কাহারও নাম শুধু ভারতেই নহে, বরং ইরানেও যদি লওয়া হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ বিহারের মাখদুমুল মুলক (রহঃ)-এর নামই লওয়া হইবে। মাকতুবাত আকারে তিনি যেই লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন, ফার্সী ভাষায় ইহার নজীর পাওয়া যায় না।

৫। মীরাতুস্ শরফের লেখক সাইয়্যেদ জমির উদ্দিন আহমাদ বলেন ঃ যদি এই মাকতুবাতের বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল কর এবং ইহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা কর, তাহা হইলে তোমরা জানিতে পারিবে যে, সকল মাকতুবাতের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল আল্লাহর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা এবং বন্দেগী সম্পর্কিত।

৬। মাওলানা আবদুল হক কুদ্দেসা সিররুহুল্ আজীজ বলেন ঃ হযরত মাখদুম (রহ)-এর তাসনীফাত খুবই উচ্চাঙ্গের। তাহার সকল লেখনীর মধ্যে মাকতুবাতের খ্যাতি অনেক বেশী।

৭। হযরত নাসির উদ্দিন চেরাগে দেহলভী কুদ্দেসা সির্রুহুল আজিজ বলেন ঃ

مکتوبات شیخ شرف الدین کفر   صد سالہ ما برکف دست نمود

অর্থাৎ শায়খ শরফুদ্দিন (রহঃ)-এর মাকতুবাত আমার শত বৎসরের অনবধানতাকে আমার হাতের তালুতে রাখিয়া দেখাইয়া দিয়াছে।

৮। হযরত জালাল উদ্দিন বুখারী কুদ্দেসা সির্রুহুল আজিজ বলেন ঃ হযরত শায়খ শরফুদ্দিন (রহঃ)-এর মাকতুবাত এমন যে, ইহার কোন কোন স্থান এখনও পর্যন্ত আমার বুঝে আসে না।

৯। হযরত শাহ আবদুল্লাহ শাতারী কুদ্দেসা সির্রুহুল আজিজ বলেন ঃ আমার মধ্যে একবার গোপন আলো প্রকাশ পাইয়াছে, অর্থাৎ মি'রাজে রূহানীর অবস্থায় আরশে আজীম পর্যন্ত

উত্তরণ ঘটিল। তখন আমি আরশের খুঁটির উপর তরীকতের জেষ্ঠ্যতম ব্যক্তি সত্তাদের লকব লিখিত দেখিতে পাইলাম। হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর লকব সুলতানুল আরেফীন লেখা ছিল। আর একটা অংশের উপর শায়খ শরফুদ্দীনের লকব সুলতানুল মুহাক্কেকীন লিপিবদ্ধ ছিল। তিনি অন্যত্র আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত মাখদুম (রহঃ)-এর বুযর্গীর উপর আসহাবে শরীয়ত ও তরীকতের ঐকমত্য রহিয়াছে। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তিনি লিখিয়াছেন–

بنده معتقد کسے نیست ـ همه بذرگان یکے اند ـ اما بنده معتقد سلطان المحققین حضرت شیخ شرف الحق والدین منیری و بندگی حضرت خواجه فرید الدین عطار هستم ـ وجائے که این هر دو بذرگان رسید اند کسے کمتر رسیده است ـ وآنچه که این هردو بذرگان حقائق راه دین بیان کرده اند کسے بیان نه کرده است ـ

১০। হযরত আহমাদ লঙ্গরে দারিয়া (রহঃ) বলেন ঃ

سبحان الله ز هے حوصله مخدوم جهاں قدس الله سره العزیز که حالے و مقامے که حضرت ایشان را بود معلوم است ـ اما هیچ و قتے سر سوزتے بیرون نه دادند ـ ز هے قوت و ز هے مقام تمکین که حضرت ایشان را حاصل شره بود ـ وآنکه یکبار درگرمی وقت سخن فرموده اند برائے آں چه نوع عذر کرده اند ـ

১১। আবুল ফজল তাঁহার শানে লিখিয়াছেন ঃ

آں نشنه نشان یافته آب که جتنش تشنه گرداند و نوشیدنش تشنه تر شرف الدین منیری ـ

১২। হযরত শাহ মোহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়রি (রহঃ) আওরাদে গাওছিয়ার শুরুতে সালেকের জন্য কিছু অসীয়ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল এই যে,

اگر مرشد حاضر نه باشد مکتوبات شیخ شرف الرین احمد یحیی منیری مطالعه کند تافریب نفش و وسواش خناش دریا بد ـ

মাকতুবাতের এলমি ও সাহিত্যিক মূল্যমান

মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর গভীর সমুদ্রতুল্য জ্ঞানের স্বীকৃতি ওলামায়ে কেরাম ও সুফিয়ায়ে এজাম প্রদান করিয়াছেন। উভয় শ্রেণীই এই বিষয়কে মানিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহার কলমের একটি আঁচড়ও শরীয়তের বাহিরে পদচারণা করে নাই। বিভিন্ন মাসায়েলকে বুঝাইবার যে তরীকা তিনি এখতিয়ার করিয়াছেন উহা এই রকম যে, শুধু কেবল বুঝেই আসিত না; বরং অন্তরেও গাঁথিয়া যাইত। "آنچه از دل خیزد وبردل ریزد" আর ইহা এইজন্য যে, তাহার দরবারে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি যে কথা বলিতেন, সেইখানে স্বীয় উদ্দিষ্ট-এর বুঝ ও অনুভূতির পূর্ণ খেয়াল রাখিতেন। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে, সাকী পানকারীর অবস্থা দেখিয়া পান পাত্র প্রদান করে। যাহার যে পরিমাণ মর্যাদা হয় সে সেই পরিমাণ মর্যাদা অনুপাতে কথা বলে। যখন কোথাও কোন আরম্ভকারীর সহিত সম্পর্ক হয় সেখানে কোন ভাষার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে না এবং উঁচু ধরনের বাক্যও ব্যবহার করে না; বরং সহজ সরলভাবে বর্ণনা করে। তিনি মধ্যম পন্থার লাগাম হাতছাড়া করিতেন না এবং যখন কোন শেষ পর্যায়ের কাজ সম্পাদন করিতে হইত সেখানে স্তরের, দূরদৃষ্টির এবং তত্ত্ব সমৃদ্ধ কথাবার্তা বলিতেন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এমনিতেই বুঝিতে পারিতেন। মাওলানা সামসুদ্দিন এর নামে যে সকল চিঠি লেখা হইয়াছে ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পত্র প্রাপকের জ্ঞান সীমিত ছিল। পক্ষান্তরে তাহার যে সকল পত্র মাওলানা মুজাফফর বলখী এর নামে লেখা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল না।

মাখদুম জাহাঁ-এর পূর্বেও মলফুজাত এবং মাকতুবাতের প্রচলন ছিল, কিন্তু ইহা ছিল সীমিত। মলফুজাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণনা এবং কাহিনীনির্ভর ছিল। অর্থাৎ সেইগুলিতে জ্ঞানের আলোচনা কম ছিল। এইজন্য বিজ্ঞজনেরা সেইগুলি গ্রহণ করিতেন না। তবে যেগুলিতে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা হইত এবং বুদ্ধি ভিত্তিক প্রমাণ দাঁড় করানো হইত সেইগুলি গ্রহণ করা হইত। মাখদুমে জাহাঁ মলফুজাতের বিষয়াবলী বর্ণনা করিতে যাইয়া সেই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিতেন যাহা মলফুজাতের নতুন পরিচয় তুলিয়া ধরিত। তিনি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়াবলীকে উপস্থাপন করিতেন এবং সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিতেন। যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকেরা বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করিতে পারিত।

মাখদুমে জাহাঁ এর সময়ে মাকতুবাতকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রকাশের উপায় বানানো হয় নাই বরং সেগুলি উপদেশ, অবস্থা এবং প্রয়োজন পূরণ পর্যন্ত সীমিত ছিল। মাখদুম জাহাঁ উহাকে একটি নূতন বিষয়ে পরিণত করেন। যাহার বিষয়বস্তু আকারে একটি নূতন বই হিসাবে প্রকাশ করা হইত এবং ছোট ছোট চিঠির আকারে সাধারণ মানুষের নিকট প্রকাশ করা হইত। বড় বড় কিতাবসমূহে বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহী হইলেও অনেক সময় তাহা পড়িবার আগ্রহ থাকে না। কিন্তু এই বিষয়াবলীকে ছোট করিয়া প্রকাশ করিলে মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সহজে উপকৃত হওয়া যায়। এই কারণেই মখদুম জাহাঁ এর মলফুজাত এবং মাকতুবাত তাহার পরবর্তী লেখনিগুলি হইতে বেশী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করিয়াছে। যেহেতু মলফুজাতে দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং মাকতুবাত আসলেই সংক্ষিপ্ত হয় এই জন্য প্রথমটির বর্ণনা হয় সহজ এবং দ্বিতীয়টির বর্ণনা হয় সংক্ষিপ্ত। পক্ষান্তরে একটি পূর্ণ পুস্তকে এই কথাগুলির প্রতি খেয়াল রাখা সম্ভব হয় না। এই সকল মলফুজাত এবং মাকতুবাতে মাখদুম জাহাঁর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ পাওয়া

যায়। তাহার লক্ষ্যমাত্রার বিশেষ অবস্থা এবং তাহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং তাহার বর্ণনাভঙ্গি সেইগুলিকে গঙ্গা ও যমুনার স্রোতের মত করিয়া দিত। এইগুলি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অল্প সময়েই পাঠ করা যাইত এবং এমন মনে হইত যে, আজ যাহা জানা হইয়াছে তাহা পূর্বে জানা ছিল না। বারবার এই মাকতুবাতগুলি পাঠ করিলে প্রত্যেকবার পাঠকের মনে এই ধারণা পাওয়া যাইত যে, আজকে একটি নতুন জিনিস শিক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে সিরাতুস সরফ এর লেখক বলেন, মাকতুবাত ও মলফুজাতকে হাতে লইয়া যদি দেখ, তবে মখদুম জাহান এর এই গুণাবলী তাহার লেখনিতে স্পষ্ট নজরে পড়িবে এবং এই সময় পর্যন্ত শুধু কেবল বিহারেই নয়, বরং সমগ্র হিন্দুস্তানে প্রথম হইবার গৌরবের অধিকারী বলিয়া মনে হইবে। মখদুম জাহানের একেকটি মাকতুব এবং মলফুজাতের একেকটি আলোচনা বড় বড় কিতাবের কাজ সম্পাদন করিবে। ইহাতে স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিপক্ক বর্ণনা বিন্যাসের অবতারণা ঘটিয়াছে। নির্দিষ্টভাবে বলা যাইতে পারে যে, মখদুম জাহানের এই বর্ণনাভঙ্গির সহিত অন্য কাহারো অংশীদারিত্ব নাই।

মখদুম জাহানের মাকতুবাতকে উন্নত রচনাশৈলী বলা যাইতে পারে। এইজন্য উন্নত রচনার সকল গুণাবলী উহাতে পাওয়া যায়। ভাষার সহজ সরল ব্যবহার, প্রবচনের ব্যবহার, দৈনন্দিন জীবনের উদাহরণ, ইশারাত অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছোট ছোট বাক্যগুলির বিশুদ্ধ ব্যবহার মূলতঃ উত্তম অলংকারের নমুনা হইয়া আছে যেন এগুলি সাহিত্যের মূল্যবান রত্নের মত কাগজের পাতায় সজ্জিত করা হইয়াছে। তাহাছাড়া স্থানে স্থানে ফার্সি কবিতার সুষ্ঠু ব্যবহার ইহাকে ফুলের বাগানে পরিণত করিয়াছে। এই চিঠিগুলি কলমকে থামাইয়া রাখিয়া লেখা হয় নাই; বরং স্বাধীন মনোবৃত্তির সহিত কলম পরিচালনা করা হইয়াছে এবং ইহার উদ্দেশ্য মাত্র একটি যে, কি করিয়া বান্দার সম্পর্ক আল্লাহর সহিত জুড়িয়া দেওয়া যায়।

মাকতুবাতের ভাষা খুবই সহজ এবং সরল। এখানে জটিলতা ও জড়তার কোন লক্ষণ নাই। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক এবং মানবিক চরিত্রের বিষয়াবলী এই মাকতুবাতে বেশী পাওয়া যায়। তৌহিদের বিষয়টিকে যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা একটি অনন্য বিষয়। মখদুম জাহানের শিক্ষা, আল্লাহর সহিত তাঁহার সম্পর্ক এবং তাহার বর্ণনার ধারা এতখানি গ্রহণযোগ্য যে, যাহার দরুন ইহা গ্রহণযোগ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। এই মাকতুবাত মাখদুম জাহান-এর শিক্ষার নির্যাস। এইজন্য তাহার শিক্ষাকে স্মরণ করা আমাদের মোক্ষ লাভের উত্তম উপায়। মোট কথা, মাকতুবাতের ইলমী ও সাহিত্যিক মূল্যমান পূর্ণাঙ্গ ও পরিপুষ্ট।

মাকতুবাতের বিষয়াবলী নিয়া গভীরভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সবগুলি মাকতুবের আলোচ্য বিষয় একটিই। আর সেইটি হইল আল্লাহ্ তাআলার সহিত সম্পর্ক ও তাঁহার বন্দেগী। এ প্রসঙ্গে যত বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেইগুলি সব এই একটি সূক্ষ্ম বিষয়েরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক কিসের? বন্দেগী কি? তাহার ফরায়েয ও যিম্মাদারী কি? বান্দার তাঁহার পরওয়ারদিগারের সহিত কি এবং কি ধরনের আচরণ হওয়া উচিত? এই সমস্ত বিষয় বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্নভাবে দেখানো হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, অধীনস্থরূপে আরো অন্য আলোচনাও আসিয়াছে। যেইগুলির মাধ্যমে তাহার ইলমি গভীরতার অনুমান করা যায়। কিন্তু মাকতুবাত অধ্যয়নে জানা যায় যে, রূহ বা মূল স্পিরিট একটিই। যাহা গোটা মাকতুবাতে কার্যকর আছে। কোরআন, তাফসীর, হাদীস, সীরত, ইতিহাস, মানতেক ফালছাফা তথা দর্শনে যেইগুলি লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে, সবগুলিই

একই সূক্ষ্ম বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। দুনিয়ার মন্দত্বের আলোচনা হোক অথবা উত্তমতার, বান্দার হক সম্পর্কে আলোচনা হোক অথবা নফসের হক সংক্রান্ত। সামাজিকতা, কৃষ্টিসভ্যতার বিবরণ হোক, অথবা জ্ঞান ও অজ্ঞতার সবগুলির মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হইল একই। সবগুলির প্রতিধ্বনি সেই মূলের দিকেই।

বিশ্বসাহিত্যের ময়দানে কাব্য ও কবিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। আর ইহা একটি বাস্তব হাকীকত যে, যে পরিমাণ অন্তর্জ্বালা ইহা দ্বারা সৃষ্টি হয় অন্য কোন জিনিস দ্বারা সৃষ্টি হয় না। ইহা ছাড়া গোপন রহস্য ও ইশারা ইঙ্গিত প্রকাশের জন্য ইহার চাইতে উত্তম কোন মাধ্যম নাই। এইজন্যও এই শাস্ত্রের গুরুত্ব সমধিক। মাখদুমে জাহাঁ (রহঃ) শরীয়ত-তরীকত শিক্ষার যেই ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, উহার জন্য তিনি ইহা দ্বারা অনেক কাজ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

সাধারণতঃ সবাই জানে, মাখদুমে জাহাঁ কবি ছিলেন না। কিন্তু কাব্যের সাথে তাঁহার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। যদ্দারা বুঝা যায়, কাব্যের রুচি তাঁহার মধ্যে ছিল। ইহা ছাড়া ফার্সী এইরূপ অনেক কাব্য পাওয়া যায় যেইগুলি ফার্সী কবিদের দপ্তরসমূহে নাই। যদি কিয়াস করা হয় যে, সেইসব কাব্য স্বয়ং মাখদুমে জাহাঁর তবে তাহা অযৌক্তিক হইবে না। যেখানে তিনি অন্যদের কাব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেখানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অমুক এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু যেইখানে কাহারো নাম নাই সেইখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "কেসি দিওয়ানেনে কাহা" তথা কোন দেওয়ানা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ এই দেওয়ানা হইলেন স্বয়ং মাখদুমে জাহাঁ। এক স্থানে তো তিনি তাহার নাম তাখাল্লুস রূপেও ব্যবহার করিয়াছেন।

شرف زنار و تسبیحت یکے شد
تو خواہی خواجه شو خواہی غلامی

শাহ্ মোহাম্মদ নাঈম ফেরদৌসি আল কাদেরী
উস্তাদ উর্দু বিভাগ,
সিন্ধু ইউনির্ভাসিটি।

বঙ্গানুবাদকের আরজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْاَمِيْنُ ـ
وَالدُّعَاءُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اَمَّا بَعْدُ ـ

আল্লাহ পাকের দরবারে হাজারো শোকর, হাজারো এনকিয়াদ আদায় করিতেছি, যাহার দয়া, করুণা ও অনুগ্রহের ফলশ্রুতি স্বরূপ "মাকতুবাতে সদী" ও "মাকতুবাতে দো সদী" এবং "মাকতুবাতে ছেহ্ সদী" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদের পবিত্র করপল্লবে তুলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছি। আল্লাহ পাক আমাদের এই খেদমত কবুল ও মঞ্জুর করুন এবং ইহাকে আমাদের নাজাতের ওসীলা করিয়া লউন। আমীন!

এই পৃথিবীর অধিবাসী মানুষের জীবনকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বিশ্লেষণ করা হয়। ইহার একটি হইল দৈহিক জীবন। এই জীবন দেহ এবং দেহ যে সকল দ্রব্য ও উপাদানের সহিত জড়িত তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট। দেহকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করিতে হইলে এবং সচল ও কর্মক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে এই সকল উপাদান পরিমাণ মত গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। অন্যথায় দেহ কাঠামো দুর্বল, রোগাক্রান্ত ও ভঙ্গুর হইয়া পড়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর দ্বিতীয় প্রকার জীবন হইল আত্মিক জীবন বা রূহানী জীবন। আত্মিক জীবন দৈহিক জীবনের প্রশাসক। 'মাকতুবাতে সদী' গ্রন্থে আত্মিক জীবনকে দৈহিক জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তারের যে সকল উপায় ও উপকরণের কথা অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে বলা হইয়াছে, তাহা সত্যান্বেষী মানুষের জন্য চিরকাল আলোর মশাল হইয়া জ্বলিতে থাকিবে–ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বাইতুশ শরফ খানকায়ে মোয়াজ্জম বিহার শরীফ (নালিন্দা)-এর পক্ষে 'মাকতাবায়ে শরফ' প্রকাশনালয় হইতে মাকতুবাতে দো সদী নামক যেইসব উর্দূ অনুবাদ ও বিশ্লেষণসহ পকাশ পাইয়াছে, উহাতে দুইশত মাকতুব পরিবেশন করা হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে একশতটি মাকতুব (১০১নং মাকতুব হইতে ২০০নং মাকতুব পর্যন্ত)-এর বঙ্গানুবাদ ও বিশ্লেষণ আমরা মাকতুবাতে দো সদী নামেই প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছি। অবশিষ্ট ১০৮টি মাকতুব-এর সরল বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা মাকতুবাতে ছেহ্ সদী নামে এই গ্রন্থে আমরা পরিবেশন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে মাকতুবাতে বিছ্‌ত ও হাশ্‌ত অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মোটকথা, আমাদের অনূদিত ও সংকলিত মাকতুবাতে সদীতে ধারাবাহিক ভাবে ১নং হইতে ১০০নং মাকতুব পর্যন্ত পরিবেশন করা হইয়াছে এবং মাকতুবাতে দো সদীতে ১০১নং মাকতুব হইতে ২০০নং মাকতুব পর্যন্ত উপস্থাপন করা হইয়াছে এবং মাকতুবাতে ছেহ্ সদীতে মাকতুবাতে বিছ্‌ত ও হাশ্‌তসহ ২০১নং মাকতুব হইতে ৩০৮নং মাকতুব পর্যন্ত স্থান লাভ করিয়াছে। এই ব্যাপারে আমরা

কতখানি সফল হইয়াছি ইহা নির্ণয়ের ভার শুভানুধ্যায়ী ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের উপর ছাড়িয়া দিলাম। তাঁহারাই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। 'ওয়াল্লাহুল মুস্তায়ানু আলা কুল্লি হালিন।'

যিনি একান্ত আন্তরিকতা ও পরিশ্রম সহকারে মাকতুবাতগুলি লিখিয়া রাখিতেন এবং সংরক্ষণ করিতেন, তিনি ছিলেন হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর খাস মুরীদ ও কাতেব হযরত মাওলানা জৈন বদর আরবী (রহঃ)। হযরত মাখদুম জাহাঁ (রহঃ)-এর সকল মাকতুবাত ও মলফুজাত তিনি লিখিয়া রাখিতেন। আল্লাহ পাক তাঁহাকে জাযায়ে খায়ের এনায়েত করুন, এই প্রার্থনাই করিতেছি।

এই কথা সর্বজন বিদিত যে, ফার্সী একটি সুসমৃদ্ধ, ওজস্বিনী এবং পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম। গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে ফার্সী ভাষায় যে সকল কালজয়ী অমর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং বিশ্ব সাহিত্য ভাণ্ডারকে মর্যাদার শৈল শিখরে উন্নীত করিয়াছে, তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবুও এই কথা অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার যে, মাকতুবাতে ছেহ্ সদীর ভাষা, ভাবব্যঞ্জনা ও বর্ণনা বিন্যাস এতই উন্নত ও গতিশীল যে, ইহার পতিধারাকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া যথাযথভাবে বাংলা ভাষায় রূপান্তর অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবুও বাংলা ভাষাভাষী ভাই ও বোনদের খেদমতে উপস্থাপিত আমাদের এই নগণ্য প্রয়াস সামান্যতম অবদান রাখিতে পারিলেও নিজেদের শ্রমকে সার্থক বলিয়া মনে করিব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রতি রহম ও করম দান করুন, আমীন।

পরিশেষে এই কথা অবশ্যই বলা দরকার যে, মাকতুবাতে ছেহ্ সদীর অনুবাদ ও বিশ্লেষণের কাজে যাহারা আমাকে নানা ভাবে সহায়তা করিয়াছেন, তাহারা হইলেন আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা মোহাম্মদ আহাঙ্গীর আলম এবং মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসাইন। তাহারা উভয়েই তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের উপর উচ্চতর গবেষণা কর্মে নিয়োজিত আছেন। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে সকল অবস্থায় সফলতা ও কামিয়াবী এনায়েত করুন, আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বিনয়াবনত–
এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্শী
রাজামেহার, (মুন্শী মঞ্জিল)
উপজেলা–দেবীদ্বার
জেলা–কুমিল্লা।
২০/০৯/২০১০ খৃষ্টাব্দ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

মাকতুবাতে ছেহ্ সদী

দুইশত এক মাকতুব

ইলমে মুকাশাফাত প্রসঙ্গে আলোচনা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

প্রিয় ভ্রাতা! যেই বিষয়ে লেখার আবেদন করিয়াছে উহা ইলমে মুয়ামালাত নহে বরং ইলমে মুকাশাফাত তথা কাশফ সংক্রান্ত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ইলমে মুকাশাফাত সম্পর্কে আলোচনা করিবার অনুমতি নাই।

دانی کہ چرا اہل صفاخا موش اند　　در نکتہ دل بمحوخور می کوشند

مے از کف دوست ہر نفس می نوشند　　سرمی بازند وسر حق می پوشند

"আপনি জানেন কি? সাধকগণ কেন নীরব থাকেন, অন্তরের গুপ্ত রহস্যের মধ্যে সদা নিজেকে আত্মগোপন করিবার চেষ্টায় নিমগ্ন থাকেন। প্রেমাস্পদের হাতে পান পাত্র হইতে পান করিয়া থাকেন। তাহারা শির বিসর্জন দিতে পারেন বটে কিন্তু মহান আল্লাহর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন না।"

তবে হ্যাঁ, বুযুর্গানে দ্বীন যতটুকু লিখিয়াছেন তাহা হইল এই যে, অনুধাবনযোগ্য বস্তু জগতকে আলমে মালাক এবং কেবল কেবলমাত্র বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা অবহিতযোগ্য বাস্তবতাকে আলমে মালাকুত তথা ঐশ্বরিক জগত বলে। এবং মওজুদাত বিস সাওয়া তথা আল্লাহ তায়ালার মহান আরশে সমাসীন হওয়া সংক্রান্ত বাস্তবতাকে আলমে জাবারুত বলে। এই সব হইতে সম্পূর্ণ আলাদা ও ভিন্ন আর একটি জগত ও বাস্তবতা রহিয়াছে যাহাকে আলমে লাহুত বলে। উপরিউক্ত প্রকারগুলোকে এই শিরোনামেও আখ্যায়িত করা যাইতে পারে যে, মালাক হইল দৃশ্যমান জগত এবং মালাকুত হইল অদৃশ্য জগত, জাবারুত হইল অদৃশ্যের অদৃশ জগত এবং লাহুত হইল অদৃশ্যের অদৃশ্যের অদৃশ্য জগত। অতঃপর বিষয়টার বিশ্লেষণ এইভাবে করেন যে, আলমে মালকের (বস্তুজগত) রহস্য আলমে মালাকুতের সূক্ষ্ম রহস্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। কারণ আলমে মালাকুত অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তদ্রূপ আলমে মালাকুতের সূক্ষ্মতার আলমে জাবারুতের সূক্ষ্মতার সহিত কোন সামঞ্জস্য নাই। কারণ আলমে জাবারুত সূক্ষ্মতমের চাইতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সর্বোপরি আলমে জাবারুতের রহস্য ও সূক্ষ্মতা মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর পবিত্র সত্তার সূক্ষ্মতার সহিত কোনোরূপ সম্পর্ক নাই। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম ও

অতি সূক্ষ্ম আলমে মালাকের কোন একটি অংশ কিংবা একটি অণু এমন নাই যাহার মাঝে জাবারুত নিহিত এবং উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখে নাই। অনুরূপভাবে মালাক, মালাকুত ও জাবারুতের অণুসমূহের মধ্যে কোন অণু এইরূপ নাই যাহার সহিত মহান আল্লাহ নাই, এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখেন নাই, কিংবা উহা সম্পর্কে অবহিত নহেন। وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ "তিনিই হইলেন মহান সূক্ষ্ম দ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।" তিনি মহান সূক্ষ্ম দ্রষ্টা হইলে মহা বেষ্টনকারীও তিনিই হইবেন। সে কারণেই সূক্ষ্মতার পরিমাণ যত বেশি হইবে পরিবেষ্টনও তত বিস্তীর্ণ হইবে। এই আয়াতে কারিমা সেইদিকেই ইঙ্গিত করিতেছে—

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -

"তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন এবং আমি তাহার শাহরগ হইতেও অতি নিকটে আছি।"

آنچه تو گم کرده ای کشــر کرده ای   هست اندر تو تو خود را پرده ای

گنجی که فلك برای آن سر گردان است   آن گنج یقیں ترا درون جان است

"তুমি যাহাকে হারাইয়াছ এইটাই তো তোমার ত্রুটি, সে তো তোমার মাঝেই বিরাজমান, তুমি অহেতুক নিজের জন্য নিজে পর্দা ও অন্তরায় হইয়াছ, সেই গুপ্ত রত্ন ভাণ্ডার যাহার জন্য এই নভোমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে বিশ্বাস কর নিঃসন্দেহে উহা তোমার প্রাণের মাঝে লুকাইয়া আছে।"

এই দৃষ্টিকোণ হইতে তাহারা বলেন যে, মালাক মালাকুত, জাবারুত এমনকি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও তোমার সঙ্গে আছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই তো বলা হইয়া থাকে হাকীকতে ইনসানী তথা মানবতার প্রকৃতি ও স্বরূপ হাকীকতে উলুহিয়ত তথা খোদায়ী প্রকৃতির গোপন রহস্যভাণ্ডারের প্রতিকৃতি ও দর্পণ।

نیست مردم نطفه جز آب و خاك   هست مردم سر دو قد جان پاك

صد جهاں پر فرشته در وجود   نطفه را کے کند آخر سجود

تا نــیایــد جان آدم آشــکار   ره ندا نــستند سوئی کردگار

ره پدید آمد چو آدم شــد پدید   زد کلید ہر دو عالم شد پدید

"মানুষ কেবল পানি ও মাটির নির্যাস শুক্র বিন্দুই নহে। মানুষ হইল আপাদমস্তক একটি পবিত্র আত্মা। অন্যথায় লক্ষ ফেরেশতা দ্বারা পরিপূর্ণ জগত কখনোই এক বিন্দু শুক্রকে সাজদা করিত না। যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আদম (আঃ)-এর প্রাণ আত্মপ্রকাশ করে নাই, কেহই মহান আল্লাহর পথের সন্ধান পায় নাই। অতঃপর যখন হযরত আদম (আঃ) আবির্ভূত হইলেন তখন মহান আল্লাহর পথও অবারিত

হইয়া গেল। অবশেষে উভয় জগতের তালার চাবিকাঠি হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমেই হস্তগত হইল।"

ز نهار مگوی بر سر جمع　گر عاشق صادقی تو اسرار

دیدی که بکر عشق ر مزی　حلاج بگفت درفت بردار

"জনসমাবেশে কখনোই গোপন কথা বলিবে না যদি তুমি সত্যিকারের প্রেমিক হইয়া থাক, তবে লক্ষ্য করিয়াছ, মনসুর প্রেমের মোহগ্রস্ত অবস্থায় একটি গোপন রহস্য ফাঁস করিয়া শুলবিদ্ধ হইয়াছে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত দুই মাকতুব

রহস্য গোপন করা ও শরীয়তের অনুসরণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

چوں محرم اسرار شدی اندر کار　　رازی که نهانی ست نهانش میدار

بر بند هوا از دل وجان از گفتار　　در محو خودی سعادت خود پندار

"যখন তুমি এই মহান ব্রতে একান্ত গোপন রহস্যবিদ হইতে পারিয়াছ, তাহা হইলে যেই রহস্যভাণ্ডার গোপন উহাকে গোপনই রাখ, অন্তরের মধ্যে উহা প্রকাশ করিবার বাসনা ও ইচ্ছা কখনোই জাগ্রত হইতে দিবে না, আর না মুখে কখনো কোনরূপ মন্তব্য ও আপত্তি করিবে, বরং সর্বদা নিজের আমিত্বকে খর্ব করিবার চেষ্টায় নিরত থাকা নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে কর।"

ওহে ভ্রাতা! মহানবী (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার উম্মতের ওলামায়ে কেরামের জন্য উপদেশ হইল এই যে,

كَلِّمُوا النَّاسَ مِمَّا يَعْرِفُوْنَ اَوْدَعُوْ مَا يَنْكِرُوْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ "মানুষের সহিত তাহাদের পরিচিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তাহারা যে বিষয় অজ্ঞ উহা পরিহার কর। তুমি কি চাহ যে, মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হউক।" এই উপদেশবাণীর গাম্ভির্য্য ও সতর্কতা একজন আলেম ও আরেফ-এর হৃদয়ে এমনভাবে রেখাপাত করে যেইরূপ শত্রুদের প্রাণের উপর কাল কিয়ামতের দিন দোযখের অগ্নি রেখাপাত করিবে। সেইকারণে কবি বলেন—

ز مستی گر بگوید رمــــز عشقش　　جـــزایش در طریقت دار باشد

"নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যদি কেহ তাহার প্রেম রহস্য উদঘাটন করিয়া দেয়, তবে তরীকতের মধ্যে তাহার শাস্তি হইল শুলবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা।"

ওহে ভ্রাতা! ওলামায়ে কেরামের জন্য উচিত নহে যে, যাহা কিছু সে জ্ঞাত উহা সবই জনসমক্ষে প্রকাশ করিবে, বর্ণনা করিবে। বহু জিনিস এমনো রহিয়াছে সে সম্পর্কে তাহাদের অবগতি রহিয়াছে কিন্তু উহা বলেন না, কারণ উহা জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা উচিত নহে।

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ

"মানুষের সহিত তাহার বোধ অনুযায়ী কথা বল।" ইহার প্রহরা ও মনিটরিং তাহাদের সহিত যুক্ত হইয়া আছে। যাহাকিছু তাহারা জ্ঞাত আছেন, উহা সবই যদি বর্ণনা করিয়া দেয় তবে কল্যাণ অপেক্ষা ক্ষতি ও অকল্যাণই হইবে অধিক। যদি

দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ঝোল ও রুটি দেওয়া হয়, তবে তাহার প্রাণনাশের আশংকা রহিয়াছে। একজন চিকিৎসক ও ডাক্তার ব্যাধির পরিমাণ অনুযায়ী ঔষধ নির্বাচন করেন তথা ব্যবস্থা পত্র দেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি রোগের পরিমাণের চাইতে বেশি ঔষধ দেন অথবা ব্যাধি একটা, ঔষধ অন্যটা; তবে এইরূপ পরিস্থিতিতে রোগীর প্রাণনাশের সমূহ আংশকা রহিয়াছে। সর্বোপরি কথা হইল ওলামায়ে হযরত যাহা কিছু জানেন কিংবা জ্ঞাত রহিয়াছেন উহা সবই যদি বলা ও লেখা বৈধ হইত, তাহা হইলে মাশায়েখে কেরাম ইশারা ও ইঙ্গিত দ্বারা তাহাদের কর্ম সম্পাদন করিতেন না এবং নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্যে বিশেষ পরিভাষা প্রণয়ন করিতেন না। ইহা সবই তাহারা এইজন্যে করিয়াছেন যে, যেই কথাটা বলার যোগ্য ও ব্যক্ত করা সমীচীন কেবল সেইটা প্রকাশ করা হইবে। আর যেইটা বলা সমীচীন নহে উহাকে রহস্যের পর্দার মাঝে আবৃত করিয়া রাখিবে। উপরন্তু তাহারা ইহা জ্ঞাত আছেন যে, যদি সবকিছুই ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত হইত তাহা হইলে পবিত্র কুরআনে বিকর্তিত বর্ণমালার প্রয়োগ হইত না। এই কারণেই কোন কোনো কালাম শাস্ত্রজ্ঞ মনীষী এই কথা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে,

هٰذَا سِرٌّ بَيْنَ اللهِ وَحَبِيْبِهٖ

"ইহা মহান আল্লাহ ও তাঁহার বন্ধুর মাঝে লুক্কায়িত রহস্য।" কুতুল কুলুব নামক গ্রন্থে মহান্ আল্লাহ ও তাঁহার বন্ধুর মাঝে ইমাম আবু তালিব মক্কি (রঃ) লিখিয়াছেন,

اَلْعِلْمُ ثَلٰثَةٌ عِلْمٌ ظَاهِرٌ وَعِلْمٌ بَاطِنٌ وَعِلْمٌ بَيْنَ اللهِ وَعَبْدِهٖ -

"তথা ইলমে যাহের বা প্রকাশ্য জ্ঞান ইলমে বাতেন বা অপ্রকাশ্য জ্ঞান এবং মহান আল্লাহ ও তদীয় বান্দার মধ্যকার জ্ঞান।" ইলমে জাহের আহলে যাহের তথা জাগতিক জ্ঞানধারীদের সম্মুখে প্রকাশ করা উচিত। ইলমে বাতেন আহলে বাতেন তথা অন্তরধারীদের সম্মুখে বর্ণনা করা উচিত, আর যে ইলম আল্লাহ ও তদীয় বান্দার মাঝে বিরাজমান, উহা আহলে যাহের ও আহলে বাতেন কাহারো নিকট বলা কিংবা ব্যক্ত করা সমীচীন নহে।

سریست مرا باتو که کس محرم آن نیست گر سر برود سر تو باکس نکشایم

"আপনার সহিত আমার এমন গোপন রহস্য রহিয়াছে যেই সম্পর্কে কেহই অবগত নহে। প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে তবুও সেই রহস্য আমি কাহারো কাছে প্রকাশ করিতে পারিব না।"

অতএব কেহ যদি সেই রহস্যকে প্রকাশ করিয়া দেয় তবে তাহাকে খোদায়ী রহস্য ফাঁস করিবার উপর ভিত্তি করিয়া কুফরীর ফতোয়া তাহার উপর আবর্তিত হইবে।

وَمَنْ صَرَّحَ بِالتَّوْحِيْدِ فَقَتْلُهٗ اَوْلٰى مِنْ اِحْيَائِهٖ -

"যেই ব্যক্তি তাওহীদ তথা একত্ববাদকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করিবে তাহাকে হত্যা করা জীবিত রাখিবার চাইতে উত্তম হইবে।" যেমন জনৈক কবির কানে এই মর্মবাণী প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—

ز مستی گر بگوید رمــز عشقش جــزایش در طریقت دار باشد

"উন্মাদনা ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যদি কেহ প্রেমের গোপন রহস্য ফাঁস করিয়া দেয়, তবে তরীকতে তাহার দণ্ড হইল শুলবিদ্ধ করিয়া মৃত্যুদণ্ড।"

ওহে ভ্রাতা! একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রহিয়াছে—যতক্ষণ পর্যন্ত অনুসন্ধান ও তালাশের মধ্যে রহিয়াছে, আলোচনা ও কথোপকথনও অব্যাহত আছে, তবে যে মিলন লাভে ধন্য হইয়াছে সে মূক হইয়া গিয়াছে। যেমন صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ এইগুলিকে আরেফদের গুণ বলা হইয়া থাকে। একদা সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ) পথের মাঝে কাহারো মাথার খুলি পতিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, যাহার উপর লেখা রহিয়াছে—صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ ইহা দর্শনে তিনি ফরমাইলেন, ইহা কোন আরেফের মস্তক বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

او علم نمی شنید لب بر بستیم او عقل نمی خرید دیوانه شدیم

تا توانی باخرد بــیگانه باش عقل را خارت کن و دیوانه نه باش

"সে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শ্রবণ করে না। কারণ এইখানে বুদ্ধির দালালের কোন মূল্য নাই। সেই কারণে আমি উন্মাদ হইয়া গিয়াছি। তোমার অপেক্ষা যতটুকু সম্ভব বুদ্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাও বিবেককে আক্রমণ কর এবং উন্মাদ হইয়া যাও।"

যখন বাস্তব অবস্থা এমন হইবে, তবে সেখানে আলোচনার অবকাশ কোথায়? যদি আলোচনার সুযোগ থাকিত তাহা হইলে 'লব বর বস্তেম ওয়া দেওয়ানা শুদেম' এই কথার সৃষ্টি হইত না। দিবা-নিশি দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করিত এবং হাজারো শিরোনামে বর্ণনা করিত। নিশ্চিতভাবে সমুদ্র পান করিয়া লয়, তদুপরি একটি শ্বাস ও একটি শব্দও প্রকাশিত হইতে দেয় না। যেমন নিম্নোক্ত কবিতায় এই বিষয়টা কত সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

مرداں ہزار دریا خوردند و تشنه رفتنــد

تو از چه مست گشتی چوں جرعه نخوردی

"প্রেমপথের পুরুষগণ হাজারো সমুদ্র পান করিয়া লয় তদুপরি থাকে তাহারা পিপাসার্ত। তুমি কি করিয়া উন্মাদ হইলে অথচ এক চুমুকও পান কর নাই।"

دانی که چرا اہل صفاخا موشــند در نکته دل سمجو خودی کوشند

می از کف دوست ہر نفس می نوشند سرمی بازند و سر حق می پوشند

"তুমি জান কী? সাধকগণ কেন নীরব থাকেন ও হৃদয়ের গোপন কথার মাঝে নিজেকে হারানোর প্রচেষ্টায় সদা নিরত থাকেন? প্রেমাস্পদের হাতে সর্বদা মদের পেয়ালা পান করেন। মস্তক কর্তন করাইয়া দেন তবুও মহান আল্লাহ রহস্য উদঘাটন করেন না।"

এই মহান দলের সদস্যগণ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা এইরূপ কিছু কথা বলিয়াছেন তবে উহা অবস্থার প্রাবল্য এবং উন্মাদনা ও নেশার আধিক্যে বলিয়াছেন। সেই কারণে তাহারা নিজেরাই মাযুর, ক্ষমার্হ।

اَلْعُشَّاقُ لاَ يُوَاخَذُوْنَ بِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ

"প্রেমিকদের হইতে এইরূপ কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে এইজন্যে পাকড়াও করা হয় না" কারণ প্রেমিকদের হইতে যে আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটুক না কেন ইহা অনিচ্ছাকৃত হইয়া থাকে, ইচ্ছাকৃত নহে।

যেমন কবির ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে—

کار عاشق اضطرا ری اوفتد   داں ز فرط دوستداری اوفتد

آنچه فارغ می بگوید بیدلی   کی تواند گفت ہرگز عاقلی

عاقلاں را شرع تکلیف آمده است   بیدلاں را عشق تشریف آمده است

قصـــه دیوا نگاں آزادگی ست   جمله گستاخی دکارا فتادگی ست

"প্রেমিকদের সকল কর্মকাণ্ডই অপারগতা বশত হইয়া থাকে। ভালোবাসা ও প্রেমের আতিশয্যে তাহাদের হইতে এই জাতীয় কর্মসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি ও বিবেকশূন্য পাগল যাহা বলে সেইরূপ কথা একজন বুদ্ধিমান কি কখনোই বলিতে পারে? বিবেকবানদের জন্য শরীয়তের বাধ্যকতা ও দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। আর পাগল তথা প্রেমিকদের জন্যে প্রেমের সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারিত। সর্বোপরি পাগল ও উন্মাদদের যাবতীয় গল্প স্বাধীনচেতা, তাহাদের সকল কথা অসৌজন্যমূলক এবং তাহার উন্মাদনা ভিত্তিক হইয়া থাকে।"

ওহে ভ্রাতা! এই মহান সাধক শ্রেণীর বিরচিত রচনাসম্ভার ও গ্রন্থাবলি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও দীর্ঘদিন যাবৎ পর্যালোচনা করিলে যেই কথাটা প্রতীয়মান হয় তাহা হইল, মাশায়েখে তরীকত ও ওলামায়ে শরীয়ত এই বিষয়ে সর্বসম্মত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, একজন ব্যক্তি যত বড় মাকাম অথবা সর্বোন্নত মর্যাদায় পৌঁছিয়া থাকুক, ইলম ও মারেফত দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া থাকুক কিংবা ইলমে যাহের ও বাতেন তাহার উপর উদ্ভাসিত ও বিকশিত হউক না কেন; এতদসত্ত্বেও তাহার কর্তব্য হইল, মহানবী (সাঃ)-এর শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর শরীয়তের আনুগত্য হইতে এক কেশাগ্র পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হইবে না। অন্যথায় ইবাহাত তথা বৈধতার অন্তহীন প্রান্তরে অনুপ্রবেশ ও একত্বের গহিন

অরণ্যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় নিপতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। অবশেষে স্বীয় ধর্মকেও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে।

যেমন কবির ভাষায় বিষয়টা এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

هر که در راه محمد ره نیافت   تا ابد گردی ازیں درگه نه یافت

دولت دنیا و دیں درگاه اوست   انبیاء را قبله خلوت گاه اوست

دولت ایں جا جو و دیں آنجا طلب   مرجع اہل یقیں آنجا طلب

"যেই ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)-এর আনিত শরীয়াতের পথ অবলম্বন করে নাই, সে চিরকাল ঘূর্ণাবর্তে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে, কিন্তু সেই দরবার হইতে কিছুই লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ ও অমূল্য ধন রত্ন হইল মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র দরবার। তাঁহার নির্জনবাস, সমস্ত পয়গম্বরের কিবলা। অমূল্য রত্ন রাসূলে কারীমের পবিত্র দরবারে সন্ধান কর এবং দ্বীনের তালাশও এখানেই কর। সেই দরবার যাহা সকল বিশ্বাসীদের আশ্রয় ও ঈমানদারদের ঠিকানা সেইখান হইতেই সবকিছু চাহিয়া লও!"

কারণ যেই নির্বোধ তাওহীদ লাভের ধারণায় কোন কামিল অনুসরণযোগ্য পথপ্রদর্শক ব্যতিরেকে এবং কোন দক্ষ ও গোপন রহস্যবিদ ব্যতীত স্বীয় ত্রুটিপূর্ণ বিবেকের ধারণার বশবর্তী হইয়া শয়তানের প্রোপাগাণ্ডায় আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়া এই পথে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই রক্ত পিপাসু (ঘাতক) অরণ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়াছে; সেই ব্যক্তি স্বীয় ধর্মকে ধ্বংস করিয়াছে এবং নিজেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

যেমন শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহঃ) এইদিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন—

پیر ره کبریت احمر آمده است   سینه او بحراخضر آمده است

راه دور است وپر ز آفت ای پسر   راه ر درا می بباید راهبر

گر تو بی رہبر فرد آئی براه   گر ہمه کوہی فردافتی بچاه

کور کی ہرگز تواند رفت راه   بی عصاکش کور را رفتن خطاست

گر ترا در داست پیر آید پدید   قفل در دست را کلید آید پدید

"এই পথের মনীষীগণ হইলেন লাল দিয়াশলাই অর্থাৎ প্রতিষেধক একসির তুল্য। তাহাদের বক্ষ সবুজ সমুদ্র ও নীল দরিয়া তুল্য। হে বৎস! পথ বড় দীর্ঘ ও বন্ধুর। সেকারণেই এই পথের পথিকদের জন্য একজন পথপ্রদর্শক একান্ত দরকার। কোন গাইড ছাড়া তুমি যদি এই পথে পদচারণা কর তাহা হইলে তুমি যদি পর্বতসম দেহের অধিকারীও হও না কেন তবুও কূপের মধ্যে পতিত হইবে। অন্ধ সঠিক পথে কিভাবে পথ চলিতে পারে? কোন যষ্ঠিধারী ব্যতীত অন্ধের পথে বাহির হওয়াই তো হইল মহা ভুল। হ্যাঁ, তোমার মাঝে যদি আবেদনের বেদনা থাকে, থাকে প্রাপ্তির

অদম্য বাসনা, পরন্তু ভাগ্যক্রমে একজন পীরও পাওয়া যায়; তাহা হইলে তোমার বেদনার তালার চাবি নিশ্চিত তোমার অর্জিত হইয়াছে।"

ওহে ভ্রাতা! لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ হাকীকত এবং مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ শরীয়ত, এতদসত্ত্বে তোমার কি ধারণা যে, কোন ব্যক্তি যদি এক হাজার বৎসর পর্যন্ত لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিতে থাকে এবং مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ইচ্ছাকৃতভাবে না বলে এবং مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ -এর বিশ্বাস না রাখে তবে সে কি মুসলমান? কখনোই নহে। তাহার এইরূপ ঈমান ও বিশ্বাস শুদ্ধ নহে। যদি তাহাই হইত তবে ইহুদী ও খ্রিস্টানরাও মুসলমান হইত। কারণ তাহারাও তো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে, কিন্তু مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ বলে না। যেইরূপ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ -এর স্বীকৃতি ব্যতীত ঈমান শুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ মহানবী (সাঃ)-এর আনিত শরীয়ত ব্যতীত দ্বীন ও ইসলাম গৃহিত হয় না। যেমন হাকীম সানাঈ (রহঃ) ফরমাইয়াছেন—

چوں تو بیماری از ہوا و ہوس   رحمته العالمین طبیب تو بس
او دلیل تو بس تو راہ مجوی   اوز زبان توبس تو یا وہ مگوی
سوی حق بی رکاب مصطفوی   نرود پایــت از پــي بدوی
خاك او باش بادشاهـــی کن   آن او باش ہر چه حواہی کن
ہر که چوں خاك نیست بردر او   گر فرشته است خاك بر سر او

"যখন তুমি প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার ব্যাধিতে আক্রান্ত তখন তোমার জন্য রহমাতুল্লিল আলামীনই চিকিৎসক হিসাবে যথেষ্ট। তাঁহার অনুপম আদর্শ তোমার জন্য আলোকবর্তিকা। তাঁহার নির্দেশই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতিরিক্ত বাক্যালাপ পরিহার করুন। মহানবী (সাঃ)-এর লাগাম শক্ত করিয়া ধারণ করা ব্যতীত মহান আল্লাহর পথে তোমার পদযুগল কখনোই অগ্রসর হইতে সক্ষম নহে, হাজারো দৌড়াও না কেন। মহানবী (সাঃ)-এর দরওয়াজার মাটি হইয়া যাও এবং রাজত্ব করিতে থাক। তাঁহার উম্মত হিসাবে আখ্যায়িত হইবার যোগ্যতা অর্জন কর। অতঃপর যাহা ইচ্ছা করিতে থাক। পক্ষান্তরে যে মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র দরওয়াজার মাটি হইতে পারিল না, সে যদি ফেরেশতা চরিত্রেরও হইয়া থাকে তবুও তাহার মস্তক ধূলিধূসরিত হউক, সে ধ্বংস হউক!"

ওহে ভ্রাতা! যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান ও বিবেক অবশিষ্ট থাকিবে শরীয়তের বাধ্যবাধকতাও থাকিবে। মাশায়েখে তরীকত এবং ওলামায়ে শরীয়তের এইমর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এই কথা অস্বীকার করিবে সে ইসলাম ধর্ম হইতে খারিজ, মুরতাদ। তবে হ্যাঁ যদি কাহারো হইতে ইলম ও আকল তথা

জ্ঞান ও বুদ্ধি হইতে উর্ধ্বের কোন কাজ প্রকাশিত হইয়া পড়ে অথবা কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যাহাকে প্রেমের তরঙ্গ বলে, তবে উহাকে একান্তভাবেই মহান আল্লাহর দান বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। উহা অর্জনযোগ্য নহে। যেমন কবির ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে এইভাবে—

در دایشاں نیست از کب از عطاست کی شود در دچنیں از کب راست

عقل فرماں کشید نی باشد عشق ایماں چشید نی باشد

"সেই মনীষীগণের বেদনা অর্জনযোগ্য বিষয় নহে, বরং উহা হইল মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ও দান। এইরূপ বেদনা অর্জন ও উপার্জন করিয়া কখনোই লাভ করা যায় না। বুদ্ধি ও বিবেক জানে কেবল বিধানাবলি পালন করিতে। পক্ষান্তরে প্রেম জানে ঈমানের স্বাদ ও মজা গ্রহণ করিতে।"

সেই কারণেই বলা হইয়া থাকে اَلْعِشْقُ جُنُوْنٌ اِلٰهِىٌّ "প্রেম হইল মহান আল্লাহর প্রেম উন্মাদনা।" বিবেকবানদের উপর যেইসব দায়িত্ব রহিয়াছে উহা পাগল ও উন্মাদদের উপর নাই। সচেতন মানুষ হইতে কখনো উন্মাদনা প্রকাশিত হয় না। যেইরূপ পাগলদের হইতে বুদ্ধিমত্তার কথা বাহির হয় না। বরং এইরূপ ব্যক্তি মাযুর তথা ক্ষমার্হ হইয়া থাকে। এই জগতে যেই অবস্থা তাহার উপর আবর্তিত উহা কেবল সেই জানে এবং সেই উক্ত হালতের পরিচায়ক।

عاقلاں را شرع تکلیف آمده است بیدلاں را عشق تشریف آمده است

در ر عشق آمدر رای هــر زلی حل نشد بی عشق هرگز مشکل

"বুদ্ধিমানদের জন্য শরীয়তের দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে। আর উন্মাদদের জন্য প্রেমের মিলন। প্রেমের বেদনা প্রতিটি হৃদয়ের জন্য ঔষধ হইয়া আসিয়াছে। প্রেম বিনা কোন সমস্যারই সমাধান হয় না।"

چوں در آمد وصال را حاله سر دشد گفتگوی دلاله

"যখন মিলনের পরিবেশ তৈরি হইয়া গিয়াছে, তখন মধ্যখানে অনুঘটকের আনাগোনা সমাপ্ত।"

মহান আল্লাহ ও তাঁহার উম্মাদ প্রেমিকদের মধ্যে যেই আবরণ হওয়া দরকার তাহাই হয় এবং যেই গোপন রহস্য ও গুপ্ত কথা তাহাদের মাঝে হইয়া থাকে; যদিও বাহ্যতঃ তাহা শরীয়ত পরিপন্থী মনে হয়। যেমন বলা হইয়াছে—

سریست مرا باتو که کس محرم آن نیست گرسر بر و دستر تو باکس نکشایم

"আপনার সহিত আমার এমন গোপন রহস্য রহিয়াছে এমন কোন আপনজন নাই যাহার কাছে উহা প্রকাশ করিতে পারি। মস্তক বিকর্তিত হইয়া যায় যাউক, তদুপরি সেই গোপন রহস্য ফাঁস করিবে না।"

কিন্তু অন্যান্য মানুষ যাহারা এই বেদনাশূন্য এবং যাহাদের এই অবস্থা নাই, তাহাঁদের এই পথে আগমন এবং অহেতুক বাক্যালাপ তথা এমন অসার দাবী করা যে, আমি প্রেমিক কিংবা আমি একত্ববাদী; তাহাদের এইরূপ অসার দাবি দ্বীনে ইসলামের বাহিরে পদচারণার শামিল। نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهَا "আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁহার আশ্রয়ে রাখুন।" কবির ভাষায় এই কথাটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে—

کفر کافر را ودیں دیندار را ذره دردت دل عطار را

ذره در دخـــدا در دل تـــرا بہتر لز هـــر دو جہاں حاصل ترا

طعمه کاں پاکباز اں را دہند ہرگز آں کی نونیاز اں را دہند

"কুফর কাফিরদের জন্য এবং দ্বীন হইল দ্বীনদারদের জন্য। আত্তারের হৃদয়ের জন্য তো আপনার বেদনার এক বিন্দুই চাই। মহান আল্লাহ তায়ালার বেদনার এক বিন্দুও যদি তোমার অন্তকরণে বিদ্যমান থাকে, তবে উভয় জগত হইতে তোমার এই পুঁজি অধিক শ্রেয়। যেই আহার্য পুণ্যাত্মা মনীষীগণকে প্রদান করা হইয়া থাকে; উহা ভিক্ষুকদেরকে কখনোই প্রদান করা হয় না।"

বর্তমানে প্রত্যেক অযোগ্যই অহেতুক বাক্যলাপ করে যে, প্রেমের হাকীকত হইল এই, একত্ববাদী এরূপ হইয়া থাকে। অথচ প্রকৃত অবস্থা হইল, না তাহারা প্রেম সম্পর্কে জ্ঞাত যে, উহা কী? আর না তাহারা একত্ববাদী সম্পর্কে জানে যে, তাহারা কেমন মানুষ।

ওহে ভ্রাতা! এই কাজ কোন অযোগ্যের নহে। এ কাজটি এমনও নহে যে, কাগজের কয়েকটি টুকরার মধ্যে তুমি তালাক ও ইতাক-এর মাসয়ালা পড়িয়া নিলে, এবং এই পর্যন্তই। বরং এই জ্ঞানটা হইল সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন প্রকৃতির জ্ঞান এবং এই মনীষীগণও হইল একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

কবির ভাষায় এই কথারই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে—

ایں ہمه علم جـــسم مختصر است علم رفتن براه حق دگر است

"এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশ্য জ্ঞানীর, মহান আল্লাহর পথ চলিবার জ্ঞানই একটু ব্যতিক্রম।"

আমরা যাহারা আজন্ম ভাগ্যাহত, তাহাদের এই অমূল্য সম্পদ কে প্রদান করিতে পারে। আমাদের ও তোমাদের কণ্ঠে তো কেবল এতটুকুই যথেষ্ট, মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করিব এবং স্বীয় কৃতকর্মের জন্য বিষণ্ণ ও চিন্তিত থাকিব। তোমরাও আমার অনুসরণ কর, এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করিতে থাক।

کاش که ہرگز نزادی ما دزم تا نکردی کشته نفس کافرم

برد غفلت روز گارم چوں کنم بر نیاید ہیچ کارم چوں کنم

خالقا گــــر اہل عادت بودہ ام   باری آخردر شہادت بودہ ام

گر در آید یك نیم از سوئ تو   پائ کو باں جاں دہم در کوئ تو

"যদি আমার মাতা আমাকে জন্ম না দিত, তাহা হইলে এই অবাধ্য প্রবৃত্তির হাতে নিহত হইতাম না। আমার জীবনটা তো কেবল গাফেলতি ও উদাসীনতার মাঝে অতিবাহিত হইয়ছে। এখন কি করিব? কোন কাজই হইতেছে না, কোন পদ্ধতিই বাহির হইতেছে না। হে প্রভু আমার! যদিও আমি প্রথা ও অভ্যাসের দাস হইয়াছি, তদুপরি আমি কালিমায়ে শাহাদত তো পাঠ করি। যদি আপনার পক্ষ হইতে অনুকম্পার মৃদু সমীরণের একটু বাতাস বহে তবে আমি নৃত্য করিতে করিতে আপনার পথে প্রাণ বিসর্জন দিয়া দিব।"

পত্রের মধ্যে সংক্ষেপ করা হইয়াছে। তদুপরি আমি আশাবাদী যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা চিন্তা-ভাবনা করিলে প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ عَنِ الزَّالِ وَالْخَلَلِ وَأَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ـ

"হে আল্লাহ! আমি তওবা করিতেছি বিভ্রান্তিমূলক ও ক্ষতিকর কথাবার্তা হইতে উপরন্তু لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ এর স্বীকৃতি প্রদান করিতেছি।"

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত তিন মাকতুব

অনুশোচনা ও অনুতাপ প্রকাশ করা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রতিহতকরণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বরাবর,
আমিন খান
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
প্রিয় ভ্রাতার প্রেরিত পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হইয়াছি। এখন উহার উত্তর লেখিতেছি।

ওহে ভ্রাতা! আমরা সপ্তম শতাব্দিতে অবস্থান করিতেছি। অধুনা গোটা বিশ্বে ঈমান নিতান্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং প্রকৃত ঈমানদার লাল ধূপের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য। তুমি কি ইহা শ্রবণ কর নাই যে,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَ سَيَعُوْدُ غَرِيْبًا

"ইসলামের সূচনালগ্নে সে ছিল অপরিচিত এবং পরিশেষে সে অপরিচিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবে।" আমাদের বর্তমান সময়টা হইল সেই যুগ। কি আর করা যাইবে; আমাদের বিপদের মাটি নিজেদের মাথার উপরই নিক্ষেপ করা উচিত এবং নিজেদের দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার মাঝে সময় অতিক্রম করা উচিত। তবে এই কাজ হইল বীরপুরুষদের। আমাদের ন্যায় নপুংশক তথা হিজরাদের নহে। এখন কি আর প্রশ্ন করিবে। সেই অমূল্য সম্পদ আমাদের ন্যায় হতভাগাদের কিভাবে লাভ হইবে। যাহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাধক তাহারাই তো এই কথা বলেন যে,

نمی دانم کرا مانم بدین سیرت گر فتارم

نہ من ہندو نہ مسلم نہ من مرتد نہ بدکارم

"আমি জ্ঞাত নহি যে, আমি কে, আমার চরিত্র তো হইল এই যে, আমি না বান্দা, না মুসলমান আর না আমি মুরতাদ আর আমি কোন পাপচারী।"
তাহা হইলে এখন তোমার ও আমার কি করা উচিত।

ওহে ভ্রাতা! যাহারা প্রকৃতপক্ষে এই কাজের সম্পাদক ও উহার উপযুক্ত তাহারা তো আমাদের নিকট হইতে বিদায় নিয়াছে। আজ মুষ্টিমেয় মূর্খের দল নিজেদের খেলাধুলার মাঠে ব্যস্ত এবং নিজেদেরকে সেই মনীষীদের আকার ও আকৃতিতে সুসজ্জিত করিয়া ইলম ও মারেফতের দাবিদার হইয়াছে। যদি তাহাদের ব্যাপারে চিন্তা করা হয় তবে দেখা যাইবে যে, তাহাদের নিজেদের কুফরীর ব্যাপারেও কোন খবর নাই। তাহা হইলে ঈমান কাহাকে বলে তাহারা উহা কিভাবে জানিতে পারিবে? উহাকেই নিম্নোক্ত পংক্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে—

جہانی پر ز بیماراں طبیباں ازمیاں رفتہ

"গোটা জগত রোগী দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং চিকিৎসকরাও গত হইয়াছে।"
ইহাই হইল সেই রহস্য ও গোপন ভেদ যে সম্পর্কে কবি আলোকপাত করিয়াছেন—

صحبت نیکاں ز جہاں دور گشت   خوان عسل خانہ ز نبور گشت

"ভালো মানুষদের সাহচর্য পৃথিবী হইতে দূরীভূত হইয়াছে। মধুর দস্তরখান মৌমাছির বাসায় পরিণত হইয়াছে।"
খাজা হাসান বসরী (রহঃ)-এর আমলে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, হযরত! রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম কেমন ছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহারা এমন ছিলেন যে, যদি তোমরা তাঁহাদেরকে দেখিতে, তবে অকপটে এমন মন্তব্য করিয়া বসিতে যে, ইহারা সকলেই বিকৃত মস্তিষ্ক, পাগল। পক্ষান্তরে তাহারা যদি তোমাদেরকে দেখিত তাহা হইলে বলিত যে, ইহারা হইল শয়তানের দল। এই অবস্থা যখন খাজা হাসান বসরী (রহ)-এর যুগে ছিল যাহা সাহাবায়ে কেরামের যুগের সাথে একেবারে সংযুক্ত ছিল, তাহা হইলে যেই যুগে আমরা বসবাস করি, উহার ব্যাপারে আর কি মন্তব্য করা যাইবে? খসরু'র আত্মার প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করুন, তিনি কত চমৎকারভাবে বিষয়টা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

خلق گویندم برو زنار بنداری بت پرست   درتن خردکدامی رگ کہ آں زنارنیست

"লোকেরা আমাকে বলে হে মূর্তিপূজারী! যাও ক্রশফিতা বাঁধিয়া লও। খসরুর দেহে এমন কোন শিরা রহিয়াছে যাহা ক্রশফিতা নহে।"
পক্ষান্তরে যাহারা দাড়ির কেশ ও মাথার চুল মুণ্ডন করিয়া ক্রশফিতা পরিধান করিয়াছে, মন্দিরে ও সরাইখানায় অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে—উহার মাঝেও এই গোপন রহস্য নিহিত রহিয়াছে।
নিম্নোক্ত কবিতার মধ্যে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

بر درخت بقائے دو جہانی   از رہ کفر در مسلمانی

"উভয় জগতের অমরবৃক্ষ কুফরের পথে মুসলমানীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।" অর্থাৎ নাস্তিক প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহারা নিজেরাই নিজেদের বাস্তব অবস্থা প্রত্যাশা করিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টি কুফর ও ঈমানের হাকীকতের উপর আবর্তিত হইয়াছে। অবশেষে প্রতিভাত হইয়াছে যে, সবকিছুই প্রতারণা, প্রহসন, ক্রশ ফিতা অসার দাবি ও অহেতুক কথার অপচয়। উহার নাম ইসলাম নহে। কারণ মুসলমানী ভিন্ন কোন জিনিসের নাম এবং মুসলমানগণ দ্বিতীয় কোন পাখি হইয়া থাকে। নিম্নোক্ত কবিতায় সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

صوفی و سبز پوش شدی پیر چلہ دار   ایں جملہ شدی دلی مسلماں نشدی

"সাধক হইয়াছ, সবুজ পোশাকধারী হইয়াছ, চিল্লাদার শায়খ হইয়াছ। এই সবকিছুই হইয়াছ কিন্তু এখনো পর্যন্ত মুসলমান হইতে সক্ষম হও নাই।"

হযরত আইনুল কুযাত হামদানী (রহ) ফরমাইয়াছেন—যুবক তথা বীর কেশরীদের যাবতীয় প্রাণহানির আশংকা ঈমানের কারণেই হইয়াছে যে, ঈমান আছে কিংবা নাই। আর তুমি এই ব্যাপারে আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়াছ যে, আমি একজন মুমিন। পক্ষান্তরে তুমি যদি চাও যে, ঈমানের সৌন্দর্য অবলোকন করিবে, তবে কোন খাঁটি ঈমানদারকে সন্ধান কর। যাহাতে তিনি তোমার স্কন্ধ হইতে কুফরীর ক্রুশফিতা ছিন্ন করিয়া দিতে পারে, ফলে তখন তুমি ঈমানের সৌন্দর্য ও মহিমা অবলোকন করিতে পারিবে এবং বিশ্বময় এই শ্লোগান সমুন্নত করিতে সক্ষম হইবে—

آں کس که ترا ندیدا و ہیچ ندید　　وآں کس که ترا نیافت او ہیچ نیافت

"যে আপনাকে দেখে নাই, সে তো কিছুই দেখিতে পায় নাই। আর যে আপনার সাক্ষাত পাইল না সে তো কিছুই পাইল না।"

আশা করি, ইতোমধ্যে তুমি অবহিত হইতে সক্ষম হইয়াছ যে, আমাদের ন্যায় হতভাগাদের কি করা উচিত। এখনো সময় আছে, اِنْ كَانَ وَلَوْ كَانَ দিবানিশি কেবল নিজেদের কর্মের চিন্তাই করা উচিত এবং স্বীয় ব্রত সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিবে। সদা সর্বদা অনুতাপ ও অনুশোচনার মাটি স্বীয় কপালে নিক্ষেপ করা দরকার। কারণ একেবারে নিরাশ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়া এই কাজের জন্য শর্ত নহে। কবি কত মর্মস্পর্শী ভাষায় বিষয়টা ব্যক্ত করিয়াছেন।

اندریں ره اگر تو اں نه کنی　　دست وپای بزن ز یاں نه کنی

"যদি এই পথে তুমি উহা সম্পাদন করিতে নাও পার তবুও হাত পা সঞ্চালন কর অর্থাৎ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ, পক্ষান্তরে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া নিজের ক্ষতি করিও না।"

হ্যাঁ, যদিও বীর পুরুষ মহামনীষীদের ন্যায় ঈমান নাই, তথাপিও পারতপক্ষে বৃদ্ধা নারী ও নপুংশকদের ঈমানের ন্যায় ঈমান তো আছে। কি আর করিবার আছে। যদিও অমূল্য সম্পদের দীপ্তিমান রবি অস্তমিত হইয়াছে কিন্তু প্রদীপ তো রহিয়াছে। উহা হইতে আলো গ্রহণ করা হইবে। অন্যথায় আমরা এবং ফেরাউন, নমরুদ ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

جهد کن پیش از اجل ای خود پر ست　　تا ز خلت ذره آری بد ست

گر شود یـــک ذره خلـــت حاصلـــت　　باز خنـــدد آفتاب دولتت

"হে আত্মপূজারী! মৃত্যুর পূর্বে চেষ্টা কর যাহাতে তাহার ভালোবাসার সামান্যতম তুমি লাভ করিতে পার। অতঃপর যদি এক বিন্দু পরিমাণ প্রেম ও ভালোবাসা তোমার অর্জিত হয় তবে সেই অমূল্য সম্পদের দীপ্ত রবি তোমার জন্য আলো বিকিরণ করিবে।"

ওহে ভ্রাতা! সাম্প্রতিককালে যে ব্যক্তি দুনিয়া হইতে ঈমানকে নিরাপদ ও অক্ষত অবস্থায় নিয়া যাইতে পারিবে সে হইল প্রকৃত বীর পুরুষ এবং তিনিই হইলেন আমাদের যুগের জোনায়েদ ও শিবলী। বাদ বাকি সকলই অনর্থক ও অর্থহীন اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ। তার বিদেহী আত্মার উপর আল্লাহ তায়ালা করুণা বর্ষণ করুন যে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন।

زیں گونہ کہ حال نا پندیدہ ماست　حن رخ تو چہ لائق دیدہ ماست
وصلت کہ بہ کیقباؤ و کسری نرسید　سوداست کہ دردماغ شوریدہ ماست

"যখন আমাদের অবস্থা এতটাই অবাঞ্চিত হইয়াছে, তখন আপনার প্রোজ্জল মুখাবয়বের সৌন্দর্য মাধুরী আমাদের নয়নযুগলের উপযুক্ত কি করিয়া হইতে পারে, আপনার মিলন যখন কায়কোবাদ এবং পারস্য সম্রাট কেসরার ভাগ্যেই জুটে নাই, তাহা হইলে ইহা অর্জনের ইচ্ছা হইবে আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচায়ক।"

গল্পটা অতীব দীর্ঘ এবং পত্রখানা অতি সংক্ষিপ্ত, তাই নিতান্ত প্রয়োজনে সংক্ষেপ করা হইয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে—

شب رفت و حدیث ما بپایاں نہ رسید　شب را چہ کند حدیث مابود دراز

"রাত্র অতিবাহিত হইয়াছে অথচ আমার গল্প শেষ হয় নাই। এখানে রাত্রের কি অপরাধ, বরং আমার কাহিনীটাই ছিল অতি দীর্ঘ।"

একটি বিশেষ কথা ঃ ওহে ভ্রাতা! মাশায়েখে তরীকত যাহারা মানুষের পথপ্রদর্শক ও আদর্শ এবং যাহাদের কর্মপদ্ধতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহারা বাহ্যিক আমলের ক্ষেত্রে যেমন তাহারাত, নামায, রোযা, হজ্জ এবং যেই সব ইবাদতের সম্পর্ক বাহ্যিক আমলের সহিত, সেক্ষেত্রে শরীয়তের প্রকাশ্য মূলনীতির উপর ক্ষান্ত করিয়া থাকে। এবং এইসব ক্ষেত্রে প্রকাশ্য শরীয়তের উপর আমল করিবে, এই আশংকায় যে কখনো কুমন্ত্রণা, প্রতারণা ও বিভ্রান্তির শিকার না হয়। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে, যে বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে সে দোযখের অতল গহ্বরে নিপতিত হইয়াছে এমনভাবে যে, সেখান হইতে বাহির হইয়া আসা সম্ভব নহে।

گر درے خواہی کہ بکشاید ترا　و آنچہ جوئی روئے بنماید ترا
از در پیغمبــــر آخــــر زماں　ہمچو حلقہ سر مگرداں یک زماں

"যদি তুমি চাও যে, তোমার উপর দরওয়াজা উন্মুক্ত করা হউক এবং তুমি যেই সৌন্দর্যের সন্ধান করিতেছ সেই আলোকিত মুখচ্ছবি আলোকচ্ছটা তোমার উপর উদ্ভাসিত হউক; তবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র দ্বারে শিকলের ন্যায় সংযুক্ত হইয়া থাক, এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হইও না।"

বর্ণিত আছে, আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা) একদা ইহুদীদের পাত্রে সংরক্ষিত পানি দ্বারা অজু করিয়াছেন। যদিও মদ তাহাদের নিকট হালাল। তাহা ছাড়া তাহাদের গৃহস্থালী পাত্রসমূহ সাধারণত মদশূন্য থাকে না। তদুপরি আমিরুল মুমিনীন প্রকাশ্য নির্দেশের উপর আমল করিয়াছেন এইটা চিন্তা করেন নাই যে, এই পাত্রটি তাহাদের, হইতে পারে উহার ভিতর মদ সংরক্ষিত আছে। কতিপয় সাহাবী এমনও ছিলেন যাহারা খালি পায়ে চলাফেরা করিতেন এবং সেই অবস্থায়ই নামায আদায় করিতেন। কখনো এমন ধারণা করিতেন না যে, শূন্য পায়ে থাকি, হইতে পারে তাহাতে নাজাসাত লাগিয়া আছে; সুতরাং নামায কিভাবে পড়িব? যখন বাহ্যত নাজাসাতের কোন সংস্পর্শ ছিল না, তখন প্রকাশ্য শরীয়তের নির্দেশকেই তাহারা যথেষ্ট মনে করিয়াছে। এজাতীয় অসংখ্য বর্ণনা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন ও ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন হইতে বর্ণিত আছে। সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে আর কতটুকু লিপিবদ্ধ করা যায়, তবে সার কথা হইল, এই কাজের মধ্যে মূল বিষয় হইল অন্তরকে সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করা এবং মন্দ ও অবাঞ্ছিত গুণসমূহ হইতে নিষ্কলুষ করা। কারণ প্রকৃত অন্তরায় ও বাধা হইল এইগুলিই। এই বাঁধার প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য বুযুর্গানে দ্বীন অক্লান্ত পরিশ্রম ও সীমাহীন প্রচেষ্টা ব্যয়িত করিয়াছেন। এমনকি প্রত্যহ সত্তর বার মৃতদেহের ন্যায় হইয়া গিয়াছেন, অতঃপর পুনরায় জীবিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া মানবরূপি শয়তানেরা সেই মহান বুযুর্গ এবং এই পথের সাধক পুরুষদেরকে উন্মাদ ও পাগল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। তবে ইহা সর্বজনবিদিত যে, উন্মাদ প্রকৃতপক্ষে কাহারা? সেই মনীষীগণ না যাহারা তাহাদের পাগল বলে তাহারা। আহ! যদি গোটা জগত সেই উন্মাদদের ন্যায় উন্মাদ হইয়া যাইত। যেমন কবির ভাষায়—

تا نہ یفتد کار در کارائے پر   کے ز کار افتاد گی یابی خبر

"হে বৎস! যখন তোমার কাজের সহিত কোন সম্বন্ধ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, তবে তোমার সেই কাজের অবগতি ও অভিজ্ঞতা কি করিয়া হইবে?"

জনৈক বুযুর্গকে মানুষেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি মহান আল্লাহর পরিচয় কখন লাভ করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যখন মানুষ আমাকে পাগল আখ্যা দিতে আরম্ভ করিল।

تاتوانی باخـــرد بیگانہ باش   عقل را غارت کن و دیوانہ باش

"যথাসম্ভব তুমি বিবেক হইতে দূরে সরিয়া যাও! বুদ্ধিকে আক্রমণ কর এবং উন্মাদ হইয়া যাও!"

ওহে ভ্রাতা! মাশায়েখে দ্বীন তথা সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ কর এবং নিজেকে সর্বপ্রকারের সংশয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং কুমন্ত্রণা ও বিভ্রান্তি হইতে রক্ষা কর, যাহাতে শয়তানের খপ্পড়ে পড়িয়া না যাও। আল্লাহ না করুক যদি কখনো শয়তানের ফাঁদে

পড়িয়াই যাও তবে যত দ্রুত সম্ভব উহা হইতে নিজেকে উদ্ধার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ নিজের আয়ত্তাধীন থাকে। সামর্থ্য থাকিলে উহার চিকিৎসা কর। অনুরূপ যখন মনে চাহিবে যে, নামাযের নিয়তে জায়নামাযের উপর দাঁড়াইবে। তখন নামাযের নিয়ত করিবার পূর্বে কয়েকবার এই দোয়াটি পাঠ করিবে—

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَمِنَ اللهِ وَاِلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

"আল্লাহর নামে, আল্লাহর জন্য, আল্লাহ হইতে, আল্লাহর দিকে এবং মহান আল্লাহর উপরই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত" এবং যখন কুমন্ত্রণা দ্বারা প্রভাবিত হইবে, তখন প্রতিমুহূর্তে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ বুকের উপর হস্ত স্থাপন পূর্বক পাঠ করিতে থাকিবে এবং যতবার অজু করিবে কুমন্ত্রণা নিরসন করিবার নিয়তে অজুর উচ্ছিষ্ট পানি হইতে এক ঢোক পান করিয়া নিবে। যদি দশবার কিংবা বিশবার অজু করিতে হয় তখনও। দ্বিতীয়তঃ নিজের উপর অবধারিত করিয়া নিবে যে, অজু ছাড়া কিছুই পনাহারও করিবে না। এই আমলগুলি নিয়মিত করিতে থাকুন; যেন কখনো ছুটিয়া না যায়। ইহার মধ্যে সীমাহীন উপকারিতা, সুফল ও অফুরন্ত বরকতও নিহিত আছে। এই বারো রাকায়াত নামায যাহা দুই রাকায়াত করিয়া ভিন্নভাবে লেখা হইয়াছে তাহা অধমের পক্ষ হইতে উপঢৌকন। ইহাকে নিজের ওযীফা বানাইয়া নিবে। উহাকে ইশার পর বিতরের ওয়াক্তের পূর্বে আদায় করিবে। প্রত্যেক দুই রাকায়াতের প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ দশবার পাঠ করিবে। প্রথম দুই রাকায়াতে সালামের পর একশত বার يَا وَهَّابُ পাঠ করিবে। অতঃপর দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় দুই রাকায়াত অনুরূপভাবে আদায় করিবে এবং সালাম ফিরানোর পর একশত বার يَا فَتَّاحُ পাঠ করিবে। অতঃপর মহান আল্লাহর প্রতি আশাবাদী থাকিবে যে, মহান আল্লাহ এই নামাযের বরকতে যাবতীয় দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজ চাহিদা মাফিক হইয়া যাইবে, اِنْ شَاءَ اللهُ।

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত চারি মাকতুব

অলি আল্লাহদের প্রতি সুধারণা পোষণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বরাবর,
বাদশা মুকাররাহ

گر چه چندانی سلیماں کار داشت   کز زمیں تا عرش گیر و دار داشت

مسکنت راقدر چوں بشنا خت او   قوت از ز نبیل بانی ساخت او

"হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ব্যস্ততা এই পরিমাণ ছিল যে, তিনি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে আকাশ পর্যন্ত শাসন করিতেন, কিন্তু তিনিও যখন দরবেশী ও দারিদ্র্যতার পরিচয় জ্ঞাত হইলেন, তখন নিজ হাতে ব্যাগ সেলাই করিয়া উহার দ্বারা স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করিতেন।"

আমার প্রিয় ভ্রাতা বাদশাহ মুফাররাহ! মহান আল্লাহ আপনার যাবতীয় ত্রুটি, বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দিন, আপনার কল্যাণ ও মঙ্গলজনক কার্যক্রমের পরিমাণ উপরোত্তর বৃদ্ধি করুন। পত্র লেখক অধম শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া জানিবেন। আমি কেবল এতটুকুই লেখিতে চাহি যে, যদিও আমার প্রিয় ভ্রাতা বাহ্যতঃ এই পোশাকের মধ্যে রহিয়াছেন, তদুপরি অন্তর নিরাপদ রাখুন ও নিশ্চিন্ত থাকুন, কারণ আপনার বিশ্বাস, আন্তরিক বন্ধন ও সম্পর্ক নিঃস্ব ও হত-দরিদ্র মানুষদের সহিত সংযুক্ত। আল্লাহ তায়ালা উহার আরো বরকত ও প্রবৃদ্ধি দান করুন মহানবী (সাঃ)-এর উসিলায়। ইহা সর্বজন বিদিত যে, মহানবী (সাঃ) তাঁহার এত সম্মান ও মহত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও যে, তাঁহার সম্পর্কে মহান আল্লাহ ফরমান—

لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ

"যদি আপনি না হইতেন, তবে আমি আকাশ মণ্ডল সৃষ্টি করিতাম না।" তিনি স্বয়ং এই প্রার্থনা করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন হিসাবে বাঁচাইয়া রাখ, মিসকীন হিসাবে এই পৃথিবী হইতে উঠাইয়া নিও এবং আমাকে মিসকীনদের দলভুক্ত করিয়া পুনরুত্থিত করিও।"

ملك دنیا را که بنیاد نهند   گر چه بس عالی است بر بائے نهند

"পৃথিবীর রাজত্বের যে ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে যদিও উহা অতি উচ্চ, কিন্তু তাহার এই ভিত্তি বাতাসের উপর।"

ہر چه بینی جز خیالے بیش نیست   ہر چه دانی جز محالے بیش نیست

"যাহা কিছু তোমার দৃষ্টিগোচর হয় উহা নিছক স্বপ্নমাত্র, অন্য কিছু নহে। তুমি যাহাকে কিছু মনে করিয়াছ উহা প্রতারণা ও প্রহসনের অধিক কিছু নহে।"

ওহে ভ্রাতা! দারিদ্র্যতা ও দরবেশি হইল মহান আল্লাহর অন্যতম রহস্য। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, মেরাজ রজনীতে ইহজগত ও পরজগতে তথা আলমে মুলক ও মালাকুতের মধ্যে যাহা কিছু বিদ্যমান সবকিছু মহানবী (সাঃ)-এর সম্মুখে পরিবেশন করা হইয়াছে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) সেই দিকে একটি বারের জন্যও ভ্রূপেক্ষ করেন নাই। উপরন্তু দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, اَلْفِقْرُ فَخْرِىْ "দারিদ্র্যতা ও অভাবই আমার অহংকার।" হযরত আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের দ্বারা সাজদা করানো হইয়াছে এবং আটটি বেহেশতের একচ্ছত্র আধিপত্য ও তছরুফ করিবার অধিকার তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁহার দৃষ্টি দারিদ্র্যতা ও অভাবের প্রতি নিপতিত হইল তখন আটটি বেহেশত একটি যবের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দিলেন এবং অভাব ও দরবেশীর পোশাক পরিধান করিলেন।

جان آدم چو بتر فقر سوخت بشت جنت را بیك گندم فروخت

"হযরত আদম (আঃ)-এর প্রাণ যখন দারিদ্র্যতার রহস্যে উদ্ভাসিত হইল তখন আটটি বেহেশত একটি যব বীজের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দিলেন।"

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দারিদ্র্যতা সুপ্রসিদ্ধ। যেমন কবির ভাষায় নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়ে বিষয়টি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

گر چه چندانی سلیماں کار داشت از زمیں تا عرش گیر و دار داشت

مسکنت راقدر چو یشنا خت او قـوت از ز نبیـل بانی ساخت او

"হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর কর্মব্যস্ততা এই পরিমাণ ছিল যে, ভূ-পৃষ্ঠ হইতে আকাশমণ্ডল পর্যন্ত গোটা বিশ্বকে তিনি শাসন করিতেন। কিন্তু তিনিও যখন দারিদ্র্যতা ও অভাবের মূল্য অনুধাবন করিতে সক্ষম হইলেন, তখন নিজ হাতে থলে সেলাই করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়াছেন।"

মহান আল্লাহর জন্য অসংখ্য শুকরিয়া যে, এইসব একনিষ্ঠতা, নান্দনিক গুণাবলি ও উত্তম চরিত্রগুলোর ব্যাপক সমাহার ঘটিয়াছে আমার প্রিয় ভ্রাতার ব্যক্তিত্বের মাঝে। মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন, আল্লাহ চাহেত কাল কিয়ামত দিবসে মিসকীনদের দলভুক্ত করিয়া প্রিয় ভ্রাতার হাশর হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহে প্রিয় ভ্রাতাকে এইজাতীয় মহান ব্রতে দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব ও স্থিরতা দান করুন এবং উত্তরোত্তর উহার মধ্যে প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি দান করুন স্বীয় ফজল ও করমে। পরিশেষে আপনার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও শুভ পরিণতি কামনান্তে।

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত পাঁচ মাকতুব

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ-এর আমল প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

توحید نه کار آب و خاك است   کار دل صاف و جان پاك است

اے خوانده خداے را بعادت   دوری ز حقیقــت شهادت

تا کے به زباں خدا پرستی   ایں نیست مگر ہوا پرستی

"তাওহীদের সম্পর্ক পানি ও মাটির তৈরি পুতুলের সহিত নহে। বরং উহার সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ হৃদয় ও পবিত্র অন্তরের সহিত। হে অভ্যাসগত ভাবে আল্লাহকে যিকিরকারী اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ-এর হাকীকত ও মর্মবাণী হইতে তুমি অনেক দূরে। আর কত কাল তুমি কেবল মুখে মুখে আল্লাহ আল্লাহ বলিয়া প্রভুর পূজা করিবে। ইহা হইল নিশ্চিত প্রবৃত্তি পূজা, খোদা পুরস্তি নহে।"

পত্র লেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ থাকে যে, কাযি জয়নুদ্দীন আপনার যাবতীয় খবরাখবর বর্ণনা করিয়াছেন। আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, আমার পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ অনুমোদন ও গ্রহণযোগ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু পথে চলা আপনার কাজ ও দায়িত্ব। যখন মাশায়েখে তরীকতের পোশাক ধারণ করিয়াছেন, তখন প্রথা ও অভ্যাসের মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলুন অর্থাৎ প্রথাগত ও গতানুগতিক ইবাদতকে পরিহার করুন এবং অভ্যাসের ক্রশ ফিতা ছিঁড়িয়া ফেলুন। তরীকতের পথে সততা ও নিষ্ঠার সহিত পদচারণা করুন এবং আল্লাহ তায়ালার সন্ধানে মনোবল সমুন্নত রাখুন। কারণ হীনমন্য মুরীদ কখনো গন্তব্যে পৌঁছাইতে পারে না।

যেমন কবি বলিয়াছেন—

سگ دوں ہمت استخواں جوید   پنجــه شیــر مغز جان جوید

ہر که صاحب ہمت آمد مرد شد   ہم چو خورشید از بلندی فرد شد

ہر که از ہمت دریں راه آمده است   گر گدای می کند شاه آمده ست

"ইতর প্রাণী কুকুর হাড়-হাড্ডির সন্ধানে থাকে। সিংহের থাবা সর্বদা জীবিত প্রাণীর সন্ধান করে। সার কথা, যে উন্নত মনোবলের অধিকারী ও আত্মপ্রত্যয়ী হইতে পারিয়াছে সে সূর্যের ন্যায় উচ্চতায় অনন্য ও অদ্বিতীয় হইয়াছে। যে ব্যক্তি সাহস করিয়া এই পথে অনুপ্রবেশ করিয়াছে যদি সে ভিক্ষাবৃত্তিও করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বাদশাহ।"

হে ভ্রাতা! এই পথের জ্ঞান কেবল তরীকতধারীদের সহিতই বিশেষায়িত। যাহারা আখিরাতের আলেম, এই ইলম তাহাদের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে অর্জিত হয়, ওলামায়ে দুনিয়া অর্থাৎ দুনিয়াদার আলেমদের হইতে নহে। ইহারা তো দ্বীনের ডাকু। নিম্নোক্ত কবিতার মধ্যে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

این ہمہ علم جسم مختصر است   علم رفتن براہ حق دگر است

آں ہوائے کہ پیش ازیں باشد   رسم د عادت بود نہ دیں باشد

داسط ایں قوم را برخاست است   قول ایشاں لا جرم بس راست است

"এই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান হইল এই সংক্ষিপ্ত বাহ্যিক জগত সংক্রান্ত, আল্লাহর পথে চলিবার জ্ঞানই হইল একটু ভিন্ন। যাবতীয় কামনা বাসনা যাহা এই পথে আগমণের পূর্বে ছিল। উহা ছিল কেবল প্রথা ও অভ্যাস, দ্বীন ছিল না। যখন ওই শ্রেণীর মানুষদের মাধ্যম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তখন নিঃসন্দেহে তাহাদের বাণী, তাহাদের নির্দেশ সবকিছু পরিশুদ্ধ হইয়াছে।"

অতএব যাহার মাঝে এইরূপ শক্তিশালী আত্মপ্রত্যয় ও সুদৃঢ় মনোবল বিদ্যমান যে, সে অভ্যাস ও প্রবৃত্তি পূজা হইতে মুক্ত হইয়া খোদা পুরুস্তিতে পৌছাইতে পারিবে তাহা হইলে সেই শ্রেণীর আলেম যাহারা ওলামায়ে আখিরাত বলিয়া পরিগণিত এবং

عُلَمَاءُ اُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

"আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের পয়গম্বর তুল্য।" এই বিরল সম্মানের অধিকারী। তাঁহাদের সান্নিধ্যের অমূল্য সম্পদ সন্ধান করুন। ফলে তাহাদের সাহচর্যে অবস্থান করিয়া দিন দিন তাহাদের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জুহর দ্বারা সকল মন্দ ও নিন্দনীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রশংসনীয় গুণাবলিতে অর্থাৎ মন্দ গুণাবলিসমূহ উত্তম গুণাবলিতে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং বিপ্লব সাধিত হইবে এবং তাহাদের সাহচর্য ও ও পরিচর্যার বরকতে অবাধ্য প্রবৃত্তি হইতে নিস্কৃতি পাইবে এবং ইসলামের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবে এবং তাওহীদের হাকীকত পর্যন্ত পৌছাইতে পারিবে, অবশেষে وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ-এর পবিত্র দরবারে পৌছাইতে সক্ষম হইবে এবং সত্যিকারের একত্ববাদী হইয়া যাইবে।

কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

اوصاف ذمیمہ چوں بدل شد   ہر عقدہ کہ در تو بود حل شد

چوں نیستیٔ تو شد محقق   خیزد ہمہ نعرہ انا الحق

"যখন মন্দ অভ্যাসসমূহ উত্তম গুণাবলিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল, তখন তোমার যাবতীয় সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। যখন তোমার বিলীনত্ব ও ধ্বংস নিশ্চিত

হইল তখন اَنَا الْحَقْ اَنَا الْحَقْ শ্লোগান উঠিতে আরম্ভ করিল।"

هر کرا آن آفتاب ایں جا بتافت   آنچه آں جا و عده بر واینجا یافت

ایں جاست نهایت طریقت   ایں ست خلاصه حقیقت

"যখন কাহারো উপর সেই হাকীকতের দীপ্ত রবি এখানেই উদিত হইল, তখন যাহা কিছু সেখানকার জন্য প্রতিশ্রুত উহা সবই সে এখানে লাভ করিল।"

এই হইল সেই বাস্তব মাকাম যাহা তরীকতের সমাপ্তি। ইহা হাকীকতের নির্যাস।

সকল মুসলমানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত ছয় মাকতুব

সমুন্নত আত্মপ্রত্যয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جهد کن تاز نیست هست شوی   دز شراب خداست شوی

نیست کن هر چه راه و رائے بود   تا دلت خانه خدائے بود

"চেষ্টা করিতে থাক যাহাতে অস্তিত্বহীনতা হইতে অস্তিত্ববান এবং তৌহীদের শরাবে মোহগ্রস্ত হইয়া যাইতে পার। স্বীয় প্রথা, দরবেশী, বিবেক ও পরিকল্পনা সবকিছু বিলীন করিয়া দাও। যাহাতে তোমার হৃদয় মহান আল্লাহর পবিত্র গৃহ হইয়া যাইতে পারে।"

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ

"মানুষকে কিয়ামতের দিন তাহাদের নিয়তের উপর পুনরুত্থিত করা হইবে।"
ওহে ভ্রাতা! আজ নিজের পরীক্ষা কর এবং নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর। অতঃপর লক্ষ্য কর! যদি তোমার মাঝে মহান আল্লাহর আবেদন প্রবল থাকে, তাহা হইলে তোমাকে প্রেমিকদের সহিত উঠানো হইবে। আর তোমার অন্তরে যদি বেহেশতের প্রতি আসক্তি ও ভালোবাসা বিজয়ী হয়, তাহা হইলে নেককারদের সঙ্গে তোমার হাশর হইবে। পক্ষান্তরে, তোমার অন্তরে যদি দুনিয়ার মোহ ও ভালোবাসা প্রবল থাকে তাহা হইলে দুনিয়াদারদের সহিত তোমার হাশর হইবে।
কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

هر چه در دنیا خیالت آن بود   تا ابد راه وصالت آں بود

"ইহধামে যেই বস্তুর সহিত তোমার ধারণা সংযুক্ত হইয়া আছে, এখন পর্যন্ত তোমাকে উহার মধ্যে অবস্থান করিতে হইবে।"
ওহে ভ্রাতা! যাহারা উচ্চাভিলাষী আত্মপ্রত্যয়ী তাহারা দুনিয়া ও আখেরাতকে এই কথা বলিয়া নিজেদের মনোবলের সম্মুখ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে যে, গোটা পৃথিবী ও তন্মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে উহাকে এই পথের মনীষীগণ তালাক দিয়াছে তথা উহা তাহাদের পরিত্যক্ত বস্তু। বরং উহা হইল নমরুদ ও ফেরআউনের হাতের তোয়ালে। সুতরাং উহা পরিত্যাগ করা ফরযে আইন, অবশ্য কর্তব্য।

هر که اواز داردنیا پاك شد   نور مطلق گشت گر چه خاك شد

যেই ব্যক্তি এই দুনিয়ার গৃহ হইতে পবিত্র ও মুক্ত হইয়াছে, সে তো মহা আলোয় পরিণত হইয়াছে, যদিও সে বাহ্যত মাটির দেহ।"
বেহেশতের মধ্যে যত বস্তু তৈরি করা হইয়াছে; উহা সবই অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের আস্বাদন ও তাহার অংশ। যত বস্তুই রহিয়াছে উহা সেই পঞ্চইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন

হইতে পারে না। কারণ সেই বস্তুগুলো ঘ্রাণযোগ্য, দর্শনযোগ্য, পরিধানযোগ্য অথবা শ্রবণযোগ্য এই সবের মধ্যে চতুষ্পদ প্রাণীজগতও শরীক রহিয়াছে। সুতরাং যাহার মধ্যে চতুষ্পদ প্রাণী অংশীদার উহা হইতে দূরে থাকা চাই। এইটা এক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি; উন্নত সাহসিকতা ও আত্মপ্রত্যয় নহে।

মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় কত সুন্দর বস্তু। এই মাটির পিঞ্জিরার মাঝে কি যে এক গোপন রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে।

যেমন কবির ভাষায় বিষয়টি এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

سگ دوں ہمت استخواں جوید　　پنجـــہ شیـــر مغز جان جوید

مگس و گربہ سوئے خواں پونید　　سگ وزاغ اندکا ستخواں جونید

"ইতর প্রাণী কুকুর হাড্ডি খুঁজিয়া ফিরে, অথচ সিংহর থাবা সর্বদা সন্ধান করে সতেজ প্রাণ। বিড়াল ও মাছি খাদ্যদ্রব্যের প্রতি, খাবার টেবিলের দিকে লালায়িত। পক্ষান্তরে কুকুর ও কাক উচ্ছিষ্ট হাড্ডি সন্ধান করিয়া ফিরে।"

আত্মপ্রত্যয় অতি মূল্যবান সম্পদ, তদসম্পর্কে জনশ্রুতি রহিয়াছে—

اَلْجَنَّةُ سِجْنُ الْعَارِفِيْنَ كَمَا اَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"জান্নাত হইল আরেফদের জন্য কয়েদখানা যেমন দুনিয়াটা ঈমানদারদের জন্য বন্দিশালা।"

ওহে ভ্রাতা! দিদার ও সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি যদি বেহেশতের মধ্যে নির্ধারিত না হইত, তাহা হইলে এই আরেফদের মুখে উহার আলোচনা কখনো শোভা পাইত না। বর্ণিত আছে, সুলতানুল আরেফীন বায়েজীদ বুস্তামীর মুখে যদি কখনো দুনিয়ার আলোচনা অগোচরে আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অজু করিয়া লইতেন। আর বেহেশতের আলোচনা আসিলে গোসল করিতেন। একদা লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল হুযুর! এমন করা হয় কেন? প্রত্যুত্তরে তিনি ফরমাইয়াছেন—দুনিয়া হইল নাকেযে অজু তথা অজু বিনষ্টকারী। হালত অনুযায়ী উহার আলোচনা অজুকে ভঙ্গ করে। এইটা সতঃসিদ্ধ মাসয়ালা যে, অজু ভঙ্গ হইবার পর অজু করা আবশ্যক হইয়া থাকে। আর বেহেশত হইল সকল কামনা-বাসনা পূরণ করিবার স্থান। সুতরাং উহার আলোচনা হইল জানাবত, অপবিত্রতা অবস্থা তথা হালত অনুযায়ী। এই কথাগুলি মহান পুরুষদের জন্যে, হিজরাদের জন্য নহে। এই কথার মধ্যে অনধিকার চর্চা করিবে না, অহেতুক পর্যালোচনা গবেষণা করিবে না। যেই বীর পুরুষ রণাঙ্গণে তলোয়ারের আঘাত সহিতে এবং অসি চালনা করিতে দক্ষ, সে একটু ভিন্ন প্রকৃতিরই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাহারা ভোজন রসিক, মুখরোচক আহার্য গ্রহণে অভ্যস্ত, তাহারা আর এক প্রকৃতির। এই উভয় শ্রেণী এক সমান কিভাবে হইতে পারে? ভিক্ষুক ও রাজা সমকক্ষ কিভাবে হইতে পারে? সাবধান! প্রেমিক ও

মহাপুরুষদেরকে নিজের স্থূল বুদ্ধির সংক্ষিপ্ত নিক্তিতে পরিমাণ করিও না। বরং ইহারা তোমার বুদ্ধির পরিমাপ হইতে অনেক উর্ধ্বে। যেখানে প্রেমের সূর্য উদিত হয় সেখানে বিবেকের নক্ষত্র ম্লান হইয়া যায়। আমাদের জন্য এই মহান মনীষীদের হালত ও অবস্থাসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও উহাকে সত্যায়ন করা ব্যতীত কোন উপায় নাই।

যেমন কবি বলিয়াছেন—

طعمه کاں پاکباز اں را دہند　　ہرگز آں کے نونیازان را دہند

"পুণ্যাত্মা মনীষীগণের আহার্য কখনোই ভিক্ষুকদের প্রদান করা হয় না।"

ایں ہمه علم جسم مختصر است　　علم رفتن براہ حق دگر است

حرف کو کاغذے سیاہ کند　　دل که تیرہ ست کے چو ماہ کند

گر ترا در دست پیر آید پدید　　قفل دردت را کلید آید پدید

"এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান এই ক্ষুদ্র প্রকাশজগতের সহিত সম্পৃক্ত, আল্লাহর পথে চলিবার জ্ঞানই হইল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। বর্ণমালা তো কেবল কাগজকে কালো করিয়া দেয়। অন্ধকার ও কলুষিত অন্তরকে সে কিভাবে জ্যোৎস্না চন্দ্র বানাইতে পারে? যদি তোমার মাঝে আবেদনের বেদনা অনুসন্ধিৎসা থাকে, তাহা হইলে তুমি পীরের সন্ধান পাইবে এবং তোমার বেদনার চিকিৎসা হইয়া যাইবে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত সাত মাকতুব

বিগত জীবন ও অতীত অবস্থার উপর অনুশোচনা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সেই মহামতি কবির বিদেহী আত্মায় করুণাধারা বর্ষিত হউক যিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছেন—

در کوے بتاں رفت ہمہ عمر دریغا   چوں بر ہمن پیر بہ بت خانہ بما ندیم

"আক্ষেপ ও অনুতাপ! মূর্তির গলির মধ্যে সমস্ত জীবনটা অতিক্রান্ত হইয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাক্ষণের ন্যায় মন্দিরে পড়িয়া রহিয়াছে।"

ওহে ভ্রাতা! সেই ব্যক্তি নিজের দুঃশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতার মধ্যে নিমজ্জিত এবং যাহার বাস্তব অবস্থা এতটাই বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে বলিয়া ওঠে—

نمی دانم کرا مانم بدیں صورت گر فتارم

نہ من ہندو نہ مسلم نہ من مرتد نہ بدکارم

"আমি নিজেই জানি না যে, আমি কে? আমি এমন এক বিস্ময়ে হতবিহ্বল হইয়া আছি যে, আমি হিন্দু, না মুসলিম, না মুরতাদ কিংবা পাপাচারী, তাহা বোধগম্য নহে।"

এইরূপ ব্যক্তি অপরকে আর কি উপদেশ দিবে এবং কী দীক্ষা দিবে? হ্যাঁ ভাই, আপনার ন্যায় এতদাঞ্চলের আরো কতিপয় শুভানুধ্যায়ী হীনমন্যতার শিকার হইয়াছে এবং অনুরূপ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতাও প্রকাশ করিয়াছে।

ওহে ভ্রাতা! জীবন প্রায় মৃত্যু সায়াহ্নে উপনীত, পরপারের ভ্রমণ সমাসন্ন উপরন্তু এই শংকা ও আতংক মনের মাঝে বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, যখন মৃত্যু দ্রুত আগমণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে,

اِلٰهِىْ اَقْبِضْ رُوْحَ هٰذَا الْعَبْدِ بِالسَّعَادَةِ اَمْ بِالشَّقَاوَةِ -

"হে আল্লাহ! এই বান্দার প্রাণটি সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্যের উপর বধ করিবে" কিছুই জ্ঞাত নহে যে, তখন কি উত্তর আসিবে। সর্বোপরি কথা হইল যেই ব্যক্তি এই অনুতাপে হতবিহ্বল সে আর নিজের মধ্যে থাকিল কখন?

কবির ভাষায় বিষয়টা এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

رنده سابقت نه دانم چیست   خوا نده خاتمت نه دانم کیست

بد ما نیك شد چو پذیر فتی   نیك ماگشت بد چو بگرفـــتی

"জানা নাই, ভাগ্যলিপিতে কি লেখা হইয়াছে। মৃত্যু কোন অবস্থার উপর হইবে তাহাও অজ্ঞাত। আমার যাবতীয় মন্দ কৃতকর্ম নেকীতে পরিণত হইয়া যাইবে যদি

তিনি আমাকে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে আমার সমস্ত নেকী পাপে পরিণত হইবে যদি তিনি আমাকে পাকড়াও করেন।"

ওহে ভ্রাতা! কাজটা নিতান্ত কঠিন, মানুষেরা যেমন ধারণা করিয়াছে এবং মন্তব্য করে, শ্রবণ করে এবং সময় অতিক্রম করিয়া থাকে ঠিক তদ্রুপ নহে।

বর্ণিত আছে, জনৈক আরেফ ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তে উঠিলেন, তখন মানুষেরা জিজ্ঞাসা করিল আপনার কোন অন্তিম ইচ্ছা থাকিলে বলুন! যাহাতে আমরা উপস্থিত করিতে পারি। তদুত্তরে তিনি-বলিলেন, عَدَمًا لَا وُجُوْدَ لَهٗ "এমন অস্তিত্বহীনতা যাহার পরে আর কোন অস্তিত্বই থাকিবে না।"

যিনি এই অমূল্য সম্পদের অধিপতি, মালিক,

لَوْ تَوَازَنَ اِيْمَانُ اَبِىْ بَكْرٍ مَعَ اِيْمَانِ اُمَّتِىْ لَرَجَعَ -

"যদি আমার সকল উম্মতের ঈমান আবু বকর (রাঃ)-এর ঈমানের সহিত মূল্যায়ন করা করা হয়, তবে আবু বকর (রাঃ)-এর ঈমানের পাল্লাই ভারী হইবে।" এতদসত্ত্বেও তিনি ফরমাইতেন, আহ! যদি আমি গাছের পত্র-পল্লব হইতাম যাহা ভেড়া-ছাগল ভক্ষণ করিত এবং সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাহার মর্যাদা ছিল,

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا

"আমি হইলাম জ্ঞানের নগরী আর আলী হইল উহার ফটক।" তিনিও বলিতেন যে, আক্ষেপ! যদি আমি মাতৃদেহের লোহিত কণিকাই থাকিতাম। এই হইল সেই সকল মহান মনীষীদের অবস্থা যাহারা গোটা পৃথিবীর পথপ্রদর্শক এবং মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সমাসীন। তাহা হইলে এখন অনুমান করিয়া নেন, যে মন্দিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মন্দিরে পরিপালিত হইয়াছে এবং মূর্তির সম্মুখে মাথা ঠুকরাইতে ঠুকরাইতে গোটা জীবন ব্যয় করিয়াছে, তাহার অবস্থা কি হইতে পারে? সেই ব্যক্তির উপর রহমত বরং শত করুণা বর্ষিত হউক যে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছে।

سوده گشت از سجده را بتاں پیشانیم   چند خودرا تہمت دین مسلمانی نہم

اے برہمن باه ده رد کرده اسلام را   یاچومن گمراه رادرپیش بت ہم بار نیست

"মূর্তির সম্মুখে সাজদা করিতে করিতে আমার ললাট ভরিয়া গিয়াছে। এতদসত্ত্বেও কতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে মুসলমান বলিতে থাকিবে। হে ব্রাহ্মণ! আমার ন্যায় ইসলাম প্রত্যাখ্যাতকে আপনার এখানে একটু অনুমতি দিবেন কী? নাকি আমার ন্যায় পথভ্রষ্টের মূর্তির সম্মুখে আসিবারও কোন পথ নাই।"

ইহা সবই আমার নিজের বাস্তব অবস্থা যাহা লেখা হইয়াছে ইহা কোন বক্তৃতা ও সাহিত্য চর্চা নহে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত আট মাকতুব

মন্দ অভ্যাস ও ঘৃণিত অভ্যাসসমূহকে নান্দনিক গুণাবলিতে রূপান্তর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ہر چه جز حق بسو ز دغارت کن   هر چه حز دیں از وطهارت کن

"আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত যাহা কিছু রহিয়াছে উহা ভস্মিভূত করিয়া দাও। দ্বীন ব্যতীত যাহা কিছু রহিয়াছে উহা হইতে পবিত্রতা অর্জন করিয়া লও।"

ওহে ভ্রাতা! দোযখ ও বেহেশতের অসংখ্য দরওয়াজা রহিয়াছে। যাবতীয় সুন্দর কথা, উত্তম কর্ম, নান্দনিক গুণাবলিই হইল বেহেশতের দরওয়াজা। পক্ষান্তরে মন্দ কথা ও কর্ম এবং ঘৃণিত স্বভাব ও নিন্দিত চরিত্রসমূহ হইল দোযখের দরওয়াজা। কারণ, মানুষের যে সুখ শান্তি লাভ হইয়া থাকে উহা সবই উত্তম কথা ও কাজের জন্য সাধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দুঃখ ও কষ্ট যাহা কিছু তাহাদেরকে পীড়া দেয় উহা তাহাদের নিন্দিত ও ঘৃণিত কথা ও কাজ এবং অবাঞ্ছিত চরিত্রের কারণে হইয়া থাকে। সুতরাং যেই ব্যক্তি অদ্য যাবতীয় নিন্দিত অভ্যাস, স্বভাব ও চরিত্র এবং মন্দ কথা ও কাজ হইতে বাহির হইয়া প্রশংসনীয় গুণাবলি, নান্দনিক চরিত্র এবং উত্তম ও কাঙ্ক্ষিত কথা ও কাজের দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিশ্চিত দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বেহেশতে গমন করিয়াছে। কেননা দোযখের সম্পর্ক ও ব্যস্ততা হইল মন্দ কথা, মন্দ কাজ এবং নিন্দিত অভ্যাস ও ঘৃণিত স্বভাবের সহিত; উত্তম কথা, নান্দনিক গুণাবলির সহিত নহে। কবির ভাষায় বিষয়টি এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

دائیما در خوئے نا خوش ما نده ای   دزصفات بد در آتش مانده ای

تا صفاتــــت باتو خواہد بود جمـــع   تو نخواہی بود بے سوزی چو شمع

"তুমি সর্বদা অবাঞ্ছিত ও ঘৃণিত অভ্যাসের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলে এবং নিজের এই নিন্দিত গুণাবলির কারণে আগুনে দগ্ধ হইতেছ। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার এই গুণাবলি তোমার মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মোমবাতির ন্যায় দগ্ধহীন থাকিবে না।"

ওহে ভ্রাতা! বর্তমানে মুরীদদের প্রধান ও প্রথম কাজ হইল মন্দ কথা ও অবাঞ্চিত বাণীসমূহকে উত্তম কথাবার্তা দ্বারা পরিবর্তন করিয়া নিবে এবং মন্দ ও ঘৃণিত কর্মকাণ্ডকে উত্তম ও উৎকৃষ্ট কাজসমূহ দ্বারা পরিবর্তন করিবে। সর্বোপরি ঘৃণিত চরিত্র এবং মন্দ অভ্যাস ও স্বভাবকে নান্দনিক স্বভাব দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া নাও। এই কাজকে আহলে তাসাওউফ তথা আধ্যাত্ম্য সাধকদের পরিভাষায় 'গরদাশ আজ নাহাদে দেশ' (স্বীয় ভিত্তি ও প্রকৃতির মধ্যে) বলা হয়।

যেমন কবি বলেন—

تو چنیں محجوب از خود مانده ای   تا ابد معیوب از خود ما نده ای
پاکباز انے که در دیش آمدند   ہر نفس در محو خود پیش آندند

"তুমি স্বপ্রণোদিতভাবে নিজের আমিত্বের মধ্যে পর্দার অন্তরালে ছিলে। সার্বক্ষণিক স্বীয় আমিত্বের দোষে কলুষিত হইয়া গিয়াছ; দরবেশ ও ফকীরগণ যাহারা সত্যিকারে পুণ্যাত্মা, তাহারা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের বিলীনত্বের মধ্যে আত্মনিয়োগ করে।"

মুরীদদের জন্য এই কাজ হইল অজুর স্তরে, যেইরূপ অজু ব্যতীত নামায হয় না, অনুরূপ মুরীদদের জন্য এই আবর্ত ব্যতীত তরিকতের মধ্যে আলোক রহিয়াছে। এইসব সংগ্রাম এবং সাধনা এই আর্ত সাধনের জন্যই তো হইয়া থাকে। যাহাতে মুরীদ তরীকতের পথে চলার যোগ্য হইয়া থাকে। তবে যেই ব্যক্তি এই আবর্ত ব্যতীত তরীকতের মধ্যে আলো কামনা করে তাহার উদাহরণ হইল এইরূপ যে, কেহ অজু ছাড়া নামায আদায় করিবে। অতএব বর্তমানে এই কাজের মধ্যে সর্বপ্রকারের ক্ষতি ও অনিষ্ট বিদ্যমান। কারণ, এই কাজকে এই কাজের শর্ত ব্যতীত কামনা করিয়া থাকে। যেমন কোন বেঅজু নামায কামনা করে। প্রতিটি কাজের জন্যে একটি শর্ত থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই শর্ত পূরণ না হইবে ততক্ষণে সেই কর্ম কখনো সাধিত হইবে না। যেমন চক্ষু ছাড়া দর্শন, কর্ণ ছাড়া শ্রবণ, মুখ ছাড়া বলা কখনো কল্পনা করা যায় না। অনুরূপ এই কর্ম আবর্ত বিনা কখনোই সাধিত হইবে না। সেকারণে এই বিধান প্রয়োজ্য যে, একজন অভিজ্ঞ পীর এই পথের উঁচু নীচু ও দুর্গমত্ব ও বন্ধুরত্ব সম্পর্কে সম্যক ওয়াফিকহাল। স্বীয় প্রবৃত্তি হইতে পবিত্র, কামনা ও বাসনা হইতে মুক্ত এবং অধিকার ও অংশ হইতে স্বাধীন। এই কাজের জন্য একজন পূর্ণাঙ্গ আপনজন চাই যাহাতে এই আবর্ত ও ঘূর্ণিপাক তাহাদের অমূল্য ছত্রছায়ায় এবং তাহাদের পাদুকার সেবায় একজন মুরীদের অনায়াসে সাধিত হইয়া যায়।

راه دور است و پر آفت اے پسر   راه رورامی بباید را مہبر
کور ہرگز کے تو اند رفت راست   بے عصاکش کور را رفتن خطاست
گر ترا در دست پیر آید پدید   قفل دردت را کلید آید پدید

"পথ অতি দীর্ঘ এবং বিপদাপদ ও সংকটময়। এই পথের পথিকদের জন্য একজন পথপ্রদর্শক একান্ত দরকার। একজন অন্ধ সঠিক পথে কি করিয়া চলিতে পারে? একজন যষ্ঠিধারী কাণ্ডারী বিহীন তাহার পথ চলাই তো অপরাধ।"

সর্বোপরি তোমার মাঝে যদি সত্যিকারের বেদনা থাকে এবং ভাগ্যক্রমে পীরও মিলিয়া যায়, তবে নিশ্চিত জানিবে যে, তোমার বেদনার তালার চাবি তোমার হস্তগত হইয়াছে।

সুতরাং যাহার অন্তকরণে এই বেদনার উদ্রেক হইয়াছে এবং এইজাতীয় ব্যাকুলতা ও

অস্থিরতা হৃদয়ের গহীনে বদ্ধমূল হইয়াছে, সে এই কামনা করে যে, নিন্দিত অভ্যাস ও ঘৃণিত চরিত্রসমূহ এবং ক্ষতিকর বিষয়সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া নিজেকে একজন পূর্ণাঙ্গ ও কামেল মনীষীতে পরিণত করিবে এবং বাহ্যত ও আভ্যন্তরীণভাবে একজন মানুষ হইবে। তবে তাহার এইরূপ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া তাহার জন্য অবশ্য কর্তব্য হইল এই যে, তিনি এমন কোন মহান ব্যক্তিত্বের সাহায্য গ্রহণ করিবেন যে সত্যিকারার্থে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। যাহাতে তাহাকেও তিনি পূর্ণতার পথের দিকনির্দেশ করিতে পারেন। শর্তানুযায়ী তাহার পরিপালন করিবে এবং পথের যাবতীয় বিপদাপদ ও সমূহ শংকা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদে তাহাকে গন্তব্যে পৌঁছাইয়া দিবে। কবি সে কথাটাই এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

او دلیل تو بس تو راه مجوی   او زبان تو جس تو یاده مگوی

هر چه او گفت را ز مطلق دان   هر چه او کر دکر ده حق دان

خاک او باش بـــادشاہی کن   آن او باش هر چه خواہی کن

"পীরের আনুগত্যই তোমার জন্য পথের দিশারী। তাঁহার নির্দেশই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতিরিক্ত কথা পরিহার কর, তাহাদের বাণীসমূহকে আল্লাহ তায়ালার রহস্য জ্ঞান কর এবং তাহাদের কর্মকাণ্ডসমূহ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সম্পাদিত বলিয়া স্বীকার কর। তাহাদের দরওয়াজার মাটি হইয়া যাও এবং রাজত্ব কর। তাহার গর্বের কারণ হইয়া যাও, অতঃপর যাহা ইচ্ছা করিতে থাক।"

সর্বোপরি এতটুকু অবশ্যই জানিতে হইবে যে, কামেল কাহাকে বলে এবং কামেল কে হইয়া থাকে?

ওহে ভ্রাতা! কামেল সেই ব্যক্তিই হইবেন যাহার মাঝে নিম্নোক্ত চারিটি গুণের সমাহার ঘটিবে। পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত, মুকাম্মাল তরীকত, কামেল হাকীকত এবং মারেফতে তাম্মা, যিনি উপরিউক্ত চারিটি গুণে গুণান্বিত হইবেন, তিনিই হইলেন প্রকৃত পথপ্রদর্শক। পীর, শায়খ ও কামেল। এইরূপ ব্যক্তি হইলেন পীর হইবার উপযুক্ত, ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু রহিয়াছে উহা সবই হইল বিভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা যাহা বর্তমানে সচরাচর গোচরীভূত হয়।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত নয় মাকতুব

মানুষের মাহাত্ম্য ও বস্তুজগতের নির্যাস ও প্রিয়পাত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! মানুষ হইল সমস্ত বস্তুজগতের সার নির্যাস এবং সৃষ্টিজগতের উৎস। সম্মান, মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও মহানত্ব বলিতে যাহা কিছুকে বুঝায় উহা সবই মানুষের মাঝে বিদ্যমান। ইহা ছাড়া সবকিছুই হতবুদ্ধি ও বিস্ময়ের বাস্তব চিত্র। যেমন হযরত খাজা আত্তার (রহঃ) এই মর্মবাণীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন—

تا ملک کردند آدم را سجود　　عشق شاں یک ذرہ آید در وجود

رہ بحق چوں جان آدم یافتند　　تا ابد در خد متش بشتا فتند

تا بیاید جان آدم آشکار　　رہ ندا نتند سوے کر دگار

رہ پدید آمد چو آدم شد پدید　　ز وکلید ہر دو عالم شد پدید

"হযরত আদম (আঃ)-কে ফেরেশতারা তখন সাজদা করিয়াছে, যখন মহান আল্লাহর প্রেমের একটি অণু অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। হযরত আদম (আঃ)-এর আত্মা যখন মহান আল্লাহর পথ সম্পর্কে অবগত হইল তখন সার্বক্ষণিক তাঁহার সেবার জন্য উদ্যত ও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আদম (আঃ)-এর আত্মা প্রকাশিত হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত কেহই মহান আল্লাহর প্রতি পথ খুঁজিয়া পায় নাই। অতঃপর যখন হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি হইয়াছে তখন কেবল সেই পথটাই অবারিত হয় নাই বরং উভয় জগতের তালার চাবিও হস্তগত হইয়াছে।"

ওহে ভ্রাতা! কখনোই উদাসীন ও গাফেলতির মধ্যে থাকিবে না। আঠারো হাজার সৃষ্টির মাঝে সেই বস্তু পাওয়া যায় নাই, যাহা এই পানি ও মাটির তৈরি পুতুলের মধ্যে বিদ্যমান। نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ "আমি উহার মধ্যে নিজের আত্মা ফুঁৎকার করিয়া দিয়াছি" উদ্ভাসিত, ইহার প্রতি লক্ষ্য কর। যেমন কবি বলেন—

اے دل ز ہواۓ خود حذر کن　　در کوئے دلاے او گذر کن

بگذر ز طبیعت و ہوا جش　　در ستر نفخت او نظر کن

"ওহে অন্তর! স্বীয় কামনা ও বাসনা বর্জন কর, তাহার প্রেম, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের গলিতে নিজেকে নিক্ষেপ কর। মানুষের প্রকৃতি ও তাহার স্বভাবের প্রতি তাকাইও না।" বরং نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ গুপ্ত রহস্যকে অন্তর্নিহিত হাকীকত দ্রষ্টা চোখে দেখ। ফেরেশতা সম্প্রদায় আল্লাহর ঐশ্বরিক সৃষ্টি এবং অতি সম্মান ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ "ইহারা মহান আল্লাহর অতি

সম্মানিত বান্দা" এই মাকামের অন্তর্ভুক্ত, ইহার ঊর্ধ্বে নহে। কিন্তু يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ "তিনি তাহাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাহারাও তাঁহাকে ভালোবাসেন" -এর উপযুক্ত ও যোগ্য পাত্র হইল এই পানি ও মাটির তৈরি পুতুল। অতএব নিশ্চিত বিশ্বাস কর ও জানিয়া রাখ যে, সম্মান, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বলিতে যাহা কিছু রহিয়াছে উহার সমাহার কেবল মানুষের মাঝে ঘটিয়াছে।

যেমন জনৈক স্নেহাস্পদ কবি বলিয়াছেন—

خاک را چوں کار پاک او فتاد   پیش آدم عرش در خاک او فتاد

"এই মাটির পুতুলের যখন সেই পবিত্র আত্মার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে তখন হযরত আদম (আঃ)-এর মুকাবিলায় মহান আরশও নীচু হইয়া গিয়াছে।"

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمُ عَلٰى صُوْرَتِهٖ

"অনন্তর আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে তাঁহার আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন" পরিপূর্ণ। কিন্তু ইমাম গাযযালী (রহ) ফরমাইয়াছেন اَىْ عَلٰى صِفَتِهٖ অর্থাৎ, তাঁহার গুণে। সেকারণে মনীষীগণ বলিয়াছেন, মানুষের হাকীকত মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তার হাকীকতের রহস্য ভাণ্ডারের দর্পণ ও প্রকাশস্থল।

কবির ভাষায় বিষয়বস্তুটা এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

نیست بالائے تو مخلوقے دگر   نیست بیر دنے تو معشوقے دگر

چوں بر دنی تو ز عقل ومعرفت   نے تو در شرح آئی دنے در صفت

ہر چہ در توحید مطلق آمدہ ست   ایں ہمہ در تو محقق آمدہ است

"তোমা হইতে উচ্চ ও উন্নত কোন সৃষ্টি নাই, তুমি বিনা দ্বিতীয় কোন প্রেমাস্পদও নাই। যেহেতু তুমি বিবেক ও বুদ্ধি হইতেও অনেক ঊর্ধ্বে। সেই কারণে না তোমার কোন ব্যাখ্যা করা যায় আর না যায় তোমার কোন গুণ বর্ণনা করা। বাধাহীন সাধারণ তাওহীদের মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে উহা সবই তোমার মধ্যে বিদ্যমান ও বাস্তব।"

ওহে ভ্রাতা! যখন একমুষ্টি মাটিকে স্বীয় অপার কুদরতের দ্বারা একটি পুতুল বানাইয়াছেন। অতঃপর উহাকে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত নিজ নূরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন। একপর্যায়ে তাঁহার আমিত্ব ও অস্তিত্বের তেজস্বিতা তাঁহার মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ করা হইল যে, যাও এই অভিনব দুর্লভ ও অভূতপূর্ব কাঠামো ও আকৃতিধারীর নিকটে এবং তাঁহার সম্মানিত ও সুউচ্চ চরণে চুম্বন কর যাহা সপ্তাকাশের উপরে বিরাজমান। فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ "সুতরাং তাঁহার সম্মুখে সাজদাবনত হইয়া পড়।" ফেরেশতা সম্প্রদায়কে নির্দেশ

করা হইল যে, হযরত আদম (আঃ)-কে সাজদা কর। এই সম্মান, বিরল মর্যাদা ও অভূতপূর্ব মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য ও সম্মাননা মাটির ছিল না। বরং সেই সম্রাট অন্তরের ছিল যাহা আল্লাহর অফুরন্ত গুপ্ত রহস্যের মধ্যে অন্যতম এবং তাঁহার একটি লতিফা এবং অদৃশ্য মর্মবাণীসমূহের মধ্য হইতে অন্যতম মর্মবাণী যাহা قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ "বলিয়া দাও আত্মা আমার প্রতিপালকের একটি নির্দেশ মাত্র" রহস্যের পর্দাবৃত হযরত আদম (আঃ)-এর অন্তরের সেই কৃষ্ণ অংশটার (অর্থাৎ সর্বশেষ নূর) উপর আমানত রাখা হইয়াছে। অতঃপর মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র মুখে সেই মোহরাঙ্কিত গুপ্ত রহস্যের দিকনির্দেশ করা হইয়াছে যে, خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ "আদম (আঃ)-কে আমি নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি" ইহা সাদৃশ্য স্থাপন ও উপমামূলক নহে, বরং ইহা হইল এক মহান রহস্য, যখন সর্বোচ্চ পরিষদের ফেরেশতা সম্প্রদায় এই বিরল পদ ও সম্মানের বিষয়টা দেখিতে পাইল, তখন সকলেই স্ব স্ব আত্মাসমূহকে সেই নির্বাক মৃত্তিকা যুবক পুতুলের সম্মুখে পেশ করিয়াছে। কিন্তু সেই অভিশপ্ত এই অঙ্গিকারের চামচিকা ছিল যখন আদম (আঃ)-এর সূর্য তাহার সম্মুখে প্রতিভাত হইল তখন সে ভ্রু কুঞ্চিত করিল এবং মৃদুভাবে স্বীয় নয়নযুগল মুদিত করিল। এবং নিজের দুরন্ত হতভাগ্যের দরুন এই অমূল্য সম্পদ হইতে এক অণু পরিমাণও প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইল না।

با بخت چنینم اتفاق افتاده است کز عشق نصیب من فراق افتاده است

"ভাগ্যলিপির নির্মম পরিহাস! আমার সহিত এইরূপ আচরণ করিয়াছে। প্রেম হইতে আমার অংশ কেবল বিরহই নির্ধারিত হইয়াছে।"

হযরত আদম (আঃ) অদৃশ্য সত্তার রহস্যসমূহের আমানতের স্থল ছিলেন। অন্যথায় এক মুষ্টি মাটির এমনকি যোগ্যতা আছে যে, সে 'খতিরায়ে কুদস' তথা বুযুর্গ ও মাহাত্ম্যের স্থানে অবস্থানকারী প্রেম ও ভালোবাসার মিম্বরের উপর বক্তৃতা পরিবেশনকারী তাহার সম্মুখে সাজদা করিবে। এক মুষ্টি মূল্যহীন মৃত্তিকার এই সম্মান কোথায় ছিল যে, জিবরাইল আমীন, মিকাইল মাকীন এবং ইসরাফিল সম্মানিত ফেরেশতাত্রয়কে নির্দেশমূলক বলা যাইতে পারে اُسْجُدُوْا لَهٗ "তাঁহাকে সাজদা কর।" ঐ এক মুষ্টি মাটিই যেন প্রকৃতপক্ষে অন্তরের গোপন রহস্য ছিল।

ওহে ভ্রাতা! সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিমানেরা বিস্ময়াভিভূত হইয়া আঙ্গুল দাঁতে কাটিতেছে। তাহারা হতবিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় যে, এই মাটির পুতুল কত বড় মর্যাদার অধিকারী যাহাকে মহান আল্লাহ স্বীয় প্রেমাস্পদ বানাইয়াছে। উহাকে জনৈক সম্মানিত ব্যক্তি এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—কসম, মহান আল্লাহ নিজেকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রেমাস্পদ বানায় না। আপনি কী বলেন যে, যে ব্যক্তি তাহার উৎপাদিত পণ্যের সহিত ভালোবাসা লালন করে তাহার সেই ভালোবাসা তো প্রকারান্তরে তাহার নিজের সহিতই হইয়াছে।

শায়খ আবু সায়ীদ আবুল খায়ের (রহ)-এর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি কুরআন মাজীদের এই আয়াতটি পাঠ করিয়াছে يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ "তিনি তাহাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাহারা তাঁহাকে ভালোবাসে" তখন তিনি ফরমাইয়াছেন, মহান আল্লাহর শপথ,

يُحِبُّهُمْ وَاِنَّهُ لَا يُحِبُّ اِلَّا نَفْسَهُ

"তিনি তাহাদেরকে ভালোবাসেন এই অবস্থায় যে, তিনি স্বীয় সত্তা অপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন।"

ওহে দরবেশ! যখন কোন গায়রুল্লাহর অস্তিত্বই নাই, তাহা হইলে কেহ কিভাবে বলিতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজেকে ব্যতীত অন্য কাহারো সহিত কিভাবে বন্ধুত্ব রাখিতে পারে। বর্ণিত আছে যে, উস্তাদ আবুল কাশেম তস্তুরী (রহ) ফরমাইয়াছেন, ইহা কিভাবে বৈধ হইতে পারে যে, আপনি অস্তিত্ববান এবং তিনি অস্তিত্ববান এবং আপনি বিরাজমান এবং তিনি বিরাজমান। খাজা আত্তার (রহঃ) এইরূপ স্পর্শকাতর স্থান সম্পর্কে বলিয়াছেন—

من ندانم ہیچ ہستم یا نیم   چوں ہمہ ہم اوست آخر من کیم

"আমি জ্ঞাত নহি যে, আমি কিছু হই কিনা। যখন সবকিছুই তিনি, তবে আমি কে?"

সেই অস্তিত্ব যাহার সীমা অস্তিত্বহীনতার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে, এইরূপ অস্তিত্বকে যদি অজদু বলা হয় তবে তাহা হইবে রূপকার্থে অর্থাৎ সেই অস্তিত্ব যাহা অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার মাঝে বিদ্যমান। অথচ উহা কখনোই অস্তিত্ব হইতে পারে না।

ওয়া সালাম।
বিনীত–
শরফ মুনীরী।

দুইশত দশ মাকতুব

শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকতের পথ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশ থাকে যে, শরীয়ত হইল একটি পথ। অনুরূপ তরীকত ও হাকীকতও একটি পথ। শরীয়তের অনুশাসন অনুশীলনের দুইটা পথ রহিয়াছে, যাহার দ্বারা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হইয়া থাকে এবং আদর্শের শিষ্টাচার ও সভ্যতা পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এক পর্যায়ে মানুষ সুসভ্য ও মার্জিত স্বভাবের অধিকারী হয়। অনুরূপ তরীকতও আমল করিবার একটি পথ মাত্র, অন্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্য যাহাতে অন্তর পরিচ্ছন্ন ও নির্মল হইয়া যায়। ফলশ্রুতিতে অন্তরজগত অদৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ও উদ্বেল হইয়া যায়। নিজের হইতে নিজের ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা ও প্রেম এবং কোন অবস্থাতেই নিজের অস্তিত্বের একটু ইঙ্গিতও করিবে না এবং নিজের পক্ষ হইতে কোন কথা বলিবেন না। এই কর্ম স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক যিকির ব্যতীত সাধন সম্ভব নহে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالاً وَصِقَالُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللهِ ـ

"মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটি পরিষ্কারকারী রেত থাকে, আর অন্তরের মরিচা পরিষ্কারকারী রেত হইল যিকরুল্লাহ" যখন অন্তরের মরিচা বিদূরীত হইয়া যাইবে, তখন প্রথম বস্তু যাহা আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে উহা হইল পরিষ্কারকারী রেতের প্রতিচ্ছবি। যদি সেই পরিষ্কারকারী আল্লাহ তায়ালার যিকির হয়, তাহা হইলে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ -এর যিকিরের বহিঃপ্রকাশ স্মরণ হইবে। আর যদি উহা মাযকুর তথা স্মরণকৃত সত্তা হয় তখন উহা মাযকুর হইবে। هٰذَا سِرٌّ عَظِيْمٌ "ইহা এক মহান রহস্য।" মুখে যিকির করিবার মাধ্যমে অন্তরকে মাযকুর (স্মরণকৃত সত্তার) মাঝে উপস্থিত ও বিদ্যমান করে। অন্তরের যিকির আত্মাকে মাযকুরের মধ্যে উপস্থিত করে। অনুরূপ আত্মার যিকির মিররকে মাযকুরের মধ্যে উপস্থিত করে। তখন এই উপস্থিতি ও সাক্ষাতে 'আমি' বলিয়া থাকে এবং অনুপস্থিতিতে 'তিনি'।

آنکس که ز عشق یاریك روئے شود　　پیدا و نہاں ز عشق چوں موئے شود

در مرتبه حضور گوید که انا　　در تفرقه و غیبت هُو گوئے شود

"যে ব্যক্তি প্রেমাস্পদের ভালোবাসায় সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কেবল প্রেমাস্পদের সহিত সম্পর্ক জুড়িয়াছে। এ জাতীয় প্রেমের প্রভাবে ভিতর ও বাহির বিগলিত হইয়া কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে।"

ফলশ্রুতিতে সে একাগ্রতা ও উপস্থিতির সময় 'আমি' বলে এবং বিচ্ছিন্নতা ও অনুপস্থিতির সময় 'তিনি' বলিয়া থাকে এবং হাকীকতের পথের এই স্তরটিও অতিক্রম করিতে হয় ইসকাতে ইযাফতের জন্য যাহাতে সত্তাগত একাগ্রতা সাধিত হয়। যেমন হাসান মানসুর ফরমাইয়াছেন, اَلصُّوْفِىْ وَحْدَانِىُّ الذَّاتِ "একজন সাধক সত্তাগত এক ও অভিন্ন হইয়া থাকে" এবং সত্তার একাত্মতা ও অভিন্নতা যাবতীয় সম্পর্ক ও সমস্ত সম্বন্ধকে পরিহার করা ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সম্পর্ক আপনার যোগসূত্র কোন বস্তুর দিকে করা হইবে অথবা কোন কথা, কাজ ও বস্তুর সম্পর্ক তোমার দিকে করা হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হাকীকতের পথে এক বিন্দু পরিমাণ অতিক্রম করিতে পারিবে না। ইহা হইল সেই মাকাম যেখানে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব নিজের হইতে আপনি আপনি অপসারিত হইয়াছে, ফলে ক্রুশফিতা ধারণ করিয়াছে। উপরন্তু নিজের জন্য সেই মন্তব্য করে, যাহা নিম্নোক্ত চরণদ্বয়ে বিবৃত হইয়াছে—

گفتم کہ مگر محرم اسرا رآیم   با دولت وصل بر دربار آیم

کے دانتم کہ با کمل و دانش   در بتکدہ قابل ز نا رآیم

"আমি বলিলাম, সম্ভবত আমি গুপ্তরহস্যের পরিজ্ঞাতা হইয়া গিয়াছি। নৈকট্যের অমূল্য সম্পদের সহিত প্রেমাস্পদের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়া গিয়াছি। অথচ আমি ইহা কখনোই জানিতে পারি নাই যে, এই পরিপূর্ণ জ্ঞান ও তথ্যের অবগতি সত্ত্বেও আমি মন্দিরে ক্রুশফিতার উপযুক্ত হইব।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত এগারো মাকতুব

স্বীয় অবস্থার উপর আক্ষেপ ও অনুশোচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ازیں کافر کہ مارا در نہا داست مسلماں در جہاں مکتر فتا داست

"এই অবাধ্য প্রবৃত্তি যাহা আমাদের স্বভাগত ও জন্মগত। ইহার দরুন পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম।"

ওহে ভ্রাতা! নিজের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা হইতে কখনো শূন্য থাকিও না এবং স্বীয় এই মুসলমানিত্বের উপর নির্ভর করিও না। কারণ আমার ও তোমার ন্যায় এইরূপ মুসলমান দেখিয়া কাফির-মুশরিকেরা পর্যন্ত লজ্জা পায়। এমনকি ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আমার ও তোমাদের দ্বীন ও ঈমানের এই বেহাল দশা দেখিয়া শত অনুতাপ করে। এই অবস্থার জন্য কবির প্রার্থনা—

نمی دانم کرا مانم دریں سیرت گر فتارم

نہ من ہندو نہ من مسلم نہ من مرتد نہ بدکارم

"আমি নিজেই জ্ঞাত নহি যে, আমি কে, আমার চরিত্র তো হইল এই যে, আমি নহি বান্দা, নহি মুসলমান, নহি মুরতাদ, আর নাকি আমি একজন পাপাচারী।"

বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদী সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (র)-এর প্রতিবেশি ছিল। কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিল, বিস্ময়কর ব্যাপার সুলতানুল আরেফীনের প্রতিবেশি থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত তুমি ইহুদীই রহিয়া গেলে। তদুত্তরে সে বলিলেন, হ্যাঁ আছে। কারণ যেই মুসলমানী তাঁহার মাঝে লক্ষ্য করিয়াছি সেখানে আমার আশ্রয় ও ঠাই হইতে পারে না, আর তোমাদের মাঝে যে ইসলাম ও মুসলমানিত্ব দেখিতে পাই, এজাতীয় ইসলাম হইতে আমার লজ্জা ঢাকিবার জায়গা নাই। এই বিষয়টাকে নিম্নোক্ত কবিতার মধ্যে কবি অতি চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

اے برہمن باروہ ردکر دہ اسلام را یا چو من مگراہ را پیش بتاں ہم را نیست

"হে ব্রাহ্মণ! আমার ন্যায় ইসলাম প্রত্যাখ্যাতকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিবে কী? না আমার ন্যায় পথভ্রষ্টদের মন্দিরে আসিবারও অনুমতি নাই।"

যদি কোন দিন তোমার দৃষ্টি প্রবৃত্তির মন্দিরে নিপতিত হয়, তবে সেই মন্দিরের প্রতিটি কোণে শত মূর্তি ও শত ক্রুশফিতা প্রত্যক্ষ ধারণা করিবে এবং তুমি কবির কণ্ঠে সুর মিলাইয়া বলিতে থাকিবে—

سودہ گشت از سجدہ راہ بتاں پیشا نیم چند خود را تہمت دین مسلمانی نہم

"মূর্তির সম্মুখে মাথা ঠুকাইতে ঠুকাইতে আমার ললাট ঢাবিয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় আমি আর কতদিন পর্যন্ত নিজেকে মুসলমান বলিয়া দাবি করিব।"

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ

"আজ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কামনা বাসনাকে উপাস্য বানাইয়া নিয়াছে এবং তাহারই অর্চনা করিতেছে।" অথচ এই আত্মপ্রবঞ্চনা ও ধারণা মধ্যে রহিয়াছে যে, মহান আল্লাহর ইবাদত করিতেছ। আক্ষেপ! শত আক্ষেপ!! এই কি খোদা পুরস্তীর নমুনা?"

ز نہار مگو خدا پرستم چوں تو بہواے خود پرستی

"যখন তুমি প্রবৃত্তির অর্চনা করিতেছ তাহা হইলে কখনোই এইকথা বলিও না যে, আমি আল্লাহ তায়ালার অর্চনা করিতেছি।"

বরং এই কথা বল যাহা জনৈক আরেফ বলিয়াছেন-

بت پرستم بت پرستم راست گویم ہر چہ ہستم

"আমি মূর্তি পূজারী! আমি মূর্তি পূজারী! যাহা বলিতেছি সত্য বলিতেছি।"

اَلنَّفْسُ هِيَ الصَّنَمُ الْاَكْبَرُ

"প্রবৃত্তিই হইল সর্ব বৃহৎ মূর্তি" যখন আমরা সেই মূর্তির আনুগত্য করিব তাহা হইলে আমরা যেন মূর্তি পূজারী অথচ অজ্ঞতাবশত উহাকে আমরা মুসলমান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছি।

فردات کند خمار کہ امشب مستی

"এই রাত্রে তো নেশার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলে, কালকে যখন সকাল হইবে এবং নেশা কাটিয়া যাইবে তখন বুঝিতে পারিবে।" যখন মৃত্যু আসিয়া পড়িবে তখন ইহা হইতে সম্বিত ফিরিয়া পাইবে যে, আমরা সত্যিকারার্থে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করিয়াছি না-কি প্রবৃত্তির পূজা করিয়াছি।

সুবহানাল্লাহ! পবিত্র সেই সত্তা, এইটা কোন ধরনের মুসলমানী হইল? যাহা নহে আল্লাহর সহিত সঠিক, নহে তাঁহার সৃষ্টির সহিত সম্পর্ক। নহে প্রার্থনার সঙ্গী আর নহে সে কুকর্মের একচ্ছত্র সাথী, ইহা কোন দ্বীনে ইসলামের নাম নহে, বরং ইহা হইল এক উৎকণ্ঠা ও বিষণ্নতা। এই বাস্তবতার জন্য প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে কবির কণ্ঠে—

زہدے نہ کہ در کنج مناجات نشینیم وجدے نہ کہ در گرد خرابات بر آئیم

نے اہل صلاحیم نہ مستا نہ خرابات اینجا نہ دآنجا ز چو قومیم کجائیم

"এমন দুনিয়া ত্যাগও নহে যে, প্রার্থনার জন্যে গৃহ কোণে বসিয়া থাকি এবং সেই আবেগ ও উন্মত্ততাও নাই যে, সরাইখানার চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিতে পারি। নহি

আমি নেককারদের অন্তর্গত, আর নহি আমি পাপাচারী; এখানকার নহি, নহি আমি সেখানকার। জানা নাই যে, আমি কোন দলের সদস্য।”

ওহে ভ্রাতা! আমরা সকলেই হইলাম স্বার্থের পূজারী, আর স্বার্থ পূজারীদের দ্বারা খোদা পুরুস্তি তথা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত সম্ভব নহে। মসজিদ ছাড়িয়া মন্দিরের পথ গ্রহণ করা উচিত এবং সেই কথাটাই বলা দরকার যাহা জনৈক বৃদ্ধা বলিয়াছে–

در کوئے بتاں رفت ہمه عمر در یغا چوں برہمن پیر به بتخا نه بماندیم

“আক্ষেপ! মূর্তির গলিতেই জীবন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় সমগ্র জীবন মন্দিরেই কাটাইয়া দিয়াছে।”

তাওহীদের সহিত কুরআন মাজীদের তেলায়াত এবং কুরআনের কপি হাতে থাকা চাই। অগ্নিপূজকদের প্রত্যেকের সহিত আমার ও তোমার কি প্রয়োজন? কবির ভাষায় বিষয়টা কত সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

مصحف بکف گرفته کفر در دں نہفته بطال مست خفته در بستر ریائی

“হাতে কুরআন স্থাপনপূর্বক অন্তরে কুফর লুক্কাইয়া রাখিয়াছি। প্রতারক প্রবৃত্তি মোহগ্রস্ত হইয়া বিছানায় নিদ্রামগ্ন আছে।”

مسلماں شو دلا ز نار بگسل

“হে অন্তর! মুসলমান হইয়া যাও এবং ক্রুশফিতা পরিহার কর।

ওহে ভ্রাতা! আমার ও তোমার তো সেই একই দাবী যাহা অভিশপ্ত ফেরাউনের ছিল। কিন্তু পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, সে প্রকাশ্যে اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى “আমি তোমাদের সর্ববৃহৎ প্রভু” এর দ্বার্থহীন ঘোষণা করিয়াছে। আর তোমার ও আমার প্রবৃত্তি গোপনভাবে اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى বলিয়া থাকে। হত্যা ও মৃত্যুদণ্ডের আংশকায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করে না। তবে অভিশপ্ত ফেরাউনের এই ভয়টুকু ছিল না। প্রবৃত্তিকে শাস্তি প্রদান ও তাহাকে সংশোধন করিবার আশায় জনৈক পীর মন্দিরের পথ অবলম্বন করিয়াছেন। জনৈক কবি বিষয়টা অতি চমৎকারভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

بار دیگر پیـــر ما راه قلندر گرفت خرقه بر ز نار داد مشغله از سر گرفت
میکده آ باد کرد مسجد ومنبر خراب از ہمه گیراں صلیب مرتبه بر تر گرفت
مصحف وسجا ده را کرد گرد بهر ئے سجهٔ بخمار داد باده وساغر گرفت
کردگر بیان دل چاك چو مردان راه رفت خرا مان ذمست دامن دبر گرفت

“এই দ্বিতীয় বারের ন্যায় আমার শায়খ স্বাধীনতার পথ অবলম্বন করিয়াছেন। নিজের মূল্যবান পোশাককে ক্রুশফিতার উপর উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন এবং নব উদ্যমে কর্ম আরম্ভ করিয়াছেন। সরাইখানাকে আবাদ করিয়াছেন এবং মসজিদ ও মিম্বরকে ধ্বংস করিয়াছেন। এক পর্যায়ে সকল অগ্নিপূজক ফিতা পরিধান এবং খ্রিস্টানদের ক্রুশ পূজা হইতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। অযীফা ও জায়নামাযকে মদের বিনিময়ে পরিবর্তন

করিয়াছেন। তাসবীহ মদ বিক্রেতার সোপর্দ করিয়া মদ ও পানপাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। হৃদয়ের আঁচলকে এই পথের মনীষীগণের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া চুম্বনরত অবস্থায় এক বিশেষ ভঙ্গিমায় চলিয়া গিয়াছেন এবং প্রেমাস্পদের আঁচল শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।

নিজের চিন্তা করা এবং সচেতন ও সতর্ক থাকা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবার দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় নাই। যেমন নিম্নোক্ত পংক্তিতে বিষয়টা বিবৃত হইয়াছে—

اے پیر گنہگار در توبه کشاده است   انواع نعم بهر تو آماده نهاداست

بشتاب سوئے توبه که از ما در گیتی   از کردن تاخیر بے واقعه زاد است

بفگن بر نفس بد آموز به شمشیر   بر دار مرآں را که دریں راه فتاد است

"ওহে বৃদ্ধ পাপাচারী! তাওবার দ্বার এখনো উন্মুক্ত। নানান রকমের নেয়ামত তোমার জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। তাওবার দিকে অবিলম্বে ফিরিয়া আস। কারণ এই জগতের বিলম্বের কারণে অনেক অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে। এই অবাধ্য প্রবৃত্তির মস্তক তলোয়ার দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দাও। যে গতিরোধ করিয়া বসিয়া আছে উহাকে পথের মধ্যখান হইতে মূলোৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর।

ওহে ভ্রাতা! সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাক, কারণ ইহাই হইল বাস্তব অবস্থা যাহা জনৈক স্নেহাস্পদ বলিয়াছেন—

مست چه خپی که مکیں کرده اند   کار شناساں نه چنیں کرده اند

"কেন মাতালের ন্যায় অবচেতন হইয়া শুইয়া আছ? দেখ শত্রু ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে। এই পথের সচেতন ও অভিজ্ঞ লোকেরা এইরূপ করেন নাই।"

জনৈক স্নেহভাজন বলিয়াছে—

کاشکه ہرگز نه زادی ما درم   تانکردی کشته نفس کافرم

کاشکه ہرگز نه بودے نام من   تا نبودے بنشں دآرام مٔن

"আহ, যদি আমার মাতা আমাকে জন্মই না দিত। তাহা হইলে আজ এই অবাধ্য প্রবৃত্তির হাতে নিহত হইতাম না। আক্ষেপ! যদি আমার অস্তিত্বই না থাকিত, তাহা হইলে আমা হইতে কোন অপকর্ম প্রকাশিত হইতে পারিত না।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত–
শরফ মুনীরী।

দুইশত বারো মাকতুব

সকল কর্ম মহান আল্লাহর উপর সোপর্দ করা এবং নিজের ও সৃষ্টির স্বাধীনতা পরিহার করা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রিয় ভ্রাতা বাদশাহ মাহমুদ! মহান আল্লাহ তায়ালা আপনার সম্মানকে বৃদ্ধি করুন। পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন।

পর সমাচার এই যে, আপনার পত্রসমূহ ক্রমাগত পাঠাইতে থাকুন এবং আগন্তুকদের মৌখিক বর্ণনা ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হইতেছি, আল্লাহ চাহেত অতি শীঘ্র পরস্পরের সহিত সাক্ষাত লাভ হইবে এবং বিরহের বেদনা মিলনের স্বাদে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। যেমন বলা হইয়াছে—

دیدار یار باید دانی چہ ذوق دارد ابرے کہ در بیا باں بر تشنگاں بیارد

"তোমার জানা উচিত যে, প্রেমাস্পদের সাক্ষাত ও মিলনের মাঝে কি স্বাদ ও মজা। যেমন মরুভূমির মধ্যে একজন পিপাসার্তের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে হইয়া থাকে।"

কিন্তু বান্দার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাজ হয় না। আম্বিয়ায়ে কিরাম, আমির-ওমারা এবং রাজা-বাদশাহগণ কিছু কর্ম সম্পাদন করিতে সংকল্প করিয়াছে। কিন্তু উহা সফল হয় নাই। পক্ষান্তরে কিছু বিষয় এমন ছিল যাহা তাহারা করিতে চাহে নাই। কিন্তু তদুপরি উহা সংঘটিত ও বাস্তবায়িত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালার সংকল্প ও ইচ্ছা সকলের ইচ্ছা ও সংকল্পকে পিছনে নিক্ষেপ করিয়াছে। কবি কত বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য কথাই বলিয়াছেন।

نہ رود بر مراد ما کارے بندہ بودی چنیں بود آرے

"কোন কাজই আমার ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না। হ্যাঁ, বান্দা হইলে এইরূপই হইয়া থাকে।"

দাসত্বের জন্য আবার নিজের ইচ্ছার প্রয়োজন কী অর্থাৎ তাহার নিজস্ব কোন ইচ্ছা থাকিতে নাই। উবুদিয়ত তথা দাসত্ব এক জিনিস এবং রুবুবিয়ত তথা প্রভুত্ব অন্য জিনিস। যেইরূপ একতার মধ্যে উচ্চতার কোন অবকাশ নাই, অনুরূপ রুবুবিয়তের মধ্যে কোন অংশীদারিত্ব গ্রহণযোগ্য নহে। اَمَّا اَنْتَ وَاَمَّا اَنَا "আমি থাকিব নহে তুমি থাকিবে" সেইটাই হইবে যাহা আমি চাহিব। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া বুযুর্গানে দ্বীন সকল কর্মে এবং যাবতীয় প্রতিশ্রুতির মধ্যে ইনশাআল্লাহ বলিয়া থাকে। অর্থাৎ যাবতীয় কর্মকাণ্ড এবং প্রতিশ্রুতিকে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সোপর্দ করিয়া থাকে। এবং মধ্যখান হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়া দেয় যাহাতে সম্ভ্রমবোধে কোন আঘাত না লাগে।

ওহে ভ্রাতা! কোন কাজের ক্ষেত্রে কেবল এই কথা বলিও না যে, আমি এমন করিব, অথবা ইহা প্রদান করিব। অনুরূপ অন্যান্য সব বিষয়, কিন্তু অবশেষে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই বলিবে যাহাতে আত্মসম্ভ্রম স্বীয় কাজ করিতে না পারে।

মক্কার কাফিরেরা যখন আত্মা সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল তদুত্তরে রাসূল (সাঃ) ফরমাইয়াছিলেন—আগামীকাল সকালে উত্তর দিব, কিন্তু ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেছেন। অতঃপর সতেরো কিংবা আঠারো দিন পর্যন্ত ওহী অবতীর্ণ হয় নাই। সেই কারণে মহানবী (সাঃ)-ও তদীয় সাহাবায়ে কিরামের নিকট বিষয়টা এত কঠিন ও অসহনীয় লাগিল যে, যদি সেই দুঃখ ও কষ্ট পর্বতের উপর আপতিত হইত, তবে উহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। যখন হযরত জিবরাইল (আঃ) আগমন করিলেন, তখন রাসূল করীম (সাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরাইল! শত্রুরা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং উত্তর প্রার্থনা করিতেছে। এই কয়দিন বিরত থাকার কারণ কী? প্রত্যুত্তরে জিবরাইল (আঃ) ফরমাইলেন, তখন আপনি তাহাদেরকে বলিলেন, আগামীকাল সকালে উত্তর দিব, কিন্তু ইনশাআল্লাহ বলেন নাই।

ওহে ভ্রাতা! আসল কথা হইল, যদি কোন বস্তু ভাগ্যলিপিতে নির্ধারিত থাকে তবে উহা নিশ্চিত সাধিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি ভাগ্যলিপিতে না থাকে, তাহা হইলে আমরা শত চাইলেও তাহা হইবে না।

ওহে ভ্রাতা! রাসূলে করীম (সাঃ)-এর দাওয়াতের মেয়াদ ছিল তেইশ বৎসর এবং এই তেইশ বৎসরে মহানবী (সাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল যে, আবু তালেব ঈমান আনয়ন করুক কিন্তু তিনি ঈমান আনয়ন করে নাই। ইহা দ্বারা জানিয়া নাও যে, বান্দার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ হয় না। বান্দাকে ইচ্ছা ও স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে যে, যাহা পরাধীনতার ন্যায় হইয়াছে। সেকারণে তাহারা সকলে আর্তি ও প্রার্থনা করিবে। যেমন কবি বলিয়াছেন—

عالمے پر شورو فریاد آمدہ　　جملہ ہمچوں دیہہ بر باد آمدہ

اے جہاں جاں ہمہ حیران تو　　صد ہزار اں عقل سر گرداں تو

"গোটাজগত চিৎকার ও আর্তনাদে পূর্ণ হইয়া আছে। বিধ্বস্ত ও উজাড় পল্লির ন্যায়, ওহে সমগ্র প্রাণের জগত! তোমার কুদরতের মহিমায় সকলেই বিস্ময়াভিভূত। লাখো কোটি বিবেক এই ব্যাপারে হতবিহ্বল।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত তেরো মাকতুব

অভাব ও ক্ষুধার আগ্রহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نفس قانع گر گدائی میکند   در حقیقت بادشاہی میکند

"অল্পেতুষ্ট ব্যক্তি যদি ভিক্ষাবৃত্তিও করে, তদুপরি প্রকৃতপক্ষে সে রাজত্ব করিতেছে।" আমার সম্মানিত ভ্রাতা! পত্রলেখকের সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। প্রিয় ভ্রাতার পত্রসমূহ ক্রমাগত হস্তগত হইতেছে। উহা সবই আদ্যোপান্ত পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। অভাব ও ক্ষুধার সহিত স্বীয় কর্মে অবিচল থাকা উচিত। যাহাতে কাল কিয়ামত দিবসের অভাব ও দারিদ্র্যতার অধিকারীদের অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত না হন। সমগ্র বিশ্বের সম্পদশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা কাল কিয়ামত দিবসে যখন অভাবী ও দরিদ্র মানুষের মহা প্রতিদান ও অমূল্য সম্পদ প্রত্যাশা করিবে, তখন তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে—আহ! আমাদের জীবনও যদি অভাব ও দারিদ্র্যতার মাঝে অতিবাহিত হইত। কবি সে কথাটাই বলিয়াছেন—

گر چه چندانی سلیماں کارداشت   کز زمیں تا عرش گیر ودار داشت

مسکنت راقدر چوں بشناخت او   قوت از زنبیل بانی ساخت او

"যদিও হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ব্যস্ততা এই পরিমাণ ছিল যে, ভূ-পৃষ্ঠ হইতে আকাশ পর্যন্ত তাহার শাসন কার্য চলিত। কিন্তু তিনিও যখন অভাব ও দারিদ্র্যতার মূল্য অনুধাবন করিতে সক্ষম হইল তখন সামান্য থলে সিলাই করাকে জীবিকা নির্বাহের পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিল। পরিতৃপ্ত আত্মা যদি ভিক্ষাবৃত্তিও করে তবুও সে প্রকৃতপক্ষে রাজত্বই করে।"

نفس قانع گر گدائی می کند   در حقیقت بار شاہی می کند

ওহে ভ্রাতা! দরবেশি ও দারিদ্র্যতার মাঝেই পূর্ণ শান্তি রহিয়াছে। কেননা উহার মাঝে জাগতিক বিপদাপদ এবং দুনিয়াবাসীদের ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত ও নিরাপদ থাকা যায়। হ্যাঁ, অভাবের মধ্যে আবার সর্বাপেক্ষা কঠিন সময় হইল ক্ষুধা, কিন্তু যেই রাত্রে একজন দরবেশের উপর ক্ষুধা প্রবল হইয়া থাকে, সেই রাত্রেই তো তাহার মেরাজ নসীব হয়।

ہر کہ او از کار دنیا پاک شد   نور مطلق گشت گرچہ خاک شد

"যেই ব্যক্তি জাগতিক লেনদেন হইতে মুক্ত, সত্যিকারার্থে সে মহা জ্যোতি তথা نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ হইয়া গিয়াছে। যদিও সে মাটির সহিত মিশিয়া থাকুক না কেন।"

ওহে ভ্রাতা! মেরাজ রজনীতে বস্তুজগত, উর্ধ্ব জগত প্রকাশ্য ও গোপনজগত যাহাই হউক না কেন উহা সবই মহানবী (সাঃ)-এর গোচরীভূত করা হইয়াছে, কিন্তু

রাসূলে কারীম (সাঃ) সেদিকে একটু ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বরং তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিলেন اَلْفِقْرُ فَخْرِىْ "দারিদ্র্যতাই আমার অহংকার" সুবহানাল্লাহ! কত সুদৃঢ় মনোবল।

حقا که بزه نیادردی کرد چرخ فلک پسر کمانم

"আল্লাহর শপথ! আকাশমণ্ডল আমার সাহসের কামানকে অবদমিত করিতে পারে নাই।"

হযরত আদম (আঃ)-কে ফেরেশতা কর্তৃক সাজদা করানো হইয়াছে। আটটি বেহেশতে তাঁহার আধিপত্য ও যথেচ্ছা তছরূফের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁহার দারিদ্র্যতা ও অভাবের মহিমা ও গুপ্ত রহস্যের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইল, তখন আট বেহেশতকে একটি তুচ্ছ ফলের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দিলেন এবং দারিদ্র্যতা ও অভাবের বস্ত্র দেহে পরিধান করিয়া নিলেন।

جان آدم چوں بر فقر سرفت ہشت جنت را بیک گندم فردخت

ما را نہ سزا بود بلنـــدی چوں ساکن جائےگاہ پتیم

"যখন হযরত আদম (আঃ)-এর প্রাণ দারিদ্র্যতা ও অভাবের মহিমায় উদ্ভাসিত হইল, তখন তিনি আটটি জান্নাতকে একটি যবের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দিলেন। যখন আমি নিম্নভূমির অধিবাসী সুতরাং উচ্চতা আমার জন্য শোভা পায় না।"

বর্তমানে নমরুদ ও ফেরাউনকে যে সম্পদ প্রদান করা হইয়াছিল, যদিও তোমাকে উহা দান করা হয় নাই; উহার উদ্দেশ্য এইটা নহে যে, তুমি উহার উপযুক্ত নহ। বরং তোমাকে উহা হইতে এই কারণে সংরক্ষিত ও সুসংহত রাখা হইয়াছে যাহাতে তুমি তাহার ন্যায় অভিশপ্ত না হইয়া যাও!

ওহে ভ্রাতা! ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইল যে, জাগতিক সমূহ বিপদ ও পরীক্ষা হইতে নিস্কৃতি ও পরিত্রাণ অল্পেতুষ্টি বিনা অন্য কিছুর মধ্যে নহে। কবির ভাষায় বিষয়টা এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

حر کہ در راہ قناعت مرد شد ملك دنیا بر دل او سرد شد

از قناعت نیست ملکے بشیتر ہیچ کس را در جہان بجرد بد

"যেই ব্যক্তি অল্পেতুষ্টিকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছে, পৃথিবীর যাবতীয় সাম্রাজ্য ও আধিপত্য তাহার হৃদয়ে বিরাজমান হইয়াছে। পৃথিবীর জল ও স্থলভাগে কাহারো জন্য অল্পেতুষ্টি হইতে বিশাল কোন রাজত্ব নাই।"

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত চৌদ্দ মাকতুব

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ذره ؤوخدا در دل ترا   بهتر از ہر دو جہاں حاصل ترا

"আল্লাহ তায়ালার প্রতি এক বিন্দু ভালোবাসাও যদি তোমার অন্তরে থাকে, তবে উহা উভয় জগতে যাবতীয় সম্পদ ও ধন-রত্ন অপেক্ষা শ্রেয়।"

স্নেহাস্পদ হিশামুদ্দীন!

দোয়া বাদ সমাচার এই যে, হৃদয় এমন এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ যেখানে প্রাপ্তির আনন্দ ও অপ্রাপ্তির বেদনা ও হারানোর কষ্ট পুঞ্জিভূত থাকে। পক্ষান্তরে যেই অন্তর এতদুভয় হইতে শূন্য لَا خَيْرَ فِيْهِ "উহার মাঝে কোন কল্যাণ নাই",

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً

"সেই অন্তর পাথর তুল্য অথবা তাহা হইতেও কঠিন" এর কলঙ্ক লাগিয়াছে। সুতরাং বান্দার উচিত, সে যেই কাজে এবং যেই অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সে নিজের মনোবল ও আত্মপ্রত্যয়কে উভয় জগতের আবেদন হইতে পূতপবিত্র ও মুক্ত রাখিবে। যদিও সেই বান্দা প্রকাশ্য আমল ও কার্যকলাপ হইতে একেবারে রিক্তহস্ত, শূন্য ও নিঃস্ব হউক না কেন। কারণ এখানে বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দয়া ও করুণার উপর নির্ভরশীল; বাহ্যিক আমলের উপর নহে। অর্থাৎ আমল মহান আল্লাহর অনুকম্পা লাভের কারণ ও উপলক্ষ নহে। যেমন কতিপয় মনীষী বলিয়াছেন,

اَلْفَضْلُ لِمَنْ فَضَّلَ اللهُ لَا بِالْعَمَلِ وَلَا بِالْجَوْهَرِ

"আল্লাহ তায়ালা যাহার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন উহা তাহার আমল ও ধাতুগত কারণে নহে" যদি তাঁহার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা আমলের উপর নির্ভরশীল হইত, তবে তো পূর্ববর্তী উম্মতের এই উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য নিশ্চিত হইত। কারণ তাহারা অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে বয়স হিসাবে তাঁহাদের আমলও এই উম্মত হইতে অধিক ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তো হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ উল্টা। অনুরূপভাবে শ্রেষ্ঠত্ব যদি সৃষ্টিগত উপাদানের উপর নির্ভরশীল হইত তাহা হইলে শয়তানের হযরত আদম (আঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইত। কারণ আদম (আঃ) অন্ধকার মাটি হইতে সৃষ্ট, আর শয়তান আলোকিত অগ্নি হইতে। বরং বাস্তব ব্যাপারটা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

آنر اکه دہد یارش در عالم خود بارش   بیواسطه کارش کر دار چه کار آید

“যাহাকে তাহার প্রেমাস্পদ স্বীয় নির্জন গৃহে একান্ত সাক্ষাত দেয়, তবে ইহা তাহার কর্মদক্ষতা ও বাহুবলের কারণে নহে। এখানে আমলের কোন ভূমিকা নাই।”
আমল শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুকম্পা লাভের কারণ নহে; এতদসত্ত্বেও আমল ও সাধনা বিনা কোন গতন্তরও নাই। উবুদিয়ত তথা দাসত্বের সত্যায়ন ও বাস্তবায়ন এবং দায়িত্বসমূহ বিশুদ্ধভাবে পালন করিবার জন্য উচ্চ আত্মপ্রত্যয় ও উন্নত মনোবল কেবল মানুষের বৈশিষ্ট্য। যেমন জনৈক বুযুর্গের বাণী—‘আল্লাহ তায়ালা মানুষের হাতে এমন এক শক্তি প্রদান করিয়াছেন যাহা জিবরাইল ও মিকাইল (আঃ)-এর মতো এত বড় শক্তিশালী ও শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাদ্বয়ও অবনমিত ও পরাস্ত করিতে পারেন না।’ সেই কামান ও শক্তি হইল এই মনোবল ও সাহস। যেমন বলা হইয়াছে—

حقا که بزه نیا دردی کرد   چرخ فلك پسر کمانم

“আল্লাহর শপথ! হে বৎস, তোমার উন্নত আত্মপ্রত্যয় আকাশমণ্ডলও অবনমিত করিতে সক্ষম নহে।”
এবং তাহার এই মনোবল ও উন্নত আত্মপ্রত্যয়ের প্রাধান্য সেই মাকাম হইতে উৎসারিত যাহা আঠারো হাজার সৃষ্টির মধ্য হইতে কাহাকেও বলা হয় নাই— يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ “তিনি তাহাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাহারাও তাঁহাকে ভালোবাসেন” মানুষ ব্যতীত অন্য কাহারো সহিত স্বীয় দীদার ও সাক্ষাতের অঙ্গীকার করেন নাই। কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

آسمان و عرش و عنصر چیست پوست   خاك الحق جمله را مغز نیکوست

خاك را چوں کار با پــاك اوفتــاد   پیش آدم عرش در خاك اوفتاد

“আকাশমণ্ডল, মহান আরশ, মৌলিক উপাদান এইগুলি কী? নিম্নভূমি, এই মাটিই সকলের উৎকৃষ্ট উপাদান। এই মাটির সম্পর্ক যখন পবিত্র প্রাণের সহিত স্থাপিত হইয়াছে, তখন মহান আরশ হযরত আদম (আঃ)-এর সম্মুখে নতজানু হইয়া মাটির পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে।”

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত পনেরো মাকতুব

প্রেমালোকে আমলের পদ্ধতি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ظلم و عدل وخوب در نشت و کفر و دیں   از جہان عقل بر خیز دیقیں

گر جہاں عقل را بر ہم نہی   ذرہ عشقش کند دست نہی

"ন্যায়, অন্যায়, ভাল-মন্দ কুফর ও দ্বীন নিঃসন্দেহে এইগুলি বুদ্ধিজগতের সৃষ্টি। তুমি যদি বিবেকের জগত বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়া দাও, তাহা হইলে প্রভু প্রেমের একটি অণু তোমাকে উপরিউক্ত অবাঞ্ছিত বস্তুসমূহ হইতে শূন্য তথা পবিত্র করিয়া দিবে।"

এই চরণ কয়টির ইশারা ও ইঙ্গিত হইতে বিবেকের ভাব-ভঙ্গি, প্রেমের ধরন ও তাহার আচরণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়া লও। ইহা উত্তমরূপে জানিয়া রাখ যে, বিবেকের রীতিনীতি ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে কাজ হইয়া থাকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। পক্ষান্তরে প্রেমের ধরন ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে কাজ হইল উহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। اَلْعِشْقُ جُنُوْنٌ اِلٰهِىْ "প্রেম হইল আল্লাহর ভালোবাসার উন্মাদনা" বিবেকবানদের জন্য যেই বিধি-বিধান রহিয়াছে, উহা উন্মাদদের জন্য প্রযোজ্য নহে। অনন্তর ইহা সর্বজন বিদিত সত্য। নিম্নোক্ত কবিতার মধ্যে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কবি কত সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

صف عاشقان ست اینجا مده اے فقیه بندم

که بشهر بت پرستاں نتواں نماز کردن

"হে বিদ্যান ফকীহ! ইহা হইল প্রেমিকদের সমাবেশ, এখানে উপদেশ দিও না। কারণ, মূর্তি পূজারীদের রাষ্ট্রে নামায আদায় করা যায় না।"

নিঃসন্দেহে প্রেমিক উন্মাদ হইয়া থাকে। আর উম্মাদদের দেহ বিধি-বিধানের জন্য সম্বোধিত হয় না। ইহা একটি প্রমাণিত সত্য। ইমাম জাহেদ-এর ব্যাখ্যায় এই বিষয়টা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আচ্ছা এই আলোচনা রাখুন। যাবতীয় বক্তব্য ও কবিতামালা যাহা এই প্রসঙ্গে কেহ লিখিয়াছে ও বলিয়াছে, সকলেই উহা বলিয়াছে। যেমন কবিতার মধ্যে বিষয়টা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

عاقلاں را شرع تکلیف آمده است   بیدلاں را عشق تشریف آمده است

عشق را امرد ز وفر دا کے بود   کفر و دیں اینجاد آنجا کے بود

"বুদ্ধিমানদের জন্য শরীয়তের বিধি-বিধান প্রযোজ্য, আর উন্মাদদের জন্য প্রেমের মর্যাদা ও সম্মান। প্রেমের ক্ষেত্রে আজকাল কুফর ও দ্বীন এবং এখানে সেখানে অর্থাৎ স্থান ও কালের কোন প্রশ্ন নাই।

অনন্তর প্রেম যখন প্রভু উন্মাদনা তাহা হইলে নিঃসন্দেহে উহা প্রেমই হইয়া থাকে। তাহারা কোথায় এবং শরীয়তের অনুশাসন কোথায়? لَيْسَ عَلَى الْخَرَابِ خَرَاجٌ "অনাবাদি যমীনের উপর কোন কর প্রযোজ্য নহে" ইহা একটি প্রসিদ্ধ উপমা।

ওহে ভ্রাতা! প্রকাশ থাকে যে, তাকলীফ তথা বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী আবর্তিত হইয়া থাকে। নেতিবাচক, ইতিবাচক, প্রেমের এবং বিবেকের স্তর হইতে ঊর্ধ্বে।

উহার উপর ভিত্তি করিয়া জনৈক কবি বলিয়াছেন—

بے دلاں را باز رویا زن چه کار شرع را و عقل را با من چه کار

"উন্মাদের টাকা-পয়সা ও স্ত্রী-পুত্রের কি দরকার? শরীয়ত ও বিবেকের আমাদের সহিত কিসের সম্পর্ক?"

কাল কিয়ামত দিবসে মানুষ যখন দোযখ হইতে বাহিরে আসিবে তাহাদেরকে যখন দোযখের অগ্নি পরিচ্ছন্ন ও নির্মল করিয়া থাকিবে। অতঃপর যখন তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে, তখন সেই লোকদের উপর বিধানাবলি ও আদেশ-নিষেধের কোন বালাই থাকিবে না। অনুরূপ প্রেমাগ্নি তাহাদেরকে এমনভাবে ভস্মিভূত করিবে যে, মানবতার যাবতীয় পঙ্কিলতা হইতে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করিয়া দিবে। অতঃপর তাহারা এমন এক বিশেষ বেহেশতে প্রবেশ করিবে, যেখানে না থাকিবে কোন স্বর্গীয় অপ্সরী, আর না থাকিবে কোন অট্টালিকা। তাকলীফ তথা বিধানাবলির বাধ্যবাধকতা যেরূপ সাধারণ বেহেশতের মধ্যে নাই, অনুরূপ বিশেষ বেহেশতের মাঝেও উহা থাকিবে না।

এই অর্থে নিম্নোক্ত কবিতামালা আবৃত্তি করা হইয়াছে—

ایں عقل شده عقیله تو آنجا نه خرند حیله تو

تا با تو ز عقل ہیچ رنگ ست خیز از بر ما که جائے جنگ است

دز عالم عقل پائے بتی مر فوع قلم شوی برستی

گر طفل نه ای تو مرد کاری بالوح و قلم چه کار داری

"ওহে ব্যক্তি! এই বুদ্ধিই তোমার পরিত্যক্ত স্ত্রী হইয়া গিয়াছে। এখানে তোমার বুদ্ধির কোন বাহানা গ্রহণযোগ্য নহে। যদি তোমার মধ্যে বুদ্ধির সামান্যতম রংও থাকে, তাহা হইলে আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও। কারণ বুদ্ধির রং হইল সকল ঝগড়া ও বিপর্যয়ের আধার। তুমি যদি বুদ্ধির জগত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে তোমার আমলনামা লেখা হইবে না। অর্থাৎ তোমাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিবে না; তাহা হইলে জবাবদিহিতা ও পাকড়াও হইতে মুক্ত। যদি তুমি পাঠশালার শিশু না হও, বরং কাজের পুরুষ হও, তাহা হইলে শ্লেট ও কলমের সহিত তোমার কিসের সম্পর্ক?"

কবির নিম্নোক্ত চরণ দুইটা এই মর্মবাণীর সমর্থক—

ایں دولت بیدلی بہر دل نہ دہند   ایں نزل بخفتگان منزل نہ دہند

در عالم عشق آنچہ بے دلاں راست   یك ذرہ بصد ہزار عاقل نہ دہند

"হৃদয়হীনতা তথা উন্মাদনার এই অমূল্য সংবাদ ঢালাও ভাবে প্রত্যেকটি অন্তরে দান করেন না; আতিথেয়তার গন্তব্য উদাসীনভাবে নিদ্রিত লোকের জন্য নহে। প্রেম জগতে ওই উন্মাদ ও পাগলদের যাহা কিছু সাধিত হইয়াছে, উহার লক্ষ ভাগের এক ভাগও কোন বুদ্ধিমানকে প্রদান করা হইবে না।"

এই কথামালা যাহা বর্ণনা প্রসঙ্গে আগমন করিয়াছে উহা সবই নিম্নোক্ত হাদীসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, যাহা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হইতে বর্ণিত আছে,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُوَاخِذُ الْعُشَّاقَ بِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ

"নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ প্রেমিকদের হইতে প্রকাশিত কথাবার্তা ও কার্যকলাপের জন্য তাহাদেরকে পাকড়াও করিবেন না।" প্রেমিকদের হইতে যাহা কিছু নিঃসৃত হয়, অস্তিত্ব লাভ করে উহার উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদেরকে পাকড়াও করা হয় না। কারণ প্রেমিকগণ উন্মাদ ও পরাধীন হইয়া থাকে। তদুপরি যে যাহা কিছু করিয়া থাকে উহার মাঝে তাহাদের কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে না। অহেতুক ও উদ্দেশ্যহীভাবে উহা অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে উহা তাহার হইতে আত্মপ্রকাশ করে।

کار عاشق اضطراری اوفتد   داں ز فرط دوستداری اوفتد

لا جرم دیوانہ را گر چہ خطاست   ہر چہ میگوید بگستاخی رواست

ہر چہ از دیوانہ آید در وجود   عفو فرمایند از دیوانہ زود

"প্রেমিকদের কার্যকলাপ ইচ্ছাহীনভাবেই হইয়া থাকে এবং উহা সবই ভালোবাসার আতিশয্যে তাহা হইতে প্রকাশিত। অনন্তর উন্মাদদের কথায় অসংখ্য ভুল হইয়া থাকে। কিন্তু উন্মাদনা ও উত্তেজনামূলকভাবে সে যাহা কিছু বলে, উহা সবই তাহার জন্য বৈধ। পাগলদের হইতে যেসব কাজ অস্তিত্ব লাভ করে, তাহার জন্য সেই পাগলকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।"

সুবহানাল্লাহ! পূতপবিত্র সেই সত্তা حُبُّ الْعِشْقِ جُنُوْنٌ اِلٰهِيٌّ ইহা একটি সর্বজন বিদিত ও প্রমাণিত সত্য। সুতরাং এই ব্যাপারে উহা একটি শক্তিশালী প্রমাণ।

কবি কত চমৎকারভাবে বিষয়টি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

"কোন প্রেমিকের ভর্ৎসনা করিবার কোন সুযোগ নাই। তাহার নিজের প্রজ্জ্বলিত হওয়া ও অপরকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তে কিয়ামতের অবসর নাই। যদি তুমি প্রেমের ক্ষেত্রে পরিপক্ক হইয়া যাও তাহা হইলে স্থায়ীভাবে শাস্তি হইতে তুমি পরিত্রাণ ও নিষ্কৃতি লাভ করিলে।"

উপরোক্ত যাবতীয় আলোচনা, বিবরণ ও বক্তৃতা ইলম অনুযায়ী এবং সকল আলোচনা ও ইলম-এর উপর ভিত্তি করিয়া। ইহাতে কাহারো মূলের মধ্যে কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয় না। এবং কোন শাখা-প্রশাখার মাঝেও কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। তদুপরি যেহেতু বিষয়টা এতটাই সূক্ষ্ম ও চিকন যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা উহাকে অস্বীকার করিয়া বসে। স্থূল দৃষ্টিমানদের দৃষ্টি হইতে এই অর্থ লুক্কায়িত। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ও বিচক্ষণ লোকদের উপর ইহা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট ও পরিষ্কার। কারণ তাহাদের রুচি ও বোধই হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

اہل دل را ذوق و فہمے دیگر است　　کاں ز فہم ہر دو عالم بز تراست
ہر کرا ایں فہم در کار افگنـــد　　خویش در دریاے اسرار افگنـد
تا بداں فہمے کہ ہمچوں وحی خاست　　در کلام او سخن گویند راست

"হৃদয়বানদের রুচি ও তাহাদের বোধই একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁহাদের রুচি, তাহাদের বোধ উভয় জগতের সমূহ রুচি ও বোধ হইতে অনেক ঊর্ধ্বে। সুতরাং যাহার এই রুচি ও বোধ সাধিত হইয়াছে, সে তো নিজিকে রহস্যের মহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে। অবশেষে এই বোধটা যখন এইরূপ হইয়া যাইবে যেইরূপ ওহী অনুধাবনের জন্য হওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহার কথার মধ্যে যেই বাক্যসমূহ ব্যবহৃত হইবে, উহা সবই বিশুদ্ধ ও সঠিক হইবে।"

তুমি যদি কালের মুষ্টিবদ্ধ মাটিতে অন্ধ মনে না কর তাহা হইলে উহাতে তাহার ক্ষতি কী?

مور شکر گر نہ چیند گو مچیں　　کور خورشیدار نہ بیند گوسبیں

"পিপিলিকা যদি মিষ্টান্ন সন্ধান না করে, তবে বলিয়া দাও যেন তাহা সন্ধান না করে। অন্ধ যদি সূর্যকে প্রত্যক্ষ করিতে না চায় তবে সে যেন উহা না দেখে।"

এই পত্রখানা কাহাকেও দেখাইবে না, যাহাতে ইহার সহিত অহেতুক মন্তব্য জুড়িয়া দিতে না পারে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ষোল মাকতুব

ভালোবাসার কামনা এবং প্রেমাস্পদের নৈকট্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تشنه از دریا جدائی کند   بر سر گبخے گدائی می کند

"পিপাসার্ত অথচ সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে। ধনরত্নের স্তূপের উপর উপবিষ্ট অথচ ভিক্ষাবৃত্তি করিতেছ।"

আবেদন ও সন্ধানের আলোচনা হইতে নিরস্ত্র হইয়ো না। যেই অবস্থায়, সেই কাজে এবং যেইখানেই থাক না কেন, ইহা জানিয়া রাখ যে, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ "তিনি তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন" আরেফদের এই আনন্দের কারণে শত সহস্র ফেরদাউস যেন লাভ হইয়াছে,

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

"আমি তোমাদের শাহরগ হইতেও অতি নিকটে" যুক্তি তাহার যেই কল্পিত রূপ ও প্রতিচ্ছবি রূপায়িত করুক, ধারণা উহাকে যতদূর পর্যন্ত পরিবেষ্টন করুক এবং কল্পনা যতদূর পর্যন্ত পৌছাইয়া থাকুক না কেন মহান আল্লাহর সত্তা ও তাঁহার বিমূর্ত গুণাবলি উহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পূত পবিত্র। তিনি হইলেন এই সবের একমাত্র স্রষ্টা। এতদসত্ত্বেও তিনি তোমাদের শাহরগ হইতেও তোমাদের অতি নিকটে। নিম্নোক্ত চরণদ্বয়ে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

اے در طلب گره کشائی مرده   با وصل بزاده از جدائی مرده

وے برلب بحر تشنه در خاك شده   واے برسر گبخ از گدائی مرده

"ওহে সাধক! যে সন্ধানের গ্রন্থি খুলিবার প্রাণপণ চেষ্টায় নিরত, মিলনের সহিত সৃষ্ট হইয়াছে অথচ বিরহে প্রাণ উৎসর্গ করিতেছ। আক্ষেপ! সমুদ্রের তীরে বসিয়াও পিপাসার্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিতেছ। বড় বিস্ময় লাগে যে, ধনরত্নের স্তূপের উপর বসিয়া আছ অথচ ভিক্ষাবৃত্তি করিতেছ।"

ওহে বৎস! আসলে কাজটা কিন্তু এত কঠিন ও দুঃসাধ্য নহে। মূলক ও মালাকুত তথা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জগত তোমার সঙ্গেই রহিয়াছে এবং মূলক ও মালাকুতের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ তোমার সঙ্গে রহিয়াছেন। এখন তোমার কাজ হইল সেই দৃষ্টি অর্জন করা যদ্দারা প্রকৃত নিরাকারের সৌন্দর্য মাধুরী অবলোকন করিতে সক্ষম হইবে এবং সেই শ্রবণশক্তি বা কর্ণ অর্জন করিবে যদ্দারা বর্ণ ও

শব্দহীন কথা শ্রবণ করিতে পারিবে। নিম্নোক্ত চরণগুলি যিনি আবৃত্তি করিয়াছে তাহার উপর রহমত বর্ষিত হউক।

جہاں پر ز آفتاب ددید یا کور   جہاں پر از حدیث دگوشہا کر

"গোটা পৃথিবী তাঁহার রূপ ও সৌন্দর্য সূর্যে পূর্ণ হইয়া আছে, কিন্তু চক্ষুসমূহ অন্ধ। সমগ্র জগত তাহার বাণীসম্ভারে পরিপূর্ণ, কিন্তু কর্ণসমূহ তাহা শ্রবণে অক্ষম, বধির।"

যখন তুমি নিজের কর্মে নিমগ্ন থাকিবে, তাহা হইলে একদিন সৌভাগ্যক্রমে উক্ত মাকামে নিশ্চিত পৌঁছাইতে পারিবে যেখানে অন্য মনীষীগণ পৌঁছাইয়াছেন। সেসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, যাহা অন্যরা অবলোকন করিয়াছেন এবং তাহা বলিতে পারিবে যাহা অন্যরা বলিয়াছে।

معشوق عیاں بود نمی دانستم   با من بمیاں بود نمی دانستم

گفتم بطلب مگر بجاے بر سم   خود تفرقہ آں بود نمی دنستم

"প্রেমাস্পদ তো একেবারে প্রকাশমান ও দৃশ্যমান ছিল, কিন্তু আমি উহা অবগত ছিলাম না; তিনি তো আমার সঙ্গেই ছিল কিন্তু আমি তাহা জানিতে পারি নাই। বলিলাম, এখন আমি তাহার সন্ধানে কোথায় যাইব? ইহাই ছিল মূল বিরহ অথচ আমি তাহা অনুভব করিতে পারি নাই।"

আক্ষেপ প্রত্যেকেই সম্প্রতি নিজের পশ্চাদপদতা ও দুর্ভাগ্যের কারণে স্বীয় অস্তিত্ব ও অহংবোধের পর্দাবৃত হইয়া আছে। অন্যথায় সকলের আবেদন, সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশমান ও হাসিলযোগ্য।

آنچہ تو گم کودہ ای کژر کردہ ای   ہست اندر تو تو خود را پردہ ای

"তুমি যাহা হারাইয়াছ সেটাই তো তোমার অপরাধ। সে তো তোমার মধ্যে বিরাজমান। তুমি তো নিজেই পর্দার মধ্যে আবৃত হইয়া আছ।"

ইহার পর যাহা বর্ণনা করিব তাহা শুনিবার সাধ্য নাই। সম্ভবত তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে।

ز مستی گر بگوید امسز عشقش   جز ایش در طریقت دار باشد

"যদি মোহগ্রস্ত অবস্থায় তাহার প্রেমের গোপন রহস্য কেহ ফাঁস করিয়া দেয়, তবে তরীকতে তাহার শাস্তি শুলবিদ্ধ করিয়া মৃত্যুদণ্ড।"

সুতরাং গোপন রহস্য গোপন রাখা একান্ত কর্তব্য। তবে কেবল মাত্র ইশারা ও ইঙ্গিতে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বলিতে পারিবে।

যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

دانی که چرا اہل صفا خاموش اند در نکته دل بمحو خود می کو شند

میٔ از کف دوست ہر نفس می نوشند سر می باز ندوستر حق می پوشند

"আপনি জানেন কী? মহাত্মা সাধকগণ কেন নীরব থাকেন। অন্তরের গহীনে পুঞ্জিভূত সেই রহস্য মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত ও বিলীন করিয়া রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। প্রিয়তমের হাতে প্রতিমূহূর্তে মদের পেয়ালা পান করেন, মস্তক বিকর্তিত করিয়া দেয়। তদুপরি মহান আল্লাহ তায়ালার গোপন রহস্য ফাঁস করেন না।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত সতেরো মাকতুব

মৃত্যুর প্রতি উদগ্রীব থাকা ও জীবনকে গনীমত মনে করা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

راه دور است اے پسر ہشیار باش   خواب باگو رافگن دبیدار باش

راه می روجهد می کن ہوشدار   بار میکش خار می خرگوش دار

"ওহে বৎস! পথ অতি দীর্ঘ, সতর্ক থাকিও; তন্দ্রা ও নিদ্রাকে কবরে নিক্ষেপ করতঃ সদা জাগ্রত থাকিয়া পথ অতিক্রম করিতে থাক। নিরলস চেষ্টায় নিয়োজিত থাক। সচেতন থাক, দুঃখ ও কষ্ট সহ্য কর, কাঁটা চর্বন কর। এই কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া লও।"

ওহে ভ্রাতা! বান্দার নেকী উপার্জনের ক্ষেত্র কেবল এই পৃথিবী। জীবনের পুঁজি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু সঙ্গে যাইবে উহা এখান হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। যেমন কবি বলিয়াছেন—

راحت و محنت از ایں جا می برند   دوزخ و جنت از یں جا می برند

"শান্তি ও শাস্তি এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। জান্নাত ও জাহান্নাম এখান হইতেই নিয়া যায়।"

আজই নিজের প্রকৃত অবস্থা ও কার্যকলাপের নিরীক্ষণ করিয়া লও যে, তোমার কাছে কোন পুঁজি আছে এবং তুমি কোন কাজে নিরত রহিয়াছ, কেবল উহাই সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইবে। যাহার মধ্যে তুমি নিরত ও আত্মনিয়োগ করিয়াছ এবং অনন্তকাল উহাই তোমার সঙ্গে থাকিবে। কবি সেই কথাটাই বলিয়াছেন—

هر چه در دنیا خیالت آں بود   تا ابد راه وصالت آں بود

"পৃথিবীতে যেই ধারণার মধ্যে তুমি জীবন অতিবাহিত করিবে, অনন্তকাল সেই জিনিসই তোমার সহিত থাকিবে।"

উদাসীন থাকিও না, অলসতা করিও না; কাজ খুবই দুরহ ও কঠিন এবং পথও বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ। তদুপরি শয়তান ও অবাধ্য প্রবৃত্তি পিছনে লাগিয়া আছে। মৃত্যু, কবর, আখিরাতের ঘাঁটিসমূহ এবং উহার প্রতিকূল ও কঠিন পরিস্থিতি যাহা শ্রবণে আত্মা কাঁপিয়া উঠে এবং কলিজা শুকাইয়া যায় উহা সবই সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছে। এই বেদনা ও বিষণ্নতায় জনৈক আরেফ আর্তনাদ করিয়াছেন। তিনি এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ও অসহায়ত্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

کاش که ہرگز نه زاری ما درم   تا نه کردی کشته نفس کافرم

کاش که ہرگز نبودی نام من   تا نه بودی جنبش دآرام من

"আক্ষেপ! যদি আমার মাতা আমাকে জন্মই না দিত তাহা হইলে আমি অবাধ্য

প্রবৃত্তির হাতে মৃত্যুবরণ করিতাম না। আহ! যদি আমার নামই না হইত যাহাতে আমার হইতে কোন কর্মই প্রকাশিত ও অস্তিত্ব লাভ করিতে পারিত না।"

আক্ষেপ, হাজার আক্ষেপ! সমস্ত জীবনটা অচেতনতা ও উদাসীনতার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। অবশেষে জীবনাবসান ঘটিয়াছে অথচ কোন কাজ হয় নাই। সবই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে পরকালের ডাক আসিয়া পড়িয়াছে। অবশিষ্ট জীবনটুকুতে যদি কিছুই হইতে না পারে, অন্তত এতটুকু তো হইতে পারে যে, বিগত জীবনের উপর আক্ষেপ ও অনুতাপ সৃষ্টি হইবে এবং একথা বলা উচিত—

بر و غفلت روزگارم چوں کنم   بر نیاید ہیچ کارم چوں کنم

داد را دار وکجا خواہیم کرد   عمر شد ما تم کجا خواہیم کرد

"গাফেলতির মধ্যে গোটা জীবন অতিক্রান্ত হইয়াছে। কি আর করিব এখন কোন কাজ বানাইতে চাহিলেও তাহা সম্পন্ন হইতে চায় না। কি করিব? এই যন্ত্রণা ও বেদনার চিকিৎসা কোথায় গিয়া করিব। জীবনটা তো নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এখন উহার বিলাপ কোথায় গিয়া করিব।"

রাত্রের শেষাংশে পাপাচারী, অপরাধীদের এক বিশেষ অবস্থার উদ্রেক হইয়া থাকে, বেদনা বিধূর অন্তর এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে ব্যাকুলতা ও অসহায়ত্ব সহকারে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করিবে।

(۱) اے وفا از توجفا بر من مگیر   وے عطا از تو خطا بر من مگیر

(۲) گر نخوا ہد خواست عذر ہیچ کس   عذر خواہ جرم من عفوے تو بس

(۳) چوں سیہ آمد مرا رنگ گلیم   تو سپیدش کن چو مویم اے کریم

(٤) از در خویشم مگر داں نا امید   از سر لطف سیاہم کم سفید

"হে সেই সত্তা! যাহার পক্ষ হইতে আমার প্রতি সদা যখন অনুরাগ প্রদর্শিত হইয়াছে, আমার প্রতি আপনার ক্রোধ আপতিত করিবেন না। ওহে সত্তা! দান ও অনুগ্রহ করা আপনার বৈশিষ্ট্য। আমার কৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমাকে পাকড়াও করিবেন না। আমার জন্য যদি কোন সুপারিশকারী না থাকে, আর না থাকে আমার পক্ষ হইতে কোন ক্ষমাপ্রার্থী, তাহাতে কি? আপনার ক্ষমাই আমার ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট। আমার কম্বলের রং পাপাচারের পঙ্কিলতায় কালো হইয়া গিয়াছে। আপনি উহাকে আমার উজ্জল কেশগুচ্ছের ন্যায় সাদা করিয়া দিন। ওহে দয়ালু দাতা! আপনার পবিত্র দরবার হইতে আমাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিবেন না। বরং আপনার বিশেষ করুণায় আমার কালো আমলনামাকে সাদা করিয়া দিন!

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

বিশ্বাস ও সুন্নাত - ১৪

দুইশত আঠারো মাকতুব

দারিদ্র্যতার বিবরণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عمر روزی پنج و شش می بگذرد   خواه نا خوش خواه خوش می بگذرد

"এই পাঁচ ছয় দিনের ক্ষণস্থায়ী জীবন কোন না কোনভাবে চলিয়া যাইবেই, চাই আনন্দে কাটুক বা দুঃখে।"

প্রিয় ভ্রাতার প্রেরিত পত্রটি হস্তগত হইয়াছে। আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি, যেখানে কঠিন সময়ে অতিক্রমণ এবং যুগের অবাঞ্ছিত ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখ ছিল। ওহে ভ্রাতা! اَلدُّنْيَا دَارُ بَلاَءٍ وَفِتْنَةٍ "দুনিয়া হইল বিবিধ পরীক্ষা ও বিপদাপদের গৃহ" এমন কেহ এই জগতে আছে কী? যে এই পৃথিবীতে নানান পরীক্ষা ও বিপদাপদ হইতে মুক্ত? ইহা অসম্ভব। সুবহানাল্লাহ! পিতার মাথা খিলাফতের মুকুট দ্বারা সুসজ্জিত। ফেরেশতা সম্প্রদায় তাহার সম্মুখে অবনত মস্তক। এই সকল বিরল সম্মাননা ও মর্যাদা এবং মহা অনুগ্রহে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বেহেশতের ন্যায় পবিত্রতম স্থানেও পরীক্ষা ও বিপর্যয় হইতে মুক্ত ছিলেন না। এমনকি তাহাকে বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত ও অনাবিল শান্তি হইতে বাহির করতঃ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের স্থান পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সন্তানেরা পাপ পঙ্কিলতা সংমিশ্রণ এবং অবাধ্য প্রবৃত্তির সহিত এই পরীক্ষা গৃহ দুনিয়ায় বসবাস করিয়া নিরাপদে থাকিবে ইহা তো একেবারেই আকাশ কুসুম ধারণা।

ওহে ভ্রাতা! নিরাপত্তা হইল অস্তিত্বহীনতার মধ্যে নিহিত, অস্তিত্বের মাঝে নহে। যখনই হযরত আদম (আঃ) অস্তিত্ব লাভ করিয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে নিরাপত্তা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

اے کاش نبودی اے عراقی   کز تست ہمہ فساد باقی

"হে ইরাকী! যদি তোমার অস্তিত্বই না হইত। এই সব অনিষ্ট তোমার অস্তিত্বের কারণে সৃষ্টি হইয়াছে।"

জনৈক ফকীর মৃত্যু যন্ত্রণায় ছিল, লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কোন অন্তিম ইচ্ছা আছে কী? তদুত্তরে তিনি বললেন, عَدَمًا لاَ وُجُوْدَ لَهُ "এইরূপ অস্তিত্বহীনতা যাহার পরে আর কোন অস্তিত্ব থাকিবে না" এটাই হইল আমার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা।

کاش کہ ہرگز نبودے نام من   تا نبودی جنبش و آرام من

"আক্ষেপ! যদি আমার অস্তিত্বই না হইত, যাহাতে আমার হইতে কোন কথা ও কাজ প্রকাশিত হইত না।"

জনৈক ব্যক্তি রোগগ্রস্ত ছিলেন, তার কোন প্রিয়ভাজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুস্থতাটা কি? এবং কোন ধরনের কষ্ট? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, অজুদ অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের যন্ত্রণা। ওহে ভ্রাতা! একজন মানুষের অস্তিত্ব হইতে বড় রোগ আর কিইবা হইতে পারে। জনৈক বুযুর্গের বাণী—তিনি বলিতেন, যদি 'জাহানে আদম' তথা অস্তিত্বহীন জাতের বিবরণ দেই; তবে প্রতি লাখে একজন লোক পাওয়া যাইবে না যে বলিবে, আমি অস্তিত্বের মধ্যে থাকিব। অনুরূপভাবে যদি আলমে অজুদ তথা অস্তিত্ব জগতের দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তির আলোচনা করি, তবে লাখ প্রতি এমন একজন পাওয়া যাইবে না যে বলিবে যে, আমি সেখানে থাকিতে চাই।

ওহে ভ্রাতা! যখন নবীকুল সম্রাট হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল সম্মানের মুকুট এবং لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ "যদি আপনি না হইতেন, তবে আমি আকাশ মণ্ডল সৃষ্টি করিতাম না" এ বিরল সম্মাননার পরও তিনি ফরমাইয়াছেন,

لَيْتَ رَبَّ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْلُقْ مُحَمَّدًا

"আহ! যদি মুহম্মদের প্রভু মুহম্মদকে সৃষ্টিই না করিতেন" তিনি যখন এই কথা বলিয়াছেন তবে অন্যদের কি বলা উচিত। এইখানে এই কথা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নেওয়া উচিত যে, আদম সন্তানদের এই পৃথিবীতে কি কি সমস্যা ও বিপদাপদ রহিয়াছে এবং উহা কেন?

সুবহানাল্লাহ! এমন জীবন্ত প্রাণী যে তাহার মাতৃ উদরে রক্ত দ্বারা পরিপালিত হইয়াছে, রক্ত পান করিয়াছে, সে যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া পৃথিবীর আলো দেখিয়াছে তখন সে কি খাইবে। বর্তমানে পৃথিবীতে যেই বস্তুকে খাদ্য ও পানীয় হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, যদি উহার গভীরে বাস্তবদ্রষ্টা অন্তর্দৃষ্টিতে তাকানো হয় তবে দেখিতে পাইবে যে, উহা সবই হইল রক্ত আর রক্ত। মানুষ আর কতইবা লিখিতে পারে; জীবন ফুরাইয়া যাইবে, বিশাল ভলিউম কালো হইয়া যাইবে, কিন্তু এই গল্প সমাপ্ত হইবে না। তদুপরি পরকালের বিবিধ ঘাঁটি ও তাহার কষ্ট ও বিপদসমূহ যাহা আদম সন্তানের জন্য সমাসন্ন উহার প্রতি যদি একটু গভীর দৃষ্টি ও চিন্তা সহকারে তাকাও, তবে উহার তুলনায় এই বিপদাপদের উদাহরণ হইবে, যেমন অথৈ সমুদ্রের বিপরীতে একটা ফোঁটা পানি। তবে মহানবী (সাঃ) يَا لَيْتَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْلُقْ مُحَمَّدًا কেনইবা বলিলেন না। কারণ রহমতে আলম (সাঃ)-এর তো সকল সৃষ্টির জন্য ব্যথা ও চিন্তা ছিল। আমার ও তোমার তো কেবল নিজের চিন্তা। এই গল্পটা দীর্ঘ আলোচনার দাবী রাখে। এইখানে সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

شب رفت حدیث ما بپایاں نہ رسید   شب را چہ کند حدیث مابود دراز
گر چہ شب یلدا نہ یکے صد باشد   آخر نرسد عتاب محمودو ایاز

"রাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে। অথচ আমাদের গল্প শেষ হয় নাই। ইহাতে রাত্রের দোষ কি? আমাদের গল্পটাই বড় দীর্ঘ ছিল। যদি দীর্ঘ অন্ধকার রাত্র এক নয় একমতও হয় তদুপরি মাহমুদ ও আয়াযের কাহিনী শেষ হইবে না।

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنِىْ يَا مُغِيْثُ

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত উনিশ মাকতুব

দ্বীনের পথে অবিচলতা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বরাবর,
বদরুদ্দীন

স্নেহের বৎস বদরুদ্দীন! আল্লাহ তায়ালা উভয় জগতে আপনাকে সম্মানিত করুন। পত্রলেখক শায়খ মুনীরী (কুঃ সিঃ)-এর সালাম ও দোয়ার পর প্রকাশ থাকে যে, পয়গম্বর (আঃ)-এর উদাহরণ চিকিৎসকের ন্যায় এবং উম্মতের উদাহরণ হইল রোগীর ন্যায়। আর কুরআন মাজীদের উপমা হইল ঔষধের ন্যায়।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

"আমি কুরআন মাজীদ হইতে সেই বস্তু অবতীর্ণ করিব, যাহা ঈমানদারদের জন্য রহমত ও নিরাময়" যাহা সৃষ্টির জন্য মাজন এবং শরবতের যাবতীয় বিবরণ এবং বিশ্লেষণ রহিয়াছে।

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি কুরআন মাজীদে কোন বস্তুর বিবরণ বাদ দেই নাই।" অর্থাৎ গোটা মানবজাতির জন্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী যত বস্তু রহিয়াছে, তন্মধ্যে এমন কোন বস্তু নাই যাহার বিবরণ আমি কুরআন মাজীদে উল্লেখ করি নাই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কাহারো প্রকাশ্য ও গোপন পবিত্রতা অর্জিত না হইবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআন মাজীদের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে অবহিত হইতে সক্ষম হইবে না। لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ "উহাকে পবিত্র মানুষ ব্যতীত কেহ স্পর্শ করিবে না" সকলকে মহত্ত্বতার বাহিরে অপেক্ষমান রাখিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি দ্বীনের পথসমূহ অতিক্রম না করিবে এবং কর্মের অন্তর্নিহিত হাকীকত সম্পর্কে অবগত হইতে না পারিবে, সে মহামান্য আল কুরআনের সূক্ষ্ম দর্শন, রহস্যভান্ডার ও ইঙ্গিতসমূহ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এই মর্মবাণীর দিকে এই কবিতার মধ্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

این همه علم جسم مختصر است　　علم رفتن براه حق کر است
حرف کم کاغذے سیاه کنند　　دل که تیره است کی جو ماه کند

"এইসব কথা ও জ্ঞান হইল সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র শারীরিক দেহ সম্পর্কিত, আল্লাহর পথে

চলিবার জ্ঞানই একটু ব্যতিক্রম। বর্ণমালা তো কেবল কাগজকেই কালো করে। আর অন্তর এমন অন্ধাকারাচ্ছন্ন উহাকে কখন চন্দ্রের ন্যায় জ্যোৎস্নাময় করিতে পারিবে?"

পরন্তু আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলনের পথ অন্তর দ্বারাই অতিক্রম করিতে হয়। অন্তরের জন্য সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য সুস্থতা অসুস্থতা সবকিছুই রহিয়াছে। যাহা কেবল অন্তরের চিকিৎসকগণই অবগত থাকেন। অন্তরে সেই চিকিৎসক হইলেন পয়গম্বরগণ। উহার পর মাশায়েখে তরীকত এবং ওলামায়ে আখিরাত। বর্তমানে পয়গম্বরগণের দরওয়াজা সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে স্বাভাবিকভাবেই নূতন শিক্ষার্থীদের নানান কঠিন ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সেই কারণে মাশায়েখে তরীকত ও ওলামায়ে আখিরাতের পাদুকার সেবা করা এই পথ অতিক্রমকারীদের অন্তরের ব্যাধিসমূহের চিকিৎসক সাব্যস্ত হইয়াছে।

কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

راہ دور است و پر آفت اے پسر　　راہ روورامی ببابد راہبر

کور ہرگز کے تو اند رفت راست　　بے عصاکش کور را رفتن خطاست

گر ترا دردست پیـــر آید پدیـــد　　قفل دردت را کلید آید پدید

"ওহে বৎস! পথ অতি দীর্ঘ, বিপদসঙ্কুল ও বন্ধুর। এই পথের পথিকদের জন্য একজন পথ প্রদর্শক একান্ত দরকার। অন্ধ সঠিক পথে কখনোই চলিতে পারে না। যষ্ঠিধারী বিনা অন্ধের পথ চলাই অন্যায়। সর্বোপরি কথা হইল তোমার মধ্যে যদি সত্যিকারের বেদনা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত তুমি একদিন পীরের সাক্ষাত পাইবে এবং তোমার বেদনার তালার চাবি তোমার হস্তগত হইবে।"

আলেম ইহাদেরকেই বলা উচিত; তাহাদেরকে নহে, যাহাদেরকে মানুষ আলেম বলে অথবা জ্ঞানী কিংবা বিদ্বান মনে করে। রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বিভিন্ন বাণীসমূহ বিবৃতকারী পর্যালোচক গবেষণা ও তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মানুষ হইল ভিন্ন।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

"তাহাদের উদাহরণ সেই গাধাসমূহের ন্যায় যাহার পৃষ্ঠে কিতাবের বোঝা চাপানো হইয়াছে।" পক্ষান্তরে ওলামায়ে আখিরাত

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ نَظِيرٌ فِي أُمَّتِهِ

"তাহাদের উপমা হইল নবীদের উদাহরণের ন্যায়, আর প্রত্যেক নবীর তাঁহার উম্মতের মধ্যে একটি নযীর বিদ্যমান থাকে।"

খাজা ফুযাইল ইয়ায (রহ) এই সাধক দলের এমন একজন মহা মনীষী যিনি

হৃদয়বান এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, বস্তুজগত এবং অদৃশ্য জগত অতিক্রম করিয়া উহা হইতে সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে। তাহার জ্ঞান ও বোধ একটু ভিন্ন; যাহা এক জগতের খবর নাই।

যেমন কবি বলিয়াছেন—

اہل دل را ذوق و فہمے دیگر است کاں ز فہمے ہر دو عالم بر تر است

ہر کرا ایں فہم در کار افگند خویش را در بحرا سرا را فگند

تا بداں فہمے کہ ہمچو دمی خاست در کلام اوسخن گویند راست

"হৃদয়বানদের রুচি ও বোধই একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তাহাদের এই বোধ উভয় জগত হইতে অনেক উর্ধ্বের। সুতরাং যেই ব্যক্তি স্বীয় কর্মে তাহাদের বোধকে ব্যবহার করিয়াছে সে নিজেকে রহস্যের অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে। এমনকি ওহী যতদূর পর্যন্ত উপলব্ধি করিবার অধিকার রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই কারণেই মহান আল্লাহর বাণীসমূহের ক্ষেত্রে তাহাদের কথোপকথন সঠিক সিদ্ধ হইয়া থাকে।"

সাবধান! কখনোই কেহ যেন নিজের অসম্পূর্ণ বুদ্ধি দ্বারা তাহাদের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা না করে এবং তাহাদের সম্পর্কে অহেতুক মন্তব্য করিবে না। ওহে নির্বোধের দল! তোমরা জানো কী? যাহারা তলোয়ারের আঘাতে আহত হয় এবং রণাঙ্গণে অসি চালনা করে, তাহারা একটু ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যাহারা মুখরোচক খাবার ও কোরমার পেয়ালা চাটিবার ধান্দায় ব্যস্ত থাকে তাহারা আরেক প্রকৃতির মানুষ। ইহারা কখনোই ঐ পথের মহান মনীষীদের সমকক্ষ হইতে পারে না।

জনৈক বুযুর্গ নিম্নোক্ত সমাধান উপস্থাপন করিয়াছেন।

گر ترا روزے دریں میدان کشند ایں رقم بینی کہ بر مرداں کشند

انگہے ایں شیوہ معنی صد ہزار بینی و دانی و داری استوار

"যদি তোমাকে কোন দিন সেই রণাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে তুমি সেই লেখনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিও যাহা আল্লাহর পথের সেই মহা পুরুষদের সম্পর্কে লেখা হইয়াছে। তখন তুমি সেই দরবেশদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্নিহিত সহস্রাধিক মর্মার্থ তো প্রত্যক্ষ করিতে, জ্ঞাত হইতে ও উহার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে।"

কাহারো জন্যই এমন মন্তব্য করা উচিত নহে যে, প্রাথমিক নিরীহ শিক্ষার্থীরা কিভাবে জানিতে পারিবে যে, ইহারাই ওলামায়ে আখিরাত এবং ইহারা পথ অতিক্রম করিয়া পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক হইয়াছেন এই

মহান ব্রতে তাহাদের আনুগত্য করা উচিত। অথবা ইহারা ওলামায়ে দুনিয়া মিথ্যা দাবীদার এই কাজে তাহাদের অনুসরণ কখনোই করা উচিত নহে।

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এই কাজের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন নিঃসন্দেহে কোন পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারীকে তাহার নিকট প্রেরণ করিবেন অথবা তাহাকেই কোন হৃদয়বানের দ্বারে পৌছাইয়া দিবেন। যাহাতে ভাগ্যলিপিতে যে অমোঘ বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে উহা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হয়। পক্ষান্তরে যাহাকে যাহাকে ভাগ্যাহত ও বদনসীব করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই অমূল্য সম্পদ কখনোই তাহার হস্তগত হইবে না। كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ "প্রত্যেকের জন্য কেবল সেই কর্ম সম্পাদন সহজ করা হইয়াছে যে জন্য তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে" উভয়টাই শুদ্ধ এবং উভয়টার যথার্থ ব্যাখ্যা ও বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে বান্দার মাঝে এই জাতীয় পার্থক্য ও বৈষম্য কেন? তবে তাহাকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দাও যে, বহু পূর্বেই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে ঘোষণা করা হইয়াছে— لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ "তাহার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কাহারো আপত্তি করিবার অধিকার নাই।"

কবির ভাষায়—

گر چه ره جستند ہر سوئے ازیں　　پئے نه بردندا ے عجب موئے ازیں

ایں چه درگا ہیست قفلش بے کلید　　ایں چه در یائیست قعرش پدید

"মহান আল্লাহর কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ও গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য, সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়াছি। কিন্তু এক কেশাগ্র পরিমাণ উহার সন্ধান লাভ করিতে পারি নাই।"

সুবহানাল্লাহ! ইহা কোন দরবার যাহার তালার চাবিই নাই, এইটা কেমন সমুদ্র যাহার গভীরতার কোন হদিস নাই।

যখন একজন লেখক কাগজের উপর 'আলিফ' অথবা 'নূন' বর্ণটি লেখিয়া দেয় তবে কখনোই উহা 'ক্বাফ' ও 'কাফ' হইতে পারিবে না। তদ্রুপ ভাগ্যলিপিতে যাহাকে আবু যাহল লেখিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে কখনোই বায়েজীদ বুস্তামী হইতে পারিবে না।

بدبختی را گره کشودن نتواں　　احوال بهر کے نمودن نتواں

گر چرخ فلك بهره ماغم کارو　　شادی بهمه حال درودن نتواں

"হতভাগ্যের গ্রন্থি উন্মুক্ত করা যায় না, হালতসমূহ সকলকেই দেখানো যায় না। যদি আকাশ আমাদের জন্য দুঃখের বীজ বপন করিয়া থাকে, তবে কোন অবস্থাতেই আমরা সুখের ফল ঘরে উঠাইতে সক্ষম হইব না।"

غزلے می نوشت خاقانی قلم ایں جا رسید و سر بشکست

"খাকানী এমন গজল পরিবেশন করিয়াছেন যে যখনই কলম সেইখানে পৌছাইয়াছে সাথে সাথে উহার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব মহান বনী আদম মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নির্দেশ শ্রবণ কর এবং উহাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নাও এবং নিরাপদে পথ অতিক্রম কর। إِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوْا। "যখন ভাগ্যলিপির আলোচনা আসিয়া পড়িবে তখন চুপ হইয়া যাইবে।"

জনৈক প্রিয় ভাজন ক্ষমাপ্রার্থনাচ্ছলে বলিয়াছে—

اے دریغا ہر چہ گفتم ہیچ بود دیدہ کور و راہ پیچا پیچ بود

"আক্ষেপ! যাহা কিছু বলিয়াছে উহা কিছুই ছিল না। চক্ষু ছিল অন্ধ এবং পথও ছিল বন্ধুর।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত বিশ মাকতুব

আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন তথা তাওবা প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বরাবর,

বাদশাহ মাহমুদ

আমার প্রিয় ভ্রাতা বাদশাহ মাহমুদ! আল্লাহ তায়ালা আপনার মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম গ্রহণ পূর্বক সমাচার এই যে, পাপাচার ও নাফরমানী যত বেশিই হউক না কেন তাওবা ও ইস্তিগফার অবলম্বন করা উচিত। শরীয়তের বিধানদাতা (সাঃ) নিজেই এই ব্যাপারে ফতোয়া প্রদান করিয়াছেন—

اِذَا كَثُرَتِ الذُّنُوْبُ لِاَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَكْثِرِ الْاِسْتِغْفَارَ فَوَ الَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ اِنَّهَا تَاْكُلُ الْخَطَايَا كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ

"তোমাদের কাহারো গুনাহের পরিমাণ যখন বেশি হইয়া যাইবে তখন তাহার বেশি বেশি তওবা করা উচিত। কেননা সেই সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, ইস্তিগফার ও তাওবা পাপাচার ও গুনাহকে এমনভাবে নিঃশেষ করিয়া দেয় যেমনভাবে অগ্নি কাষ্ঠকে ভক্ষণ করে।" অন্য হাদীসে ইরশাদ করিয়াছেন,

مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

"যেই ব্যক্তি ইস্তিগফার করিয়াছে সে গুনাহের পুনরাবৃত্তি করে নাই, যদিও সে এক দিনে সত্তর বার সেই গুনাহের পুনরাবৃত্তি করুক না কেন।"

ওহে ভ্রাতা! আদ্যোপান্ত পাপাচার ও গুনাহ হইতে পূত পবিত্র থাকা তো হইল ফেরেশতাদের কাজ এবং আদ্যোপান্ত পাপাচারে নিমজ্জিত থাকা হইল শয়তানের কাজ। কিন্তু গুনাহ করা অতঃপর গুনাহ হইতে ফিরিয়া দাঁড়ানো হইল হযরত আদম ও আদম সন্তানের কাজ। অতএব যখন একজন মানুষ কোন গুনাহ করিল, তখন সে পড়িয়া গেল। অতঃপর যখন তাওবা করিল তখন আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। অবশেষে যখন গুনাহ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল তখন এই অমূল্য সম্পদ লাভ করিল—

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ

"গুনাহ হইতে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন, যে কোন গুনাহই করে নাই।" মানুষ হইতে গুনাহ প্রকাশিত হওয়া কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নহে। কারণ প্রবৃত্তির কামনা

ও বাসনা তাহার প্রকৃতির সহিত একাকার হইয়া আছে। তাহার তাওবা করা অবশ্য এক অভিনব কথা। বেহেশতের ন্যায় এত সম্মানিত স্থান হযরত আদম (আঃ)-এর ন্যায় আল্লাহর নবুয়তের মুকুট মাথায় ধারণকারী বান্দার এবং খিলাফতের সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার পরও কেবল এই কারণেই তাঁহাকে নিষেধ করা হইয়াছে।

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ "যে, এই বৃক্ষের নিকট তোমরা উভয়ে যাইবে না" উহা হইতে সংযত হইতে পারেন নাই। বরং উহার মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। তবে তৎক্ষণাত আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং এইকথা বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا "হে আমার প্রভু! আমি আমার নিজের উপর অবিচার করিয়াছি" বর্তমানে দুনিয়ার ন্যায় জায়গা যাহা নানা বিপদাপদ ও পরীক্ষায় পূর্ণ হইয়া আছে। অসহায় আদম সন্তানেরা এত আদেশ ও নিষেধাবলি সম্বলিত শরীয়তের মধ্যে নিমজ্জিত। তদুপরি শয়তানের ন্যায় জঘন্য শত্রু সর্বদা পিছনে লাগিয়াই আছে। এতদভিন্ন অবাধ্য প্রবৃত্তির ন্যায় শক্তিধর শত্রু স্বয়ং নিজের দেহের মধ্যে লুক্কাইয়া আছে। এহেন চতুর্মুখী শত্রু পরিবেষ্টিত পরিবেশে গুনাহ করিবে না ইহা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন—

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ -

"যদি তোমরা কোন গুনাহই না করিতে তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে উঠাইয়া নিতেন। অতঃপর নিঃসন্দেহে এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটাইতেন যাহারা গুনাহ করিত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিত, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিতেন।"

যেমন এই মর্মবাণীতে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করা হইয়াছে—

بود عین عفو تو عاصی طلب   عرصه عصیاں گر فتم زیں سبب

چوں بستاریت دیدم کار ساز   هم بدست خود در یدم پرده باز

گر نخوا ہد خواست عذرم ہیچ کس.   عذر خواه جرم من عفوے تو بس

"আপনার ক্ষমা তো নিশ্চিত পাপাচারীদের সন্ধান করিয়া বেড়ায়। সেকারণে আমি গুনাহের ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়াছি।"

যেহেতু আমি আপনার সত্তার নামের মহিমা ও পাপাচার আবৃত করিবার কর্মতৎপরতা লক্ষ করিলাম। তাই আমি নিজের পাপাচার ও গুনাহের পর্দা ছিঁড়িয়া

ফেলিয়াছি। এখন কেহই যদি আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করে তবুও আমার কৃত পাপাচারের জন্য তোমার ক্ষমাই আমার জন্য যথেষ্ট।"

আপনি জানেন কী ইহার মাঝে কি মহিমা ও রহস্য নিহিত রহিয়াছে? সেই অন্তর্নিহিত রহস্যটা হইল এই যে, বান্দার গুনাহ ও পাপাচার করিবার মধ্যেও এক বড় হিকমত ও রহস্য আছে। আর তাহা হইল এই যে, যদি তোমার ও আমার হইতে কোন গুনাহই প্রকাশিত না হইত তবে তাঁহার গাফফারী (পাপ মোচনকারী) এবং সাত্তারীর (পাপ গোপনকারীর) ন্যায় এমন বিরল দুইটি গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিত না। জনৈক মহা মনীষীর বাণী এইখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, মহান আল্লাহর দুইটা খাজাঞ্চী রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ভাণ্ডার হইল প্রতিদান ও অনুকম্পা দ্বারা পূর্ণ। আর দ্বিতীয় ভাণ্ডারটি হইল রহমত ও মাগফিরাত দ্বারা পূর্ণ। যদি ঈমানদার বান্দারা ইবাদত বন্দেগী করে তখন প্রতিদান ও অনুগ্রহ তাহাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকে। আর যদি তাহারা কোন গুনাহ না করে এবং কোন পাপাচার ও অপরাধ তাহাদের হইতে প্রকাশিত না হয় তাহা হইলে তাহাদের রহমত ও মাগফিরাতের ভাণ্ডারটি অর্থহীন ও বরবাদ হইয়া যায়। ইহাকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লও। তবে এই কথার অর্থ এই নহে যে, এখানে স্বীয় কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির ঘোড়াকে নিজের হীন স্বার্থ সিদ্ধির মাঠে ছাড়িয়া দিবে এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়াকে নিজের অন্তরের উপর সহজ করিয়া নিবে। সাবধান! হুঁশিয়ার! কখনোই যেন এমন না হয়। তাহার বদান্যতা ও নেয়ামত হইল তাঁহার ঐকান্তিক অনুকম্পা এবং তাহার অনুগ্রহ হইল তাহার বিশেষ রহমত। সুতরাং বান্দার জন্য সর্বদা শিষ্টাচার ও আদবের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। যাহাতে কখনোই যেন পা দাসত্বের সীমার বাহিরে যাইতে না পারে। এবং পাপাচার ও বেআদবী হইতে এতটা শংকিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা চাই যে, কাল কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যদি এই ঘোষণা করা হয় যে, অদ্যকার কেবল একব্যক্তি ব্যতীত কেহ দোযখে যাইবে না, তখন সে মনে করিবে যে, সেই এক ব্যক্তি হইলাম আমি। যাহা হউক পয়গম্বরগণের আক্ষেপ ও অনুশোচনামূলক হালত সম্পর্কে সম্ভবত তুমি শ্রবণ করিয়াছ যাহা সামান্য পদস্খলন ও ত্রুটি-বিচ্যুতির পরীক্ষার মুহূর্তে তাহারা করিয়াছেন। খাজা ফুযাইল আইয়ায (রহঃ) দিনে অসংখ্যবার আয়নায় মুখ দেখিতেন। জনৈক ব্যক্তি তাহাকে প্রশ্ন করিল—হুযুর! বারংবার আয়না দেখিবার কারণ কী? তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন, উহাকে খুব ভালো করিয়া দেখি এইজন্যে যে, আমার মুখমণ্ডল কোথাও কালো হইয়া যায় নাই তো। বান্দা মহান আল্লাহর যেই পরিমাণ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রত্যক্ষ করিবে তাহার জন্য কর্তব্য হইল ততবেশিই সে মহান আল্লাহকে ভয় করিবে এবং আদব বিনয় ও নম্রতা উহা হইতেও অধিক প্রকাশ করিবে। সেই দয়া ও অনুকম্পার মধ্যে নিজেকে ভাসাইয়া

দিবে না, বরং নিজের অসহায়ত্ব, দুর্বলতা এবং কপর্দকশূন্যতাকে সদা সামনে রাখিবে। যেমন জনৈক প্রিয়ভাজন বলিয়াছেস—

چوں سیہ آمد مرا رنگ گلیم   تو سفیدش کن چو مویم اے کریم

از در خویشم مگر دان نا امید   از سر لطف سیا ہم کن سپید

"আমার কম্বলের রং পাপাচারের কারণে কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আপনি উহাকে আমার কেশগুচ্ছের ন্যায় সাদা করিয়া দিন। হে দয়াময়! আপনার দরবার হইতে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিবেন না। আপনার বিশেষ অনুগ্রহে আমার কালো আমলনামাকে সাদা বানাইয়া দিন।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত একুশ মাকতুব

আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ আশাবাদী থাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

از در خویشم مگر دان نا امید   از سر لطف سیا ہم کن سپید

"আপনার পবিত্র দ্বার হইতে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিবেন না। আপনার বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহে আমার কৃত কালো আমলনামাকে সাদা বানাইয়া দিন।"

ওহে ভ্রাতা! যেইখানেই থাকুন যেই কাজেই থাকুন হতাশ হইবেন না। কারণ মহান আল্লাহর যাবতীয় কার্যক্রম অনুগত বান্দাদের আনুগত্য এবং ইবাদতকারীদের ইবাদত হইতে উর্ধ্বে, অনুরূপ পাপাচারীদের পাপ ও অবাধ্যতা হইতে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই বাস্তবায়িত হয়। তাঁহার কাজের জন্য কার্যকারণ নাই। এই বিষয়টাকেই জনৈক কবি কত সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

نے ہماں آں جائگہ طاعت خرند   عجز نیز و ضعنف ہر سا عت خرند

"ওই পবিত্র ও মহান দরবার এমন কোন স্থান নহে, যেখানে কেবল আনুগত্যই খরিদ করা হয়। বরং বিনয়ী মানুষের বিনয় এবং দুর্বলদের দুর্বলতাও সেখানে ক্রয় করা হয় সদা সর্বদা।"

এই মাকাম সম্পর্কে বুযুর্গদের মন্তব্য—

اَلْفَضْلُ لِمَنْ فَضَّلَهُ اللهُ لاَ بِالْعَمَلِ وَلاَ بِالْجَوْهَرِ -

"অনুগ্রহ তাহাই যাহা মহান আল্লাহ কাহারো উপর করিয়া থাকেন। অনুগ্রহের সম্পর্ক কাহারো আমল কিংবা সৃষ্টিগত উপাদানের সহিত নহে" কারণ অনুগ্রহের সম্পর্ক যদি আমলের সহিতই হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী উম্মতের এই উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত। কারণ তাহাদের বয়স ছিল সাতশত, আটশত কিংবা এক হাজার বৎসর দীর্ঘ। সুতরাং তাহাদের আমল ও কল্যাণও স্বভাবতই বেশি হইত। অথচ এই উম্মতের সর্বোচ্চ গড় আয়ু হইল মাত্র ষাট কিংবা সত্তর বৎসর। সুতরাং অনিবার্য কারণেই তাহাদের কীর্তিকলাপ ও আমলও অল্প হইবে। এতদসত্ত্বেও এই উম্মতের অপরাপর সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব যদি সৃষ্টিগত উপাদানের উপর সীমাবদ্ধ হইত, তবে অভিশপ্ত শয়তানের হযরত আদম (আঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ হইত। কারণ শয়তানকে আলোকিত প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে অথচ হযরত আদম (আঃ)-কে

কালো মৃত্তিকা হইতে। তদুপরি হযরত আদম (আঃ)-এর অভিশপ্ত শয়তানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অতএব উপরিউক্ত আলোচনা হইতে এই কথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠত্ব কোন আমলের সহিত সম্পৃক্ত নহে, আর নহে কোন সৃষ্টিগত উপাদানের সহিত সম্বন্ধিত। অর্থাৎ আমল ও সৃষ্টিগত উপাদান কোনটাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির কার্যকারণ ও উপলক্ষ নহে। অতএব প্রমাণিত হইল, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাহার প্রতি অনুগ্রহ না করিবে।

ওহে ভ্রাতা! যখন তিনি মহান নিঃশর্ত অধিপতি; সুতরাং তাঁহার আধিপত্য ও তছরুফও নিঃশর্ত ও অবাধ হইবে। তিনি যদি কাহাকেও সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তবে কোন আমল ও কর্মতৎপরতা ছাড়াই উহা তাহার লাভ হইবে। তদ্রুপ কাহাকেও যদি সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কোনোরূপ পাপ-পঙ্কিলতা ছাড়াই উহা তাহার ভাগ্যে নিশ্চিত হইয়া যাইবে।

কবির ভাষায় বিষয়টা দারুণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

گہ آری خلیلے ز بتخانہ کنی آشنائی ز بیگا نہ

گہے زاں چناں گو ہر خانہ خیز چو بو طایے را کنی سنگ ریز

"তিনি কাহাকেও মন্দির হইতে খলীল সৃষ্টি করেন এবং পরকে আপন বানাইয়া নেন আবার কখনো হিরা ও মণিমুক্তা জন্মদাতা পরিবার হইতে আবু তালেবের ন্যায় কঙ্কর সৃষ্টি করিয়া প্রস্তরখণ্ডের সম্মুখে সাজদাবনত করিয়া দেন।"

ইহার বাস্তব প্রমাণ দেখুন! মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন সেই সময়, যখন তাঁহার হইতে কোন নেক আমল, ইবাদত বন্দেগী ও আরাধনা অস্তিত্বই লাভ করে নাই। বরং তাঁহার বরকতময় পবিত্র সত্তা প্রকাশিত হইবারও পূর্বের ঘটনা। অনুরূপ আবু যাহলকে সর্বনিম্নস্তরে তাহার হইতে কোনরূপ পাপাচার ও গুনাহ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। বরং তাহার জন্মের পূর্বেই হইয়াছিল।

এই বাস্তবতার সার সংক্ষেপ হইল—

هٰؤُلَاۤءِ فِى الْجَنَّةِ وَلَا اُبَالِىْ وَهٰؤُلَاۤءِ فِى النَّارِ وَلَا اُبَالِىْ -

"ইহারা জান্নাতে থাকুক তাহাতে আমার কোন ভ্রুক্ষেপ নাই; তাহারা দোযখে যাইবে তাহাও আমার বিবেচ্য নহে" তাঁহার কখনোই কাহারো ভয় নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। ভয় ও শংকা তাহার জন্য, যে অপরের রাজত্বে অনধিকার চর্চা করে। যখন স্বীয় রাজত্বে ও আপন আধিপত্যে তছরুফ হইবে তখন আর ভয় কিসের? গোটা বিশ্ব তাহার থেকে ভীত সন্ত্রস্ত। পক্ষান্তরে তাহার কাহারো

হইতে কোনরূপ ভয় নাই। যদি গোটা বিশ্বের মানুষ সততার স্রোতে সিদ্দিকে আকবর হইয়া যায়, তবে لَا يَزِيْدُ فِيْ مِلْكِهٖ شَيْءٌ "তাঁহার রাজত্বের মধ্যে সামান্যতম বৃদ্ধি হয় না।" তদ্রূপ সমগ্র বিশ্বের মানুষ যদি اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى "আমি তোমাদের বড় প্রভু" ফেরাউনের ন্যায় এইরূপ দাবী করে; তবুও لَا يَنْقُصُ مِنْ مِلْكِهٖ شَيْءٌ "তাহার সাম্রাজ্যে অণু পরিমাণ ঘাটতি হইবে না।"

آنچه درگا ہیست قفلش بے کلید آنچه در یائیت قعرش نا پدید

از بدیں در با در آئی یکد مے حیرت جا نسوز بینی عالمے

"ইহা হইল সেই দরবার যাহার তালার চাবি নাই এবং এমন অতল সমুদ্র যাহার তলদেশের সন্ধান কাহারো জানা নাই। তদুপরি এই সমুদ্রে যদি তুমি এক মুহূর্তের জন্য ডুব দাও, তবে এক চিত্তাকর্ষক বিস্ময়কর জগত প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত বাইশ মাকতুব

প্রবৃত্তির মূলোৎপাটন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نیست کن ہر چہ رہ در ائے بود تا دلت خانہ خدائے بود

در دوئی عقل راست پیچا پیچ چشم ایماں دوئی نہ بیند ہیچ

"তুমি স্বীয় বুদ্ধি, পরিকল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে বিলীন করিয়া দাও! তাহা হইলে তোমার অন্তর আল্লাহ তায়ালার গৃহ হইবে। দ্বৈততার জটিলতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব বুদ্ধি হইতেই সৃষ্টি হয়, ঈমানের চক্ষু কখনো দ্বৈততা দেখিতে পায় না।"

স্নেহের বৎস আবদুল মালিক! পত্রলেখকের সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবে। দুই-একবার স্নেহের বৎসের পত্র হস্তগত হইয়াছিল এবং উহার আদ্যোপান্ত পাঠোদ্ধার করিয়াছি। ওহে ভ্রাতা! এই চেষ্টা কখনোই করিও না যে, অধিক নামায কিভাবে আদায় করিব, অধিক রোযা কি করিয়া রাখিব। বরং সদাসর্বদা এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ যে, এই অবাধ্য প্রবৃত্তিকে—যে তোমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে উহাকে পথ হইতে কিভাবে অপসারিত করিবে। একজন প্রভু প্রেমিকের মূল কাজ তো এইটাই যে, যেইভাবেই হউক এই অবাধ্য প্রবৃত্তিকে পথ হইতে অপসারিত করিবে। আল্লাহ অন্বেষীদের হালতের প্রাবল্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা কখনো ফরযে আইন হইয়া থাকে। চাই উহা জুব্বা ও পাগড়ীর মাধ্যমে হউক অথবা ক্রুশফিতা পরিধানের মাধ্যমে হউক। আর চাই উহা মসজিদে অবস্থান করিয়া হউক কিংবা হউক তাহা মন্দিরে উপবেশন করিয়া।

কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

در بتکدہ گر خیال معشوقہ ماست رفتن بطواف کعبہ از عقل خطاست

گر کعبہ از وبوے ندارد کنش است یا بوے وصال او کنش کعبہ ماست

"যদি মন্দিরেই প্রেমাস্পদের সৌন্দর্যের সাক্ষাত মিলে তবে কাবা প্রদক্ষিণ করা যুক্তির বিবেচনায় ভুল। পক্ষান্তরে কাবার মধ্যে যদি প্রেমাস্পদের সুরভী পাওয়া না যায় তবে উহা নিশ্চিত মন্দির। সর্বোপরি কথা হইল প্রেমাস্পদের মিলন যদি গির্জার মধ্যে সাধিত হয় তবে উহাই আমাদের কাবা।"

এই প্রসঙ্গে যে একটি জনশ্রুতি রহিয়াছে 'বিশাল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীগণ পথে না চলিয়া নিজেদের পথ সোজা করিয়া থাকেন' তাহা এইজন্যেই বলিয়াছেন।

নিম্নোক্ত পংক্তিতে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

بر درخت بقاے دو جہانی از رہ کفـــر در مسلمانی

فقیر چیست از گمرہی رہ کردن است دز دو عالم دست یکو تہ کردن است

"উভয় জগতের অমর বৃক্ষের উপর অবস্থান কুফরীর পথ হইতে মুসলমানীর মধ্যে অনুপ্রবেশের মধ্যেই নিহিত। দারিদ্র্য ও অভাব কি? উহা হইল পথভ্রষ্টতার পথ হইতে দ্বীনের পথ অবলম্বন করা এবং উভয় জগত হইতে হাত গুটাইয়া নেওয়া।"

এইটাই সেই স্পর্শকাতর স্থান যেইখানে বস্তুপূজারী এবং বুদ্ধিমানরা কুফরীর ফতোয়া প্রদান করিয়াছে এবং উন্মাদনা ও পাগলামীর কলঙ্ক লেপন করিয়া যাইতেছে। যেমন মিসকিন আহমদ বিহারীকে বলা হইয়া থাকে। তাহারা যেইরূপ নিজ কর্মে সঠিক পথে রহিয়াছেন, মানুষ যখন তাহাদেরকে বুঝিতে পারিবে না তখন অবশ্য এই কথা বলিবে।

যেমন কবির ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে—

چگر چہ غافل بریں عمل خندد لیک عاقل جز ایں نہ پندد

"যদিও মূর্খ লোকেরা ইহার উপর উপহাস করে, কিন্তু বুদ্ধিমানেরাও তো ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই পছন্দ করে না।"

ওহে বৎস! মানুষ হইল গোটা বস্তুজগতের নির্যাস অর্থাৎ, নির্বাচিত অংশ ও সার। তাহার ব্যাপার কোন মামুলী ও সাধারণ বস্তু নহে। বরং উহার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য হইল—

نیست مردم نطفہ از آب و خاک ہست مردم سر وقد جان پاک

صد ہزاراں پر فرشتہ در وجود نطفہ را کے کند آخر سجود

"মানুষ নিরেট মাটি ও পানির নির্যাস শুক্র বিন্দুই নহে। মানুষ আপাদমস্তক একটি পবিত্র আত্মা। বস্তুজগত যাহা অগণিত ফেরেশতা সম্প্রদায় দ্বারা পরিপূর্ণ, তাহাদের সকল ফেরেশতারা পরিশেষে এক ফোঁটা পানিকে কিভাবে সাজদা করিতে পারে?"

সুবহানাল্লাহ! হে বৎস! পবিত্র ও নিষ্কলুষ ফেরেশতা দ্বারা ভর্তি একটি জগত লক্ষ প্রাণী কর্তৃক পদদলিত পঙ্কিল ও মিশ্রিত মৃত্তিকাকে সাজদা করিবে, এই মূল্যহীন মাটি আল্লাহর খলীফা হইবে, ইহা কি করিয়া হইতে পারে? هٰذَا سِرٌّ عَظِيْمٌ لَا يُعْذَرُ عَلٰى كَشْفِهٖ "ইহা এক বিশাল রহস্য, যাহাকে কেহ উদঘাটন করিতে পারে না।" তুমি যাহা সন্ধান করিতেছ, উহা নিজের মাঝেই সন্ধান করিবে।

কবির ভাষায় এই কথাটাই এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

آنچہ تو گم کردہ کژ کر دہ ای ہست اندر تو تو خود را پردہ ای

"তুমি যাহা হারাইয়াছ উহা তো তোমারই অপরাধ। তিনি তো তোমার মধ্যেই বিরাজমান, তুমি তো নিজেই নিজের পর্দা হইয়া আছ।"

জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন, মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছাইবার পথ না আকাশমণ্ডলে রহিয়াছে, আর না আছে পৃথিবীতে। প্রাচ্য ও প্রতিচিত্যেও নাই। এমনকি লাওহে কলম কিংবা আরশ ও কুরসীর মধ্যেও নাই। বরং তিনি রহিয়াছেন তোমারই মাঝে বিদ্যমান। ইহাই হইল স্পর্শকাতর জায়গা, যেইখানে সতর্ক থাকিতে হইবে এবং পরিপূর্ণ চিন্তা গবেষণা করিবে।

সেইক্ষেত্রে এই চরণগুলি শ্রবণ কর—

تا ملك كردند آدم را سجود عشق شاں يكذ ره آمد در وجود

ره بحق چوں جان آدم يا فتند تا ابد در خدمتش بشتا فتند

تا نيامد جان آدم آشـــكار ره ندا نستند سوئے كر دگار

ره پديد آمد چو آدم شد پديد زد كليد بر دو عالم شد پديد

"ফেরেশতারা তখন আদম (আঃ)-কে সাজদা করিয়াছে, যখন উহার একটি অণু অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছাইবার পথের সন্ধান যখন হযরত আদম (আঃ)-এর আত্মা লাভ করিল, তখন স্থায়ীভাবে উহার সেবা করিবার জন্য দৌড় দিয়াছে। যখন পর্যন্ত হযরত আদম (আ)-এর প্রাণ আত্মপ্রকাশ করে নাই; ততক্ষণে কেহ মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিবার পথের সন্ধান পায় নাই। অতঃপর যখন হযরত আদম (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছেন তখন হইতেই উভয় জগতের তালার চাবি হস্তগত হইয়াছে।"

ফেরেশতারা এই পবিত্রতা ও মহত্ত্বের সহিত بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ "বরং তাহারা আমার সম্মানিত বান্দা" এই বিরল সম্মাননার অধিকারী হইয়াছেন; কিন্তু يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ "তিনি তাহাদেরকে ভালবাসেন এবং তাহারাও তাঁহাকে ভালোবাসেন" এই সম্বোধন ও সম্মাননার উপযুক্ত কেবল এই পানি ও মাটির পুতুল। সুতরাং জানিয়া রাখ, যাহা কিছু সংরক্ষণ করে উহা এই পানি ও মাটি সংরক্ষণ করিয়াছে।

خاك را چوں كار با پاك و فتاد پيش آدم عرش در خاك و فتاد

"এই মৃত্তিকার পুতুল যখন এই পবিত্র আত্মার সহিত তৎপর হইয়াছে, তখন হযরত আদম (আঃ)-এর সম্মুখে মহান আরশ অবনমিত হইয়া গিয়াছে।"

اِنَّ اللهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে স্বীয় অবয়বে সৃষ্টি করিয়াছেন।" ইমাম গাযযালী (রহঃ) ফরমাইয়াছেন اَىْ عَلٰى صِفَتِهٖ "অর্থাৎ স্বীয় গুণের উপর" ইহা সেই মাকাম সম্পৃক্ত কথা যাহারা বলিয়া থাকেন মানুষের হাকীকত প্রভুত্বের রহস্য ভাণ্ডারের প্রকাশস্থল।

এই প্রসঙ্গেই কবি বলিয়াছেন—

نیست بالائے تو مخلوقے دگر   نیست بیر دن تو معشوقے دگر

چوں بیر دنی نور عقل و معرفت   ن تو در شرح آئی ونے در صفت

ہر چہ در توحید مطلق آمد است   ریہمہ در تو محقق آمد است

"তোমা হইতে উর্ধ্বে আর কোন সৃষ্টি নাই। তোমা হইতে বাহিরে আর কোন প্রেমাস্পদ নাই। যেহেতু তুমি যুক্তি ও জ্ঞানের অতীত সেইকারণে না তোমার ব্যাখ্যা করা যায়, আর না তোমার সিফত বর্ণনা করা যায়। অবাধ ও নিঃশর্ত তাওহীদের মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে উহা সবই তোমার মাঝে সুদৃঢ়ভাবে বিরাজমান।"

ইহার চাইতে অধিক লেখিবার অনুমতি নাই। আত্ম-সম্ভ্রমবোধের কোতয়াল তথা প্রহরী শাসনের ফাঁসি কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। যেমন বর্ণিত হইয়াছে—

مَنْ صَرَّحَ بِالتَّوْحِيْدِ فَقَتْلُهٗ اَوْلٰى مِنْ اِحْيَاءِ غَيْرِهٖ

"যিনি তাওহীদ তথা একত্ববাদ প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছে, অন্যদের জীবিত রাখা অপেক্ষা তাহাকে হত্যা করা শ্রেয়।" কবির ভাষায় সেই কথাটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে—

ز نہار مگوی تو برسر جمع   گر عاشق صادقی تو اسرار

دیدی کہ بکر عشق رمزے   حلاج بگفت در فت بردار

"সাবধান! তুমি সত্যিকারের প্রেমিক হইয়া থাক, তবে জনসাধারণের সম্মুখে গোপন রহস্যের কথা ব্যক্ত করিও না। তুমি দেখ নাই মানসুর হাল্লাজ উন্মাদ অবস্থায় প্রেমের একটি রহস্য ফাঁস করিয়া শুলিবিদ্ধ হইয়াছে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত তেইশ মাকতুব

আক্ষেপ ও অনুতাপ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমার প্রিয় ভ্রাতা সোলায়মান! মহান আল্লাহ আপনাকে উভয় জগতে সম্মানিত করুন। পত্র লেখক শরফ মুনীরীর দোয়া ও সালাম গ্রহণ করুন।

আমার সম্মানিত ভ্রাতার জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে, আপনার কাঙ্ক্ষিত পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে। আদ্যোপান্ত পাঠান্তে সার্বিক খবরাখবর সম্পর্কে অবহিত হইয়াছি। ইহা লেখিতে বেশ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন।

ওহে ভ্রাতা! আমরা সপ্তম হিজরী শতাব্দির অধিবাসী। অদ্য গোটা বিশ্বের মধ্যে ঈমান বড় অপরিচিত ও দুর্বল অবস্থায় বিদ্যমান। আর মুমিন তথা ঈমানদারগণ হইলেন লাল দিয়াশলাই-এর ন্যায়। আপনি শ্রবণ করিয়াছেন,

بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا

"শুরুতে ইসলাম অপরিচিত ও দুর্বল ছিল এবং শেষেও ঠিক তদ্রূপ অপরিচিত ও দুর্বল হইয়া যাইবে।" আমাদের যুগ ও সময় সেইটাই। কি আর করা যাইবে। বিপদের স্তূপ আমাদের মাথার উপর নিক্ষেপ করা উচিত এবং সর্বদা নিজেদের দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার মধ্যে থাকা উচিত।

با حیات تو دین بردں نیاید   شب مرگ تو روز دیں زاید

آں ہوائے کہ پیش ازیں باشد   رسم و عادت بود نہ دیں باشد

"যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি জীবিত আছ অর্থাৎ তোমার এইরূপ জীবনাচারের সহিত দ্বীন সৃষ্টি হইতে পারে না। যেই রাত্রে তোমার মৃত্যু আসিবে, দ্বীনের আলোকিত দিবস তখনই আত্মপ্রকাশ করিবে। অতএব সেইসব বাহ্যিক ইবাদতের বাসনাসমূহ যাহা উহার পূর্বে ছিল উহা প্রথা ও অভ্যাস দ্বীন ছিল না।"

অন্যদের কাজের ব্যাপারে আজ কি প্রশ্ন কর? সেইসব কাজ হইল বীর পুরুষদের; নপুংশক তথা হিজরাদের নহে। এই অমূল্য অসম্পদ আমাদের ন্যায় হতভাগাদের কখন প্রদান করিয়াছে। বর্তমানে যাহারা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ও আধ্যাত্ম সাধক তাহারাই এই কথা বলেন—

نمی دانم کرا مانم بدیں سیرت گرفتارم

نہ من ہندو نہ من مسلم نہ من مرتد نہ بدکارم

"আমি নিজেই জ্ঞাত নহি যে, আমি কে, আমার চরিত্র তো এই যে, আমি বান্দা নহি, নহি আমি মুসলমান। আমি মুরতাদ নহি, আর নহি আমি পাপাচারী।"

ওহে ভ্রাতা! তাহা হইলে ইহার পর আমাদের কি বলা উচিত।

آں را کہ منو در وئے خویشش نے حال بود نہ قال باشد

حیراں شود و بخود نہ ماند کے دم ز ونش محال باشد

"যাহাকে স্বীয় প্রোজ্জল মুখের সৌন্দর্য প্রদর্শন করাইয়া দিবে, তাহার না থাকিবে কোন হালত আর না থাকিবে কোন মন্তব্য। সে তো বিস্ময়ের মাঝে হারাইয়া যাইবে। ফলে সে তো আর নিজের মধ্যে থাকে না। কিছু বলিবার সুযোগ আর তাহার কোথায় থাকে?"

ওহে ভ্রাতা! যেই দলটি এইজাতীয় কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত, তাহার সদস্যরা আমার মধ্য হইতে বিদায় নিয়াছে। এখন কেবল মাত্র মূর্খ লোকেরা রহিয়া গিয়াছে। যাহারা শুধুমাত্র স্বার্থ পূজারী ও আত্মপূজায় মগ্ন। তাহারা নিজেদের সেই মহান আল্লাহ প্রেমিকদের বাহ্যিক রূপ ও প্রকাশ্য বেশ-ভুষায় ও পোশাক-আশাকে নিজেদের সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে এবং মহান আল্লাহর মারেফতের দাবী করিতেছে। যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকাও, তবে তাহাদের নিজেদের কুফরের কাফ সম্পর্কেও তাহাদের খবর নাই। ঈমান কাহাকে বলে ইহারা তাহা কিভাবে জানিবে। কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

جہاں پر ز بیماراں طبیباں از میاں رفتہ

"গোটা পৃথিবী অধুনা রোগীতে ভরিয়া গিয়াছে, অথচ চিকিৎসকগণ দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছে।" এই অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে জনৈক কবি বলিয়াছেন—

صحبت نیکاں ز جہاں دور گشت خوان عسل خانہ ز نبور گشت

"ভালো মানুষদের সাহচর্য পৃথিবী হইতে সুদূর পরাহত হইয়াছে। মধুর দস্তরখান ভিমরুলের বাসায় রূপান্তরিত হইয়াছে।"

তদানিন্তনকালে খাজা হাসান বসরীকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, হুযুর! মহানবী (সাঃ)-এর সাথীগণ কিরূপ ছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তাহারা এমন মানুষ ছিলেন যদি তোমরা তাহাদেরকে দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে এই মন্তব্য করিয়া বসিতে যে, ইহারা তো সকলেই পাগল। পক্ষান্তরে যদি তাঁহারা তোমাদেরকে দেখিত, তবে এইকথা বলিতেন যে, ইহারা তো সকলেই শয়তান। ইহা হইল ঠিক সেই সময়ের কথা যখন হাসান বসরী (রহ)-এর আমল ছিল এবং যাহারা সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের সহিত ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাহা হইলে বর্তমান যুগের মানুষ সম্পর্কে কি মন্তব্য করিত এবং কি প্রশ্ন করিবে? খসরুর বিদেহী আত্মায় আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করুন! কারণ তিনি নিম্নোক্ত চরণটি বলিয়াছেন—

خلق گویندم بر وز نار بندائے بت پر ست

در تن خسرو کدامی رگ کہ آں زنار نیست

"মানুষেরা বলে যে তুমি পূজারী। যাও ক্রুশ ফিতা পরিধান করিয়া লও। বস্তুত শরীরে এমন কোন উপশিরা আছে কী যাহা ক্রুশ ফিতার বহির্ভূত।"

ওহে যাহারা যাহারা মাথা ও দাড়ির কেশ মুণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছে এবং মসজিদ ও মন্দিরে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে, তারা এই দলেরই।

এই সম্প্রদায়েরই জনৈক কবি বলিয়াছেন—

هم از رحمت خدای دو جهانی   از ره کفر در مسلمانی

"উভয় জগতের অমর বৃক্ষ যাহারা রাজা বানাইতে পারে নাই, তাহারা এই কুফরীর পথ হইতে মুসলমানির মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।"

فقر چیست از گمرهی ره گردان است   در دو عالم دست کوته کردن است

"দারিদ্র্য ও ফকীরী কি পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করিবার মাধ্যমে পথের সংস্কার বা অর্থাৎ, সঠিক পথ তৈরি করা এবং উভয় জগত হইতে হাত গুটাইয়া লওয়া।"

এই কবিতার মর্মার্থ এইটিই। যেহেতু ইহারা চতুষ্পদ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টি যখন কুফর ও ঈমানের হাকীকতের উপর নিপতিত হইল তখন দেখিতে পাইল সবই হইল কল্পনা [illegible] ধারণা, আদর্শ, ক্রুশ ফিতা এবং [illegible] নারী ও স্লোগান। ইহার নাম ইসলাম নহে। কারণ মুসলমানী হইল কিছু জিনিস, মুসলমান হইল এক কিছু প্রকৃতির শান্তি ও ঈমান, যেমন এই অর্থে [illegible] শরীয়তের বিরোধী [illegible] নিম্নপ্রকারে বলিয়াছেন—

(১) بست گشته همه بحرف بست   ظلم بی سازی اندر دست

(২) معتکف در سرای دار بسه   بی نیاز از پی نیاز بسه

(৩) چشم شان تا ولایت آدم   اسم شان تا نهایت عالم

(৪) ما قبضتناه اجتهاد بسه   ما قرکتناه اعتقاد بسه

(৫) خورده یکجا ده بر رخ ساقی   هر چه بالیست کرده در باقی

(৬) چنگ در حضرت خدای زده   هر چه آن نیست پشت پای زده

"সেই [illegible] অধিবাসীর মধ্যে সবকিছুই বিলীন ও অস্তিত্বহীন হইয়া গিয়াছে। সকল দিক হইতে অমুখাপেক্ষী হইবার জন্য হাত ধারণ করিয়া আছে। সেই মহান দরবারে অবস্থানকারী [illegible]। সেই পবিত্র দরবারে মুখাপেক্ষীতার কারণে সকল হইতে অমুখাপেক্ষী হইয়াছে। তাহাদের দৃষ্টি হযরত আদম (আঃ)-এর বেলায়েত পর্যন্ত। তাহাদের নাম জগতের সমাপ্তি পর্যন্ত। [illegible] বিশ্বাস ছিল এই যে, আমাদের [illegible] ইজতিহাদ করা [illegible] এবং [illegible] বিশ্বাস ছিল [illegible] সম্ভব হইবে না। [illegible]

দর্শনের শরবত পান করিয়াছে এবং তিনি ছাড়া যাহা কিছু ছিল সব পরিত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে কেবল মহান আল্লাহকে গ্রহণ করিয়াছে, এতদভিন্ন অন্য সবকিছু পদদলিত করিয়াছে।"

সেই আত্ম নিবেদিত প্রেমিক আইনুল কুযাত (রহঃ) ফরমাইয়াছেন, বীর পুরুষদের যাবতীয় উৎকণ্ঠা ও দ্বিধা কেবল এই ব্যাপারে যে, ঈমান আছে নাকি নাই। অথচ তোমরা এই ব্যাপারে আত্ম প্রবঞ্চিত ও গর্ববোধ কর যে, আমরা ঈমানদার। তুমি যদি ঈমানের সৌন্দর্য মাধুরী প্রত্যক্ষ করিতে চাহ, তবে একজন খাঁটি ঈমানদার সন্ধান কর। যে অবাধ্য প্রবৃত্তির কুফরীর ফিতা তোমার স্কন্ধ হইতে কর্তন করিতে সক্ষম। কেবল তখনই তুমি ঈমানের সৌন্দর্য মাধুরী প্রত্যক্ষ করিতে এবং বিশ্বব্যাপি এই শ্লোগান দিতে পারিবে—

آں کس کہ ترا ندیدا و ہیچ ندید　　وآں کس کہ ترا نہ یافت او ہیچ نہ یافت

"যে আপনাকে দর্শন করিতে পারে নাই, সে তো কিছুই দেখে নাই। অনুরূপ যে আপনার সাক্ষাত পায় নাই সে কিছুই পায় নাই।"

বাস্তব অবস্থা যেহেতু এইরূপ, সেই কারণেই নিষ্ক্রীয় বসিয়া থাকা ও হতাশ হওয়া পূর্বশর্ত নহে।

اندریں رہ اگر تو آں نہ کنی　　دست و پائے بزن ز یان نہ کنی

"যদি তুমি এই পথের বীর পুরুষদের ন্যায় কাজ করিতে না পার, অন্ততঃ হাত পা তো নাড়াচাড়া করিতে পার; একেবারে অথর্বের ন্যায় বসিয়া থাকিও না।"

যদি এই পথের বীর পুরুষদের ঈমান অর্জন করিতে নাও পার, তবুও অন্তত বৃদ্ধা নারী ও নপুংশকদের ন্যায় ঈমান তো হইবে। কি আর করিবার আছে যদি অমূল্য সম্পদ সূর্য অস্তমিত হইয়া যায় অন্তত প্রদীন তো আছে। অন্যথায় আমাদের এবং ফেরাউন, নমরুদ, ইহুদী ও অগ্নি পূজারীদের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কী? হে সাহায্যপ্রার্থীদের ত্রাণকর্তা! আমাদেরকে উদ্ধার কর।

دل گم گشتہ را انا بت جوای　　مردم دیدہ گشت مردم شوئی

دل گم گشتہ را رہے بنمائی　　مردم دیدہ را درے بکشائی

یا قبول توا ہے ز علت پاک　　چہ بود خوب و زشت مشتے خاک

کہ نداند ز کار سازئی تو　　کہ نہ ترسد زبے نیازئی تو

"আমার হৃদয়কে তাওবার অনুসন্ধিৎসু বানাইয়া দিন! নয়নের মণিসমূহ পাথরসম কঠিন হইয়া গিয়াছে, উহাকে অনুতাপ ও আক্ষেপের অশ্রু দ্বারা ধৌত করিয়া কার্যসিদ্ধি করিয়া দিন! উদ্ভ্রান্ত অন্তরকে পথের সন্ধান ও দীক্ষা দিন। নয়নের মণিসমূহের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দিন।"

ওহে মহান সত্তা! আপনার সকল কর্মকাণ্ড তো যাবতীয় কার্যকারণ হইতে পূত-পবিত্র। আপনার গ্রহণযোগ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই মাটির পিঞ্জিরা অর্থাৎ, মানুষের নেকি ও পাপাচারের কোনই দখল নাই। এমন কে আছে যে আপনার সুনিপুণ কর্মকৌশল সম্পর্কে অবহিত নহে, কে আছে যে আপনার অমুখাপেক্ষীতা হইতে সন্ত্রস্ত নহে?

সারসংক্ষেপ কথা হইল, আমাদের গল্পটাই হইল অতি দীর্ঘ, যাহা লেখিয়া শেষ করা যায় না।

যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

شب رفت حديث ما بپايان نه رسيد شب را چه گنه حديث مابود دراز

"রাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার গল্প শেষ হয় নাই। এখানে রাত্রের কি অপরাধ, বরং আমার কাহিনীটাই ছিল বেশ দীর্ঘ।"

যখন প্রিয় ভ্রাতা পত্র লেখিয়াছেন, অবশ্য ইহা লেখিতে বেশ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; সেই কারণে উত্তর দেওয়া একান্ত দরকার ছিল। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কয়েকটি লাইন ওযরখাহীর সহিত লেখিলাম—

পরিশেষে আপনার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত চব্বিশ মাকতুব

অজ্ঞাত বিপদের মুখোমুখী হওয়ার ভয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে বৎস! মহানবী (সাঃ)-এর স্থিরতা ও প্রশান্তি ছিল না। পরীক্ষা ও বিপদাপদের আশংকায় তিনি বলিতেন,

وَمَا أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ

"আমি জ্ঞাত নহি আমাকে কোন বিষয়ে পরীক্ষা করা হইবে এবং তোমাদের কোন বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে।" বান্দা যদি মহান আল্লাহর পরীক্ষা ও বিপদাপদ হইতে সন্ত্রস্ত না থাকিবে, তবে সে কি করিবে। প্রতি মুহূর্তে ইহা সম্ভব যে, চোখের পলকে কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন করিবে এবং সেই পরীক্ষার পর মানুষের নিষ্কৃতি ও পরিত্রাণ কিংবা প্রশান্তি লাভ হইবে কিনা। যে যতটা অধিক শক্তির অধিকারী তাহার পরীক্ষাও সেই পরিমাণ কঠিন ও জটিল হইয়া থাকে। ইহা কি আপনি লক্ষ্য করেন নাই যে, হযরত মূসা (আঃ)-কে জন্মের পরই একবারে প্রত্যুষে তাঁহার মমতাময়ী মায়ের কোল হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, এবং মাগরিবের নামাযের মধ্যে পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার মায়ের সহিত মিলিত করিয়াছেন। কারণ তাঁহার মাতা ছিলেন একজন দুর্বল চিত্তের নারী। অনুরূপ হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁহার সম্মানিত পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। অতঃপর চল্লিশ মতান্তরে আশি বৎসর পর পিতা-পুত্রের সাক্ষাত করাইয়াছেন। কারণ ইহারা উভয়ে সবল আত্মার অধিকারী ছিলেন।

আবার পরীক্ষার পদ্ধতি দুই প্রকারের হইতে পারে; হয়ত নেয়ামতে দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে যেমন হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে নেয়ামতের দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। অথবা কষ্ট ও বিপদাপদে নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করা হইবে। যেমন হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে পরীক্ষা করা হইয়াছে। অতএব যখন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্য ও নেয়ামতের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়, তখন কৃতজ্ঞতা ও শুকর গুজারী কাম্য হইয়া থাকে। আবার যখন দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের দ্বারা পরীক্ষা করেন তখন ধৈর্য কাম্য হইয়া থাকে। এই উভয় প্রকারের পরীক্ষা মানবজাতির অস্তিত্বের মাঝে প্রবিষ্ট রহিয়াছে এবং উভয়ের মাঝেই প্রবলভাবে এই আশংকা বিদ্যমান যে, সবর ও শোকর-এর শক্তি লাভ হইবে কিনা। যদি তাওফীক হয়, তবে পরিত্রাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত। পক্ষান্তরে যদি সবর ও শোকরের তাওফীক না হয় তবে নিশ্চিত ধ্বংস। গোটা দ্বীনই এই উভয় প্রকারের দিকে প্রত্যাবর্তিত, হয়ত শোকরের দিকে কিংবা সবর-এর দিকে। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটা বিবৃত হইয়াছে,

اَلْاِيْمَانُ نِصْفَانِ نِصْفُهٗ شُكْرٌ وَنِصْفُهٗ صَبْرٌ

"ঈমানের দুইটি অংশ রহিয়াছে। এক অংশ সবর তথা ধৈর্য আর অপর অংশ হইল শোকর তথা কৃতজ্ঞতা।" মৃত্যু অবধি বিপদাপদ ও পরীক্ষা অব্যাহত থাকিবে। সুতরাং বান্দার কর্তব্য হইল, সার্বক্ষণিক মহান আল্লাহর নিকট বিনতি করিবে এবং মুখাপেক্ষী থাকিবে এবং সর্বদা এই আশংকায় থাকিবে যে, কোথাও পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হইয়া যাই নাকি এবং সবর ও শোকরের তাওফীক হইবে না ফলে ধ্বংস হইয়া যাইব। আর যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে আশা করা যায় যে, এই বিনতি, এই ক্রন্দন এবং ভীতি ও শংকা বান্দার মুক্তি ও পরিত্রাণের কারণ হইয়া যাইবে। আর যদি পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হইয়াও যায়, তবে সবর ও শোকরের তাওফীক লাভ হইবে।

ওহে ভাই! ইহা হইল সেই অবস্থা যেখানে দুজাহানের সরদার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) [illegible] দুইটি বাক্যে পরিতাপ করত বলিয়াছেন—

لَيْتَ رَبَّ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْلُقْ مُحَمَّدًا

"হায়! যদি মুহাম্মদ-এর রব মুহাম্মদকে সৃষ্টি না করিত" এবং যাহার এই মহান মর্যাদার অধিকারী

لَوْ وُزِنَ إِيْمَانُ أَبِيْ بَكْرٍ مَعَ إِيْمَانِ أُمَّتِيْ لَرَجَحَ

"যদি আবু বকর-এর ঈমান আমার গোটা উম্মতের ঈমানের সহিত পরিমাপ করা হয়, তবে আবু বকর-এর ঈমানের পাল্লাই ভারি হইবে।" তিনি বলিয়াছেন, হায় যদি আমি বৃক্ষের পাতা-পল্লব হইতাম, যাহা ভেড়া ও বকরী ভক্ষণ করিত। এবং সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাহার সম্মান ও মর্যাদা ছিল এই যে, أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا "আমি জ্ঞানের নগরী এবং আলী হইল উহার দরজা।" তিনি বলিয়াছেন, হায়! আমি যদি মায়ের পেটের রক্তপিণ্ড থাকিতাম। তাহা হইলে অন্যদের জন্য একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদে থাকিবার সুযোগ ও উপায় কোথায়? মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন; তাহার কাজের [illegible] নাই।

صد هزاران سال طاعت گر کنی   طوق لعنت می کند در گردنی

بی نیازیش را چه کفر و چه دین   بی ز بانیش را چه شک چه یقین

گرگ یوسف نی بست خرد و بزرگ   ور نه زلی او بکشت یوسف و گرگ

[illegible]

কিসের সংশয় আর কিসেরই বা বিশ্বাস? ইউসুফ (আঃ) এবং ইউসুফ (আঃ)-কে ভক্ষণকারী ব্যাঘ্র তোমার অনুমান অনুযায়ী ছোট কিংবা বড়। অন্যথায় তাঁহার নিকট ব্যাঘ্র ও ইউসুফ উভয়ে এক সমান।"

এই কারণেই জনৈক আরেফ মৃত্যু দুয়ারে ছিলেন। উপস্থিত লোকেরা তাহাকে প্রশ্ন করিল, আপনার কোন অন্তিম ইচ্ছা আছে কী? তাহা হইলে আমাদেরকে বলুন! আমরা আপনার জন্য উহা উপস্থিত করিব। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ আছে, এমন অস্তিত্বহীনতা যাহার পরে আর কোন অস্তিত্ব নাই।

اے کاش ، نبودی نے عراقی کز تست ہمہ فساد باقی

"হে ইরাকী! যদি তোমার অস্তিত্বই না হইত, এইসব অনিষ্ট তোমার অস্তিত্বের কারণেই হইয়াছে।"

জনৈক দরবেশ রোগাগ্রস্ত হইয়া পড়িলে তাহার জনৈক প্রিয়ভাজন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কেমন আছেন, আপনার কষ্ট হইতেছে কী? এতদুত্তরে তিনি বলিলেন اَلْوَجُوْدُ তথা স্বীয় অস্তিত্বের কষ্ট। জনৈক মনীষী বলিয়াছেন, 'আলমে আদম' তথা অস্তিত্বহীন জগতের শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিবরণ যথাসম্ভব প্রদান করিতে থাক। তদুপরি উহার একশত অংশের অংশও বর্ণনা করিতে পারিবে না। অনুরূপ 'আলমে অজুদ' তথা অস্তিত্ব জগতের দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা সম্পর্কে যত বেশিই বর্ণনা কর না কেন, তদুপরি উহার একশত ভাগের এক ভাগও বর্ণনা করিতে সক্ষম হইবে না।

کاش کہ ہرگز نہ زادی ما درم تا نہ کردی کشتہ نفس کافرم

"আহ যদি আমি সৃষ্টিই না হইতাম, তাহা হইলে এই অবাধ্য প্রবৃত্তির হাতে নিহত হইতাম না।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত পঁচিশ মাকতুব

অভাব ও অভীদের ফযীলত এবং সম্পদ ও সম্পদশালীদের নিন্দা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দারিদ্র্যতা ও অভাবই হইল পরিপূর্ণ শান্তি উহার মাঝেই জগতের সমূহ বিপদাপদ হইতে পরিত্রাণ নিহিত। তবে হ্যাঁ, অভাবী ও ফকীরের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কষ্ট এই যে, অভাবীর উপর ক্ষুধার যন্ত্রণাও আপতিত হইবে। অভাবীর ক্ষুধার রাত্রটি তাহার মেরাজ তুল্য। যেমন সাধক মনীষীগণ বলিয়াছেন,

مِعْرَاجُ الْفَقِيْرُ فِىْ لَيْلَةِ الْفَاقَةِ

"অভাবীর মেরাজ হইল তাহার অভুক্ত অবস্থায় কাটানো রাত্রটি।" অভাবীর মেরাজের অর্থ হইল তাহার উপর ক্ষুধার যন্ত্রণাও অতিবাহিত হইবে। সুতরাং দরবেশি অর্থাৎ, দারিদ্র্যতা ও অভাব হইতে বড় ও শ্রেষ্ঠ কোন নেয়ামত নাই।

گر چه چندانی سلیمان کار داشت　　کز زیں تا عرش گیر و دار داشت

مسکینت را قدر چوں بشناخت او　　قوت از زنبیل بافی ساخت او

"হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এই পরিমাণ ব্যস্ততা ছিল যে, ভূ-পৃষ্ঠ হইতে আকাশমণ্ডল পর্যন্ত তাঁহার শাসন কার্যকর ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি যখন দারিদ্র্যতা ও অভাবের মহিমা ও মূল্য অনুধাবন করিলেন, তখন হইতেই তিনি নিজ হাতে থলে সেলাই করাকে নিজের জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।" ওহে ভ্রাতা! দারিদ্র্যতা ও অভাব হইল মহান আল্লাহর রহস্যভাণ্ডারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রহস্য। মুলক ও মালাকুত তথা প্রকাশ্য ও প্রকাশ্য জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, উহা সবই মেরাজ রজনীতে রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু মহানবী (সাঃ) উহার প্রতি একটিবারের জন্যও ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। উপরন্তু তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, اَلْفِقْرُ فَخْرِىْ "দারিদ্র্যতাই আমার অহংকার।" হযরত আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাসম্প্রদায় কর্তৃক সাজদা করানো হইয়াছে। আটটি বেহেশতে তাঁহার আধিপত্য অর্থাৎ তাঁহার কর্তৃত্বাধীন করা হইয়াছে। তদুপরি তাঁহার দৃষ্টি যখন দারিদ্র্যতা ও অভাবের গোপন রহস্যের উপর পতিত হইল, তখন তিনি আটটি বেহেশতকে একটি যবের বিনিময়ে বিক্রি করিয়া দারিদ্র্যতা ও অভাবের পরিচ্ছদ দেহে পরিধান করিয়া নিলেন।

جان آدم چوں بستر فقر سوخت　　ہشت جنت را بیک گندم فروخت

"হযরত আদম (আঃ)-এর আত্মা যখন অভাবের অন্তর্নিহিত হাকীকত ও তাহার

গুপ্তরহস্য দ্বারা উদ্ভাসিত হইল, তখন আটটি বেহেশতকে তিনি একটি যবের বিনিময়ে বিক্রি করিয়া দিলেন।"

ফেরাউন ও নমরূদকে যাহা কিছু প্রদান করা হইয়াছিল, আজ যদিও উহা তোমাদেরকে দান করা হয় নাই। কারণ উহার মধ্যে এক হাকীকী রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। আপনি কী লক্ষ্য করেন নাই যে, অলিকুল শিরোমণি, সকল নবী-রাসূল (আঃ) সম্রাট মহানবী (সাঃ) মিরাজ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, অথচ তাঁহার ঘরে তখন একদিনের খাদ্যও মজুদ ছিল না। জনৈক ইহুদী হইতে এক সা (প্রায় সোয়া দুই কেজি) যব ধার চাইতে গেলে, ইহুদী তাঁহাকে তিরস্কারচ্ছলে বলে, আপনার না আছে কোন বাগান, আর না আছে ফসলী জমি, আপনি এই ঋণ শোধ করিবেন কিভাবে? হ্যাঁ এইটা হইতে পারে যে, আপনার লৌহ বর্মটি বন্ধক রাখিবেন। তৎপর সে এক সা যব.ধার দিয়াছে।

কবির ভাষায় বিষয়টা এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

ہر دو عالم دیدہ آن شب ارزنی   تا نبودش روز آن جو یک منی

لا جرم چوں ایں و آں یکسانش بود   ہر دو عالم ز بریک فرمانش بود

"মহানবী (সাঃ) যখন মেরাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন জনৈক ইহুদীর নিকট গিয়া এক সা যব ধার চাহিলেন। খাবারের জন্য মহানবী (সাঃ) তাহার কাছে যব চাহিয়াছিলেন। ইহুদী বলিল, তোমার লৌহ বর্মটি বন্ধক রাখিলে তবেই আমি উহা প্রদান করিব। ইহা ছিল সেই পবিত্র রজনীর পরের দিনের ঘটনা, যে রজনীতে রাসূলে কারীম (সাঃ) উভয় জগতকে এক কানাকড়ি পরিমাণও মূল্যায়ণ করেন নাই। অথচ দিনের বেলায় এক সা যবও তাঁহার খাদ্য হিসাবে ঘরে ছিল না। যখন এই এবং সেই অবস্থা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্য এক সমান, তখন অনিবার্যভাবে উভয় জগত তাঁহার শাসনাধীন ও কর্তৃত্বাধীন হইবে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ছাব্বিশ মাকতুব

নভোমণ্ডল, ঊর্ধ্বজগত এবং সমগ্র বস্তুজগতের উপর মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইমাম মুজাফফর! সালাম ও দোয়া জানিবে। অতঃপর প্রকাশ থাকে যে,

(১) سالك راحت طلب ريحان راه   پیش روح آمد بصد دل روح خواه

(২) گفت اے عکسی ز خورشید جلال   پر تو از آفتاب لا یزال

(৩) ہر چه در توحید مطلق آمدست   آ نہمه در تو محقق آمدست

(৪) چوں بر ونی تو ز عقل و معرفت   نه تو درشرح آئی و نه در صفت

(৫) نیست بالائے تو مخلوقے دگر   نیست بیر دن تو معشوقے دگر

"ওহে পথের সুরভী দ্বারা বিমোহিত সাধক! তুমি আত্মার আনন্দ ও সুরভী উপভোগ করিয়াছ, সুতরাং হৃদয়ের গভীরতা দিয়া আত্মার সন্ধান কর। তদুত্তরে সে বলিল, ওহে সূর্য! মহিয়ানের প্রতিবিম্ব তো অম্লান সূর্যের কিরণ। নিঃশর্ত তাওহীদের মাঝে যাহা কিছু বিদ্যমান, উহা সবই তোমার মধ্যে বাস্তবায়িত। যেহেতু তুমি জ্ঞান ও মারেফত হইতে উর্ধ্বে। সে কারণে না তোমার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা যায়, আর না প্রদান করা যায় তোমার যথার্থ বিবরণ, তোমা উর্ধ্বে কোন সৃষ্টি নাই। নাহি তুমি বিনা কোন প্রেমাস্পদ।"

খাজা ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রহ)-এর উপরিউক্ত চরণগুলির মাঝে একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন। এবং তাহার ইশারা, ইঙ্গিত ও অন্তর্নিহিত অর্থ নীতিমালা অনুযায়ী অনুধাবন করুন। যাহার সন্ধান করিতেছেন, তাহাকে নিজের মাঝে সন্ধান করুন। যেহেতু কুরআন মাজীদ ইহার উপর সাক্ষী এবং শ্রবণ করুন! وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ "তিনি তোমাদের মাঝে বিরাজমান তোমরা কী উহা লক্ষ্য কর নাই" এই প্রসঙ্গে একটি কথা বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালার পথ না আকাশমণ্ডলে আছে, আর না আছে পৃথিবীতে, না প্রাচ্যে আর না প্রতিচ্যে। বরং তিনি তো স্বয়ং তোমার মাঝেই বিদ্যমান। তিনি এইখানেই আছেন এবং ইহাই হইল সেই মাকাম যেইখানে সচেতন থাকা নেহায়েত জরুরি।

কবি কত সুন্দরভাবে বিষয়টা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

آدم ع اول سوئے ہر ذرہ شتافت   تا بخود راہے نه رفت او رہ نه یافت

"হযরত আদম (আঃ) শুরুতে প্রতিটি অণু পরমাণুর পিছনে অনুসন্ধান ও তালাশ

করিয়াছে, যতক্ষণে তাঁহার নিজের পরিচয় লাভ হয় নাই, তাঁহার মারেফত লাভ করিতে পারে নাই।"

সুবহানাল্লাহ! পবিত্র ও পুণ্যাত্মা ফেরেশতা সম্প্রদায় কর্তৃক পরিপূর্ণ একটি জগতকে এই কর্দমা ও মৃত্তিকা মিশ্রিত পুতুলকে সাজদা কিভাবে করাইতে পারে? এই কদর্য ও মূল্যহীন মাটির পুতুল খলীফা কিভাবে হইতে পারে এবং আটটি বেহেশতের জায়গীরে উপযুক্ত কি করিয়া হইতে পারে? هٰذَا سِرٌّ عَظِيْمٌ "ইহা এক মহা রহস্য।" ইহা বুদ্ধির উপলব্ধি হইতে অনেক ঊর্ধ্বে। অসহায় বুদ্ধি তো কেবল দাসত্ব ও বন্দনার মাধ্যম। প্রভুত্বের অন্তর্নিহিত গুপ্ত রহস্যসমূহ পর্যন্ত সে কিভাবে পৌঁছাইতে পারিবে?

عقل باید تا عبودیت کند   جانت باید تار بوبیت کند

عقل گر افزوں بود نقصان تراست   جاں اگر راجح شود جانانت تراست

"বুদ্ধি চাহিবে কিভাবে উত্তমরূপে ইবাদত করা যায়? তোমার নিজের প্রাণের পরিচয় হওয়া চাই; যাহাতে প্রভুত্ব অর্জিত হইবে। বুদ্ধি যদি সীমালঙ্ঘন করিয়া যায় তবে উহা হইবে খুবই ক্ষতিকর এবং প্রাণ যদি বিজয় ও প্রবল হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রেমাস্পদ ও প্রিয়তমের পরিচয় লাভ করিবে।"

যেমন سُبْحَانِىْ مَا اَعْظَمَ شَانِىْ "পবিত্র আমার সত্তা এবং আমার মর্যাদা অতি উচ্চ।" এবং اَنَا الْحَقُّ "আমিই সত্য" এর বাণী এই তুচ্ছ মাটির পুতুল হইতে কিভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। ইহা এমন এক হেয়ালী যাহা যে কাহারো উপর উদঘাটিত হয় না। আমি এবং আপনি কে? এবং কোথায় আছেন। ধরুন, এই মুহূর্তে এই পংক্তিটি শ্রবণ করুন এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা সহকারে উহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করুন!

ہر چہ ہست در ہمہ عالم ہمیں منم   مانند در دوعالم ازانم پدید نیست

ہیچ ہستم من ندانم یانیم   چوں ہمہ ہم ادست آخر من کیم

"সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া যাহা আছে তাহা হইলাম আমি। আমার উদাহরণ উভয় জগতে কোথাও মিলিবে না। আমি কিছু আছি, কিছু নাই তাহা আমি জানি না। যখন সবকিছুই তিনি তাহা হইলে অবশেষে আমি কে?"

পৃথিবীতে এমন কেহ আছে কি, যে এই জটিল সমস্যার সমাধান দিতে পারিবে? লেখনীর দ্বারা কাগজের পর্যাপ্ত ভলিউম কালো করিয়া ফতোয়া প্রদান করে, কিন্তু নিজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাহাদের নিজেদেরই খবর নাই। কি আর করা যাইবে। এই হিয়ালীর স্বরূপটাই এই রকম, কেহই সেইখানে পৌঁছাইতে সম্ভব নহে। নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি শ্রবণ করুন—

پشه تو می کنی بر پیل جائے   تا بدست خویش اندازی ز پائے
صعوہ تو میردی بر کوہ قاف   تا بمنقار تو بشگافد چو کاف
ذرہ تو میزنی چوں چشمه جوش   تا کنی دریائے اعظم جمله نوش
کار بیر ونست از تصو یر تو   چند جنبانم بگو ز نجیم تو

"তুমি হইলে একটি মশক মাত্র। অথচ হাতির উপর আরোহণ করতঃ উহাকে নিজের হাতে বিতাড়ন করিতে চাহ। তুমি একটি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র চড়ুই পাখি, অথচ কোহে কাফে গিয়া স্বীয় ঠোঁট দ্বারা ওই পর্বতের মাঝে কাফের ন্যায় ফাটল সৃষ্টি করিতে চাহিতেছ। তুমি হইলে এক বিন্দু পানি অথচ ঝর্নার ন্যায় উত্তেজিত হইতেছ, যাহাতে এক ঢোকে মহাসমুদ্রকে গ্রাস করিবে। সর্বোপরি কথা হইল, এই মহান ব্রত তোমার কল্পনার অতীত। এখন বল আর কতকাল শিকল নাড়াইয়া আমরা তোমাকে সতর্ক করিতে থাকিব।"

কিন্তু ইমাম শিবলী (রহঃ) এই মাকাম সম্পর্কে বলিয়াছেন قَدْ تَحَيَّرْتُ فِيْكَ خُذْ بِيَدِىْ "আমি আপনার মহান সত্তার ব্যাপারে বিস্ময়াভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।" এখানে আমার অপারগতা ও সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে। ইহার চাইতে অধিক লেখিবার উপায় নাই।

জনৈক বন্ধু এমনি বলিয়াছেন—

سا ے در یغا ہر چه ہیچ بود   دیدہ کور و راہ پیچا پیچ بود
گر چه رہ جتند ہر سوئے ازیں   پئے نه بردند اے عجب سوئے ازیں
خون صد یقاں ازیں حسرت بر یخت   آسماں بر فرق ایشاں خاك ریخت

"আক্ষেপ! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি উহা কিছুই ছিল না। চক্ষু অন্ধ ছিল এবং পথ ছিল বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ। যদি সবদিকে তাঁহার পথের সন্ধানে দৌড়ঝাপ দেয় তবুও তাহাতে কেশাগ্র পরিমাণ পথের সন্ধান পাইবে না। এই বিস্ময়ে বন্ধুদের হৃদয় হইতে ফিনকি দিয়া রক্তক্ষরণ হইতেছে এবং আকাশমণ্ডল তাহাদের মাথার উপর মাটি বর্ষণ করিতেছে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত সাতাইশ মাকতুব

নিজের অসম্পূর্ণতা ও আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হওয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রিয় শামসুদ্দীন বোরহান হাদ্দাদী! আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নিজের ও তাঁহার বন্ধুদের ভালোবাসায় আপনাকে সমৃদ্ধ করুন। আপনার প্রেরিত পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে। আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি।

ওহে ভ্রাতা! আমার তোমার বাস্তব অবস্থা তো এইরূপ যাহা দৃষ্টে কাফির ও মুশরিকেরাও লজ্জাবোধ করে। এমনকি ইহুদী ও খ্রিস্টানেরাও তোমার ও আমার দ্বীনের দশা দেখিয়া শত লজ্জায় লুটোপুটি খায়।

এই প্রসঙ্গেই কবি মিনতি ও ফরিয়াদ করিয়াছেন—

کاشکہ ہرگز نزادی ما درم   تا نکردی کشتہ نفس کافرم

کاشکہ ہرگز نہ بودی نام من   تا نہ بودی جنبش و آرام من

بر و غفلت روزگارم چوں کنم   بر نیاید ہیچ کارم چوں کنم

"আহ্, যদি আমার মা আমাকে জন্ম না দিত তাহা হইলে আমি এই অবাধ্য প্রবৃত্তির হাতে নিহত হইতাম না। আহ যদি আমার অস্তিত্বই না হইত যাহাতে আমা হইতে কোনো কার্যকলাপ প্রকাশিত হইত না। আক্ষেপ! উদাসীনতা আমার গতিরোধ করিয়া আছে। কি আর করিব, এখন শত চেষ্টা করিলেও তো কাজ হইতে চায় না।"

কিন্তু তদুপরি হে বন্ধু! এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকিও—গোটা পৃথিবীর মানুষের পাপাচার ও তাহাদের দুষ্কর্মসমূহ তাঁহার অফুরন্ত রহমতের সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির পরিমাণও নহে। আমার ও তোমার গুনাহ সেই সমুদ্রের তুলনায় কি পরিমাণ ধারণ করিবে। আত্তার-এর বিদেহী আত্মায় রহমত বর্ষিত হউক, তিনি কত চমৎকারভাবে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলির মাধ্যমে বিষয়টা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

گرگناہ اولـین و آخریں   بیش باشد ز آسمان و از زمیں

بر حواشی بساطش آں گناہ   محو گر دو جملہ بر یك جائے گاہ

قطرہ چند از گنہ گرشد پدید   در جہاں در با کجا آید پدید

"যদি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের পাপাচার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী হইতে অধিক হয়, তদুপরি উহা তাহার বিছানার এক পার্শ্বেই পড়িয়া থাকিবে এবং সেখানেই ওই পাপাচার সমূহ মুছিয়া যাইবে। পাপাচার ও গুনাহের কেবল কয়েকটি

ফোঁটাই যদি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অফুরন্ত রহমতের এই মহা সমুদ্র কখন আত্মপ্রকাশ করিবে।"

ওহে ভ্রাতা! বান্দার পাপাচার ও গুনাহের এক মহান হিকমত ও বিশাল রহস্য লুক্কাইয়া রহিয়াছে। যদি আমার ও তোমার গুনাহ না হইত, তবে তাঁহার সত্তারী ও গাফফারী তথা ক্ষমাকারী ও পাপ গোপনকারী এই মহান গুণবাচক নামদ্বয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটিত না।

রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত নিম্নোক্ত বাণীতে উহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ وَلَوْ لَمْ تَذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُّذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ -

"সেই সত্তার শপথ! যাহার হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমারা গুনাহ না করিতে তাহা হইলে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে উঠাইয়া নিয়া তদস্থলে এমন এক সম্প্রদায়ের আর্বিভাব ঘটাইতেন, যাহারা পাপাচার করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিত। অতঃপর মহান আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিতেন।"

بود عین عفو تو عاصی طلب　　عرصه عصیاں گرفتم زیں سبب

چوں بستاریت دیدم کار ساز　　ہم بدست خود دریدم پرده بار

رحمتت را تشنه دیدم بر گناه　　آب دیده پیش بردم از گناه

"আপনার ক্ষমা তো বিশেষভাবে পাপীদের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। সেকারণে আমি পাপাচারের ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়াছি। যখন আমি আপনার সত্তারী তথা পর্দাবৃতকরণকে কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিলাম তখন আমি আমার পাপাচারের পর্দা নিজের হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। আপনার রহমতকে আমি গুনাহের জন্য পিপাসার্ত দেখিতে পাইয়াছি, তখন আমি আমার নয়নের অশ্রুমালাকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য পেশ করিয়াছি।"

ওহে ভ্রাতা! মানুষ হইতে গুনাহ হইবে না ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। পিতা আদম সফীউল্লাহ যখন সফওয়াতের মুকুট পরিধান করিয়াছে এবং খিলাফতের সিংহাসনে সমাসীন এবং ফেরেশতা কর্তৃক সাজদাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দারুস সালামের মধ্যে পাপাচার হইতে নিরাপদ থাকিতে পারেন নাই; তাহা হইলে তাঁহার অসহায় সন্তান-সন্ততিরা এই পরীক্ষা গৃহে বসবাস করিয়া পাপাচার ও বিপদ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মুক্ত থাকিবে তাহা নিশ্চয়ই আশ্চর্যের বিষয়।

এই মর্মে বর্ণিত হইয়াছে—

كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ ـ

"প্রত্যেক আদম সন্তান অপরাধী ও গুনাহগার। অনন্তর সর্বোত্তম গুনাহগার হইল তাওবাকারীগণ।"

ওহে বন্ধু! সৃষ্টির সূচনালগ্ন হইতে শেষ পর্যন্ত যাহারা গুনাহ হইতে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন তাহারা হইলেন ফেরেশতা সম্প্রদায়। পক্ষান্তরে যাহারা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাপাচারের মধ্যে নিমজ্জিত ও জড়িত তাহারা হইল শয়তান। তবে পাপাচারে নিমজ্জিত হওয়া এবং সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়ানো ইহা আদম সন্তানের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে প্রবিষ্ট। সকলের জন্যই এই একই অবস্থা প্রযোজ্য, ইহা কেবল তোমার ও আমার অবস্থা নহে।

হ্যাঁ, যথাসম্ভব নিজের সাধনা ও সংগ্রাম হইতে নিরস্ত্র থাকা উচিত নহে। অর্থাৎ এই ব্যথা ও ব্যাকুলতার অন্বেষণে মগ্ন থাকা উচিত। যদিও এই ব্যথা এক বিন্দু পরিমাণই হউক না কেন, তবুও উহা তোমার ও আমার জন্য যথেষ্ট।

যেমন নিম্নোক্ত চরণগুলিতে বিবৃত হইয়াছে—

ذره در وحندا در دل ترا بهتر از هر دو جهاں حاصل ترا

کفر کافر را و دیں دیندار را ذره دردت دل عطار را

گر نماند درد تو عطار را او نه خواهد کافر و دیندار را

"যদি মহান আল্লাহর বেদনার এক বিন্দু পরিমাণও তোমার অন্তরে থাকে, তবে উভয় জগত অপেক্ষা এই পুঁজি তোমার জন্য যথেষ্ট। কুফর কাফিরদের এবং দ্বীন চাই দ্বীনদারদের। তবে আত্তারের হৃদয়ের জন্য চাই কেবল আপনার যৎকিঞ্চিত বেদনা। যদি আত্তারের জন্য আপনার বেদনাই না থাকে, তবে কাফির ও দ্বীনদারের সাথে তাঁহার কী কাজ?"

ওহে ভ্রাতা! এখানে কাজ সিদ্ধি একান্তভাবে তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। তিনি মুহূর্তের মধ্যে একজন নিপতিত ব্যক্তিকে উঠাইয়া বস্তুজগত ও উর্ধ্ব জগত অতিক্রম করাইয়া দিতে পারেন। ফেরাউনের যাদুকরদের প্রতি একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকাও! তাহাদের এমন কোন আমল ছিল এবং কোন ইবাদত ছিল, নিশ্চিত কুফর ও কাফেরীর সাথে তাহাদের মাথায় মারেফতের মুকুট পরিধান করাইয়া দিয়াছেন। এবং গোটা বিশ্ববাসীকে জানান দিয়াছেন যে, আমার কর্মকাণ্ড কোনো কার্যকারণ ও উপলক্ষ ছাড়াই সাধিত হইয়া থাকে। আমি যাহাকে চাই সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাইয়া দিই। আবার কাহাকে করি অপমানের একেবারে নিম্ন অবস্থানে নিক্ষিপ্ত। ইহার মাঝে কোনো কার্যকারণ ও উপলক্ষ থাকে না।

ملک در دست شبانے مید ہند   منت او بر جہانے مید ہنـــد

صد ہزار اں سال طاعت کر دنی   طوق لعنت می کند در گردنی

"রাজত্ব ও সাম্রাজ্য এক রাখালের হাতে প্রদান করে এবং গোটা জগতবাসীকে তাহার গুণগ্রাহী বানাইয়া দেন। পক্ষান্তরে আর একজনকে শত হাজার বৎসর ইবাদত করিবার পর তাহার গলায় অভিশাপের বেড়ি লটকাইয়া দেয়।"

সর্বোপরি কথা হইল, যেরূপ তাঁহার পবিত্র দরবার হইতে গোটা জগত পাপাচারে নিমজ্জিত হইবার পরও নিরাশ হওয়া যাইবে না, ঠিক তদ্রূপ গোটা জগতের ইবাদত ও বন্দনার সঞ্চয় ও পুঁজি থাকিবার পরও কেহ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত নহে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত আটাশ মাকতুব

পথের অনুসন্ধান এবং মন্দাচারী প্রবৃত্তির মূলোৎপাটন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইমাম ইফতেখার! আল্লাহ তায়ালা প্রবৃত্তির ত্রুটি-বিচ্যুত দেখিবার অন্তর্দৃষ্টি আপনাকে দান করুন এবং প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটন করিতে আপনাকে সাহায্য করুন।

আপনার প্রেরিত মূল্যবান পত্রখানা জনৈক প্রিয়ভাজন উপঢৌকন সহকারে পৌঁছাইয়াছে। সেখানে আন্তরিকতা ও নির্মল ভালোবাসার ছোঁয়া ছিল। আল্লাহ তায়ালা উহার মাঝে আরো উৎকর্ষ ও প্রবৃত্তি দান করুন। নিঃসন্দেহে যেই ব্যক্তি কাজের মধ্যে নিরত থাকেন, সে একটু বেশি অগ্রসর হইয়া থাকে। অভিষ্ট লক্ষ্য পানে পৌঁছাইতে তাহার অতিরিক্ত বেগ পাইতে হয় না, বিলম্ব হয় না।

যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

صوفی باید ترا اند یشہ کن   تاکہ داند گنج یابی پیشہ کن

لیک جد و جہد می باید ترا   تا در ایں گنج بکشاید ترا

"তোমার এমন একজন সাধক প্রয়োজন যে চিন্তা-ভাবনা করিতে পারে, যাহাতে গুপ্ত ভাণ্ডার প্রাপ্তি পদ্ধতি ও পথ সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে। তবে তোমাকে স্বীয় পদ্ধতির উপর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে যাহাতে এই ধনভাণ্ডারের দ্বার তোমার জন্য উন্মোচিত হয়। তবে অবশ্যই এই সাধনা ও তপস্যা যথাযথ নিয়ম ও মূলনীতির আলোকে সম্পাদিত হওয়া উচিত, যাহাতে অনুসন্ধানের পরিশ্রম বিফলে না যায়। যেমন এই দলের বুযুর্গগণ ইঙ্গিত করিয়াছেন ও ইহার ঠিকানা বাতলাইয়াছেন।

জনৈক কবি ইহাই বলিয়াছেন—

در رہے روکاں نشانت دادہ اند   جہد کن چوں سر براہت دادہ اند

جہد می کن روز و شب در کوئے رنج   بو کہ ناگا ہے بہ بینی روئے گنج

"তোমাকে যেই পথের ঠিকানা প্রদান করা হইয়াছে, সেই পথেই চলিবার চেষ্টা কর যখন তোমাকে এই পথ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক তথা পীর দেওয়া হইয়াছে। পরিশ্রম ও সাধনার পথে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ, আশা করি আপনা আপনি ধনভাণ্ডারের চেহারা তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে।"

তবে সেই বুযুর্গগণ যেই ঠিকানা ও নিদর্শনের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, প্রাচ্য ও প্রতিচী কোথাও নাই। তাহারা اَلْقَلْبُ بَيْتُ اللهِ "অন্তর মহান

আল্লাহর ঘর" বলিয়াছেন অন্তরের দিক নির্দেশনা রহিয়াছে সাবধান থাক।

محراب جهان جمال رخساره ماست سلطان جهاں در دل بيچاره بست

"জগতের অট্টালিকা হইল আমার চেহারার সৌন্দর্য, সমগ্র জগতের বাদশাহ আমাদের অন্তরের মাঝে বিরাজমান।"

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পথ না আকাশমণ্ডলে আছে আর না আছে যমীনে, না আছে প্রতিচ্যে আর না আছে প্রাচ্যে। বরং আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌছাইবার পথ স্বয়ং তোমার মাঝে নিহিত। আর সে তো সে-ই যাহাকে অন্তকরণ বলা হয় এবং সেই রহস্য এখানেই।

কবি কত সুন্দরই না বলিয়াছে—

تا نيايد جان آدم آشكار ره نه دانستند سوئے كر دگار

ره پديد آمد چو آدم شد پديد ز و كليد بر دو عالم شد پديد

"যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আদম (আঃ)-এর প্রাণ প্রকাশিত হয় নাই, ততক্ষণে কেহই আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌছিবার পথের সন্ধান পায় নাই। পথ তো তখন আবিষ্কার হইয়াছে যখন হযরত আদম (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার মাধ্যমেই উভয় জগতের তালার চাবিকাঠি হস্তগত হইয়াছে।"

ওহে ভ্রাতা! পবিত্র ও পুণ্যাত্মা ফেরেশতাদের দ্বারা পূর্ণ একটি জগত এক কদর্য মাটির পুতুলকে কিভাবে সাজদা করিত যাহা ভালো মন্দ, সম্ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট সকল মানুষ কর্তৃক পদদলিত হয়। সুতরাং এই তুচ্ছ মৃত্তিকা মহান আল্লাহর প্রতিনিধি তথা খলীফা কিভাবে হইতে পারে? هٰذَا سِرٌّ عَظِيْمٌ—ইহা এক মহা রহস্য। ইহার মাঝে একটু গভীরভাবে চিন্তা কর, তাহা হইলে আল্লাহ চাহেত ইহার অন্তর্নিহিত অর্থের সন্ধান মিলিতে পারে।

در جان منی ز راه معنی چوں يا فته ام چراست جويم

"অর্থের দিক হইতে যখন আপনি আমার প্রাণের মাঝে বিদ্যমান, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে পাইয়াছি। আর আমি যখন তাঁহাকেই পাইয়ায়াছি তখন তাহাকে কেন আর অনুসন্ধান করিব।"

ওহে ভ্রাতা! এই চেষ্টা করিও না যে, অনেক বেশি নামায কিভাবে পড়িব, অতিরিক্ত রোযা কিভাবে রাখিব। বরং এই চেষ্টা করিবে যে, অবাধ্য প্রবৃত্তি—যে আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে পথ হইতে কিভাবে অপসারণ করিবে। যেকোন উপায়ে তাহাকে পথ হইতে হটাইতে পার হটাও! এই কথার উপর আমল করা তোমাদের জন্য এই সাধক দলের ফতোয়া হিসাবে ফরযে আইন। চাই উহা মসজিদে বসিয়া হউক অথবা মন্দিরে থাকিয়া, কিংবা জুব্বা ও পাগড়ী পরিধান করিয়া অথবা ক্রশফিতা পরিধান করিয়া। মোটকথা যেভাবেই হউক প্রবৃত্তিকে অপসারণ করা ব্যতীত যাবতীয় বস্তু সবই সচেতন।

তাহার সমবোধক কয়েকটি পংক্তি শ্রবণ কর—

در بستکده گر خیال معشوقه ماست　　رفتن بطواف کعبه از عقل خطاست
گر کعبه از و بوے ندارد کنش است　　یا بوے وصال او کنش کعبه ماست

"যদি মন্দিরে বসিয়া প্রেমাস্পদের কল্পনা আসে, তাহা হইলে যুক্তির নিরিখে কাবা শরীফ তাওয়াফ করিতে যাওয়া ভুল। পক্ষান্তরে কাবার মধ্যে যদি প্রকৃত প্রেমাস্পদের সুরভী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা হইল অগ্নি পূজারীদের অগ্নিকণ্ড। অপরদিকে প্রিয়তমের মিলনের গন্ধ যদি অগ্নিকুণ্ডের মাঝে লাভ হয় তাহা হইলে উহাই হইল আমার কাবা।"

এবং তোমরা যে শ্রবণ করিয়াছ যে, বহু মানুষ ক্রশ ফিতা পরিধান করিয়াছে। আবার কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, আবার কেহবা সরাইখানার মদের পাত্র মাথার উপর স্থাপন করিয়াছে। ইহা সবই তাহাদের অবস্থার প্রবল্যের দরুন হইয়াছে। নিম্নোক্ত চরণসমূহে উহার অন্তর্নিহিত অর্থের অনুসন্ধান কর এবং উহার মাঝে নীতি ও রীতির আলোকে পর্যাপ্ত গভীর চিন্তা-ভাবনা করিতে থাক।

بار دگر پیر ماخسر قه بز نار داد　　نقد نودساله را برد بکفار داد
پیش بتے سجده کرد دین مجازی گزشت　　مصحف وسجاده را رفت بخمار داد
زہدبیك سو نہاد راه قلندر گرفت　　بہر یکے کو زه مے خرقه ودستار داد
قبله بدل کرد ز و دو معتکف دیر شد　　روئے بمحبوب کرد دوست اورا بار داد

"এইটা দ্বিতীয় ঘটনা যে, আমাদের পীরসাহেব জুব্বাকে ক্রশফিতার জন্য উৎসর্গ করিয়াছে। নব্বই বৎসরের উপার্জন নিয়া গেছেন এবং উহা কাফিরের সোপর্দ করিয়াছেন। মূর্তির সম্মুখে সাজদা করিয়াছেন এবং (হাকীকী দ্বীন নহে) কৃত্রিম দ্বীনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অযীফার গ্রন্থ এবং জায়নামায মদ ব্যবসায়ীকে দান করিয়াছেন। তপস্যাকে উপেক্ষা করিয়া মুক্ত বিহঙ্গের পথ অবলম্বন করিয়াছে। এক পেয়ালা মদের বিনিময়ে জুব্বা ও পাগড়ী প্রদান করিয়াছে। অতিদ্রুত তাহারা কিবলা পরিবর্তন করিয়া মন্দিরে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং সত্যিকারের প্রেমাস্পদের দিকে মুখ করিয়াছে। সর্বোপরি প্রেমাস্পদও তাহাকে সুযোগ দিয়াছে।"

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অথর্ব এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় যাহারা তাহাদের হইতে এই পত্রখানা সংরক্ষণ করিবে, যাহাতে তাহারা ইহাকে তাহাদের অহেতুক কথার সহিত মিশ্রিত করিয়া না ফালায়। তবে যাহারা সুপাত্র ও যোগ্য তাহাদের হইতে গোপন কিংবা সংরক্ষণ করিবে না। কারণ ইলম যেরূপ অযোগ্য ও অপাত্রে প্রদান নিষিদ্ধ তদ্রূপ যোগ্যদের হইতে উহা প্রত্যাহার ও নিষিদ্ধ এই দলের সাধকগণ নিজেদের পথ ও মত সম্পর্কে সাধারণ শব্দাবলিতে বিপরীত এক স্বতন্ত্র পরিভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন। যেমন অমরত্ব, বিলীনত্ব, উন্মত্ততা, জাগরণ, বিরহ ও একনিষ্ঠতা

প্রভৃতি। ইহা এই কারণেই যে, ইলম কোনো অযোগ্যকে যেন প্রদান করা না হয় এবং যোগ্য হইতে উহাকে বিরত রাখা যাইবে না। কারণ উভয়টাই নিষিদ্ধ।

طعمه کان پاکباز اں را دہند   ہرگز آں کے نونیازاں را دہند

“এক মুষ্ঠি খাবার যাহা পুণ্যাত্মাদেরকে প্রদান করা হইয়া থাকে, অভাবীদেরকে উহা দেওয়া হয় না।”

যদি সেই হতভাগাদের ওই সাধক দলের অমূল্য সম্পদ হইত কিছু প্রদান করা হয়, তবে জানিতে হইবে যে ইহা কিরূপ সম্পদঃ যেমন বলিয়াছেন—

گر ترا روزے دریں میداں کشند   ایں رقم بینی که بر مرداں کشند

آنگہے ایں شیوہ معنی صد ہزار   بینی و دانی و دار می استوار

“যদি তোমাকে কোনো দিন সেই ময়দানে/মাকামে নীত করা হয়, তখন তুমি দেখিতে পাইবে যে, সেই মহান মনীষীদের জন্য কত বিচিত্র নেয়ামতসমূহ নির্ধারিত হইয়া আছে। তখন এই চরিত্রের এক হাজার মর্মার্থ তো প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে এবং জ্ঞাত হইবে, সর্বোপরি বিশ্বাস করিবে।”

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত উনত্রিশ মাকতুব

ঐশ্বর্যের নিন্দাবাদ ও দুনিয়া ত্যাগ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نفس قانع گر گدائی می کند — در حقیقت بادشاہی می کند

چوں ترا نانے و خلقان بود — ہر سر موئے تو سلطانے بود

"অল্পে তুষ্ট আত্মাধারী যদি ভিক্ষাবৃত্তিও করে, প্রকৃতপক্ষে সে বাদশাহী করিতেছে। তোমার কাছে যদি কেবল একটি শুকনা রুটি ও একটি ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্র থাকে, তবে তোমার শরীরের প্রতিটি উপশিরা যেন এক একজন বাদশাহ।"

ওহে ভ্রাতা! অভাব ও দারিদ্র্যতার মধ্যে অসংখ্য সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য লুক্কাইয়া আছে। উহার মাঝে নানান প্রকারের প্রশান্তি ও আনন্দ বিরাজমান। আরো রহিয়াছে স্থিরতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। পক্ষান্তরে ঐশ্বর্যের আছে অসংখ্য দোষত্রুটি, দুঃখ, মুসীবত, বিভিন্ন প্রকারের উৎকণ্ঠা, বিষণ্ন ও দুশ্চিন্তা।

ترک دنیا گیرتا سلطاں شوی — در نہ ہمچوں چرخ سر گرداں شوی

ہر چہ آں باتو فرد نہ آید بخاک — آں ہمہ دنیا بودنے دین پاک

"দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর তাহা হইলে বাদশাহ হইয়া যাইবে। অন্যথায় আকাশ মণ্ডলের ন্যায় সতত পরিভ্রমণে নিরত থাকিবে। সেসব বস্তু তোমার সহিত কবর দেশে গমন করিবে না উহা সবই হইল দুনিয়া, উহা পবিত্র দ্বীন নহে।"

এতদসত্ত্বেও মানুষের মনে সম্পদের মোহ যাহা সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র ও কদর্য এবং সম্মান ও মর্যাদার আকর্ষণ যাহা তাগুত ও মূর্তি বলিয়া বিবেচিত, ইহাই তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ফলে ঐশ্বর্য ও সচ্ছলতার যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ক্ষতিকর দিকসমূহকে গুণ এবং দারিদ্র্যতার সমূহ সৌন্দর্যকে দোষ বলিয়া গণ্য করে। নমরূদ ও ফেরাউনের মতাদর্শও এইরূপ ছিল। নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দরবেশী ও দারিদ্র্যতার জন্য কটাক্ষ ও তিরস্কার করিয়াছিল। ফেরাউন হযরত মূসা কালিমুল্লাহকে অভাব ও দারিদ্র্যতার দ্বারা দোষারোপ করিয়াছিল। অতএব যাহারা অধুনা বিশ্বে ফেরাউন ও নমরূদের মতাদর্শে বিশ্বাসী তাহাদেরকে কাল কিয়ামতের দিন নমরূদ ও ফেরাউনের সহিত পুনরুত্থিত করা হয় তবে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করিল সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

ہر چہ در دنیا خیالت آں بود — تا ابد راہ وصالت آں بود

"পৃথিবীতে তুমি যাহার কল্পনায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছে অনন্তকাল তুমি তাহার সহিত থাকিবে।"

সকল পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা এইমর্মে একমত হইয়াছেন যে, দরবেশি হইতে উর্ধ্বে কোনো মাকাম নাই এবং অল্পে তুষ্টির সাম্রাজ্য হইতে অধিক পছন্দনীয় কোনো সাম্রাজ্য নাই। কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

ہیچ کس را در جہانے بحرد بر   از قناعت نیست ملکے بیشتر

ہر کہ در راہ قناعت مرد شد   ملک دنیا بر دل او سرد شد

"এই জল ও স্থলের জগতে অল্পেতুষ্টি অপেক্ষা উর্ধ্বে কাহারো জন্য কোনো রাজত্ব নাই, যেই ব্যক্তি অল্পে তুষ্টি পথের বীর পুরুষ জগতের সাম্রাজ্য ও রাজত্ব তাহার অন্তরে মূল্যহীন।"

অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের বাণী মানুষের আল্লাহর মারেফতের নিদর্শন এই যে, সে দুনিয়াকে বিসর্জন দিবে, সুতরাং যেখানে জগতের মোহ ত্যাগ বিদ্যমান সেখানে মারেফত রহিয়াছে। আর যেখানে জগতের মোহ ত্যাগ নাই বুঝিতে হইবে সেখানে মারেফতেরও অস্তিত্ব নাই। কারণ হইল ত্যাগ ও মারেফত উভয়টাই হইল কালেমায়ে শাহাদতের অন্তর্নিহিত অর্থ। উল্লেখ্য যে, কালিমায়ে শাহাদত নফি ও ইছবাতের দ্বারা গঠিত। নফি হইল জগতের মোহ ত্যাগ, আর ইছবাত হইল আল্লাহ তায়ালার মারেফত। অতএব যেই ব্যক্তি দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করিল, সে পূর্ণাঙ্গরূপে নফি করিল। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর মারেফত লাভ করিল, সে পূর্ণাঙ্গরূপে ইছবাত করিল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ প্রকৃতার্থে বলার অর্থ এইটাই। যদি কেবল অভ্যাসগত ভাবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বলা হয় তাহাতে লাভ কি। কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন।

ترک دنیا گیر تا دینت بود   آں بدہ از دست تا اینت بود

گر دلت آگہ ز معنی آمدہ است   کار دینت ترک دنیا آمدہ است

"জগতের মোহ ত্যাগ কর তাহা হইলে তোমার দ্বীন একনিষ্ঠ হইয়া যাইবে। দুনিয়া হাত হইতে ছাড়িয়া দাও! তাহা হইলে প্রকৃত দ্বীন তোমার হস্তগত হইবে। যদি তোমার অন্তর অর্থ ও হাকীকত সম্পর্কে অবহিত ও ওয়াকিফহাল হয় তাহা হইলে তোমার দ্বীনের মূল কাজ হইবে জগতের মোহ ত্যাগ করা।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ত্রিশ মাকতুব

প্রার্থীর জন্য বিশেষ ফায়েয লাভ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آنرا که چناں جمال باشد   گر ناز کند حلال باشد

در عالم خویش عاشقاں را   گر بار دہد مجال باشد

ز و منع جمال خوب واللہ   نقصان نبود کمال باشد

"যে এরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী সে যদি গর্ব করে, তবে ইহা তাহার জন্য সিদ্ধ; যদি প্রেমাসক্তদের নিজের বিশেষ কক্ষে সাক্ষাতের বিরল সম্মানে ভূষিত করেন, তবে ইহা তাহার জন্য বৈধ। রূপ ও সৌন্দর্যের অপূর্ব সৃষ্টিশৈলীর আল্লাহর শপথ! ক্ষতি হইবে না। ইহা কেবল তাহার অনুমান, গুণ ও পূর্ণতা বলিয়াই বিবেচিত হইবে।"

খাজা মুহাযযাব! আল্লাহ তাঁহার প্রেমে তাহাকে সিক্ত করুন।

বন্ধুর মূল্যবান পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে। উহার আদ্যোপান্ত পাঠোদ্ধার ও তাহা হৃদয়ঙ্গম করা হইয়াছে। হ্যাঁ, এভাবেই ফায়েয বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে لِمَنْ كَانَ اَهْلاً لَهٗ "যে তাহার উপযুক্ত" সেকারণেই বলা হইয়া থাকে। এই অমূল্য সম্পদ পরিশ্রম ও উপার্জন দ্বারা লাভ হইবার নহে। যদি কেহ ইহার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে তদুপরি সম্পদ লাভে বিলম্ব হইয়া থাকে। কারণ اَلْاُمُوْرُ مَرْهُوْنَةٌ بِمَوَاقِيْتِهَا "সকল কর্মই তাহার নির্ধারিত সময়ের সহিত আবদ্ধ" এবং এই বিলম্বেরও একটি বিশেষ মহিমা রহিয়াছে যে, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত কাযিউল হাজাতের মহান দরবারে বসিয়া থাকিবে। অতঃপর সেই কর্মের নির্দিষ্ট সময় আসিয়া পড়ে; তখন ফায়েয কোনরূপ আবেদন ও দাবি ব্যতিরেকেই স্বীয় কর্ম সম্পাদন করে এবং বলে اَنَا لَكَ اِنْ شِئْتَ اَمْ اَبَيْتَ "তুমি চাও কিংবা না চাও আমি তোমার" কবির ভাষায় এইকথাটা দ্ব্যর্থহীনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

حق بشباں تاج نبوت دہد   ور نہ نبوت چہ شناسد شباں

"মহান আল্লাহ রাখালকে নবুয়তের মুকুট পরিধান করাইয়াছেন অন্যথায় রাখাল নবুয়াত সম্পর্কে কি জানে।"

কিন্তু প্রেমাস্পদদের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, যাহার প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে উহা তাহার এক্ষুণি প্রয়োজন, আর যাহার জন্য সময় নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট, তাহাকে সে সংরক্ষিত দেখিতে চায়। যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

یا مراد ما بده یا فار غم کن از مراد   وعده فردار ہا کن یا چناں کن یا چنیں

"হয়ত আমার উদ্দিষ্ট বস্তু আমাকে দিবেন অথবা আমাকে উদ্দিষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া দিন! কালকের ওয়াদা পরিহার করুন! এইটা করিব সেইটা করিব। এখানে বিস্ময়ে কিছু নাই যে, হযরত মূসা (সাঃ)-এর رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ "প্রভু হে,! তুমি আমাকে দেখা দাও! যাহাতে আমি তোমাকে একবার দেখিতে পারি" বলা এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। অন্যথায় পয়গম্বরগণ তো সকল মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার বেশি আরেফ হইয়া থাকে। তাহারা উত্তমরূপে অবগত রহিয়াছে যে, এই নশ্বর জগত তাহার দীদার লাভের জায়গা নহে। যেখানেই দর্শনের তথা দীদার বৈধতার সম্পর্ক উহার প্রতিশ্রুতি কালকের জন্য। সেই অদক্ষ আগ্রহের আতিশয্য প্রভাবিত হইয়া কালকের প্রতিশ্রুতিকে আজই নকদ আবেদন করিতেছে এবং যাহার জন্য সময় নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাকে এখনই মজুদ দেখিতে চাহে।

چه کس اے است خاک بارے که ز فرط شوق ہردم

ار نی رسد نه تر سد ز جواب لن ترانی

"এই মাটির পুতুলটাও কি যে, আবেগের আতিশয্যে সর্বদা কেবল رَبِّ اَرِنِىْ-এর শ্লোগান লাগাইতে থাকে এবং لَنْ تَرَانِىْ উত্তরেও এতটুকু শংকিত হয় না।"

چوں عاشق خاص را ز حضرت   بر فور جواب لن ترانی ست

اے دوست بداں که در خور ما   چونی و چرائ و شبانی ست

"যখন প্রেমিক বিশেষকে সেই পবিত্র দরবার হইতে তাৎক্ষণিক উত্তরে لَنْ تَرَانِىْ "তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে না" বলা হয়। সুতরাং হে বন্ধু! উত্তমরূপে জানিয়া রাখ আমার তোমার ন্যায় এরূপ সেরূপ এবং রাখালের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।" যদি উহা সম্ভব ও সিদ্ধ ছিল কিন্তু মহান প্রভুর হিকমতের দাবীর অনুকূল ছিল না। সেকারণে لَنْ تَرَانِىْ উত্তর পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শায়খ ফরীদ উদ্দীন আত্তার-এর মন্তব্য সম্পর্কে আপনি কী জানেন না?

عشق را امرد ز فردا کے بود   کفر و دیں ایں جاواں جا کے بود

کار عاشق اضطراری اوفتد   واں ز فرط دوستداری اوفتد

"প্রেমের ক্ষেত্রে অদ্য ও কালের পার্থক্য কোথায়? কুফর, দ্বীন এখানে ওইখানে কখন হইয়া থাকে। প্রেমিকের কর্ম তো অনিচ্ছাকৃত সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সবই ভালোবাসার আতিশয্যে তাহাদের হইতে সংঘটিত হয়।"

اَلْعِشْقُ جُنُوْنٌ اِلٰهِىٌّ "ইশক হইল প্রভুপ্রেমের আসক্তি ও উম্মাদনা" এই ব্যাপারে অসহায় বিবেক সুদূর পরাহত।

محرم سر عشق مردم نیست   محرم سر او جز الله نیست

"প্রেমের গোপন রহস্য সম্পর্কে মানুষ অবগত নহে, তাঁহার তথ্য ও রহস্যবিদ মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই নহে।"

ওহে ভ্রাতা! সূর্য নিজ সত্তাগতভাবে আলো ও তাপ বিকিরণ করে। এতদসত্ত্বেও তাহার এই বদান্যতা ও আলো বিকিরণ গ্রহণে সমর্থ ও উপযুক্তদের জন্য প্রযোজ্য, যদি কেহ দেয়ালের পিছনে কিংবা ছাদের নীচে চলিয়া যায় সে তো পর্দাবৃত হইয়া থাকিবে। অতএব এখানে বলা তো সূর্যের পক্ষ হইতে হয় নাই, সূর্যের পক্ষ হইতে তাপের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। সুতরাং আমাদের নালিশ হইল কেবল আমাদের দুভার্গ্যের কারণে, মাথার উপর অনুশোচনার মাটি নিক্ষেপ করা ও নিজের উপর বিলাপ করা দরকার। যদি প্রাপ্তির আনন্দ ও সুখানুভূতি না হয় অন্তত অপ্রাপ্তি ও হারানোর দুঃখ ও বেদনা তো থাকিবে। যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

وصل خاصاں راست من ذیشاں نیم اے بخت بد

بهر من اندازه ادبار من کارے به بیں

"ওহে দুর্ভাগ্য আমার! মিলন তো বিশেষ মনীষীগণের জন্য নির্ধারিত, আমি তো তাহাদের দলভুক্ত নহি। অতএব হে হতভাগ্য! তুমি তোমার হতভাগ্যের পরিমাণ অনুযায়ী অন্য কোন কর্মের সন্ধান কর।"

اے تو سر فضل من نداری   من عادت بخت خویش دانم

"ওহে! তুমি আমার অনুগ্রহের মহিমা সম্পর্কে অবগত নহ। আমি আমার সৌভাগ্যের অভ্যাস সম্পর্কে অবগত আছি।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত একত্রিশ মাকতুব

মাওলানা মুজাফফর (রহঃ)-এর প্রশ্নসমূহের উত্তর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যাহা মাওলানা হামীদ উদ্দীন নাগূরী'র মন্তব্য সম্পর্কিত

گفتگو ے انا بحالت کشف　　ہر کہ گوید از و خطا نبود

حاصل اندر زمانہ استغراق　　شاہد روح جز خدا نبود

"কাশফের হালতে যদি কেহ আনাল হক বলে তাহাতে কোন দোষ নাই। প্রভু প্রেমে ডুবন্ত অবস্থায় আত্মা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পায় না।"
যখন একজন সাধকের উপর আয়াতে কারিমা,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

"ভূ-পৃষ্ঠে যাহা কিছু রহিয়াছে সব কিছুই ধ্বংসশীল, কেবলমাত্র মহিয়ান ও গরিয়ানের একক সত্তাই থাকিবে অম্লান" ইহার মর্ম যখন উদঘাটিত হইবে, তখন وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ তাহার উপর উদ্ভাসিত হইবে। সেই মুহূর্তে সে 'আনা' (আমি) ব্যতীত আর কি বলিবে। তদুপরি আত্মসম্ভ্রমবোধের কোতায়াল যখন শাসনের শুল স্থাপন করিয়াছে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করিয়াছে,

مَنْ صَرَّحَ بِالتَّوْحِيْدِ فَقَتْلُهٗ اَوْلٰى مِنْ اِحْيَاءِ غَيْرِهٖ -

"যে ব্যক্তি দ্ব্যর্থহীনভাবে তাওহীদের বর্ণনা প্রদান করিয়াছে, তাহাকে হত্যা করা অন্যদেরকে জীবন্ত রাখা হইতে শ্রেয়" এইজাতীয় ক্ষেত্রে মুখ বন্ধ রাখিবে না তো কি করিবে।
যেমন বলা হইয়াছে—

ز مستی گر بگوید رمز عشقش　　جز ایش در طریقت دار باشد

"উন্মাদ অবস্থায় যদি কেহ তাহার প্রেমের গোপন রহস্য ফাঁস করিয়া দেয়, তবে তরীকতের মধ্যে সে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে।"
একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ঃ ওহে ভ্রাতা! যিকিরকারীরা যিকির সম্পর্কে যাহা বলিয়াছে তাহা হইল এই যে,

اِنَّ اَوَّلَ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ بِهٖ نَفْسَهٗ هُوَ اَنَا فَذِكْرُهٗ عَلَى الْحَقِيْقَةِ اَنَا وَبَاقِى الْاَذْكَارِ كُلُّهَا بَلْ جَمِيْعُ كَلَامِ الْعَالَمِ حَتّٰى صَوْتُ الْحَيْوَانِ صَدَاعٌ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ اَعْنِىْ اَنَا فَمَا دَامَ الذَّاكِرُ يَسْمَعُ مِنْ بَاطِنِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَوْ هُوَ اَوْ اَنْتَ اَوْ

اَىُّ اِسْمٍ كَانَ فَهُوَ يَسْمَعُ الصَّدَاءَ فَاِذَا سَمِعَ اَنَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلٰى رَفْعِهٖ فَهُوَ الذِّكْرُ الْحَقِيْقِىْ -

"নিঃসন্দেহ মহান আল্লাহ যেই শব্দ দ্বারা সর্বপ্রথম নিজের যিকির করিয়াছেন, তাহা ছিল 'আনা'; এই 'আনা' ছিল তাহার হাকীকী যিকির। অবশিষ্ট সমস্ত যিকির বরং গোটা বিশ্ববাসীর আলোচনা এমনকি প্রাণী জগতের যাবতীয় ডাক ও ধ্বনি হইল প্রকৃতির পক্ষে সেই 'আনা' শব্দের প্রতিধ্বনি। অতএব একজন যিকিরকারী তাহার অন্তকরণে যখন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কিংবা هُوَ অথবা اَنْتَ অথবা অন্য কোন নাম শ্রবণ করে, সে উহা সেই প্রতিধ্বনি হইতেই শ্রবণ করিয়া থাকে, যাহা প্রত্যাখ্যান করিবার সাধ্য তাহার নাই। ইহাই হইল মূলত যিকরে হাকীকী।"

কিন্তু মহান আল্লাহ একজন সালেক তথা আধ্যাত্ম সাধককে স্বয়ং তাঁহার দেহাভ্যন্তরে ধ্বনির মাধ্যমে বরং যাবতীয় জড়পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের ডাক ও ধ্বনির শ্রবণ করাইয়া থাকেন। সেক্ষেত্রে এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে এবং গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, সালেক যদি সেই যিকিরই তাহার হইতে শ্রবণ করে যাহা সে নিজে সম্পাদন করিয়া থাকে, তবে সেই যিকির হইবে সালেকের যিকিরেরই প্রতিধ্বনি । অনন্তর এইটা কাশফে হাকীকী নহে, কাশফে খেয়ালী তথা কল্পনাপ্রসূত কাশফ বলিয়া বিবেচিত। তবে যেই যিকির কোন বস্তু বিশেষের জন্য নির্ধারিত তাহাদের হইতে যদি এই যিকির শ্রবণ করিয়া থাকে, তখন সেই কাশফ সঠিক ও হাকীকী। এই হাকীকতদ্বয়ের মাঝে একটু গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করুন তাহা হইলে আপনি যে প্রশ্নসমূহ ও সমস্যার কথা বলিয়াছেন, তাহার সমাধান পাইবেন ইনশাআল্লাহ। একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা! ওহে ভ্রাতা! ভালোবাসার পানপাত্র হইতে যতই পান করানো হউক না কেন পেয়ালার পর পেয়ালা অনবরত পান করিতে থাকিবে, কিন্তু নেশাগ্রস্ত হইতে পারিবে না।

لا بت ز باں که عاشقا نش در عشق نمی خسر ند گفتار

دیدی که بکر عشق رمزے حلاج بگفت رفت بردار

"অর্থহীন নহে, তাহা হইল তাহার প্রেমাসক্তদের মুখের তালা, প্রেম সংক্রান্ত কিছু বলিবার অনুমতি নাই। আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে, মোহগ্রস্ত অবস্থায় মানসুর একটি গোপন রহস্য ফাঁস করিয়াছিল বিধায় তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন দিতে হইয়াছে।" নিজের এই মদপানে তুষ্ট থাকো বলে কত ধন্য তুমি, প্রত্যহ এই পিপাসা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ہست دریائے محبت بے کنار لاجرم یك تشنگی شد صد ہزار

"প্রেমের সমুদ্র হইল কুলহীন, নিঃসন্দেহে এখানে পিপাসার্ত একজন, কিন্তু পিপাসা লক্ষাধিক।"

"এখানকার কর্মকাণ্ড তো মনোবল ও সাহসের পরিমাণ অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাহস যত সমুন্নত হইবে পানকারীর তৃষ্ণাও ততটা বেশি হইবে।

কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

ہر کہ صاحب ہمت آمد مرد شد ہمچو خورشید از بلندی فرد شد

ہر کہ از ہمت دریں راہ آمدست گر گدائی می کند شاہ آمد ست

"যে নির্ভীক সাহসী সেই হইল সুপুরুষ, স্বীয় এইরূপ উন্নত আত্মপ্রত্যয়ের কারণে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়াছেন। যে ব্যক্তি সাহসিকতার সহিত এই পথে অনুপ্রবেশ করিয়াছে, যদি ভিক্ষাবৃত্তিও করে তবুও সে বাদশাহ।"

ওহে ভ্রাতা! সময়ের বিড়ম্বনা, দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তা সহ্য করিতে হইবে, সালেকের জন্য ইহা ছাড়া কোন উপায়ও নাই। রাগ ও অনুরাগের ছায়া ও তাপে প্রতিপালিত হইতেই হইবে। অন্যথায় স্থবির হইয়া যাইবে। সকলের সহিতই এই আচরণ করা হইয়াছে। ইহা কেবল আপনার সহিত করা হইয়াছে এমন নহে।

যেমন কবি বলিয়াছেন—

تانگر دی نقطہ در دائے پسر کے تواں گفتن ترا مردائے پسر

سر دو گرم زمانہ نا خورده نہ رسی بر در سرا پرده

"ওহে বৎস! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পা হইতে মাথা পর্যন্ত আপাদমস্তক ব্যথাতুর না হইবে ততক্ষণ তোমাকে সুপুরুষ কিভাবে বলা যাইবে। তুমি তো এখনো কালের শীত গ্রীষ্ম উপলব্ধি কর নাই, সেকারণে তুমি এই শিবিরের ভিতরস্থ ব্যথা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পার নাই।"

একটি কথা ঃ একজন সালেকের সহিত এইজাতীয় যে আচরণ করা হইয়া থাকে উহা কেবল এজন্যেই যে, যাহাতে মধ্যখান হইতে বৈপরীত্বের পর্দা ও অন্তরায় অপসারিত হইয়া যায়; তাহার ধ্বংসের জন্যে নহে। সুতরাং এখন অন্তরকে নিশ্চিন্ত রাখিতে পারেন। কবির নিম্নোক্ত চরণগুলি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন—

در محبت تا کہ غیرے ما ندت در درون کعبہ ویرے ما ندت

"যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসার ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর অস্তিত্ব বাকি থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝিয়া নিবে যে, কাবার মধ্যে মন্দির লুক্কাইয়া আছে।"

چوں نماند در دل از اغیار نام پرده از محبوب بر خیز و تمام

"যখন অন্তর হইতে গায়রুল্লাহ মুছিয়া যাইবে তখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যখান হইতে পর্দা অপসারিত হইয়া যাইবে সম্পূর্ণরূপে।"

একটি বিশেষ কথা ঃ ওহে ভ্রাতা! মুকাশেফাত তথা কাশফ সংক্রান্ত জ্ঞানের যখন কোন ইয়ত্তা নাই, তখন উহা কিভাবে লিখিয়া শেষ করা যাইবে এবং সেই কাশফ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সীমিত ভাষা ও বর্ণমালার মধ্যে কিভাবে ধারণ করা সম্ভব হইবে?

কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

شرح دادن حال عاشق جا و داں　　از عبارت بر تراست و از بیاں

گر زباں گر دو دو گیتی سالها　　هم نیار و داد شرح حالها

"চিরঞ্জীব প্রেমিকের অবস্থা বিশ্লেষণ ভাষা ও বর্ণনা হইতে অনেক উর্ধ্বে। যদি এই উভয় জগত আদ্যোপান্ত মুখ হইয়া যায় এবং বৎসরের পর বৎসর প্রেমিকদের অবস্থার বিবরণ দিতে থাকে, তবুও উহার হক আদায় হইবে না।"

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ঃ যেই সমুদ্রের তলের কোন হদিস নাই, উহা পান করা, গলধঃকরণ করা এবং সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া ফালানো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃসাধ্য কর্ম। এত জটিল যে, কখনো পর্বতমালা অস্তিত্বহীন ও ধুলিসাত হইয়া যাইতে পারে। তদুপরি যখন সে সমুন্নত আত্মপ্রত্যয়ের সহিত থাকিবে তখন সমুদ্র তাহার অসীমত্ব ও সমুন্নত মনোবলের সম্মুখে এক ফোঁটা পানিতে পরিণত হইয়া যাইবে। এই হালত সম্পর্কে ইমাম শিবলি (রহ) ফরমাইয়াছেন, رَبِّ زِدْنِىْ تَحَيُّرًا "হে আল্লাহ! আমার বিস্ময়কে আরো বৃদ্ধি করিয়া দিন" যখন পান করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া যাইবে তখন পিপাসা আরো বৃদ্ধি পাইবে। তখন যত ইচ্ছা পান করিতে পারিবে।

مست مستم مرا شراب دہید　　خرقه دسجه ام بآب دہید

ہرکرا یک ذرہ خلت دست دار　　ہر دش صد گونه دولت دست داد

"আমি উন্মাদ, আমি নেশাগ্রস্ত, আমাকে মদ দাও! দাও শরাব। আমার তাসবীহ ও জুব্বাকে পানিতে নিক্ষেপ কর। যাহার বন্ধুত্বের এক বিন্দু অর্জিত হইয়াছে, প্রতি মুহূর্তে তাহার যেন বিপুল পরিমাণ অমূল্য সম্পদ সাধিত হইয়াছে।"

বিশেষ কথা ঃ যখন কোন ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে চায় তাহার জন্য বিপদাপদ আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। তাহা কেবল সেই সমুন্নত সাহসিকতার কারণেই হইতে পারে যে, সমুদ্রসম বিপদাপদ গলধঃকরণ করিবে, অথচ নিজের অবস্থান হইতে বিচ্যুত হইবে না।

কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

بر دار چو می بینی پیو سط جمال او　　در چار سوئے عشقش بے دارنباید بود

"তুমি যখন দরওয়াজার উপরে তাহার সৌন্দর্য অনবরত অবলোকন করিবে, তাহা হইলে তাহার প্রেমের জগত চতুর্দিক বেষ্টনীমুক্ত তথা অরক্ষিত থাকা উচিত নহে।"

একটি কথা ঃ ওহে ভ্রাতা! তাওহীদের পথ যাহা বীর পুরষদের ধর্মাচার, ইহা এক অতল সমুদ্র, সেখানে জ্ঞান ও বিবেক সবকিছুই ডুবিয়া যায় অর্থাৎ নিষ্ক্রীয়। সুতরাং উহাকে লেখনী ও বক্তৃতার মধ্যে কি করিয়া আবদ্ধ করা যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এই গভীর সমুদ্রের মধ্যে গমন করিয়াছে সে তো এক বিস্ময়ের জগতে ডুব দিয়াছে।

কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

قطرہ کو غرقہ در یا بود   ہر دو کونش جز خدا سودا بود

"সেই ফোঁটা যাহা সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত উভয় জগত উন্মাদনা ও পাগলামী বৈ নহে।"

এই প্রসঙ্গে জনৈক বন্ধু আরো বলিয়াছে—

بگو با من چہ دینداری خوشم با دین توحیدش

ہمیں دینم صواب آمد د گر دینہاخطا دیدم

نہ من ہے او نہ او ہے من و لیکن من دو چوں گویم

کہ در دین یکے گویاں دو گفتن نار وا دیدم

"বলিতে পারিবে কী? ইহা তোমাদের কোন ধরনের দ্বীন। আমি সেই তাওহীদবাদীদের দ্বীনে সন্তুষ্ট এবং আমার নিকট ইহাই সঠিক দ্বীন। এতদভিন্ন অন্য সব দ্বীনকে আমি ভুল ও ক্রুটিপূর্ণ মনে করি।"

একটি বিশেষ কথা ঃ ওহে ভ্রাতা! রহমতের ফায়েজ নিজের মাঝে যতটা বেশি অনুভব করিবে—বিনয়, নম্রতা, অক্ষমতা, অপারগতা ও অসহায়ত্ব মহান আল্লাহর দরবারে ততটাই বেশি প্রকাশ করিবে এবং এইসবকে তাঁহার পক্ষ হইতেই মনে করিবে। এইসব কখনো নিজের আমলের ফলাফল বলিয়া জ্ঞান করিবে না। যাহাতে কোনরূপ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত নিরাপদে গন্তব্যে পৌছাইতে সক্ষম হইবে।

ہر چہ از ھد یہ داری اے درویش   ھد یہ حق شمر نہ کد یہ خویش

"ওহে দরবেশ! যেই পরিমাণ অনুকম্পা ও অনুগ্রহের উপঢৌকন তুমি লাভ করিয়াছ উহাকে মহান আল্লাহর দান মনে করিও, নিজের আমলের প্রতিদান ও সুফল মনে করিও না।"

জনৈক কবি এই মর্মে আরো বলিয়াছেন—

ہر کس کہ ذلیل کرد خود را   اندر نظرش ہمہ خلیل است

عاشق ز برائے عز معشوق   در دنیا و آخرت ذلیل است

"যেই ব্যক্তি নিজেকে হীন ও অপদস্ত করিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি তাহার দৃষ্টিতে তাহার পরিপূর্ণ বন্ধু, প্রেমিক প্রেমাস্পদের সম্মানে ইহ ও পরজগতে অপদস্ত।"

একটি কথা ঃ ওহে ভ্রাতা! সাধকের জন্য আর একটি শর্ত হইল অল্পেতুষ্টি, যে কেহরই জীবিকা নির্বাহের উপকরণের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্টি না থাকিবে তাহাকে বাজারে গিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে বল, তাহার এই অমূল্য সম্পদের সহিত কিসের যোগসূত্র? কানায়াত বা অল্পে তুষ্টি হইল এমন এক রাজত্ব যাহার উর্ধ্বে কিংবা তাহার চাইতে বিশাল আর কোন রাজত্ব নাই।

যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

ہیچ کس را در جہان بجسر و بر   از قناعت نیست ملکے بیشتر

ہر کہ در راہ قناعــت مردشد   ملك دنیا بر دل او سر دشد

"জল ও স্থলের কোথাও অল্পে তুষ্টি হইতে বড় কোন রাজত্ব নাই। যিনি কানায়াতের (অল্পে তুষ্টির) পথের বীর পুরুষ জগতের রাজত্ব তাহার হৃদয়ে অর্থহীন।"

একটি কথা ঃ যথাসম্ভব যাবতীয় হকসমূহের প্রতি যত্নবান থাকিবে। কারণ তাহা হইল এই পথের পূর্বশর্ত, যাহাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে পথ অতিক্রম করা যায়। বিবেকের একটি অভিনব পদ্ধতি হইল সঠিক পথ অবলম্বন করা। সত্য বলা এবং সঠিক পথে চলার মধ্যে নিঃসন্দেহে নেয়ামতের প্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে, কোনরূপ ঘাটতি ও ক্ষতি হয় না। আপনি কী লক্ষ্য করেন নাই যে, যে ব্যক্তি সঠিক পথ গ্রহণ করিয়াছে, কেবল সেই তাহার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছে।

এই মর্মে জনৈক কবি বলিয়াছেন—

ہر کہ در راہ محمد صہ رہ نیافت   تا ابد گردی ازیں درگہہ نیافت

دولت آنجا جو و دیں آنجا طلب   مرجع اہل یقیں آنجا طلب

"যেই ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পথের সন্ধান পায় নাই, কিয়ামত পর্যন্তও যদি অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালিত করে, তবুও সেই পবিত্র দরবারে পৌঁছাইতে পারিবে না। সুতরাং ঐশ্বর্য এখানেই তালাশ কর এবং দ্বীন এখানে অনুসন্ধান কর। যদি বিশ্বাসীদের প্রত্যাবর্তন স্থল এই অনুসন্ধান হয় তবে উহাও এখানেই বিরাজমান।"

এই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে, কতিপয় মানুষ স্বীয় অজ্ঞতা ও মনগড়া মতে কোন পথপ্রদর্শক ব্যতীত নিজের ভ্রান্ত ধারণা ও অসার কল্পনার ভিত্তিতে নিজের কামনা বাসনার বশীভূত হইয়া এই পথে পদচারণা করিয়াছে। নিঃসন্দেহে কখনোই সে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিবে না। যদিও সে তাহাতে গোটা জীবনটাই কাটাইয়া দেয় না কেন।

কবির ভাষায় বিষয়টি এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

کور ہرگز کے تو اند رفت راست　　بے عصا کش کور را رفتن خطاست

راہ دور است و پر آفت اے پسر　　راہ روراسی بـــبایـــد راہبر

گر ترا در داست پیر آید پدید　　قفل دردت را کلید آید پدید

"অন্ধ কখনোই সোজা পথে চলিতে পারে না। একজন যষ্ঠিধারী চক্ষুষ্মান পথপ্রদর্শক ব্যতীত তাহার পথ চলাই তো অন্যায়। ওহে ভ্রাতা! পথ অতি দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল। এরূপ পথ চলিতে একজন পথপ্রদর্শকের একান্তই প্রয়োজন। যদি তোমার মাঝে অনুসন্ধিৎসা ও আবেদনের যন্ত্রণা থাকে, তবে পীর স্বয়ং চলিয়া আসিবে এবং তোমার ব্যথার চাবি তোমার হাতে চলিয়া আসিবে।"

আপনার পত্রখানায় অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাহার ঘটিয়াছে। যখন এই গল্পটাই অতিদীর্ঘ তাহা হইলে উহা কি করিয়া সমাপ্ত হইবে? কবি এই কথাটাই বলিয়াছে—

شب رفت حدیث ما بپایاں نرسید　　شب را چه گنهه حدیث مابود دراز

রাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে অথচ আমার কাহিনী শেষ হয় নাই। ইহাতে রাত্রের দোষ কি, বরং আমার গল্পটাই ছিল অতিদীর্ঘ।"

এই পত্রের মধ্যে যতটুকুই লেখা হইয়াছে, আশা করি উহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে। যুগ যুগ ধরিয়া এই প্রবাদটি প্রসিদ্ধ 'আঁজাকে কাসাস্ত হরফে বসাস্ত' অর্থাৎ, যেখানে কোন যোগ্য পাত্র রহিয়াছে সেখানে একটি অক্ষরই যথেষ্ট।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত বত্রিশ মাকতুব

মুরীদের পথপ্রদর্শন ও মনোবল বৃদ্ধিকরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

در موعده وصال اگر بار یافتی   قدسی شدی لذت اذکار یافتی

در بارگاه قدس بهمت در آمدی   پس قوت نهفتن اسرار یافتی

زاں مرتبه که بود ترا نفس اندران   بر ترشدی و صحبت ابرار یافتی

"যদি মিলনের প্রতিশ্রুত স্থানে তোমার পালা লাভ করিতে পার, তবে তো তুমি ফেরেশতা হইয়া গিয়াছ এবং স্মরণ ও যিকিরের স্বাদ তুমি নিশ্চিত উপভোগ করিয়াছ। যদি সেই পবিত্র দরবারে তুমি সাহসিকতার সহিত প্রবেশ করিতে পার, তাহা হইলে সুপ্ত রহস্য ভাণ্ডার গোপন করিবার শক্তি তুমি অর্জন করিয়াছ। সেই বিশেষ মাকামের উসিলায় যেখানে তোমার আত্মা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত ছিল তুমি উচ্চ ও উচ্চতর স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছ এবং নেককারদের সাহচর্য তুমি লাভ করিয়াছ।"

স্নেহের পুত্র ফরুদ্দীন! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সালেকীনের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন।

পত্র লেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ কর। প্রিয় বৎসের পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে। যাহার মধ্যে আপনি নিজের সার্বিক অবস্থাদি, হালাত ও মামুলাত সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই লেখিয়াছেন। উহা আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া নিদারুণ আনন্দিত, পুলকিত ও আবেগাপ্লুত হইয়াছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ধন্য হও! ওহে বৎস! স্বীয় কর্মে মনোনিবেশ কর এবং সাহসিতার সহিত তাওহীদের পথে যাহা বীর পুরুষদের পথ—অগ্রসর হও, যাহাতে স্থিরতা ও অগ্রগতি প্রত্যহ ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইনশা আল্লাহ।

چوں ہمه یاد تو از مولی بود   ہمچو مجنونت ہمه لیلی بود

نیست کن ہر چه ره در اے بود   تا دلت خانه خدائے بود

"যখন তোমার সমস্ত স্মরণ এবং তোমার যাবতীয় যিকির স্বয়ং মাযকুর তথা আল্লাহ তায়ালা হইয়া যাইবে তাহা হইলে মজনু-র ন্যায় তোমার জন্য গোটা পৃথিবী লায়লা হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে উহাকে অস্তিত্বহীন ও নিঃশেষ করিয়া দাও, যাহাতে তোমার অন্তর শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ঘর হইয়া যাইতে পারে।"

যখন তুমি এইভাবে নিজের কর্ম সম্পাদন করিতে পারিলে তাহা হইলে নিশ্চিত জানিবে যে, তুমি সেই অমূল্য সম্পদ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া গিয়াছ, যাহা قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ "মুমিনের অন্তর আল্লাহর গৃহ" এবং اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى-এর অন্তর্নিহিত রহস্য উহা তোমার মাঝে বিকশিত ও আত্মপ্রকাশ করিবে। সেই মুহূর্তে তুমি নিম্নোক্ত অদৃশ্যের আহ্বান শ্রবণ করিবে।

دعده وصل دیگراں فردا   دعده وصل عاشقاں اکنوں ست

"অন্যদের জন্য মিলনের প্রতিশ্রুতি হইল আগামীকল্য, আর প্রেমিকদের জন্য মিলনের প্রতিশ্রুতি অদ্য এবং এই মুহূর্তে।"

এবং নিম্নোক্ত শাহী ফরমান তোমার নামে লিখা হইবে।

ہر کہ در سر محبت بندہ شد   تا ابد ہم محرم و ہم زندہ شد

"যেই ব্যক্তি এই প্রেম রহস্যের বন্দি হইয়াছে সে সার্বক্ষণিক আপন এবং চিরন্তন জীবনের অধিকারী হইয়াছে।"

তবে ওহে বৎস! সময়ের নিপীড়ন ও বিড়ম্বনা সহ্য করিতেই হইবে ও উহার বোঝা বহন করিতে হইবে। স্ত্রী-সন্তানদের ব্যস্ততা জলাঞ্জলি দিতে হইবে এবং এই তাওহীদ পথের বিপদাপদকে মিষ্টান্ন ও মধুর ন্যায় পানীয় জ্ঞান করা উচিত। সম্ভবত তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে যে, ধনরত্ন কোনরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়া লাভ করা যায় না।

যেমন কবির ভাষায় বিষয়টা এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

لیک جدد جہدی باید ترا   تا دریں رہ گنج بکشاید ترا

ز انکہ در راہے کہ گنج انجا نہند   ہیچ شك نبود کہ رنج آنجا نہند

"তোমাকে নিরলস চেষ্টা ও প্রাণপণ সাধনা অব্যাহত রাখিতে হইবে যাহাতে এই তাওহীদের পথের অমূল্য ধনভাণ্ডার তোমার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তাহা এইজন্য যে, যেই পথে ধন ভাণ্ডার রাখা হইয়াছে, নিঃসন্দেহে সেখানে দুঃসাধ্য শ্রম ও কষ্ট রাখা হয়।"

এই আচরণ কেবল তোমার সঙ্গেই নহে, বরং এই পথের সকল সাধকের সহিত করা হইয়া থাকে। স্নেহের বৎস! যাবতীয় তত্ত্বাবধান মাওলানা মুজাফ্ফরকে সোপর্দ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহার হইতে যাহা কিছু শ্রবণ করিবে উহাকে এমন কল্পনা করিবে যে, উহা আমার হইতে শ্রবণ করা হইয়াছে। অতএব এই মহান কর্মের যাবতীয় বিষয়ে তাহার নির্দেশের অনুসরণ করিবে এবং এই সাধনার পথে যেসব সমস্যা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইবে উহা তাহার সম্মুখে পেশ করিবে ও উহার

সমাধানও তাহার নিকট হইতে কামনা করিবে। সর্বদা উন্নত মনোবল ও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় লালন করিবে। কারণ হীনমন্য মুরীদের কোন উন্নতি হয় না।

যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

چنگ در حضرت خدائے زده   ہم چه آں نیست پشت پائے زده

خور ده يك باده بر رخ ساقی   ہر چه باقیست کرده در باقی

"মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে হস্ত স্থাপন পূর্বক আল্লাহ ব্যতীত যাহা কিছু রহিয়াছে উহাকে পদদলিত করিয়াছে। পানপাত্র নিয়া পরিবেশনকারী সম্মুখে উপস্থিত, তাহার দর্শনের এক পেয়ালা শরবত পান করিতেছে এবং উহা ব্যতীত যাহা কিছু রহিয়াছে সবকিছু পরিহার করিয়াছে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত তেত্রিশ মাকতুব

জগতপ্রভুর অমুখাপেক্ষীতা ও আদম সন্তানের পরীক্ষা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

با قبولی تو اے ز علت پاک   چه بود خوب دزشت مشت خاک

بد ما نیک شد چو پذ یر فتی   نیک ماگشت بد چو بگر فتی

ওহে মহান সত্তা! তোমার যাবতীয় কার্যকরণ ও উপলক্ষ হইতে পূত-পবিত্র ও নিষ্কলূষ। আপনার গ্রহণযোগ্যতার বিপরীতের এই মাটির পুতুলের সদাচার ও মন্দাচারের কোন দখল আছে কী? আমার যাবতীয় মন্দাচার নেকীতে পরিবর্তন হইয়া যাইবে যদি তিনি অনুগ্রহ পূর্বক কবুল করেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি পাকড়াও করেন তবে আমার যাবতীয় নেকী তথা সৎকর্মসমূহও পাপাচারে পরিণত হইয়া যাইবে।"

পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করুন। প্রিয় ভ্রাতার পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে। উহা পাঠান্তে সর্ব বিষয়ে অবগত হইয়াছি। তুমি যেখানেই এবং যেই কাজেই নিরত থাক না, যেন তাঁহার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা এবং ভগ্ন হৃদয় অবলম্বন কর। কারণ কোন বিচূর্ণ বস্তুর কোন মূল্য নাই। তবে হৃদয়ের ভগ্নতা যত বেশি হয় ততই উহার মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নিরাশ হইও না, কেননা আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় আচরণ ও কর্মকাণ্ড ইবাদতকারীর বন্দনা ও আরাধনা হইতে পূত পবিত্র ও নিষ্কলুষ, তদ্রূপ পাপাচারীদের অপরাধ ও পাপ হইতে মুক্ত। নেককারদের আনুগত্য ও অনুসরণের দ্বারা তাঁহার পবিত্র সত্তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতার মাঝে কোন প্রবৃদ্ধি সাধিত হয় না, অনুরূপ গুনাহগারদের মন্দাচারও তাহার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ ঘাটতি ও বিলুপ্তি হয় না। এমনিভাবে যদি গোটা পৃথিবীর মানুষ সততার মধ্যে সিদ্দিকে আকবরের ন্যায় হয়, তবুও لَا يَزِيْدُ فِىْ مُلْكِهٖ شَىْءٌ "তাহার সাম্রাজ্য ও আধিপত্যে সামান্যতম বৃদ্ধি হয় না।" পক্ষান্তরে যদি সমগ্র পৃথিবীর মানুষ যদি ফেরাউনের ন্যায় اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى "আমি তোমাদের বড় প্রভু"-এর দাবি করে তদুপরি তাহার সাম্রাজ্য ও আধিপত্য হইতে বিন্দু পরিমাণ ঘাটতি ওহ্রাস পাইবে না।

কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

چه مسلماں چه گبر بر در او   چه کنشت و چه صو معه در بز او

پارسا گر بهه است او را بهه   باد شا گر بداست او را چه

بر در بے نیازی از که و به   گر تو باشی و گر نه باشی چه

"তাঁহার পবিত্র দরবারে কি মুসলমান এবং কিইবা পাদ্রী। তাহার নিকট অগ্নি পূজকদের অগ্নিকুণ্ড এবং ইবাদতখানাই বা কী? প্রহরী যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে উহা কেবল তাহার নিজের জন্য। পক্ষান্তরে রাজা যদি মন্দ হয় তাহাতে তাহার কি? তাহার পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষীতার দরবারে যদি তুমি বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত হও অথবা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হও ইহাতে তাহার কী আসে যায়?"

ওহে ভ্রাতা! যখন তিনি মহান অধিপতি, সুতরাং তাহার তছরূপও অবাধ হইবে। অনুরূপ কাহাকেও যদি সর্বোচ্চ মাকামে/স্তরে পৌছাইতে ইচ্ছা করেন, কোন আমল ও কীর্তি ব্যতিরেকে তবে এইরূপ করা তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের অধিকার। পক্ষান্তরে যদি কাহাকেও একেবারে অধ্বস্তনে পৌছাইতে চাহেন তাহার কোন অপরাধ ও পাপাচার ব্যতিরেকে, তবে ইহাও তাঁহার অপার মহিমা, তাহার প্রাধান্য এবং সম্মানের অনুকূল। কবি এ কথাটাই বলিয়াছেন—

گه آری خلیلے ز بستخانه   کنی آشنائی ز بیگانه

گه از آنچناں گوہر خانه خیز   چو بو طابے را کنی سنگر یز

"আল্লাহ কখনো মন্দির হইতে হযরত খলিল সৃষ্টি করেন এবং বিজনকে নিজের বিশেষ বন্ধু বানাইয়া থাকেন। কখনো হীরক ও ধনরত্ন সৃষ্টিকারী ঘর হইতে আবু তালেবের ন্যায় প্রস্তর পুজারী/পৌত্তলিক সৃষ্টি করেন।"

সেই অমুখাপেক্ষী অকুতভয় ও অসংকোচ সত্তা হইতে এইজাতীয় কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকেন, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। শংকা, উৎকণ্ঠা ও ভীতি অন্যের সাম্রাজ্যে অনধিকার চর্চা করিবার কারণে সৃষ্টি হয়। কেহ যখন তাহার নিজের রাজ্যে তছরুফ করে তাহার আবার ভয় কিংবা শংকা কিসের? অভিশপ্ত ইবলীসের গল্প সকলের জন্য একটি উপদেশ, তথা হইতে নসীহত গ্রহণ করা উচিত।

যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

صد ہزاراں سال طاعت کردنی   طوق لعنت می کند در گر دنی

"শত সহস্র বৎসর ব্যাপী ইবাদত করিতেছিল, পরিশেষে অভিশাপের বেড়ি তাহার স্কন্ধে স্থাপন করা হইল।"

কিন্তু সম্প্রতিককালে মানুষ যখন দুনিয়ার সমুহ দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার মধ্যে নিমজ্জিত যাহা পরীক্ষাগার তথা হইতে তাহার পরিত্রাণের সুযোগ কোথায়? তদুপরি উদাসীনতা ও গাফেলতি গতিরোধ করিয়া রহিয়াছে। এখন কিইবা করিবার আছে।

آدمی بہر بیغمی را نیست   پاے در گل جز آدمی را نیست

شادی از اہل عصر بیگانه است   آدمی را خوداند وه از خانه است

"মানুষকে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। বিস্ময় ও দুশ্চিন্তা মানুষ ছাড়া আর কাহারো নাই। আনন্দ ও সুখ হইল কালের অধিবাসীদের জন্য পর, অনাত্মীয়; বরং দুঃখ, কষ্ট ও দুশ্চিন্তা তাহার অস্তিত্বও তাহার পরীক্ষা গৃহের সহিত সম্পৃক্ত।"

ওহে ভ্রাতা! মানুষ হইল এমন এক প্রাণী, যে মমতাময়ী মায়ের উদরে রক্ত পান করে। অতঃপর যখন মায়ের উদর হইতে এই বিপদাপদের শুতিকাগার পৃথিবীতে আগমন করিল তখন কি আহার করিবে? এই জাগতিক জীবনে যথাসম্ভব পরকালের দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতাই ভক্ষণ করিবে। ভগ্নহৃদয় তৈরি করিবে অনুতাপ ও অনুশোচনা হইতে মুক্ত থাকা উচিত নহে। আশা ও নিরাশা এর মাঝে জীবন অতিবাহিত করা উচিত। কখনো দৈবক্রমেও প্রবৃত্তির সহিত কামনা ও বাসনা এবং ভোগে নিমজ্জিত হওয়া উচিত নহে। যেমন কবির ভাষায় বিষয়টি ব্যক্ত হইয়াছে—

ترا با نفس کافر در کمین است   کجا تو رہبر آنجا که دین است

"যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবাধ্য প্রবৃত্তি তোমার পিছনে লাগিয়া আছে, ততক্ষণে যেখানেই দ্বীন বিরাজমান সেখানে তুমি কিভাবে পৌঁছাইতে পারিবে?"

ওহে ভ্রাতা! মানব সন্তানের মাঝেও একটি অবাধ্য প্রবৃত্তি লুক্কাইয়া আছে। যাহার একমাত্র লক্ষ্য হইল জাগতিক ঐশ্বর্য, উহাকে কোন অবস্থাতেই শক্তি সঞ্চয় করিতে দিও না, তাহা হইলে সে তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। যেমন কবি বলিয়াছেন—

کافر نفست چو ز بون توشد   گر ہمه کفری ہمه ایماں شوی

"যখন তোমার অবাধ্য প্রবৃত্তি তোমা হইতে পরাস্ত ও পরাভূত হইয়া যাইবে, সুতরাং তোমার আপাদমস্তক যদি কুফরী থাকে তবে এখন পরিপূর্ণ ঈমান হইয়া গিয়াছ।"

এখানে কোন বীরত্ব ও সাহসিকতা চলে না যে, পুরুষদের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিবে এবং তাহাদের কাছ হইতে বিজয় ছিনাইয়া আনিবে। বরং বীরত্ব হইল এই যে, নিজের অবাধ্য প্রবৃত্তিকে ভূপাতিত করিবে এবং তাহার উপর বিজয় লাভ করিবে। কবি একথাটাই বলিয়াছেন—

مردی نه باشد آنکه کنی باکے تو جنگ

با خویش جنگ کردن مردی درستمی ست

"ইহা বীরত্ব ও সাহসিকতা নহে যে, কাহারো সহিত যুদ্ধ করিবে, বরং স্বীয় প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করাই হইল প্রকৃত বীরত্ব ও সাহসিকতা।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত চৌত্রিশ মাকতুব

প্রেম ও প্রেমিকের বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

گر مرد رہی محال بگذار   تحقیق طلب خیال بگذار

انس ز ہد تو بازنا مہ تست   ز نار تن تو جامہ تست

"যদি তুমি এই পথের বীরপুরুষ হইয়া থাক, তবে কোন কাজকে অসম্ভব মনে করা পরিহার কর! ধারণা ও কল্পনা ত্যাগ করিয়া হাকীকত তথা অন্তর্নিহিত সত্য পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যাও। তোমার এই ত্যাগ তোমার জন্য একটি ভিজিটিং কার্ড স্বরূপ। তোমার শরীরের ক্রুশফিতা তোমার জন্য পোশাক হইয়া গিয়াছে।"

প্রিয় ভ্রাতা শায়খ সোলায়মান! আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ সর্বদা তোমার অনুকূলে থাকিবে। পত্রলেখকের সালাম ও দোয়া জানিবেন।

আমার প্রিয় ভ্রাতার এই কথা নিশ্চয় জানা আছে যে, উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক্ব (রহঃ) ফরমাইয়াছেন,

لَيْسَ لِلْجَنَّةِ شُغْلٌ مَعَنَا وَلاَ لِلنَّارِ سَبِيْلٌ اِلَيْنَا -

"না জান্নাতের আমার সহিত কোন কাজ আছে, আর না দোযখের আমার দিকে কোন পথ।" বেহেশত ও দোযখের আমার অন্তরের বেষ্টনীর মধ্যে কোন পথ নাই।

نے در غم دوزخ و بہشت اند   ایں طائف را چنیں سرشت اند

"ওই দলের বেহেশত ও দোযখের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। সেই লোকদের চরিত্রই এই রকম হইয়া থাকে।"

মহান আল্লাহর অন্বেষীরা বেহেশত ও দোযখকে আদম তথা অস্তিত্বহীনতার মাঝে নিক্ষেপ করিয়াছে। তৎপর এই অন্বেষণের পথে পদচারণা করিয়াছে।

কবি এই কথাটাই বলিয়াছেন—

ما را نہ غم دوزخ و نہ حرص بہشت است   بردار ز رخ پردہ کہ شتاق لقائیم

"আমাদের না দোযখের ভয় আছে আর না আছে বেহেশতের লোভ। মুখমণ্ডল হইতে নেকাবটা উঠাও! আমরা তো কেবল তোমার একটু দর্শনপ্রার্থী।"

একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ রহিয়াছে, যদি তিনি স্বীয় মিলনের শিবির দোযখে স্থাপন করে তাহা হইলে তাহার প্রেমাসক্তরা দোযখের অগ্নিকে নিজেদের চোখের সুরমা বানাইবে। তৎপর যদি সেই সুউচ্চ ও মহান জান্নাতুল ফেরদাউসের ভিতরে এক মুহূর্তের জন্য পর্দাবৃত থাকে তাহা হইলে এতটা চিৎকার ও আর্তনাদ করিবে যাহা শ্রবণে দোযখবাসীদেরও সমবেদনা সৃষ্টি হইবে। ইহা সেই মাকাম সংক্রান্ত আলোচনা যাহা কবির ভাষায় নিম্নোক্ত চরণগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

گویند بهشت مهمانی ست بے دیدن میزباں چه باشد

چوں دشمن و دوست در حجاب اند پس فرق دریں میاں چه باشد

"বলা হয় বেহেশত হইল আতিথেয়তার স্থান, সে আতিথেয়তা যেখানে মেজবানের সাক্ষাতে নাই, সে আতিথেয়তা কোন কাজে আসিবে। যখন তাহার শত্রু ও মিত্র উভয়েই পর্দাবৃত, তবে এতদুভয় শ্রেণীর মাঝে পার্থক্য রহিল কোথায়।"

ওহে ভ্রাতা! পবিত্র ও নিকটতম ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ "তাহারা অতি সম্মানিত বান্দা" সম্বোধনটি প্রদত্ত হইয়াছে يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ "তিনি তাহাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাহারাও তাঁহাকে ভালোবাসেন" এর দ্বারা সম্মানিত মাটির এই পুতুলকে সম্মানিত করা হইয়াছে,

ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

"ইহা কেবল মহান আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা প্রদান করেন" ইহার উপর তাহা প্রযোজ্য ও বাস্তবায়িত হয়। কাজেই অনিবার্য কারণে বিবেককে অব্যাহতি প্রদান করত উন্মত্ততা ও পাগলামী অবলম্বন করিয়াছে। এবং এই কথা অকপটে স্বীকার করিয়াছে।

ایں راہ طریقت نہ پائے عقل است خاک قدم عشق در ائے عقــــل است

سرے کہ فرشتگاں از اں بے خبر اند اے عقل کہ بے عقل چہ جائے عقل است

"তরীকতের পথ বুদ্ধির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রেমের পদধূলি বুদ্ধি ও যুক্তির অতীত। সেই রহস্য ও সৃষ্টি তত্ত্ব যাহা নিকটতম ফেরেশতা সম্প্রদায়ও অবহিত নহে। ওহে জ্ঞানশূন্য নির্বোধ! সেখানে বুদ্ধির অবকাশ কোথায়?"

এই মাকাম সম্পর্কে আর একটি কথা বর্ণিত আছে, যাহা এই পুণ্যময় দলের মানুষেরা পরস্পর বলিয়া থাকে,

اَلْعِشْقُ هُوَ الطَّرِيْقُ وَرُوْيَةُ الْمَعْشُوْقِ هُوَ الْجَنَّةُ وَالْفُرَاقُ هُوَ النَّارُ وَالْعَذَابُ -

"প্রেমের পথই হইল মূল পথ, প্রিয়তমের দর্শনই হইল জান্নাত এবং বিরহ ও বিচ্ছেদই হইল জাহান্নাম ও উহার মর্মন্তুদ শাস্তি" যেমন জনৈক কবি কত চমৎকারভাবে বিষয়টা ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

در و عشق آمد دوائے بر دلے حل نشد بے عشق ہرگز مشکلے

عاقلاں را شرع تکلیف آمدست بیدلاں را عشق تشریف آمدست

"প্রেমের বেদনা প্রতিটি হৃদয়ের জন্য ঔষধ হইয়া সমাগত হইয়াছে। তুমি নিশ্চিত

জানিয়া রাখ যে, প্রেম বিনা কোন সমস্যাই সমাধান হয় না। জ্ঞানবানদের জন্য শরীয়তের অনুশাসন কার্যকর। প্রেমিক অর্থাৎ আত্মহারাদের জন্য প্রেমের মর্যাদা সুনির্দিষ্ট।"

ওহে ভ্রাতা! বুদ্ধির পুঁজি নিয়া প্রেমের অন্তর্নিহিত মর্ম পর্যন্ত পৌছাইতে পারিবে না। এবং জ্ঞানের শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা এই বোঝা উত্তোলন করিতে পারিবে না। اَلْعِشْقُ جُنُوْنٌ اِلٰهِیْ "প্রেম হইল প্রভু আসক্তি" হাদীস শরীফে এমনটিই বর্ণিত হইয়াছে।

تا توانی باخرد بیگانه باش عقل را خارت کن و دیوانه باش

ز انکه گر تو عاقل آئی سوئے من ز خم بسیاری خوری در کوی من

لیك گر دیوانه آئی در شمار ہیچ کس را باتو نبود ہیچ کار

"তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব বিবেক হইতে পর হইয়া যাও, বুদ্ধিকে আক্রমণ কর এবং উন্মাদ হইয়া যাও। কারণ বুদ্ধি ও যুক্তি সহকারে তুমি যদি আমার নিকট আস তাহা হইলে জানিয়া রাখ—আমার গলিতে অসংখ্য তীর ও বর্শার আঘাত সহিতে হইবে। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি উন্মাদদের অন্তর্ভুক্ত হও, তাহা হইলে তোমার সহিত কাহারো কোন আপত্তি থাকিবে না।"

আপনি শ্রবণ করিয়াছেন যে, মানুষেরা গ্রন্থশালার যাবতীয় কিতাবাদি সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, ঘরবাড়ি দান করিয়াছে। এইরূপ স্থানের লোকেরা এই কথা বলিয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে—

اندر طلب دوست چو مردانه شدیم اول قدم از وجود بیگانه شدیم

او علم نمی شنید لب بر بستیم او عقل نمی خسر ید دبوانه شدیم

"প্রেমাস্পদের অন্বেষণে সেই বীরত্ব সৃষ্টি হইয়াছে, যে প্রথম পদক্ষেপ স্বীয় প্রাণের উপর স্থাপন করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে জ্ঞানগত কোন দলিল-প্রমাণ শ্রবণ করে নাই। কাজেই তাহারা মুখবন্ধ করিয়াছে, সে সঙ্গত ও যুক্তনির্ভর প্রমাণাদি ও সাক্ষীও গ্রহণ করে নাই। সেকারণে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে।

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত পঁয়ত্রিশ মাকতুব

বন্দনা ও বিপদ সহ্য করা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বরাবর,

সম্মানিত ভ্রাতা রাজা মুয়ীজউদ্দীন আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন। পত্রলেখক শারফ মুনীরীর সালাম ও বিশেষ দোয়া গ্রহণ করিবেন। সম্মানিত ভ্রাতার পত্রখানা খাজা কবুল বহন করিয়া আনিয়াছে, উহার পাঠোদ্ধার ও মৌখিক বিবরণে সার্বিক খবরাখবর সম্পর্কে অবহিত হইয়াছি।

ওহে ভ্রাতা! প্রকাশ থাকে যে, বন্দনা ও বান্দার দুইটা বিচিত্র অবস্থা হইয়া থাকে। কখনো অনুকূল আবার কখনো বা সেই হালত হয় প্রতিকূল। কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপর ভিত্তি করিয়া অনুকূল পরিস্থিতিতে বান্দা হইতে কৃতজ্ঞতা ও শোকর গুজারীর দাবী। আর প্রতিকূল অবস্থায় বান্দা হইতে ধৈর্য কাম্য হইয়া থাকে। কবির ভাষায় বিষয়টা এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

ناکساں را بلطف خود کس کرد   شکر وصبرے ز بندگاں بس کرد

"যদি দ্বীনহীন ও সাধারণ মানুষকে স্বীয় বিশেষ অনুকম্পা বলে সম্মানিত ও মূল্যবান বানাইয়া দেন এবং বান্দার পক্ষ হইতে কেবলমাত্র ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার উপর ক্ষান্ত করেন।"

এই বিচিত্র দুই হালত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন গোটা বিশ্বের ধন ভাণ্ডারের চাবিকাঠি জিবরাইল ফেরেশতা উপস্থাপন করিয়াছেন, তখন মহানবী (সাঃ) আবেদন এই মর্মে করিলেন যে, আমার ইচ্ছা, একদিন পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিব এবং তৎপরবর্তী দিন ক্ষুধার্ত থাকিব। যখন পরিতৃপ্ত থাকিব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। পক্ষান্তরে যখন ক্ষুধার্ত থাকিব তখন ধৈর্য ধারণ করিব, যাহাতে বন্দনা ও দাসত্বের পূর্ণতা ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। কেননা

اَلْاِيْمَانُ نِصْفَانِ نِصْفُهٗ شُكْرٌ وَنِصْفُهٗ صَبْرٌ -

"ঈমানের দুইটি সমান ভাগ রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি হইল শোকর ও অপরটি ধৈর্য।"

নিম্নোক্ত পংক্তিতে সেই দিকেই ইঙ্গিত বিদ্যমান—

بر در حق بگر و ز در مگرد   که بزاری شوی دریں ره مرد

"আল্লাহর আঙ্গিনায় পড়িয়া থাক। শক্তি ও অহংকার প্রদর্শন করিও না। কারণ বিনয় ও নম্রতা দ্বারা এইপথে মানুষ বীরপুরুষ হইয়া থাকে।"

ওহে ভ্রাতা! এই দুইটি বিপরীতমুখী হালতের মধ্যে বান্দাকে ব্যস্ত ও মগ্ন রাখিবার

মধ্যে মহান আল্লাহর বিরাট হিকমত ও গোপন রহস্য রহিয়াছে। যেমন জনৈক কবি কত চমৎকারভাবে বিষয়টা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

هر چه در خلق سوزی وساز یست   اندراں مر خدائے را از یست

"সম্প্রতিককালে যেই সকল মানুষের মাঝে জ্বালা ও প্রশান্তি বিদ্যমান, উহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার বিশাল এক গোপন রহস্য নিহিত রহিয়াছে।"

এই মূহূর্তে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল, আমাদের না আছে অভিষ্ট ও উদ্দিষ্ট প্রাপ্তির মধ্যে কৃতজ্ঞতা, আর না আছে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের মাঝে ধৈর্য। কোথায় সেই মুসলমানী এবং কোথায় আমরা? আমরা কেবল অন্তসারশূন্য নিছক মৌখিক দাবী করিয়া থাকি, এবং এক মুসলমানী পোশাক।

কবি বিষয়টাকে কত সুন্দরভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন—

سالکا اسلام گر آساں بدی   ہر کے چوں شبلی ر ادہم شدی

تانگردی تو مسلماں از در وں   کے توانی شد مسماں از بروں

"ওহে সাধক! ইসলামের পথ যদি এতটাই সহজ হইত, তবে তো সকলেই শিবলী নোমানী এবং ইবরাহীম আদহাম হইয়া যাইত। যখন তুমি আন্তরিকভাবে মুসলমান হইতে পার নাই, তাহা হইলে কেবল বাহ্যিক পোশাক দ্বারা তুমি কিভাবে মুসলমান হইতে পারিবে?"

সকল মুনাফিকই তো মুখে ইসলামের ঘোষণা করিয়া থাকে। মৌখিক ইসলাম তো তাহাদের কাছে বিদ্যমান ছিল। সকলের মাথায় পাগড়ি, গায়ে জুব্বা এবং ইসলামী বেশভূষা ছিল। যদি কেবলমাত্র মৌখিক ইসলাম এবং বাহ্যিক ইসলামী পোশাকের দ্বারাই কেহ মুসলমান বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে সকল মুনাফিককেই মুসলমান বলা হইত। কবি এই কথাটাই ব্যক্ত করিয়াছেন নিম্নোক্ত চরণগুলিতে—

گر ترا دلبتگی ہست با جہاں   جانب حق باشد از چشمت نہاں

ہر کہ اعمی ہست در دنیا بحق   ہمچناں اعمی است در عقبی ز حق

ہم خدا خواہی و ہم دنیاے دوں   ایں خیال است ومحال است وجنوں

اجتماع ایں در نبود ایں بداں   باکے حاصل نہ گر دو ایں وآں

"যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার হৃদয় দুনিয়ার সহিত সংযুক্ত আছে, মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারের দিক তোমার দৃষ্টি হইতে উহ্য থাকিবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মহান আল্লাহর দর্শন হইতে অন্ধ, অনুরূপভাবে পরকালেও সে আল্লাহ তায়ালার দীদার হইতে অন্ধ থাকিবে। দুনিয়াও কামনা কর এবং দুনিয়ার পর পরকাল ও আল্লাহকেও এই ভাবনা ও কল্পনা একেবারেই আকাশকুসুম ও উন্মাদনা। দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টা একত্রিত হইতে পারে না এবং উভয়টা কখনো একজনের জন্য সাধিত হয় না।"

এই গল্পটা বেশ দীর্ঘ, উহা সব যদি লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে ভলিউম কালো হইয়া যাইবে, পিত্ত বিগলিত হইয়া যাইবে এবং হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তদুপরি সে ইহাতে ব্যর্থমনোরথ থাকিবে। এখানে উদ্দেশ্য হইল প্রিয় ভ্রাতার গল্প।

ওহে ভ্রাতা! পৃথিবীটা যখন বিপদাপদের কেন্দ্র বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন এখানে বিপদাপদে কিংবা কোনরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত একটি গ্রাস কে মুখে তুলিতে পারে? এবং এক মুহূর্তের জন্য এখানে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারে? সর্বোপরি কোনরূপ দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা ছাড়া একটি মুহূর্ত কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। আমার প্রিয় ভ্রাতা! সম্ভবত শ্রবণ করিয়া থাকিবে, তাহার পেয়ালা ভিমরুল ও পোকা মাকড় শূন্য হয় না ও তাহার পাত্র মশার ভন ভন শব্দ হইতে মুক্ত হয় না। এখানকার খুশি ও আনন্দ বিলাপ ছাড়া হয় না। সুতরাং ইহার উপর অন্যান্য বিষয়গুলিও অনুমান করিয়া লও। কবি একথাটাই বলিয়াছেন—

از جام اومچش که دریں جام ز ہرہاست   گل برگ اومبو که درآں زیرخار ہاست

د ہر ستیزہ کار ندارد و فا بکس   دیدیم و آ زمودہ شنیدیم بار ہاست

"তাহার পানপাত্রে মুখ লাগাইও না! উহার মধ্যে বিষ পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার ফুল ও পল্লবের ঘ্রাণ নিও না। উহার নিচে কণ্টক রহিয়াছে। প্রতারক যুগ কাহারো সহিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। এই বাস্তবতা আমরা নিজেরা বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, পরীক্ষা করিয়াছি এবং মানুষের মুখে শ্রবণ করিয়াছি।

কিন্তু যেহেতু প্রিয় ভ্রাতা বর্তমানে ঘর সংসার, সাজ-সরঞ্জাম স্ত্রী-পুত্র, চাকর-বাকর ও কর্মচারী এবং যাবতীয় সম্পদ সবকিছুর ক্ষেত্রেই পরীক্ষা ও বিপদাপদের সম্মুখীন। কি আর করিবার আছে! অন্তর সর্বদা অবিচল ও অটল অনড় রাখিবে। প্রতিটি কাজই তাহার নির্ধারিত সময়েই সংঘটিত হইবে ইনশা আল্লাহ। তবে আমার প্রিয় ভ্রাতার কল্যাণ ও মঙ্গল যেখানে নিহিত উহা কয়েকদিনের মধ্যেই অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে। ইনশা আল্লাহ আল্লাহর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহে সেই পরীক্ষা ও বিপদাপদ হইতে উত্তমরূপে ও অনায়াসে পরিত্রাণ পাইবে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ছত্রিশ মাকতুব

তাওহীদবাদীদের একত্বতা ও তাহাদের পরিচিতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

در دوئی عقل راست پیچا پیچ   چشم ایماں دوئی نه بیند ہیچ

در دوئی داں مشقت تمیز   در یکسی یکیست رستم و خیز

"দ্বৈততার মধ্যে বুদ্ধির জন্য অসংখ্য জটিলতা রহিয়াছে। ঈমানের চক্ষু দ্বৈততা দেখিতে পায় না, পার্থক্য নির্ণয়ের সমস্যা তো দ্বৈততার মধ্যে হইয়া থাকে। একতার মধ্যে রহিয়াছে এই সব হইতে নিশ্চিত পরিত্রাণ।"
ওহে ভ্রাতা! একত্বের জগতে যেখানে আধিক্যের অস্তিত্ব নাই, সুতরাং সেখানে তামাইয়ুয তথা একটা অপরটা হইতে পৃথক করিবার পরিশ্রম ও কষ্টও নাই। কারণ তামাইয়ুযের প্রয়োজন হয় দ্বৈততার ক্ষেত্রে। অনন্তর একত্বের জগতে দ্বৈততার সাব্যস্তকরণ হইল শিরক।

ہر چه را ہیست گفتن ازیں و بار   گفت او را شرک ہش میدار

ওহে ভ্রাতা! ইহা সেই মনীষীগণের দল যাহারা অন্তরায় ও পর্দার স্তর অতিক্রম করিয়া সম্মুখপানে অগ্রসর হইয়াছে এবং মহান আল্লাহর দর্শন পর্যন্ত পৌছাইয়া গিয়াছে। ইলমুল ইয়াকীন (জ্ঞানগত বিশ্বাস) এবং আইনুল ইয়াকীন (প্রত্যক্ষ বিশ্বাস)-এর মাধ্যমে জ্ঞাত হইয়াছে ও প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, অস্তিত্ব কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্য বিশেষায়িত।

ہر که اود عوی ہستی می کند   آشکارا بت پرستی می کند

"প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে অস্তিত্বের দাবী করে, সে তো প্রকাশ্যে প্রতিমা পূজা করিয়া থাকে।"
সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ হইতে এই মহান মনীষীদেরকে আহলে অহদাত তথা একত্ববাদী বলা হয়। কেননা মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই তাহাদের দৃষ্টিতে অবিনশ্বর ও চিরন্তন নহে। كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهٗ "একমাত্র তাঁহার পবিত্র সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল" তাহাদের নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছে। যেমন কবির ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

با خدا غیر او محال بود   در و دربان و پا سباں ہمه ہیچ

"আল্লাহ তায়ালার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের বিপরীতে অন্য কাহারো অস্তিত্ব অসম্ভব। দরওয়াজা, দারোয়ান ও প্রহরী কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব নাই।"
ইমাম গাযযালী কৃত এহইয়াউল উলুমের মধ্যে এই বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। মহানবী (সাঃ) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন,

اَصْدَقُ مَا قَالَتِ الْعَرَبُ وَ قَوْلُ لَبِيْدِ

"আরবগণ সর্বাপেক্ষা যে সত্য কথাটি বলিয়াছেন তাহা হইল লবীদের নিম্নোক্ত পংক্তি"

اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلَقَ اللهُ بَاطِلٌ * وَكُلُّ نَعِيْمٍ لاَ مُحَالَةَ زَايِلٌ

"জানিয়া রাখ মহান আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছুই অর্থহীন, যাবতীয় নেয়ামত নিঃসন্দেহে ধ্বংসশীল ও লয়প্রাপ্ত।"

تا ظن نبری که ہست ایں رشته دو تو   یك اوست خود اصل و فرغ بنگر تونکو

چوں اوست ہمه لیك پید است بمن   شك نیست که ایں جمله منم لیك بدو

"যাহাতে তুমি এইরূপ ধারণা না কর যে, এই সম্পর্কের দুইটা বাহু—একটি মূল, আর অপরটি উহার শাখা। যাহার প্রতি উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা কর। যেহেতু তিনিই সব, কিন্তু আমার সহিত দ্বৈত আচরণ। সেকারণে সন্দেহ নাই যে, ইহা সবই হইলাম আমি, তবে তাহার সহিত ওৎপ্রোতভাবে সংযুক্ত অর্থাৎ আমি তাহার হইতে; তাহার অস্তিত্ব প্রদানের দরুন আমার অস্তিত্ব, আমার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই।"

উপরিউক্ত সাধকদলের সদস্যগণ একত্বের মহাসমুদ্রের তলদেশের সন্ধান লাভ করিয়াছে এবং কালের নব সৃষ্ট ঘটনা প্রবাহের অমানিশা হইতে বাহির হইয়াছে। মাখলুকের জন্য সেই ত্রুটিগুলি লোক চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে উহা তাহাদের জন্য দৃশ্যমান, স্পষ্ট। এবং সাধারণ মানুষ জনশ্রুতি ও বর্ণনাসূত্রে যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছে, ইহারা সচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

کو دل که بداند نفسے اسرا رش   کو گوش که بشنود دمے گفتارش

معشوق جمال می نماید شب در وز   کو دیده که تا بر خورد دیدا رش

"সেই অন্তর কোথায় যাহা এক মুহূর্তের জন্য তাহার গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে? সেই কর্ণ কোথায় যাহা তাহার বাণীসমূহ এক মুহূর্তের জন্য শ্রবণ করিতে সক্ষম।"

একত্বের এই গুপ্ত রহস্যভাণ্ডার এবং বস্তুজগতের এই তত্ত্ব যাহাকে সৃষ্টি তত্ত্ব বলা হয় এবং তাহার বিলুপ্তি ও ধ্বংস বাহ্যিক দিক থেকে তাহার সত্তার মাঝে অনুভূত হয়।

ایں ہمه رنگھائے پر نیر نگ   خم وحدت کند ہمه یکر نگ

"এইসব ছলনাময়ী রংকে একত্বের পানপাত্র এক রং বানাইয়া দেয়।"

বলা হয়, সাধক যখন এই স্তরে পৌঁছাইয়া গিয়াছে তখন কিয়ামত সমাসন্ন হইয়াছে। যমীন ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে এবং আকাশমণ্ডলকে সংকোচিত করিয়া

ভাঙ্গ করা হইয়াছে। এবং মহান আল্লাহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অনন্তর মহান আল্লাহ সদা সর্বদা দৃশ্যমান ও প্রকাশিত। কিন্তু সাধক স্বয়ং নিজের অস্তিত্বের কল্পনা ও ভাবনার মধ্যে ছিল, এক্ষণে সে উক্ত ভালো ও কল্পনা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ফলে সে উপলব্ধি করিল ও নিশ্চিত অবহিত হইতে সক্ষম হইল যে, অস্তিত্ব কেবল মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য বিশেষায়িত। তখন সে বাহ্যিক আচরণে অকপটে ঘোষণা করিল,

معشوق عیاں بود نمی دا نستم   با من بمیاں بود نمی دانستم

گفتم بطلب مگر بجاے برسم   خود تفر قه آں بود نمی رانستم

"যখন এই গোপন তথ্য সম্পর্কে তুমি অবগত হইলে তাহা হইলে এই চেষ্টা করিও না যে, অধিক নামায কি করিয়া পড়িব এবং অধিক রোযা কি করিয়া আদয় করিবে। বরং সর্বদা এই চেষ্টা করিতে থাকিবে যে, অস্তিত্ব অমূলক ধারণা ও অসার কল্পনা যাহার দরুন তুমি পর্দার আড়ালে রহিয়াছ উহাকে কিভাবে অপসারিত করিব?"

آنچه تو گم کرده ای کژ کر ده ای   هست اندر تو تو خود را پر ده ای

"তুমি যাহা হারাইয়াছ, উহা তো তোমার মধ্যেই বিরাজমান, তুমি তো তোমার নিজের পর্দাবৃত হইয়া আছ।"

সুতরাং ঐশ্বর্যহীনতার এই পর্দা উন্মোচন করা আবেদন ও অন্বেষণের নিয়ম মোতাবিক অর্থাৎ, অবস্থাভেদে ফরযে আইন।

در تبکده گر خیال معشوقه ماست   رفتن بطواف کعبه از عقل خطاست

گر کعبه از و بوے ندارد کنش است   با بوے وصال او کنش کعبه ماست

"মন্দিরে যদি আমার প্রিয়তমের ভাবনার সৃষ্টি হয়, তবে কাবা শরীফ তওয়াফ করিতে যাওয়া বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে ভুল। পক্ষান্তরে কাবার মধ্যে যদি প্রেমাস্পদের সুরভী না পাওয়া যায় অথচ গির্জায় তাঁহার মিলনের সুরভী বিদ্যমান, তাহা হইলে সেই গির্জাই কাবা বলিয়া বিবেচিত।"

আপনি সম্ভবত এই কথা শ্রবণ করিয়াছেন যে, এই দলের কতিপয় সদস্য এমন কর্ম করিয়া বসিয়াছে, দ্বারা বস্তুবাদীদেরকে সরাসরি অস্বীকৃতি প্রতীয়মান উহা এই হালত এবং এই মাকামেরই কথা। তাহাদের এই কর্ম সেই পর্দা উন্মোচনের নিমিত্তে সম্পাদন করা হইয়াছে, তবে সাধারণ মানুষ এই গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত নহে। سِرٌّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ "ইহা আল্লাহ ও তাঁহার মধ্যখানে বিরাজমান এক রহস্য বিশেষ।" ইহা সবই শুদ্ধ।

ইহাই হইল সেই সত্য, যাহা কবির ভাষায় অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

ما بردں را ننگریم وقال را   ما دروں را بنگریم وحال را

"আমরা বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গি এবং প্রকাশ্য কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করি না, আমরা অন্তর, অন্তর্নিহিত অর্থ এবং হালত অবলোকন করিয়া থাকি।"

بار دگر پیر ما خرقه بز نار داد   نقد نود ساله را برد بکفار داد

زہد بیکسونہاد راہ قلند رگرفت   بہر یکے کو زہ مے خرقه و دستار داد

قبله بدل کرد ز و دمعتکف دیرشد   روئے بمحبوب کرد دوست و را بارداد

"এই দ্বিতীয়বারের ন্যায় আমার পীর জুব্বাকে ক্রশফিতার উপর উৎসর্গ করিয়াছেন। দীর্ঘ নব্বই বৎসরের সঞ্চিত পুঁজি কাফিরদেরকে প্রদান করিয়াছেন। পার্থিব মোহ ত্যাগ তথা যুহদকে উপেক্ষা করিয়াছে এবং মুক্ত ও স্বাধীন জীবন গ্রহণ করিয়াছে। মাত্র এক পেয়ালা মদের বিনিময় জুব্বা পাগড়ি মদ ব্যবসায়ীকে দান করিয়াছে। অতি দ্রুত কিবলার দিক পরিবর্তন করিয়া মন্দিরে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে। সর্বোপরি প্রেমাস্পদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী হইয়াছেন। অতঃপর প্রিয়তমও তাহাকে মিলনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।"

নির্বোধ, বাচাল এবং দুগ্ধপোষ্য অবুঝ শিশুদের নাগাল হইতে এই মূল্যবান পত্রখানাকে দূরে রাখিবে, যাহাতে তাহারা এইটাকে তাহাদের অনর্থক প্রোপাগাণ্ডার সহিত মিশ্রিত করিতে না পারে। তবে যাহারা যোগ্য পাত্র, তাহাদের হইতে কিন্তু লুকাইবে না। কেননা জ্ঞানের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ভাণ্ডার যেমনিভাবে অযোগ্যদের সম্মুখে বর্ণনা করা অনুচিত, ঠিক অনুরূপভাবে ইহা আবার যোগ্যপাত্র হইতে গোপন রাখাও উচিত নহে।

কবির ভাষায় বিষয়টি এইভাবে বিবৃত হইয়াছে—

طعمه کاں پاکباز اں را دہند   ہرگز آں کے نو نیاز اں را دہند

"খাদ্যের যেই লোকমা পুণ্যাত্মাদের প্রদান করা হয় উহা নূতন ভিক্ষুকদের কখনোই দেওয়া হয় না।"

যদি সেই নিরীহ মানুষদের ওই মহান মনীষীদের অমূল্য সম্পদ হইতে সামান্য অংশও লাভ হয়, তবে উহাকেই বিরাট নেয়ামত জ্ঞান করিবে। পক্ষান্তরে অস্বীকৃতি তাহাদের নিজেদের দুভার্গ্য ও দৃষ্টিগত ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

گر ترا روزے دریں میداں کشند   ایں رقم بینی که بر مرداں کشند

آنگہے ایں شیوه معنی صد ہزار   بینی و دانی و داری استوار

"যদি কোন দিন তোমাকে সেই ময়দানে নীত করা হয় তবে দেখিতে পারিবে মহান আল্লাহর সেই প্রেমাসক্ত মনীষীদের জন্য কত বিচিত্র নেয়ামত সংরক্ষিত রহিয়াছে, তখন আপনি তাহাদের পদ্ধতি ও আচরণের লাখো অর্থ প্রত্যক্ষ করিবে, অবহিত হইবে ও নিশ্চিতভাবে তাহা বিশ্বাস করিবে।"

ওহে ভ্রাতা! এই লোকমাটি বুদ্ধির পরিধি হইতে অনেক উর্ধ্বের, যদি কাহারো বিবেক ও বুদ্ধি স্বাভাবিক আচরণের অতীত হয়, তবে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গোপন রহস্যের পার্শ্বে পদার্পণ করিতে সক্ষম হইবে।

جانان سخن عشق کلامیست بلند　　بدنام شدن ز عشق نامیست بلند

در عقل فرد شدیم بر نامد کار　　از عقل فرا تر ومقامیست بلند

"ওহে প্রিয়তম! প্রেমের কথামালা অতি উচ্চ ও মহান বাক্যালাপ, প্রেম ও প্রেমিক হওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নাম হওয়াটাই প্রসিদ্ধি ও যশ। আমরা বুদ্ধির সমুদ্রে ডুব দিয়া দেখিয়াছি, কোন কাজ হয় নাই। প্রেমের মাকাম ও স্তর তদপেক্ষা অতি উর্ধ্বের ও মহান।"

এই প্রসঙ্গে অপর একজন কবির কথাও এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

آدمی بهسه بیغمی را نیست　　پائے در گل جز آدمی را نیست

شادی از اہل عصر بیگانه است　　آدمی را خوداند وه در خانه است

"মানুষ দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা হইতে মুক্ত ও স্বাধীন থাকিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। উৎকণ্ঠা ও বিষণ্নতা এবং দুশ্চিন্তা মানব জাতি ব্যতীত আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আনন্দ ও সুখ জগতবাসীদের জন্য অনাত্মীয় ও পর, কারণ সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষের মাঝে দুঃখ, কষ্ট ও দুশ্চিন্তা তাহার অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত।"

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী

দুইশত সাইত্রিশ মাকতুব

মহা ক্ষমাশীল ও করুণাময়ের দরবারে তাওবা ও ইস্তিগফার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমার প্রিয় ভ্রাতা শামসুদ্দীন!

পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন।

ওহে ভ্রাতা! শরীয়তের বিধানদাতা মহানবী (সাঃ) শরীয়তের বিধান ঘোষণা করিয়াছেন এইভাবে যে,

اِذَا كَثُرَتْ ذُنُوْبُ اَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَكْثِرْ بِالْاِسْتِغْفَارِ فَوَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ اِنَّهَا تَاْكُلُ الْخَطَايَا كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ

"যখন তোমাদের কাহারো পাপাচার ও গুনাহ বেশি হইয়া যায়, তাহার অধিক পরিমাণ ইস্তিগফার করা উচিত। কারণ সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, ইস্তিগফার পাপরাশিকে এমনভাবে নিঃশেষ করিয়া দেয়, যেইভাবে আগুন কাষ্ঠকে জ্বালাইয়া ভষ্মিভূত করিয়া দেয়।" তিনি আরো ফরমাইয়াছেন,

مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

"যে ইস্তিগফার করিল সে তো গুনাহে অভ্যস্ত হয় নাই, যদিও সে এক দিনে সত্তরবার সেই গুনাহটা করে না কেন।"

ওহে ভ্রাতা! সৃষ্টির সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত পাপাচার হইতে পূত-পবিত্র থাকা হইল ফেরেশতাদের কাজ। সৃষ্টির সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত পাপাচারে নিমজ্জিত থাকা অভিশপ্ত শয়তানের কাজ। কিন্তু পাপাচারে নিপতিত হওয়া এবং সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়ানো হইল হযরত আদম ও আদম সন্তানের কাজ। সেকারণেই কেবলমাত্র তাহার জন্য এই পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে, اَلتَّائِبُ عَنْ ذَنْبِهٖ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ "গুনাহ হইতে তাওবাকারী এমন যেন কোন গুনাহই করে নাই।"

ওহে ভ্রাতা! মানুষ হইতে পাপাচার সংঘটিত হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নহে, কারণ শত শত কামনা বাসনা ও প্রবৃত্তির তাড়না তাহার মাঝে মজ্জাগত ভাবে বিদ্যমান। বরং তাহার হইতে তাওবা প্রকাশ পাওয়াটাই মূল আশ্চর্যের বিষয়। কবি তাহার নিম্নোক্ত চরণগুলিতে বিষয়টা কত চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উহার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য কর ও পাঠ কর।

ہر کہ پیش نفس خود مسکیں شود اولہان ملحر ان بے دیں شود

رستمی کن نفس را گردن بزن گر چہ او سالا رتست اندر بدن

"যেই ব্যক্তি তাহার প্রবৃত্তির সম্মুখে একেবারে নিথর ও অসহায় হইয়া যায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে, সে তো ধর্মহীনদের ন্যায় বেদ্বীন। বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন কর, প্রবৃত্তির মস্তক কর্তন কর! যদিও সে তোমাদের দেহের অভ্যন্তরে তোমার সেনাবাহিনীর প্রধান হইয়াছে।"

সুবহানাল্লাহ, বেহেশতের ন্যায় এত উন্নত মাকাম হযরত আদম (আঃ)-এর ন্যায় খিলাফতের মহা সম্মানিত ব্যক্তিত্বের প্রতিও নিষেধাজ্ঞা কেবল সেই এক وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ "এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না"-এ অবিচল থাকিতে পারেন নাই। পদস্খলন ঘটিয়াছে, পড়িয়া গিয়াছেন। তবে তাৎক্ষণিক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং এই কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا "হে প্রভু আমাদের! আমরা নিজেদের আত্মার উপর অবিচার করিয়াছি।" বর্তমানে দুনিয়ার ন্যায় স্থান যাহা নানান বিপদাপদে পূর্ণ, অসহায় আদম সন্তানের এতগুলি আদেশ-নিষেধের স্তূপের মধ্যে নিমজ্জিত এবং শয়তানের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও প্রকাশ্য শত্রু পিছনে লাগিয়া আছে। উপরন্তু প্রবৃত্তির ন্যায় সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী শত্রু সর্বদা শরীর নামক পোশাকের নিচে আত্মগোপন করিয়া আছে। সে যদি কোন পাপ ও অন্যায় না করে, তবে উহাই হইবে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

ترا تا نفس کافر در کمین است کجا تو رہ بر می آنجا کہ دین است

از ریاضت می شود آن نفس رام چارہ دیـــگر ندارد والســـلام

"যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার এই অবাধ্য প্রবৃত্তি তোমার দেহে আত্মগোপন করিয়া আছে; তাহা হইলে যেখানে দ্বীন রহিয়াছে তথায় তুমি কিভাবে পৌছাইতে পারিবে? কঠিন সাধনা দ্বারা সেই অবাধ্য প্রবৃত্তি সোজা পথে আসে, ইহার কোন বিকল্প নাই। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।"

অতএব কর্তব্য হইবে, যখন পাপাচার কিংবা গুনাহে লিপ্ত হইবে তখন পড়িয়া থাকা উচিত নহে, বরং তাৎক্ষণিকভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কারণ সেই অভিশপ্ত শয়তান যখন পাপাচারে নিমজ্জিত হইয়াছে, তখন সে উহার মাঝে পড়িয়া রহিয়াছে। তাই অনিবার্য কারণে তাহার ললাটে اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ। "অনন্তর আমার অভিশাপ কেয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর" এ কালিমা গোপন করা হইয়াছে, ফলে তাহার ললাট চির কলঙ্কিত হইয়াছে। যদিও সে মুয়াল্লিমুল মালাকুত তথা ফেরেশতাদের সর্দার ছিল এবং সাত শত বৎসরের

ইবাদতের সঞ্চয়ের মালিক ছিল; সে মাটিতে মাথা ঠোকরায় আর বলে—

در دو عالم نیست سر تا بپائے ہیچ جائے تا نہ کردم سجدہ جائے

نا گہے سیلاب محنت در رسید بس شب خونی ز لعنت در رسید

پائے تا سر عین حسرت گشتہ ام در ہمہ آفاق عبرت گشتہ ام

من چہ دانستم کہ بیگانہ منم عاقل ایشا نندودبوا نہ منم

"উভয় জগতে এমন কোন জায়গা নাই, যেখানে আমি সাজদা করি নাই। অর্থাৎ, দুঃখ ও কষ্টের প্লাবন আসিয়া পড়িল। এই অভিশাপের সেই প্রাণসংহারক রজনীও আসিয়া উপস্থিত হইল। মাথা হইতে পা পর্যন্ত আপাদমস্তক যেন এক অনুতাপের দেহে পরিণত হইয়াছে এবং গোটা বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত হইয়া গিয়াছি। আমার কি জানা ছিল যে, আমি আপন নহি পর, বুদ্ধিমান অন্যলোক, আমি হইলাম নির্বোধ ও উন্মাদ।"

ওহে ভ্রাতা! পাপাচার ও গুনাহে লিপ্ত হইয়া তথায় পড়িয়া থাকিলে এইরূপ পরিণতি হইবার আশংকা রহিয়াছে। কাজেই সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। এই ব্যাপারে সদা সর্বদা তাওবা ইস্তিগফারের মধ্যে সময় অতিবাহিত করা উচিত।

تو دریں رہ می تراش ومی خراش تادم مردن دمے فارغ مباش

صاحب دل ہر چہ حق گفت آں کند نفس را در راہ حق قرباں کند

"তুমি এই পথে পরিমার্জিত ও সংশোধন করিয়া নিরলস সংগ্রাম করিতে থাক। অব্যাহত রাখ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত কখনোই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিও না, হৃদয়বানেরা তাহাই করে যাহা মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন। প্রবৃত্তি আর এমন কি, তাহারা নিজেদের প্রাণই আল্লাহর পথে উৎসর্গ করিয়া থাকেন।"

তাফসীরে ইমাম যাহেদে উল্লেখ আছে, এই উম্মতের আশ্রয় হইল দুইটা, একটি আমাদের মধ্যখানে পর্দাবৃত। আর অন্যটা অবশিষ্ট আছে যাহা আমার মধ্যখান হইতে উঠিয়া মহানবী (সাঃ)-এর আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছে। আর যাহা অবশিষ্ট আছে সেইটা হইল ইস্তিগফার। যেমন বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি তাহার কোন গুরুত্ব কাজ কিংবা প্রয়োজনে খাজা হাসান বসরী (রহঃ)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিল তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন, বেশি বেশি ইস্তিগফার কর। আর যদি কোন দারিদ্র্যতা ও ক্ষুধা কিংবা অভাবের নালিশ করিত, তখন তিনি বলিতেন অধিক ইস্তিগফার কর, কুরআন মাজীদেও এই কথাই বলা হইয়াছে,

وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

اے پیر گنہگار در توبہ کشادہ است انواع نعم بہر تو آمادہ نہادہ است

بشتاب سوئے توبہ کہ از ما در گیتی از کردن تاخیر ہے واقعہ زا دہ است

"ওহে বৃদ্ধ পাপাচারী। তাওবার দরওয়াজা এখনো উন্মুক্ত। সর্বপ্রকার নেয়ামত তোমার জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। তুমি সত্বর তাওবা কর। বিলম্বে বিপদের সমূহ আশংকা রহিয়াছে। কারণ দুনিয়া প্রত্যহ অসংখ্য ঘটনার জন্ম দেয়।"

ওহে ভ্রাতা! তাঁহার অমুখাপেক্ষীতার দরবার হইল এমন এক দরবার, নিষ্পাপ পরগম্বরগণ যাহারা ইসমত তথা নিষ্পাপত্বের মুকুট শীরে পরিধান করিয়া আছে তাহারাও সর্বদা ইস্তিগফার করিয়া থাকেন। যাহাই হউক আশা করি আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন যে, রাসূলে করীম (সাঃ) প্রত্যহ সত্তরবার ইস্তিগফার করিয়াছেন, অতঃপর যখন নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হইয়াছে—

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ

"আপনি নিজের অপরাধ ও মুমিনদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া ইস্তিগফার করিতে থাকুন।" মহানবী (সাঃ) সত্তর হইতে একশত বার পর্যন্ত ইস্তিগফার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে এক মহা রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

ওহে ভ্রাতা! ইজ্জত তথা সম্মান মহান আল্লাহর একটি গুণ আর যিল্লত তথা অসম্মান হইল বান্দার গুণ। যেমন সর্বদা মহাত্ম্য ও সম্মানের গুণের গুণান্বিত থাকা মহান আল্লাহর গুণ, অনুরূপভাবে বান্দার জন্য শোভনীয় হইল যে, সে যিল্লত তথা অসম্মানের গুণে গুণান্বিত থাকিবে। কবির নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহে উহার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

هر کس که ذلیل کرد خود را   اندر نظرش ہموں خلیل است

عاشق ز برائے عز معشوق   در دنیا و آخرت ذلیل است

"যে ব্যক্তি নিজেকে অপদস্ত ও হীন করিয়াছে সে তাঁহার দৃষ্টিতে অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের সম্মানের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত আটত্রিশ মাকতুব

দিবা-নিশি সর্বদা প্রভুর অন্বেষণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سعدی از عشق نبارد چه کند ملک وجود   حیف باشد که ہمه عمر بباطل برود

"সাদীর প্রেমের উপর গর্ব হয় যে, সে অস্তিত্ব জগত দ্বারা কি করিবে। আক্ষেপ, গোটা জীবন সে ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছে।"

প্রিয় ভ্রাতা শামসুদ্দীন! পত্রলেখক শরফ মুনীরীর বিশেষ সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। যেখানেই থাকুন এবং যে কাজেই থাকুন না কেন কখনো এই বিষণ্ণতা ও অনুসন্ধিৎসা হইতে মুক্ত ও শূন্য থাকিবেন না। কেননা ফায়েয বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই এবং এখানের কাজ তো সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং নিরাশ হইবেন না। যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

آزا که دہد یارش در عالم خود بارش   بیواسطه کارش کردار چه کاز آید

"যাহাকে তাহার প্রিয়তম নিজের বিশেষ অন্দরমহলে পালা গ্রহণের সুযোগ দেয় তাহার কোন কীর্তি ব্যতীতই। সুতরাং এখানে আমল কোন কাজে আসে?"

অতএব যদি বাহ্যতঃ জাগতিক ব্যস্ততার মধ্যে নিমজ্জিত থাকার কারণে সংমিশ্রিত হইয়া যায় তাহা হইলে উহাতে ভয় কী? হিসাব তো অন্তরের হইবে। কাজেই কর্তব্য হইল অন্তরের মাঝে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ থাকিবে না। কারণ হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কাহারো অস্তিত্ব থাকা উচিত নহে।

যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

در دل بجز یکے نشاید که بود   دز خانه اگر ہزار باشد شاید

"অন্তরের মধ্যে একজন ব্যতীত অন্য কাহারো অস্তিত্ব সিদ্ধ নহে। গৃহের অভ্যন্তরে যদি হাজার জন থাকে তবে উহার অবকাশ রহিয়াছে।"

সুতরাং মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় এমন উন্নত হওয়া উচিত যে, স্থান ও কালের সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক হইতে মুক্ত ও পূত পবিত্র, প্রভু অণ্বেষণে ভয় হৃদয়ে সর্বদা মূল্যবান হইয়া থাকে। জনাব মূসা (আঃ) স্বীয় প্রার্থনার মধ্যে বলিয়াছেন—ওহে আমার আল্লাহ! আমি তোমাকে কোথায় সন্ধান করিব? তখন ইরশাদ হইয়াছে,

عِنْدَ الْمُنْكَسِرَاتِ قُلُوْبُهُمْ لِاَجْلِىْ

"আমার কারণে যাহাদের অন্তর ভগ্ন হইয়াছে তাহাদের নিকটে।" তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন, আমার চাইতে ভগ্ন হৃদয় এই জগতে আর কাহারো নাই। প্রত্যুত্তরে ইরশাদ হইল—তাহা হইলে আমাকে সেখানেই সন্ধান কর।

এই দিকে নিম্নোক্ত চরণগুলিতে ইঙ্গিত রহিয়াছে—

محراب جہاں جمال رخسار رہ ما ست   سلطان جہاں در دل بیچارہ ماست

"জগতের সুরম্য অট্টালিকা হইল আমার চেহারার সৌন্দর্য মাধুরী, গোটা জগতের বাদশাহ আমার অসহায় হৃদয় মাঝে বিরাজমান।"

অর্থের দিক হইতে অনুপ্রবেশ ও একত্বের কল্পনা ব্যতীত, যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন—

در جان معنی ز راه معنی   چوں یافته ام چرات جویم

"অন্তর্নিহিত অর্থের দিক হইতে তুমি আমার হৃদয়ের গহীনে বিরাজমান। যখন আমি তোমার সাক্ষাত পাইলাম, তাহা হইলে আমি তোমাকে কেন অনুসন্ধান করিব।"

ওহে ভ্রাতা! সম্ভবত তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ "মুমিনের অন্তর হইল মহান আল্লাহর আরশ" এবং اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى "রাহমান আল্লাহ মহান আরশের উপর সমাসীন হইয়াছেন" এর গোপন রহস্য যাহার উপর উদ্ভাসিত হইয়াছে এই অমূল্য সম্পদ তাহার আজই নগদ অর্জিত হইয়াছে।

وعده وصل دیگر اں فرداست   و عده وصل عاشقاں اکنوںست

"মিলন ও দীদারের প্রতিশ্রুতি অপরের জন্য কাল, প্রেমিকদের জন্য এই প্রতিশ্রুতি আজ এবং এখনই। যে এই প্রেমের পথের বন্দী হইয়াছে, সে সার্বক্ষণিক আপন ও চিরঞ্জীব হইয়া গিয়াছে।"

ওহে ভ্রাতা! তিনি তো চক্ষুষ্মান, তাহার আচরণও প্রকাশ্য। যদি কেহ স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে পর্দার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে, তবে ইহা তাহার নিজের বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্য।

ہر کہ در راہ محبت بندہ شد   تا ابد ہم محرم و ہم زندہ شد

"তুমি যাহা হারাইয়াছ, উহা তোমার নিজের বঞ্চনা, তিনি তো তোমার মধ্যেই বিরাজমান; তুমি তো স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে পর্দার মধ্যে আগমন করিয়াছ।"

آنچہ تو گم کر دہ ای کژ کردہ ای   ہست اندر تو تو خود را پر دہ ای

মানুষের হাকীকত যাহা প্রভুত্বের গোপন রহস্য ও অপার মহিমার প্রকাশস্থল বস্তুজগতের নির্যাস এবং জগতের দৃশ্যমান দর্পণ। ইহা কেবল পানি ও মাটির মিশ্রণ নহে, যাহা প্রকাশ্য দেহের বন্ধনে আবদ্ধ।

نیست مردم نطفه از آب و خاک هست مردم سر و قدسے جان پاک

صد ہزاراں پر فرشته درد جود نطفه را کے کند آخر سجود

"মানুষ তো কেবল পানি ও মাটির নির্যাস ও শুক্রবিন্দু নহে, বরং মানুষ আপাদমস্তক এক পবিত্র আত্মা। অন্যথায় এমন একটি অস্তিত্ব জগত যাহা লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা দ্বারা পূর্ণ উহা এক ফোঁটা শুক্রকে সাজদা করিত না।"

ইহার চাইতে অধিক প্রকাশমান ও দর্শনীয় আর কি হইতে পারে যে, পুণ্যাত্মা ও পবিত্র ফেরেশতা সম্প্রদায়পূর্ণ একটি জগত এই কদর্য ও পঙ্কিল মৃত্তিকাকে কেন সাজদা করিবে এবং এই মৃত্তিকা প্রতিনিধি ও খলীফা কিভাবে হইতে পারে? هٰذَا سِرٌّ عَظِيْمٌ لَّا يَجُوْزُ كَشْفُهٗ "ইহা এত মহা রহস্য যাহা ফাঁস করা বৈধ নহে।"

دانی که چرا اہل صفاخا مو شند در نکته دل بمحو خودی کوشند

مئے از کف دوست ہر نفس می نوشند سرمی با زند و سر حق می پوشند

"আপনি জানেন কী এই পুণ্যাত্মা সাধকদল কেন নীরব থাকেন? নিজেদের হৃদয়ের গহীনে নিজেদেরকে ডুবন্ত রাখিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রেমাস্পদের পক্ষ হইতে প্রতি মুহূর্তে ইহারা মদের পেয়ালা পান করেন। শীর উৎসর্গ করেন, কিন্তু মহান আল্লাহর কোন গোপন রহস্য প্রকাশ করেন না।"

উপরন্তু এই সূক্ষ্ম রহস্যের সন্ধান স্বীয় গ্রন্থ কুরআন মাজীদের মধ্যে এইভাবে প্রদান করেন— قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ "আপনি বলিয়া দিন, আত্মা হইল আমার প্রভুর একটি নির্দেশ মাত্র।" এবং দোজাহানের সর্দার মহানবী হযরত মুহম্মদ (স)-এর পবিত্র জবানীতে সেই মোহরাঙ্কিত গোপন রহস্যের কেবল এতটুকু উন্মোচন করিয়াছেন যে, اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ "অনন্তর মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-কে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

ইমাম গাযযালী (রহঃ) উক্ত রহস্যের স্বরূপ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

نیست با لای تو مخلوقی دگر نیست بیرون تو معشوقی دگر

چوں برونی تو ز عقل و معرفت نے بود در سرخ ای دنے در صفت

ہر چه در توحید مطلق آمدست آنہمه در تو محقق امد ست

"তোমার উপরে কোন সৃষ্টি নাই। তোমার বাহিরে কোন প্রেমাস্পদ নাই। যখন তুমি বুদ্ধি ও মারেফতের পরিধির অতীত। তুমি এমন এক সত্তা তোমার না কোন ব্যাখ্যা করা যায়, আর না করা যায় তোমার গুণের বর্ণনা। তাওহীদে মুতলককে তথা

অবাধ ও নিঃশর্ত একত্ববাদের মাঝে যাহা কিছু রহিয়াছে উহা সবই তোমার মাঝে বাস্তবতার নিরিখে বিদ্যমান।"

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে জানিয়া নিবে যে, যিনি নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন তিনি সত্য বলিয়াছেন, মহান আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছাইবার পথ না আকাশমণ্ডলে রহিয়াছে, আর না আছে উহা পৃথিবীতে, না প্রাচ্যে, না আছে প্রতিচ্যে। রবং আল্লাহ তায়ালার এই কাঙ্ক্ষিত পথ তোমার নিজের মধ্যেই বিদ্যমান।

تا نیامد جان آدم آشکار   رہ ندا نستند سوئے کر دگار

رہ پدید آمد چو آدم شد پدید   ز وکلید ہر دو عالم شد پدید

"যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আদম (আঃ)-এর আত্মা প্রকাশিত ও সৃষ্টি হয় নাই, ততক্ষণ কেহই মহান আল্লাহ তায়ালার পথের সন্ধান পায় নাই। যখনই হযরত আদম (আঃ) আবির্ভূত হইলেন তখন পথও উন্মুক্ত হইয়াছে এবং উভয় জগতের তালার চাবি তাঁহার মাধ্যমে সুলভ হইয়াছে।"

আল্লাহ চাহেত এই পত্রখানা অধ্যয়নে উহার অন্তর্নিহিত মর্মার্থ আপনা আপনি হৃদয়াভ্যন্তরে উদ্ভাসিত হইবে। অতঃপর একদিন উহা ঠিকই স্বীয় ক্রিয়া বিস্তার করিবে। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে, শাহ্ শুজা কিরমানী সর্বদা শেরওয়ানী ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করিতেন। কিন্তু সেই পূর্ণতা যাহা তাঁহার সাধিত আছে, হাজারো সাধক গমনাগমন করিতে থাকিবে, কিন্তু তাঁহার পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে না।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ঊনচল্লিশ মাকতুব

মহান আল্লাহর রহমতের বিপরীতে মানুষের পাপাচার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قطره چند از گنهگر شد پدید　　در چناں دریا کجا آید بدید

খাজা আহমদ! পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। অন্তর প্রশান্ত রাখিবেন। কেননা সমগ্র বিশ্ববাসীর অপরাধ, পাপাচার এবং তাহাদের নাফরমানী তাঁহার ক্ষমা করুণা ও রহমতের অতল সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা জলতুল্য। তাঁহার অসীম সমুদ্রের তুলনায় তোমার পাপের কোন হাকীকত ও বাস্তবতা আছে কী?

گر گناہے اولین و آخریں　　بیش باشد ز آسمان و از زمین

بر حواشی بساطش آں گناه　　محو گردد جمله بر یک جائے گاه

"যদি পূর্বাপর সকল মানুষের পাপাচার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী হইতেও অধিক হয়, তদুপরি উহা তাহার অবারিত বিছানায় এক পার্শ্বে সেই সব পাপাচার মুছিয়া ও মোচন হইয়া একাকার হইয়া যাইবে।"

রাসূলে করীম (সাঃ) শরীয়তের বিধান আরোপ করিয়াছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُّذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ -

"শপথ সেই পবিত্র সত্তার যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমরা পাপাচার ও গুনাহ না কর তাহা হইলে অচিরেই মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করিয়া তোমাদের স্থানে এমন এক মানবগোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটাইবেন, যাহারা গুনাহ করিবে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

عین عفو تو عاصی طلب　　عرصه عصیان گرفتم زیں سبب

چوں بستاریت دیدم کار ساز　　ہم بدست خود دریدم پرده باز

چوں سیاہ آمد مرا رنگ گلیم　　تو سپیدش کن چو مویم اے کریم

"আপনার বিশেষ অনুগ্রহ তো কেবল গুনাহগারদের সন্ধান করিয়া ফিরে। সেকারণে আমি পাপাচারের ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়াছি। যখন আপনার সাত্তারী ও [illegible]

কারণকে কার্যকর ও সক্রিয় লক্ষ্য করিয়াছি, তখন আমি আমার পাপাচারের পর্দা নিজের হাতে ছিঁড়িয়া ফালাইয়াছি। যখন সেই পাপাচার ও নাফরমানীর দরুন আমার কম্বলের রং কালো হইতেছে। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্বক উহাকে আমার কেশগুচ্ছের ন্যায় সাদা করিয়া দিন ওহে দয়াময়!"

ওহে ভ্রাতা! আমার ও তোমাদের কৃত পাপাচারের মধ্যে এক মহা রহস্য ও বিরাট মহিমা লুকাইয়া আছে। যদি তোমার ও আমার গুনাহ না হইত, তাহা হইলে সাত্তারী ও গাফফারী এই দুইটি বিমূর্ত্য গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিত না, অর্থাৎ তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইত না।

যেমন কবির ভাষায় বিষয়টি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

دولت اسرار کار اتقیا ست   عام را آں دانش وفہم از کجاست

"অমূল্য গুপ্ত রহস্যের নাগাল পাওয়া মুত্তাকীদের কাজ। সাধারণ মানুষ উহা কিভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে?"

ہر چہ در خلق سوزی و سازی ست   اندراں مر خدای را رازی ست

"সম্প্রতি মানুষের মাঝে যে যন্ত্রণা ও প্রশান্তি রহিয়াছে, উহার মাঝে মহান আল্লাহর এক বিশেষ রহস্য ও মহিমা রহিয়াছে।"

বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী "মহান আল্লাহর দুইটা খাজাঞ্চি রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রতিদান, অনুগ্রহ ও দানের দ্বারা পূর্ণ, আর দ্বিতীয়টি ক্ষমা ও দয়া দ্বারা পূর্ণ। যদি কোন মুমিন বান্দা ইবাদত না করে এবং তাহা হইতে কোন পাপ প্রকাশিত না হয় তাহা হইলে প্রতিদান ও বদান্যতা তাহার উপর বর্ষিত হয় না। অনুরূপ যদি কোন বান্দা পাপ না করে এবং কোন নাফরমানী তাহার হইতে প্রকাশিত না হয়; তবে ক্ষমা ও অনুগ্রহের খাজাঞ্চি অর্থহীন ও নিস্ক্রীয় হইয়া যায়।

کہ نداند ز کار سازئی تو   کہ نہ ترسند ز بے نیازئی تو

با قبولي تو ز علت پاک   چہ بود خوب وزشت شت پاک

"এমন কে আছে যে আপনার ক্ষমতা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত নহে? কে আছে যে আপনার অমুখাপেক্ষীতাকে ভয় করে না? ওহে পবিত্র সত্তা! যাহার কর্ম সর্ব প্রকারের কার্যকারণ হইতে মুক্ত, আপনার কুবুলিয়তের বিপরীতে এক মুষ্টি মাটির পুতুলের সদাচার ও দুরাচার তথা নেকী ও বদীর কী কোন ক্ষমতা আছে?"

ওহে ভ্রাতা! যেখানে পরিপূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন হয়, সেখান হইতে যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ আপনা হইতে অপসারিত হইয়া যায়। যখন ফেরেশতারা বলিল,

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا

"আপনি কি এমন সৃষ্টিকে আপনার প্রতিনিধি বানাইবেন যে পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে?" তাহাদের এই উক্তির প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা এই কথা বলেন নাই যে, ইহারা বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে না। বরং তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ "আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।" আমার খোদায়ী মহিমা ও সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে তোমাদের ধারণা নাই। আমার প্রভুত্বের যেসব অনুগ্রহ ও দান মানব জাতির উপর রহিয়াছে উহার ব্যাপারে তোমরা অবহিত নও। যদি ইহারা অযোগ্য হয়, তবে আমি তাহাদেরকে যোগ্য বানাইয়া নিব। আর যদি সে আমার হইতে দূরে থাকে, তবে আমি তাহাকে নিকটবর্তী করিয়া নিব। যদি সে মর্যাদাহীন হয়, তবে আমি তাহাকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান বানাইয়া নিব। তোমরা যদি বাহ্যিক দুষ্কর্ম ও অন্যায় অনাচারের দিকে তাকাও, তবে আমি তাহার অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করি। যদি তোমাদের স্বীয় ইসমত তথা নিষ্পাপত্বের উপর আস্থা ও ভরসা থাকে, তবে ইহারাও তো আমার রহমতকে অবলম্বন বানাইয়াছে ও উহার উপর নির্ভর করিয়া আছে। তোমাদের এই বিদুষিতা ও নিষ্পাপত্বের কি মূল্য যদি উহার সহিত আমার অনুমোদন ও গ্রহণ সংযুক্ত না হয়। পক্ষান্তরে তাহাদের পাপাচার ও নাফরমানী তাহাদের কি ক্ষতি করিতে পারিবে, যখন আমার ক্ষমা ও দয়া তাহাদের সহিত থাকিবে?

ما نہ گدائیم چو سلطان عشق   از مدد حسن تو سلطان ماست

"আমি ভিক্ষুক নহি, যখন প্রেমের সম্রাট স্বীয় অপরূপ সৌন্দর্যের মহিমায় আমার বাদশাহ হইয়াছে।"

درسحراز غیب شنیدیم دوش   در دو جہاں درد تو درمان ماست

"গত কাল প্রত্যুষে আমি অদৃশ্য হইতে এই আহবান শ্রবণ করিয়াছি যে, উভয় জগতে আপনার বিরহ বেদনাই আমার ঔষধ।"

এইসব দয়া, অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও বদান্যতা করুণা নিধান দয়ার আধার আল্লাহর বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত। তবে বান্দাকে সদা সর্বদা স্বীয় বন্দনা ও আরাধনার সীমার মধ্যে অবস্থান করা এবং প্রতি মূহর্তে নিজের কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। কারণ ইহা হইল এমন এক বিস্ময়কর দরবার—যেখানে অনুগত ও অনুরক্ত বান্দারা নিজেদের ইবাদত ও বন্দনার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে। যেমন বর্ণিত হইয়াছে, মহানবী (স) প্রত্যহ সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিত, অথচ ইহা সর্বজন বিদিত যে, তাঁহার নবুয়তের আঁচল তাহাতে পাপাচারের একটি ধুলিকণার

মিশ্রণ হইতে নির্মল ও পূত-পবিত্র। মহানবী (সাঃ)-এর সেই ইস্তিগফার কেবলমাত্র তাঁহার নিজের ইবাদাত অন্তর্ভুক্ত ছিল।

درو جود خویش منگر ذره   تابداں ذره نگردی ضره

بردر حق بگرد زور مگرد   که بزاری شوی دریں ره مرد

নিজের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রতি ঘুণাক্ষরেও ভ্রুক্ষেপ করিও না। যাহাতে স্বীয় অস্তিত্বের অণু হইতে তুমি আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়া না পড়। মহান প্রভুর আঙ্গিনার মাটি হইয়া যাও! অহংকার করিও না কখনোই। কারণ বিনয়, নম্রতা ও মিনতির মাধ্যমেই এই পথে মানুষ বীর পুরুষ হইয়া থাকে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত চল্লিশ মাকতুব

সাধককে ধ্বংসের স্থানসমূহ হইতে সতর্কীকরণ প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

چوں نه بينم من جمالت صد جهاں ديده گير
چوں حديث تو نباشد سربسر بشنيده گير
چوں نباشم دروصالت اے زبنيا ياں نهاں
دربهشت وحوض كوثر تا ابد پا شيده گير

"আমি আপনার সেই সৌন্দর্যকে কেন প্রত্যক্ষ করিব না যাহা শত জগতের দৃষ্টি ও চোখের লক্ষ্যবস্তু ও আকর্ষণ। ওহে সত্তা! আপনার কথোপকথন আদ্যোপান্ত সম্পূর্ণটাই শ্রবণ ইন্দ্রীয়কে পরাভূতদারী ও নিয়ন্ত্রক কেনই বা হইবে না। ওহে মহান সত্তা! আপনি সকল চক্ষুষ্মান ও দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে লুকাইয়া আছেন, আমি আপনার মিলন ও দর্শনার্থী কেনইবা হইব না, যখন আপনি বেহেশত এবং হাউজে কাউসারের উপর স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছেন।"

প্রিয় ভ্রাতা! আপনার প্রেরিত পত্রখানার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুর পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। তখন কাযি য়াহেদও উপস্থিত ছিলেন, তিনি উহা অধ্যয়ন করিয়াছেন। কথা হইল সর্বদা অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক থাকিবে, কখনোই যেন প্রতারক ও হটকারী ডাকাত সর্বস্ব লুট করিয়া নিয়া না যায়। কখনো যদি কাহারো দৃষ্টি আকৃষ্ট ও অবস্থান গ্রহণ করে, তাহা হইলে اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ "আপনি কি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়াছে" তাহার সম্মুখীন হইবে এবং لَا এর বৃত্তের মধ্যে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর দারোয়ানের হাতে বন্দী হইবে। আপনি জানেন কি? لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর দারোয়ান কে? তাহা হইল সেই অভিশপ্ত যাহাকে মানুষ ইবলিস নামে জানে। তাহার মুখেই শ্রবণ করুন সে কী বলে—

معشوق مرا گفت نشيں بر در من   مگذار در وں ہر كه ندارد سر من

"প্রিয়তম আমাকে বলিয়াছে, আমার দরওয়াজায় বসিয়া পাহারা দাও এবং তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না যাহার মাথায় আমার সদায় নাই।"

ওহে ভ্রাতা! আলমে মালাকুত তথা ফেরেশতা জগতের সুকঠিন ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করিবার পর অসংখ্য মানুষের পথ বিনষ্ট করা হইয়াছে এবং তাহাদের স্থূল দৃষ্টিতে তাহাদের প্রদর্শন করাইয়াছে যে, তাহারা সফলকাম হইয়াছে এবং অভিষ্ট লক্ষ্যের

সন্ধান-সুলভ হইয়াছে। ইহা বড় পরিতাপের বিষয় وَمَا لِلشَّوَابِ وَرَبِّ الْاَرْبَابِ কবি এই কথাটাই অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

افگندہ دلم رخت بمنزل گاہے کا بخا نبود بصد دلیل آں را ہے

چوں من دو ہزار عاشق اندر ما ہے می کشتہ شو ندو بر نیاید آہے

"আমার হৃদয়ে ভ্রমণের রসদ-সামগ্রী ও পাথেয় এমন মনযিলে রাখিয়াছে, হাজারো নিদর্শনের পরও যেখানে পথের সন্ধান মিলে না। আমার ন্যায় হাজারো প্রেমিক এক মাসের মধ্যে প্রাণ হারাইয়াছে এমনভাবে যে, একটি টু শব্দ পর্যন্ত করিতে পারে নাই।"

ওহে ভ্রাতা! আহলে মারেফত مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى "দৃষ্টি লক্ষচ্যুত হয় নাই আর না চক্ষু বিভ্রান্ত হইয়াছে" শ্লেট পাঠশালাতেই সংশোধন করিয়াছে উর্ধ্বজগতের এই ক্ষমতা নাই যে, তাহাকে বন্দী করিতে পারে।

منزل ہمتم بعالم قدس کے قد مگاہ جبرئیل بود

"আমার মনোবল ও আত্মপ্রত্যয়ের মনযিল সেই পবিত্র জগত যেখানে জিবরাইলও পদচারণা করিতে সক্ষম নহে।"

সুবহানাল্লাহ! এই আদম সন্তানের সর্দারের কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য কর এবং শ্রবণ কর। যাদুল আরওয়াহ নামক গ্রন্থে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ হইতে একটি বর্ণনা রহিয়াছে। তিনি বলেন—

فَرَأَيْتُ فِىْ بَعْضِ الْكُتُبِ اَنَّ اِبْلِيْسَ لَقِىَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الطُّوْرِ فَقَالَ لِاِبْلِيْسَ مَا صَنَعْتَ اِذْ لَمْ تَسْجُدْ لِاٰدَمَ فَقَالَ اِبْلِيْسُ مَا اَرَدْتُ اَنْ اَرْجِعَ مِنْ دَعْوَاىَ فَاَكُوْنَ مِثْلَكَ اِنِّىْ ادَّعَيْتُ مُحَبَّةً فَلَمْ اَسْجُدْ لِسِوَاهُ فَاخْتَرْتُ الْعُقُوْبَةَ عَلَىَّ وَاَنْتَ ادَّعَيْتُ مُحَبَّةً فَقَالَ لَكَ اُنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِىْ فَنَظَرْتُ لَوْ غَضَضْتَ عَيْنَيْكَ لَرَاَيْتَهُ ـ

"আমি পূর্ববর্তী এক গ্রন্থে অধ্যয়ন করিয়াছি যে, একদা অভিশপ্ত ইবলিস হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত সিনাই পর্বতের সন্নিকটে সাক্ষাত করিল, তখন হযরত মূসা (আঃ) ইবলিসকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি ইহা কি করিলে, হযরত আদম (আঃ)-কে সাজদা করিলে না যে? তদুত্তরে ইবলিস বলিল, আমি ইহা চাই নাই যে, আমি আমার দাবি প্রত্যাহার করিয়া নেই এবং আপনার ন্যায় হইয়া যাই। আমি তাহার ভালোবাসার দাবী করিয়াছিলাম, সেকারণে আমি তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও

সাজদা করি নাই। ফলে আমার প্রতি যে কঠিন শাস্তি অরোপ করা হইয়াছে উহা গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। পক্ষান্তরে আপনি তাহার ভালোবাসার দাবী করিয়াছেন, অতঃপর তিনি ফরমাইলেন, তুমি পর্বতমালার দিকে দৃষ্টিপাত কর যদি সে স্বস্থানে স্থির থাকিতে পারে তবে নিশ্চিত তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবে। সেমতে আপনি দৃষ্টিপাত করিয়াছেনও বটে, অথচ তখন আপনি যদি পর্বত হইতে দৃষ্টি নিম্নগামী রাখিতেন, তবে অবশ্যই তাঁহার দর্শন লাভ করিতেন।"

আহলে যওক ও প্রভু প্রেমিকদের অন্তর্দৃষ্টি সর্বদা এইজাতীয় কর্মকাণ্ড ও রহস্যাবৃত সৃষ্টিতত্ত্বের উপর নিবদ্ধ থাকে। যেমন আইনুল কুযাত (রহ) ফরমাইয়াছেন, আপনি জানেন কী ইবলিস কে? জিবরাঈল গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত তাহার প্রহসনমূলক ও সূক্ষ্ম কর্মতৎপরতার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য।

কবির ভাষায় বিষয়টা এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

سر باختہ آں رہ رواز سجدہ غیرا و گر مردرہ ادای زوکم بہ نباید بود

"এই মহান পথের পথিকেরা গায়রুল্লাহকে সাজদা করিবার পরিবর্তে নিজের মাথার বাজি লাগাইয়াছে। অতএব তুমি যদি সত্যিকারার্থে আল্লাহর পথের পথিক হইয়া থাক, তবে উহার চাইতে নগণ্য হওয়া উচিত নহে।"

একদা জনৈক সাধক বিস্ময়াভিভূত হইয়া স্বীয় হৃদয়ের প্রার্থনা করিল। তখন তাহার অন্তকরণে এই উত্তর লাভ করিল—ওহে মিথ্যা দাবীদার! তুমি কী আমাকে চাও, নাকি নিজের হৃদয় চাও। নিম্নোক্ত চরণ দুইটিতে এই দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ہشت جنت گر دہندت سربسر تومشوراضی ازینہادر گذر

عالی ہمت باش ودل باحق بہ بند توہمای قاف قربی رو بلند

"যদি তোমাকে সম্পূর্ণ আটটি বেহেশতই প্রদান করা হয়, তবুও তুমি উহার উপর সন্তুষ্ট হইও না! বরং উহা হইতে আরো সম্মুখ পানে অগ্রসর হও! সমুন্নত মনোবলের অধিকারী হও! অন্তরকে কেবল আল্লাহ তায়ালার সহিতই সংযুক্ত কর! তবেই নৈকট্যের পর্বতে আরোহণ করিতে পারিবে, সুতরাং অগ্রসর হও, সমুন্নত হও।"

গোটা আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে মানব জাতির চাইতে উন্নত মনোবল সম্পন্ন অন্য কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই।

এই কথাটা জনৈক কবি অতি চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

این جا نبود قدرے مرد دوزخ و جنت را باشند حجاب ما آنہا کہ تو میدانی

"এখানে বেহেশত ও দোযখ মূল্যহীন। ইহা সবই আমার জন্য বাঁধা ও অন্তরায়, ইহা তুমি ভালো করিয়াই অবগত আছ।"

ওহে ভ্রাতা! এইমর্মে যাহা বলা হইয়াছে যে,

مَنْ مَنَعَ عَنِ النَّظْرِ يَتَسَلّٰى بِالْاَثَرِ

"যাহার দীদার লাভ হয় নাই, সে তো প্রেমাস্পদের চিহ্ন ও নিদর্শনসমূহ হইতে সান্ত্বনা পায়" ইহা কেবল মাত্র তখনই প্রযোজ্য হইবে যখন প্রেমাস্পদ পর্দাবৃত থাকে। পক্ষান্তরে প্রেমাস্পদ যদি অবগুণ্ঠনমুক্ত হয় এবং সম্মুখে উপস্থিত থাকে তাহা হইলে নিদর্শনের উপর দৃষ্টি রাখা অন্যায় ও অবিচার।

چوں بود دیدار یوسف ما حضر   در نیاید ہیچ پیو مدے دگر

"যখন ইউসুফ (আঃ)-এর সাক্ষাত ও দীদারই সুলভ হইয়াছে, তাহা হইলে অন্যান্য সম্পর্ক এখানে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না।"

প্রেম জগতের বিস্ময়সমূহ ও আশ্চর্যজনক বিষয়াবলি পর্যন্ত বুদ্ধি ও যুক্তি পৌঁছাইতে সক্ষম নহে। এই বিষয়টা প্রেমিকগণ উত্তমরূপে অবগত আছে। যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টির আঁড়াল হইয়া গেল, তখন ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হইয়া গেল, ফলে তিনি ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতাগণকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। অতঃপর যখন ইউসূফ (আঃ)-এর জামার ঘ্রাণ লাভ করিলেন তখন পুনরায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন।

ہر کہ او را یوسف گم کر دہ نیست   گر چہ ایماں آو رد آ وردہ نیست

"যাহার নিকট হইতে ইউসুফ (আঃ) হারায় নাই। যদিও তাহার কাছে ঈমান আছে কিন্তু তাহার সেই ঈমান পূর্ণাঙ্গ নহে।"

ওহে ভ্রাতা! প্রেমের একটি বিশেষ অনুভূতি ইন্দ্রীয় রহিয়াছে যাহা উপলব্ধি করিতে বিবেক ও যুক্তি অক্ষম। এবং সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি ইন্দ্রীয় উপলব্ধি হইতে তাহার অসমর্থ হওয়া এইরূপ, যেমন কল্পনা যুক্তিমূলক বিষয়সমূহ অনুধাবনে অক্ষম।

این راہ طریقت نہ پائے عقل است   خاک قدم عشق درائے عقل است

سرے کہ فرشتگاں از اں بے خبراند   ای عاقل بے عقل چہ جائے عقل است

"তরীকতের এইপথ বিবেকের ভিত্তির উপর নহে। বরং প্রেমের পদক্ষেপ মাটির বিবেক হইতে উর্ধ্বে। যেই গোপন রহস্য হইতে ফেরেশতারা অবহিত নহে। হে বিবেকশূন্য বুদ্ধিমান! এখানে বুদ্ধির কোন স্থান নাই।"

যখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের মধ্য হইতে কোন একটি দয়া সৃষ্টি হয় তাহা হইলে সর্ব নিম্নস্তর হইতে স্বভাবকে বাহির করিয়া সর্বোচ্চ সম্মানে পৌছাইয়া দেয় এবং প্রেমের সমস্ত তাৎপর্য ও সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণ ও শব্দহীনভাবে তাহার উপর উদ্ভাসিত হইয়া যায়। যেমনিভাবে নিম্নোক্ত পংক্তির মাধ্যমে বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে।

جاناں سخن عشق کلا میست بلند   بد نام شدن زعشق نامیست بلند

درعقل فرد شدیم برنا مد کار   از عقل فراتر کہ مقامیست بلند

"ওহে বন্ধু! প্রেমের কথা ও আলোচনা অতীব উঁচুমানের। প্রেম ও প্রেমিক হওয়ার মধ্যে দুর্নামই হইল মহা খ্যাতি। যুক্তি ও বুদ্ধির মধ্যে নিমজ্জিত হওয়াতে কোন কাজ হয় না; প্রেমের মাকাম বুদ্ধির পরিধি হইতে অনেক উর্ধ্বের স্থান।"

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا وَلِجَمِيْعِ الطَّالِبِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং সকল প্রভু অন্বেষীদের রিযিক দান কর! তোমার অনুগ্রহে হে পরম করুণাময়!"

درد عشق آمد دوائے ہر دلے
حل نہ شد بے عشق ہر گز مشکلے

"প্রেমের বেদনা প্রতিটি হৃদয়ের জন্য ঔষধ। প্রেম বিনা কোন সমস্যার কখনোই সমাধান হয় নাই।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত একচল্লিশ মাকতুব
দুনিয়া ত্যাগ ও পরকালের প্রতি মনোযোগী হওয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جهدی بکن ازپند پذ یری دوسه روز   تاپیشتراز مرگ بمیری دوسه روز

دنیا زن پیر ست چه باشد گرتو   باپیر زنی انس نگیری دوسه روز

"আমার উপদেশ অনুযায়ী কয়েকটি দিন আমল করিবার চেষ্টা কর, যাহাতে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিতে পার اَمُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا এই দুনিয়াটা হইল এক বৃদ্ধা ছলনাময়ী। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেই উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলে এমন কিইবা ক্ষতি হইবে।"

পত্রলেখক শরফ্ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ কর।

ওহে ভ্রাতা! অবশেষে এই হাদীসখানা তো নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়াছ,

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ وَعَدِّ نَفْسَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ "তুমি পৃথিবীতে একজন অপরিচিত কিংবা একজন পথিকের ন্যায় জীবন যাপন কর এবং নিজেকে কবরের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত কর।"

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীসম্ভার তথা হাদীসসমূহের উপর সকল মানুষের পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে। পৃথিবীতে সকল মুসলমানেরই এমন গুণ হওয়া উচিত। কখনোই সে ফেরাউন ও নমরুদের আনুগত্য করিবে না। সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাস ও ধনৈশ্বর্যের গড্ডালিকায় গা ভাসাইয়া দিবে না, যাহা বড় রিচিত্র ও বর্ণাঢ্য এবং নির্বোধদের প্রতারণার মধ্যে নিক্ষেপকারী অংকন ও চিত্র। যেমন কবির ভাষায় বিষয়টা এইভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

ایں کباب داین شراب واین شکر   خاك رنگین ست نقشئے اے پسر

"ওহে বৎস! এই কাবাব এই মদ ও শিরনী সবই যেন মৃত্তিকার বিচিত্র ও অঙ্কিত রূপ।"

ইহার মাঝেই সে নিমজ্জিত ও প্রবঞ্চিত হইয়া আছে। তদুপরি সে দাবী করে আমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একজন উম্মত।

باناز گر آرمیده باشی همه عمر   لذات جهان چشیده باشی همه عمر

ہم آخر کارمرگ باشد وانگه   خوابی باشد ودیده باشی ہمه عمر

"যদি গোটা জীবন আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত কর,

অবশেষে যখন মৃত্যুর সময় আসিয়া উপনীত হইবে, তখন কেবল তোমার সম্মুখে সেই স্বপ্নটাই থাকিবে যাহা তুমি জীবন ভর দেখিয়াছ।"

এতদসত্ত্বেও মানুষকে একদিকে ধনৈশ্বর্য, পদ ও সম্মানের ঘৃণিত মোহ এবং অন্য দিকে সকল প্রতিমা ও অভিশপ্ত শয়তান তাহাকে অন্ধ ও বধির বানাইয়া রাখিয়াছে। সচ্ছলতা ও ঐশ্বর্যের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষতিকর দিকগুলোকে কল্যাণবহ মনে করিতেছে। পক্ষান্তরে দরবেশী ও ফকীরী যাহা সকল নবী-রাসূল (আঃ)-এর প্রতিভূ ও বৈশিষ্ট্য এবং আউলিয়ায়ে কেরামের পরিচয়, বাস্তব জীবন ও স্বাতন্ত্র্য, উহাকে তাহারা দোষ ও ক্ষতিকর জ্ঞান করিতেছে। নমরূদ ও ফেরাউনের মতাদর্শও ছিল এইটা। ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে দারিদ্র্যতা ও অভাবের জন্য তিরস্কার ও কটাক্ষ করিয়াছিল। নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দরবেশী ও অভাবের জন্য দোষারোপ করিয়াছিল। অতএব সম্প্রতিককালে যাহারা এই পৃথিবীতে ফেরাউন ও নমরূদের পথ ও মতাদর্শের উপর রহিয়াছে ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে, কিয়ামত দিবসে হাশরের মাঠে তাহাদেরকে ফেরাউন ও নমরূদের সহিত প্রত্যাম্বিত করা হইবে। কারণ হাদীসে আসিয়াছে, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সহিত সাদৃশ্য রাখিবে, সে তাহাদের দলভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে" ইহা শরীয়তের অমোঘ সিদ্ধান্ত।

هرچه دردنیا خیاست آں بود   تا ابد راه وصالست آں بود

"আজ এই পৃথিবীতে সেই বস্তুর সহিত তোমার ভাবনা ও কল্পনা যুক্ত হইয়া আছে, উহাই অনন্তকাল ব্যাপিয়া তোমার সাথে থাকিবে।"

বলাই বাহুল্য, যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা দুনিয়াকে চর্বন করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে যাহারা অজ্ঞ তাহাদেরকে দুনিয়া গলধঃকরণ করিয়া নেয়। যেমন বর্ণিত আছে, একদা হযরত মূসা (আঃ) দেখিতে পাইলেন যে, জনৈক বৃদ্ধা মহিলা স্বর্ণখচিত রঙিন শাড়ি পরিহিতা এবং নানা রকমের অলংকার ও গহনায় সুসজ্জিতা, এই চাদরের মধ্যে নিজেকে যুবতী হিসাবে প্রকাশ করিতেছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ছলনাময়ী বুড়ি! তোমার স্বামীদেরকে তুমি কি করিয়াছ? তদুত্তরে সেই বৃদ্ধা মহিলা বলিল, যাহারা আমার পরিচয় পাইয়াছে ও আমার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়াছে তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে ও চর্বন করিয়া ফেলিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা আমার পরিচয় লাভ করে নাই, আমার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে নাই, আমি তাহাদেরকে গলধঃকরণ করিয়া নিয়াছি।

عشق ایں دنیا پر ستاریست نام   درزرویسم وکنیزک درغلام

چرب شیریں راچوقبله کرده اند   مست غافل گشته بازا ورده اند

آن موافق نیست باعشق خدا زیں سبب ایں ترک کردند انبیا

ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں ایں خیال است ومحال است وجنوں

স্বর্ণ, রৌপ্য, দাস-দাসী তথা পার্থিব ভোগের যাবতীয় বস্তুকে এই দুনিয়ার পূজারীরা প্রেম বলিয়া নামকরণ করিয়াছে। সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবারকে তাহারা জীবনের লক্ষ্য ও কিবলা বানাইয়াছে। উপরন্তু উহার মাঝে মত্ত ও আত্মহারা হইয়া নিজেদের জীবনের গতিকেই উহার অভিমুখী করিয়াছে। এইগুলি মহান আল্লাহর পবিত্র প্রেমের অনুকূল কখনোই নহে। কারণ পয়গম্বর (আ) এই সবকে নিশ্চিতরূপে বর্জন করিয়াছেন। মহান আল্লাহ প্রেমিকও হইবে এবং দুনিয়া অন্বেষীও থাকিবে; তাহাদের এই ধারণা একেবারেই অসম্ভব, অবাস্তব ও উম্মাদনা বৈ নহে।"

কোন কোন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ আছে, অভিশপ্ত ইবলিসকে যখন বেহেশত হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে, তখন সে নিতান্ত বিষণ্ন, মনক্ষুন্ন ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। যখন গোটা পৃথিবীকে তাহার আধিপত্যের অধীন করা হইল, তখন সে দারুণ আনন্দিত হইয়াছিল। সে বলিল হে আল্লাহ! আমাকে এমন ক্ষমতা ও শক্তি দান করুন যাহাতে যে আমার করায়ত্তে আসিয়া পড়িবে তাহাকে আমি সুপথ হইতে বিচ্যুত করিব। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এই ক্ষমতা প্রদান করিলেন। অতঃপর সে নৃত্যসহ করতালি দিয়া উল্লাস করিতে করিতে বলিল,

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ -

"আপনার মাহাত্ম্যের শপথ! তাহাদের সকলকে আমি পথভ্রষ্ট করিব কিন্তু কেবলমাত্র আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত।"

آں گندہ پیر دنیا چشمک زند ولیکن مرچشم عارفاں زوہر دم ملال گیرد

شوہاں اولنیش بنگر کہ درچہ حالند ہر کہ ایں دلیل راند کی آں دلال گیرد

"এই বৃদ্ধা ও নিকৃষ্ট পৃথিবী চক্ষু মারে, কিন্তু আল্লাহ প্রেমিকদের নয়নযুগল তাহার সেই ছলনাময়ী দৃষ্টিকে ঘৃণা করে। তাহার প্রাক্তন স্বামীদের প্রতি একটু লক্ষ্য কর, তাহারা কি করুণ পরিণতির শিকার হইয়াছে। যিনি এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন সে এই প্রতারকের ফাঁদে কখনোই পা দিবেন না।"

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত বিয়াল্লিশ মাকতুব

আল্লাহর অন্বেষণ ও গায়রুল্লাহকে পরিত্যাগ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

و ہر کہ صاحب ہمت آمد مرد شد   ہمچو خورشید از بلندی فرد شد

ہشت جنت گر دہندت سربسر   تو مشوراضی ازآنہا درگذار

اوزحسنت ہر چہ آید درنظر   ہمتے بر بند ازاں ہم درگذر

"যে ব্যক্তি দৃঢ় মনোবল ও উন্নত আত্মপ্রত্যয় সহকারে এই পথে প্রবেশ করিয়াছে সেই তো হইল সত্যিকারের বীরপুরুষ। স্বীয় সমুন্নত মনোবলের দরুন সে সূর্যের ন্যায় অনন্য হইয়া গিয়াছে। যদি আটটি বেহেশত তোমাকে প্রদান করা হয় তদুপরি উহার উপর প্রসন্ন হইবে না; বরং উহাকেও পরিত্যাগ করিবে। যত সৌন্দর্য রূপ লাবণ্য ও আকর্ষণ নিয়া সে তোমার নিকট উপস্থিত হউক না কেন, সর্বাবস্থায় তোমার মনোবল অবিচল রাখিবে এবং তথা হইতে সম্মুখ পানে অগ্রসর হইবে।"

পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। প্রিয় ভ্রাতার জন্যে দোয়া ও বিশেষ সালাম বাদ প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী দুনিয়া হইল পথ ও উপলক্ষ্য এবং বেহেশত হইল অভিষ্ট লক্ষ্য। তবে হাকীকতের বিধান অনুযায়ী বেহেশত হইল পথ ও উপমা। আর মহান আল্লাহ হইলেন অভিষ্ট লক্ষ্য। তাওরীত শরীফে বর্ণিত আছে,

يَا دَاوُدُ اِذَا رَاَيْتَ لِىْ طَالِبًا فَكُنْ لَهٗ خَادِمًا ـ

"হে দাউদ! যেখানেই তুমি আমার কোন প্রেমিকের সাক্ষাত লাভ করিবে সেখানেই তাহার সাহচর্য ও সেবা করিবার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে।"

ہر کجامردم خدا بینی زجاں   سرمہ سازا زخاکپا یش درزماں

خاک شوتو رہ رواں رازیر پا   تا بیابی قرب پیش کبر یا

"যেখানেই তোমার কোন প্রভু প্রেমিক দৃষ্টিগোচর হইবে তাৎক্ষণিভাবে সেখানেই মনে প্রাণে তাহার পবিত্র চরণ ধুলি চোখের সুরমা হিসাবে ব্যবহার কর। তুমি তাহার চলার পথের পদতলের মাটি হইয়া যাও! তাহা হইলে মহা মহীম আল্লাহর নৈকট্যতম বান্দা হইতে পারিবে।"

উন্নত আত্মপ্রত্যয়ীদের বাণী, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সাম্রাজ্য কাহারো যদি ভাগ্যক্রমে লাভ হইয়া যায় এবং সে তাহার প্রতি একটু দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিয়া থাকে, তবে তাহাকে আহলে হিম্মত তথা উন্নত মনোবলের অধিকারী বলা যাইবে

না। যেহেতু ইহা হইল সেই মনোবল ও উন্নত আত্মপ্রত্যয়। সেই সম্পর্কে জনৈক বুযুর্গ বলিয়াছেন, মহান আল্লাহ্ মানব জাতির হাতে এমন এক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, যাহার দায়িত্ব হযরত জিবরাঈল (আঃ) ও হযরত মিকাঈল (আঃ) পালন করিতে ইচ্ছা করিলেও সক্ষম হইবে না।

حقاکه بزه نیاوردی کرد   چرخ فلك اے پسر کمانم

"ওহে বৎস! আল্লাহর শপথ! এই আকাশমণ্ডলও আমার কামালকে অবনমিত করিতে পারিবে না।"

অথচ এই মহান সম্পদ এই তুচ্ছ মৃত্তিকার পুতুলকে প্রদান করা হইয়াছে বরং ইহা তাহার সেই মাকামের অন্তর্ভুক্ত যে, আঠারো হাজার মাখলুকের মধ্যে কোন প্রজাতিই মানব জাতি অপেক্ষা উন্নত মনোবলের সৃষ্টি হয় নাই।

عالی ہمت باش دل باحق به بند   تو ہمائی قاف قرب روبلند

"উন্নত আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী হও! আল্লাহর সহিত অন্তর জোড়াইয়া লও! তুমি কোহে কাফের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, উহা হইতে ঊর্ধ্বে উড্ডয়ন কর।

যখন রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে রাজত্ব উপস্থাপন করা হইয়াছিল, তখন প্রিয় নবী (সাঃ) ফরমাইয়াছিলেন,

اَكُوْنُ عَبْدًا اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوْعُ يَوْمًا

"আমি এইরূপ এক বান্দা যে একদিন আহার করে তো অন্য দিন ক্ষুধার্ত থাকে" ইহা ছিল সেই উন্নত মনোবলের ভিত্তিতে।

منزل ہمنت بعالم قدس   کے قد مگاه جبرئیل بود

"তোমার মনোবলের ও উন্নত আত্মপ্রত্যয়ের গন্তব্য হইল পবিত্র জগতে। সেখানে হযরত জিবরাইলও পৌছাইতে সক্ষম নহে।"

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে জগতে যাহা কিছু ছিল মেরাজ রজনীতে উহা সবই মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র দৃষ্টির সম্মুখে পরিবেশন করা হইয়াছিল। কিন্তু রাসূলে কারীম (সাঃ) তাহার পবিত্র নেত্র কোণ দ্বারাও উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ইহাই ছিল প্রকৃত উন্নত আত্মপ্রত্যয়।

ہر که از ہمت دریں ره آمد ست   گر گد ائی می کند شه آمدست

Íযে ব্যক্তি প্রবল আত্মপ্রত্যয় সহকারে এই পথে অনুপ্রবেশ করিবে; বাহ্যত সে যদি ভিক্ষাবৃত্তিও করে, তবুও প্রকৃতপক্ষে সে হইল রাজা।"

হযরত আদম (আঃ) একটি যবের জন্যে আট বেহেশত বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছিল এই উন্নত আত্মপ্রত্যয়েরই পরাকাষ্ঠা।

যেমন জনৈক কবি বিষয়টা তাহার পদ্যে কত চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

جان آدم چوں بسر فقر سوخت   ہشت جنت رابیک گندم فروخت

"হযরত আদম (আঃ)-এর আত্মা যখন দারিদ্র্য ও অভাবের অন্তর্নিহিত রহস্য ও মহিমা দ্বারা উদ্ভাসিত হইল, তখন সে আট বেহেশতকে একটি যবের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দিলেন।"

ওহে ভ্রাতা! যত বস্তু كُنْ শব্দটির অধীনে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে এবং যাহার উপর সৃষ্টি হওয়ার কলঙ্ক লেপন হইয়াছে—সেখানে অবস্থান করা, স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভ করা মনোবল ও উন্নত আত্মপ্রত্যয়ের জন্য শোভন নহে। যদিও সেই সৃষ্টি সর্বোচ্চ বেহেশত ফেরদাউসই হউক না কেন।

با حق جمع وزخود پریشاں   لا یعرفهم شعار ایشاں

نے درغم دوزخ وبہشتند   ایں طائفہ راچنیں سر شتند

"মহান আল্লাহর সহিত একাত্মতা ও স্বীয় অস্তিত্বের অলিসুলভ বিচ্ছেদ আমার আস্তিনের আওতাভুক্ত لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِىْ "আমার বন্ধুরা তথা আউলিয়ায়ে কিরাম আমার আস্তিনের নীচে আমি ছাড়া তাহাদেরকে কেউ চিনিতে পারে না" ইহা হইল তাহাদের নিদর্শন। ইহারা বেহেশত ও দোযখ এতদুভয়ের চিন্তা হইতে মুক্ত, ইহা ঐ মহান মনীষীদের অনন্য বৈশিষ্ট্য।"

ওহে ভ্রাতা! মানুষের হাকীকত হইল প্রভুত্বের প্রকাশস্থল, فَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ "আমি তাহার অভ্যন্তরে আমার আত্মা ফুৎকার করিয়া দিয়াছি" হইল তাহাদের অমূল্য সম্পদ, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ "তিনি তাহাদেরকে ভালোবাসেন, তাহারাও তাঁহাকে ভালোবাসেন" হইল তাহাদের সম্মাননা ও পুরস্কার। এই মানুষটি মাটি ও পানি হওয়া হইতে পূত-পবিত্র ও নির্মল।

نیست مردم نطفه ازآب وخاک   ہست خردم سروقد جان پاک

صد جہاں پر فرشته دروجود   نطفه راکے کند اخر سجود

"মানুষ কেবল মৃত্তিকা ও জলের নির্যাস শুক্র বিন্দুই নহে, বরং মানুষ মাথা হইতে পা পর্যন্ত আপাদমস্তক একটি পবিত্র ও নির্মল আত্মাও বটে। অন্যথায় বস্তুজগতের দ্বারা পূর্ণ শত সহস্র জগত অবশেষে এক বিন্দু শুক্রকে কিভাবে সাজদা করিতে পারে?"

ইহার চাইতে সুস্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান প্রমাণ আর কি হইতে পারে, পুণ্যাত্মা ও পবিত্র ফেরেশতা সম্প্রদায় দ্বারা পরিপূর্ণ একটি জগত শুধু মাটিকে সাজদা করিল, অতঃপর সেই মাটি আবার তাহার প্রতিনিধি ও খলীফা কিভাবে হইল? هٰذَا سِرٌّ عَظِيْمٌ لَا

يَجُوْزُ كَشْفُهٗ "ইহা অতি সূক্ষ্ম এক মহান রহস্য যাহার প্রকাশ করা বৈধ নহে।" যেমন কবির নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়ের প্রতি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন—

دانی که چرا اهل صفاخاموشند   در نکته دل بمحو خود می کوشند

مئی از کف دوست ہر نفس می نوشند   سر می با زند سر حق می پوشند

"আপনি জানেন কী? মহাত্মা সাধকগণ কেন নীরব থাকেন, হৃদয়ের অন্তর্নিহিত রহস্যের মাঝে নিজেকে আত্মহারা করিবার নিমিত্তে সতত সচেষ্ট থাকে। প্রিয়তমের হাতে প্রতি মুহূর্তে মদের পেয়ালা পান করেন। মস্তক উৎসর্গ করিতে পারেন বটে, কিন্তু অন্তরের মাঝে লুকায়িত গোপন রহস্য ফাঁস করেন না।"

কুরআন মাজীদে মুমিনদের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম রহস্যের এতটুকু নিদর্শন বিবৃত হইয়াছে, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ "আপনি বলিয়া দিন! আত্মা হইল আমার প্রভুর একটি নির্দেশমাত্র।" বিচার দিবসের শাফায়াতের একমাত্র অধিপতি রাসূলে কারীম (সাঃ) তাঁহার পবিত্র মুখে সেই অতিগোপন রহস্য সম্পর্কে কেবল এতটুকু প্রকাশ করিয়াছেন اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمُ عَلٰی صُوْرَتِهٖ "নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)-কে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন" ইমাম গাযযালী (রহ) ফরমাইয়াছেন, اَیْ عَلٰی صِفَتِهٖ "তাঁহার সিফত ও গুণের উপর।" হযরত শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রহ) তাহার প্রতি এইভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন—

نیست بالا می تو مخلوقی دگر   نیست بیر ون تو معشوقی دگر

چوں برونی تو زعقل ومعرفت   نی تودرشرح ئی وفی درصفت

ہر چه در توحید مطلق آمدست   آں ہمه در تو محقق آمدست

"তোমার পূর্বে কোন সৃষ্টি নাই। তুমি বিনা কোন প্রেমাস্পদ নাই। যেহেতু তুমি বুদ্ধি ও জ্ঞান হইতে অনেক উর্ধ্বে, সেকারণে তোমার কোন ব্যাখ্যা নাই, আর না আছে তোমার কোন বিবরণ। তাওহীদে হাকীকী তথা প্রকৃত একত্ববাদের মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে উহা সবই তোমার মধ্যে বিদ্যমান।"

ওহে ভ্রাতা! আশা করি এই কথাটা শ্রবণ করিয়া থাকিবে, قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللّٰهِ "মুমিনের অন্তর হইল মহান আল্লাহ পবিত্র আরশ।" সুতরাং اَلرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی "সেই রহমান আল্লাহ মহান আরশের উপর সমাসীন রহিয়াছেন"-এর গোপন রহস্য তো তাহার নগদ অর্জন।

কবি এই দিকে ইঙ্গিত করিয়া নিম্নোক্ত চরণ দুইটি আবৃত্তি করিয়াছেন—

تانه آید جان آدم آشکار ره ندانستند سوئے کرد گار

ره پدید آید چوادم شد پدید زوکلید ہر دوعالم شد پدید

"যতক্ষণে হযরত আদম (আঃ)-এর আত্মা সৃষ্টি হয় নাই, প্রকাশ পায় নাই, ততক্ষণে কাহারোই মহান আল্লাহর পথের সন্ধান মিলে নাই। অতঃপর যখন হযরত আদম (আঃ) আবির্ভূত হইলেন, তখন পথও অবারিত হইল এবং উভয় জগতের তালার চাবিও হস্তগত হইল।

كُنْتُ كَنْزًا مُخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ -

"আমি ছিলাম একটি গুপ্ত ধনাগার, অতঃপর আমি পরিচিত হইতে ইচ্ছা পোষণ করিলাম। তাই আমি সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিলাম।" এর দর্পণ হইল হযরত আদম (আঃ)। مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ "যে ব্যক্তি নিজের পরিচয় সঠিকভাবে লাভ করিল, সে তো তাহার প্রভুর পরিচয়ও লাভ করিল" উপরিউক্ত বিষয়বস্তুই অন্তর্নিহিত গোপন রহস্য।

فرستادیم آدم راچو بیروں جمال خویش درصحرانهادیم

"আমি আদমকে বাহিরে প্রেরণ করিয়াছি। তাহা তো আমিই স্বীয় সৌন্দর্যকে জগতের প্রান্তরে স্থাপন করিয়াছি।

আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শ্রবণ করিয়াছি যে, প্রিয় ভ্রাতার প্রতিভা ও যোগ্যতা বেশ ভালোই এবং সঙ্গে উন্নত মনোবল ও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় রহিয়াছে। আল্লাহ চাহেত এই পত্রখানা অধ্যয়নে অন্তনির্হিত মর্মসমূহ হৃদয়ঙ্গম হইয়া যাইবে। অবশেষে এক দিন উহা ঠিকই তাহার যথার্থ কর্ম সম্পাদন করিবে। ইহার মাঝে বিস্ময়ের এমন কিছু নাই। শাহ শুজা কিরমানী (রহঃ) সর্বদা উন্নতমানের শেরওয়ানী ও টুপি পরিধান করিতেন। তবে তাহার যে পূর্ণতাসমূহ সাধিত হইয়াছিল, হাজারো সাধক গমনাগমন করে বটে। কিন্তু জানা নাই যে, তাহার সেই পূর্ণতা পর্যন্ত কেহ পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা। মুহাম্মদ মা'শুক (রহঃ)-ও মূল্যবান আবা পরিধান করিবেন। জনৈক সম্মানিত বন্ধু ফরমাইয়াছেন, কাল কিয়ামত দিবসে সিদ্দিকদের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবে, আমি যদি দুনিয়াতে মাটি হইতাম যেই মাটির পৃষ্ঠে মুহম্মদ মাশুক পদচারণা করিতেন।

ওহে ভ্রাতা! কাজটাই যখন কেবল অনুগ্রহ ও অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল তবে তাঁহার করুণা হইতে ইহা বেশি দূরে নহে।

آنراکه دہد یارش درعالم خود بارش بیواسطه کارش کردارچه کار آید

"যাহাকে তাহার প্রিয়তম নিজের বিশেষ কক্ষে কোনরূপ পূর্ব কীর্তি ও আমল ব্যতীতই প্রবেশাধিকার প্রদান করে, তবে এক্ষেত্রে আমল কোন কাজে লাগে।"

এতদসত্ত্বেও বান্দার পক্ষ হইতে সর্বদা নিরলস চেষ্টা অব্যাহত রাখা একান্ত দরকার দাসত্বের হিসাবে।

گرچه دولت دادنش بے علت است   طاعت حق کار صاحب دولت است

"যদিও এই অমূল্য সম্পদের প্রদান তাঁহার পক্ষ হইতে কারণ ও উপলক্ষ্য বিহীন হইবে। কিন্তু এই অমূল্য সম্পদের অধিকারীদের কাজ হইল একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করা।"

পরিশেষে আপনার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও শুভ পরিণাম কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত তেতাল্লিশ মাকতুব

ওলামায়ে আখিরাতের সাহচর্যকে গণীমত মনে করা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ہر کہ از ہمت دریں رہ آمدست   گرگدائی می کند شہہ آمدست

سگ دوں ہمت استخواں جوید   پنجہ شیر مغز جاں جوید

"যে ব্যক্তি অবিচল আত্মবিশ্বাস ও সুদৃঢ় মনোবল সহকারে এই পথে প্রবেশ করিয়াছে, যদিও সে ভিক্ষাবৃত্তিই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে হইল রাজা। ইতরপ্রাণী কুকুর সর্বদা হাড্ডি আর সিংহ শাবক জীবন্ত প্রাণের সন্ধান করে।"

প্রিয় ভ্রাতা! পত্র লেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া জানিবেন। পর সমাচার এই যে, কাযি জয়নুদ্দীন আপনার সার্বিক খবরাখবর বর্ণনা করিয়াছেন। উহার দ্বারা আমি সর্ব বিষয়ে অবগত হইয়াছি। এই দিক হইতে উহা গ্রহণযোগ্য, তবে পথ অতিক্রম করা আপনার কাজ। যখন আপনি মাশায়েখে কেরামের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, তখন গতানুগতিক ইবাদত ও সাধনার রেওয়াজকে প্রত্যাহার ও মূলোৎপাটন করা এবং অভ্যাসের ক্রশফিতা কর্তন করিয়া দেওয়া দরকার। তরীকতের পথে নির্মল অন্তরে ও একনিষ্ঠভাবে পদক্ষেপ ফেলা উচিত। এবং হাকীকতের অন্বেষণে সমুন্নত মনোবল ও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থাকা উচিত। কারণ হীনমন মুরীদ কোন মাকামেই পৌঁছাইতে পারে না।

ہر کہ صاحب ہمت آمد مرد شد   ہمچو خورشید از بلندی فردشد

عالی ہمت باش دل در حق بہ بند   تو ھمائے قاف قربی زو بلند

"যে ব্যক্তি সাহসিকতার সহিত এই পথে প্রবেশ করিয়াছে, সেই হইল প্রকৃত বীর পুরুষ। স্বীয় সমুন্নত মনোবলের দরুন সূর্যের ন্যায় অনন্য হইয়া গিয়াছে। মনোবল সমুন্নত ও অবিচল রাখ এবং অন্তর মহান আল্লাহর সহিত সংযুক্ত রাখ। তুমি কোহে কাফের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বরং উহা হইতে আরো উর্ধ্বে উড্ডয়ন কর।

ওহে ভ্রাতা! এই বিশেষ জ্ঞান তরীকতপন্থীদের সহিত বিশেষায়িত যাহারা পরকালকে সুসজ্জিতকারী ওলামায়ে কেরাম। اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ "ওলামায়ে কেরাম পয়গম্বরদের উত্তরাধিকারী" খেলাফত তাহাদের শোভা পায় এবং তাহাদের নেক সাহচর্য ও সান্নিধ্যের অমূল্য সম্পদ হস্তগত হয়।

بوئی ایشاں ز ر کند مس ترا   راہ بیں کردند ایں حس ترا

گر چہ خارستانی ای گلشن شوی   چوں بصاحب دل رسی روشن شوی

"তাহাদের চরিত্র ও স্বভাব তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরকে স্বর্ণে পরিণত করিবে। তাহাদের পদচারণার শব্দাবলি তোমাকে পথের সন্ধান দিবে। যদি তোমার পথ

কন্টকাকীর্ণও হয় তবুও পুষ্প উদ্যান হইয়া যাইবে। যদি কোন হৃদয়বান মনীষীর সাহচর্য লাভ করিতে পারো তাহা হইলে উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে।"

কিন্তু দুনিয়াদার ওলামাদের সাহচর্যে এই অমূল্য সম্পদ কখনোই অর্জিত হইবার নহে। তবে হ্যাঁ, প্রথা ও অভ্যাস যাহা প্রকৃতপক্ষে মূর্তি পূজা উহা সাধিত হইবে। কবি একথাটাই বলিয়াছেন—

ایں ہمہ علم جسم مختصر است علم رفتن برائے حق دگر است

حرف کو کاغذی سیاہ کند دل کہ تیرہ است کے چو ماہ کند

"এই যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত হইল প্রকাশ্য জগতের সহিত সম্পৃক্ত। আল্লাহর পথে চলিবার জ্ঞানই একটু ব্যতিক্রম। বর্ণমালা তো কাগজকে কালো করে, সে কালো অন্তরকে কিভাবে আলোকিত করিতে পারিবে?"

واسط ایں قوم را برخاست ست قول ایشاں لا جرم بس را ست ست

چوں نمی بینند غیرے جز مجاز جملہ ز دشنوند از وگویند باز

"এই সম্প্রদায়ের সম্মুখ হইতে যেহেতু মাধ্যম ও পর্দা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। ফলশ্রুতিতে তাহাদের বাণী অনিবার্যরূপে বিশুদ্ধ ও সঠিক হইয়া থাকে। যখন তিনি তাহাদের দৃষ্টিতে রূপক ব্যতীত প্রকৃত ও হাকীকী অস্তিত্ব নহে। সুতরাং তাহারা যাহা কিছু শ্রবণ করে তাহা হইতে শ্রবণ করে এবং তাহা হইতেই বলে।"

অতএব প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য একান্ত কর্তব্য হইল, সে প্রবৃত্তির আনুগত্য হইতে মুক্ত হইয়া প্রভুপূজার মধ্যে উন্নীত হইবে, ফলে দ্বীনের প্রতি বেদনা ও আকর্ষণ তাহার সহায়ক হইবে। সর্বোপরি সেই মহান মনীষীদের অমূল্য সাহচর্যের সন্ধানে সর্বদা নিরত থাকিবে, যাহারা সত্যিকারার্থে ওলামায়ে আখিরাত এবং রাসূল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র মুখনিসৃত এই মহার্ঘ বাণী اَلْعُلَمَاءُ اُمَّتِىْ لِاَنْبِيَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ "আমার উম্মতের ওলামায়ে কেরাম বণী ইসরাঈলের নবীগণের সমতুল্য" যাহাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। যাহাতে তাহাদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য এবং তাহাদের খেদমতের বরকতে ক্রমান্বয়ে মন্দ ও ঘৃণিত চরিত্র ও কু-অভ্যাসসমূহ নান্দনিক গুণ ও অনুপম চরিত্রে পরিবর্তিত হইয়া যায়। সর্বোপরি অবাধ্য প্রবৃত্তির আধিপত্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। ফলশ্রুতিতে যে ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য মাধুরী প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং তাওহীদে মুতলক তথা অবাধ একত্ববাদ পর্যন্ত পৌছাইতে পারে। অবশেষে মহান লাশারিক আল্লাহর পবিত্র দরবারে তাঁহার সাক্ষাত লাভের সুযোগ প্রাপ্তি দ্বারা ধন্য হইবে। কবি এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার নিম্নোক্ত চরণগুলোর মাধ্যমে।

اوصاف ذمیمہ چوں بدل شد ہر عقدہ کہ در تو بود حل شد

چوں نیستی توشد محقق خیز و ہمہ نعرہ انا الحق

این جاست نهایت طریقت   این ست خلاصه حقیقت

آں ہوای کہ پیش ازیں باشد   رسم و عادت بود نہ دیں باشد

"যখন মন্দ ও ঘৃণিত অভ্যাসগুলি উৎকৃষ্ট ও অনুপম অভ্যাসে পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাহা হইলে তোমার যত সমস্যা ছিল তাহা সবই সমাধান হইয়া গেল। যখন অস্তিত্বের معدوم তথা বিলুপ্ত হওয়া সাব্যস্ত হইল, তখনই আনাল হক-এর ধ্বনি আরম্ভ হইল। ইহাই হইল তরীকতের চূড়ান্ত পরিণতি ও সমাপ্তি। এইটাই হইল হাকীকতের নির্যাস সেই যাবতীয় কামনা বাসনা যাহা এই অমূল্য সম্পদ অর্জন করিবার পূর্বে ছিল উহা সবই ছিল প্রথা ও অভ্যাস, দ্বীন নহে।"

ওহে বন্ধু! যদিও এই সৌভাগ্য ও অমূল্য সম্পদ একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে হইয়া থাকে, তদুপরি বান্দাকে তাহার বন্দনা ও দাসত্বের বিধানের অধীনে বন্দনা ও ইবাদতের উপর সর্বদা অবিচল ও অনঢ় থাকা উচিত। ইহার কোন বিকল্প নাই। উপরন্তু নিজেকে দুনিয়ার যাবতীয় মোহ ও অবাধ্য প্রবৃত্তি নানান কামনা বাসনা হইতে মুক্ত রাখা একান্ত কর্তব্য, যাহাতে সে এই অমূল্য সম্পদ ও দুর্লভ সৌভাগ্যের উপযুক্ত হইতে পারে।

گر ترابست آرزواند روصال   تابه بینی حسن وانواه جمال

کم خوردکم خسپ تن رامسیگذار   خواستش آن آرزوؤ آں نیاز

بزتراست زیں تیرگی وآب وگل   تارسی درروشنی وجان ودل

"যদি তুমি মহা মিলনের প্রত্যাশী হও! যাহাতে তাহার অপরূপ সৌন্দর্যের জ্যোতিসমূহ অবলোকন করিতে পার। তাহা হইলে স্বল্প আহার ও অল্প নিদ্রা গ্রহণ করত শারীরকে হালকা রাখ এবং প্রবৃত্তির কামনা ও বদান্যতাকে সর্বোতভাবে পরিহার কর! প্রিয়তমের মিলন তো পানি ও কাদার সেই অমানিশা হইতে অনেক উর্ধ্বে। সুতরাং সেই অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আস! যাহাতে তুমি সেই জ্যোতি ও আত্মা পর্যন্ত পৌঁছাইতে সমর্থ হও।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত চুয়াল্লিশ মাকতুব

মুসলমানের গুণাবলি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানকে পরাস্তকরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

گر مسلمانی تو بیدا وزی چراست   چونکه بیداری مسلمانی کجاست

خلق آزاری تو بادست وزبان   سود خود بینی زیان دیگران

"যদি তুমি মুসলমান হও তবে তোমার এই অবিচার ও অন্যায় কেন? আর যেহেতু তুমি পাপাচারী ও অত্যাচারী, সুতরাং তোমার মাঝে মুসলমানী কোথায়? তুমি নিজ হস্ত ও মুখ দ্বারা জনসাধারণকে পীড়া দাও, তাহাদের প্রতি অবিচার কর এবং নিজেদের স্বার্থের জন্যে অপরের সহিত কামনা কর।"

ওহে ভ্রাতা! মুসলমান তো সেই যাহার উপর শরীয়তের নিম্নোক্ত নির্দেশটি আরোপিত হইয়াছে,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ ـ

"প্রকৃত মুসলমান তো সেই ব্যক্তি যাহার হাত ও মুখ হইতে মুসলমানগণ নিরাপদে ও শান্তিতে থাকে" এবং তাহার অন্তরে তাহার দ্বারা কোনরূপ কষ্ট পাইবে না। কারণ মুমিনের হৃদয় একনিষ্ঠভাবে মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর ঘর। হাদীস শরীফে আসিয়াছে,

مَنْ هَدَمَ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ فَقَدْ هَدَمَ بَيْتَ اللّٰهِ ـ

"যে ব্যক্তি কোন মুমিনের অন্তরকে বিধ্বস্ত করিল সে মহান আল্লাহ তায়ালার ঘরকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করিল।" উপরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়, তাহার সম্পর্কে নিম্নোক্ত চরণগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ہر کہ آزارست حق بیزاراد   نام او مومن مخواں مومن مگو

نامبارک باشد ازار کساں   موذمی را تو مسلمانی مداں

"যে ব্যক্তি মানবতাকে কষ্ট দেয়, মহান আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত। এমন ব্যক্তিকে মুমিন বিশেষণে অভিষিক্ত করিও না তাহাকে ঈমানদার বলিও না। অনন্তর মানবতাকে পীড়াদায়ক ব্যক্তি ভাগ্যাহত অপাংক্তেয়। কোন অত্যাচারীকে তোমরা মুসলমান জ্ঞান করিও না।"

ওহে ভ্রাতা! মুসলমান হওয়া কোন সহজ কাজ নহে। এই পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু প্রকৃত মুসলমান এই জগতে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ তথা নিতান্ত নগণ্য।

سالکی اسلام گر آساں بدے   ہر کسے ہمچوں شبلی وادھم شدے

تا نگردی تو مسلماں از دروں   کے توانی شد مسلماں از بروں

"ওহে পথিক! ইসলাম যদি এতটাই সুলভ হইত তবে তো প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার যুগের শিবলী ও ইবরাহীম আদহাম হইত। যতক্ষণে তোমার অন্তর অর্থাৎ তোমার অভ্যন্তর মুসলমান না হইবে ততক্ষণে কেবল বাহ্যিক মুসলমানের দাবীর দ্বারা কিভাবে প্রকৃত মুসলমান হইতে পারিবে?"

মানুষের মধ্যে মজ্জাগত ও সৃষ্টিগতভাবে একটি অবাধ্য প্রবৃত্তি রহিয়াছে, জাগতিক ঐশ্বর্য ও পুঁজিই তাহার কিবলা, পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ বিলাস ধনৈশ্বর্য এবং সমূহ কামনা-বাসনা হইল তাহার অতীব প্রিয় বস্তু। এই মর্মবাণীর দৃষ্টিকোণ হইতে মানুষ মৃত। যদিও দৃশ্যত সে জীবন্ত বলিয়াই গোচরীভূত হউক না কেন।

نفس اگر چه زکست وضروراں   قبله اش دنیاست اورا مرده داں

"প্রবৃত্তি যদিও সুচতুর, তদুপরি তাহাকে সর্বদা ঘৃণিত হীন মনে করিবে, কারণ তাহার অভিষ্ট লক্ষ্য ও কিবলা হইল পার্থিব জগত। অতএব যখন দুনিয়া তাহার কিবলা বলিয়া বিবেচিত হইল, সুতরাং তাহাকে মৃত জ্ঞান কর।"

তাহার দেহ ও মন জুড়িয়া রহিয়াছে কেবল একটি প্রত্যক্ষ ও লক্ষ্য তাহা হইল জাগতিক ঐশ্বর্য ও অঢেল সম্পদের পাহাড় গড়া এবং পদ ও মর্যাদা লাভ করা। অনন্তর সে মানুষ বিভ্রান্ত ও পদচ্যুত করিয়া থাকে। যেমন নমরুদ ও ফেরাউনকে সে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।

ترا تا نفس کافر در کمین ست   کجا تو رہ رومی آنجا که دین است

ازیں کا فرکه مارا درنہادست   مسلماں درجہاں کمتر فتادست

"যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবাধ্য প্রবৃত্তি তোমার ঘাঁটিতে অবস্থান করিবে ততক্ষণ তোমাকে সেইখানে পৌঁছাইতে দিবে না কস্মিন কালেও, যেখানে দ্বীন রহিয়াছে। এই অবাধ্য প্রবৃত্তি যাহা আমাদের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহার কারণেই এই জগতে প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।"

তবে যখন তুমি সেই অবাধ্য প্রবৃত্তির ধর নিরলস সংগ্রাম ও কঠিন সাধনার মাধ্যমে তলোয়ার দ্বারা উড়াইয়া দিবে এবং তাহার কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্যাবলি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবে এবং তাহার কার্যকলাপের প্রতি কখনো সমর্থন করিবে না। ফলে তখন প্রকৃত মুসলমানের লক্ষ্য সফল ও সক্রিয় অবলোকন করিবে এবং সত্যিকারের তাওহীদবাদীদের একনিষ্ঠ তাওহীদ প্রাপ্ত হইবে।

যেমন কবি কত চমৎকারভাবে বিষয়টা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

کا فرنفست چوں نہ بوں توشد   گر ہمہ کفری ہمہ ایماں شوی

"যখন তোমার অবাধ্য প্রবৃত্তি তোমার দ্বারা পরাভূত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তুমি আপাদমস্তক গোটা দেহই ঈমান হইয়া যাইবে। যদি নাকি ইতঃপূর্বে তাহা আপাদমস্তক কুফর ছিল।"

বুযুর্গদের হইতে বর্ণিত আছে যে, বীরত্ব ও সাহসিকতা কেবল ইহার নাম নহে যে, মানুষের সাথে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাদের উপর বিজয় লাভ করিবে, নাস্তিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে ও তাহাদেরকে পরাজিত করিবে। বরং প্রকৃত বীরত্ব ও সাহসিকতা হইল এই যে, নিজের এই অবাধ্য প্রবৃত্তির মস্তক কর্তন করিবে। اَلنَّفْسُ هِىَ الصَّنَّمُ الْاَكْبَرُ "তোমার এই অবাধ্য প্রবৃত্তি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিমা" সুতরাং যে ব্যক্তি মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর প্রেমে পদক্ষেপ করিল এবং আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসার দাবী করিল, তাহার উপর অবশ্য কর্তব্য হইল, সেই প্রতীমাকে মূল হইতে উৎপাটন করত দূরে নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার সহিত যুদ্ধ ও সংগ্রাম করিবে এমন যুদ্ধ যাহাতে কখনোই সন্ধি হইবে না।

سہل شیری داں کہ صفہا بشکند   شیراں باشد کہ خودرا بشکند

"এমন বীরত্বকে নিতান্ত সহজ জ্ঞান করিবে, যাহার দ্বারা শত্রু সৈন্যদের ব্যূহ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। প্রকৃত সিংহ তথা বীর তো সেই, যে নিজেকে চিড়িয়া ফালাইতে পারে।"

পরিশেষে সর্বাঙ্গীণ সফলতা ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত পঁয়তাল্লিশ মাকতুব

সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ای خوانده خدائے رابعادت دوری زشهادت حقیقت

تاکے بزباں خدا پرستی ایں نیست مگر ہواپرستی

"ওহে গতানুগতি মৌখিক আল্লাহ আল্লাহ যিকিরকারী! তুমি ক্ষমা ও দীদার অর্থাৎ কালিমায়ে শাহাদতের হাকীকত ও অন্তর্নিহিত মহিমা হইতে অনেক দূরে আছ, আর কতকাল অন্তসারশূন্য কেবল মৌখিকভাবে আল্লাহর অর্চনা করিবে। অনন্তর ইহা প্রভু পূজা নহে বরং ইহা হইল প্রবৃত্তি পূজা।"

পত্র লেখকের সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। পর সমাচার প্রিয় ভ্রাতার প্রেরিত পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে, আদ্যোপান্ত উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। ওহে ভ্রাতা! সাবধান থাক, সতর্কতা অবলম্বন কর! যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মসংশোধন ও চারিত্রিক বিপ্লব সাধিত না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আলোক উদ্ভাসিত হইবে না। যতক্ষণে অন্তর উদ্ভাসিত না হইবে ততক্ষণে আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি হইবে না। অনুরাগকে অন্য কথায় আরেগ উচ্ছ্বাস ও জযবাও বলিতে পারেন। মহান আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী অভিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছানো এই আবেগ ব্যতীত সম্ভব নহে। এই মহান লক্ষ্য ও সমুন্নত ব্রত কোন চাশত ও ইশরাক আদায় করার দ্বারা সাধিত হইবার নহে। এখন যদি প্রশ্ন কর যে, উহা কোন কাজ ও কোন পদ্ধতিতে তাহা সম্পন্ন হয়? তাহা হইলে জানিয়া রাখ উহা হইল এই যে,

خودرابر کاب رہبرے بند تابازرہاندت ازیں بند

تارہبر تست عادت خویش شیطان ومنا فقی نه درویش

"তুমি কোন কামেল পথ প্রদর্শকের সাহচর্য গ্রহণ কর! তাহার পা শক্ত করিয়া ধারণ কর। তাহা হইলে তিনি তোমাকে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বন্দিদশা হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার অভ্যাস তোমার পথপ্রদর্শক ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি একটি শয়তান ও কপট মুনাফিক, দরবেশ নহ।"

خواہی که شورمراد حاصل پیرے طلب اے جوان غافل

پیر رہ کبریت احمرآمد ہست سینه اوبحرا خضرآمدست

"তুমি যদি অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করিতে চাহ, তবে ওহে অসচেতন যুবক! কোন কামেল পীরের সন্ধান কর! সত্যিকারের পীর তো বর্তমানে ডুমুরের ফুলের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হওয়ার উপক্রম। তাহাদের বক্ষসমূহ নীল সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে।"

তাহার মাঝে এরূপ মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হইবে যে, অভ্যাসের পূজা হইতে বাহির হইয়া প্রভু পূজা পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম হইবে। তাহা হইলে তাহার উপর একান্ত কর্তব্য হইল এই যে, রাত-দিন ঐ মহান দলের সম্মানিত সদস্যের সাহচর্য ও সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। যাহাতে ক্রমান্বয়ে তাহার ঘৃণিত অভ্যাস ও মন্দ চরিত্রসমূহ অনুপম চরিত্র ও মানবিক গুণাবলিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। অবশেষে স্বভাব প্রবৃত্তির অন্তরাল ও বাঁধন হইতে মুক্ত হইয়া নিরঙ্কুশ তাওহীদের অপার মহিমা অবলোকন করিতে পারিবে এবং একজন হাকীকী মুওয়াহহিদ তথা সত্যিকারের একত্ববাদী হইয়া যাইবে।

اوصاف ذمیمه چون بدل شد   هر عقده که در نمود حل شد

چون نیستی تو شد محقق   خیزد همه نعرهٔ انا الحق

آن هوائی که پیش ازین باشد   رسم و عادت بود نه دین باشد

যখন মন্দ ও ঘৃণিত চরিত্রসমূহ মানবিক গুণাবলিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাহা হইলে তোমার যত জটিলতা ও সংশয় ছিল উহা সবই সমাধান হইয়া গেল। যখন তোমার অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইয়া গেল, তখন তোমার হইতে 'আমি'-এর যিকির চালু হইল। ইতঃপূর্বে যে কামনা বাসনা ছিল উহা প্রথা ও অভ্যাস, দীন নহে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ছেচল্লিশ মাকতুব

অহেতুক কথা পরিহার ও মুসলমানীত্বের পথে পদার্পণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ذره دردخدا دردل ترا　　بهتر ازہر دوجہاں حاصل ترا

"প্রভু অন্বেষণের এক বিন্দু ব্যথা ও অনুরাগও যদি তোমার হৃদয়ে লালন করিতে পার, তবে উভয় জগতের যাবতীয় সম্পদ অপেক্ষা তোমার এই মূলধন ও পুঁজি অতীব উৎকৃষ্ট।"

প্রিয় ভ্রাতা মুহম্মদ দেওয়ানা! পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া জানিবেন। পর সমাচার এই যে, প্রিয় ভ্রাতার নিকট এই কথা অবিদিত নহে যে, এই অহেতুক কথাবার্তা ও অনর্থক বাক্যালাপ আর কতকাল! জনৈক বুযুর্গের মুখে শ্রবণ কর, তিনি কী বলিতেছেন,

اے غرہ شدہ بگوچہ سوداست　　کارے بسر زباں نشد راست

تا کے بزباں خدا پر ستی　　ایں نیست مگر ہوایر ستی

"ওহে আত্ম বিড়ম্বিত! বল ইহা কেমন ব্যাপার হইল যে, কোন কাজই যখন কেবল মুখের দাবীর দ্বারা সম্পন্ন হয় না, তাহা হইলে প্রভু পূজার কেবল দাবীর দ্বারা কিভাবে উহা সাধিত হইতে পারে? সুতরাং ইহা প্রভু পূজা নহে, বরং ইহা হইল নিরেট প্রবৃত্তি পূজা।"

ওহে ভ্রাতা! যদি কেবল মৌখিক স্বীকৃতি তখন 'ঈমানে লেসানী'ই কোন সুফল বহিয়া আনিত, তাহা হইলে তো কোন মুনাফিকই কাফির হইত না। খুব সাবধান হও। হাকীকতের সন্ধান কর এবং মাযাজকে পরিহার কর। কবি এই মর্ম-বাণীটাকেই তাহার নিম্নোক্ত চরণগুলিতে অতি চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

گر مردرہی محال بگذار　　تحقیق طلب خیال بگذار

توحید نہ کار آب وخاک است　　کاند رودل صاف وجان پاک است

تاکے نفس از گمان بزاری　　ایمان بدل ست ودل نداری

"তুমি যদি সত্যিকারার্থে এই পথের পথিক হইয়া থাক তবে অসম্ভব ও দুঃসাধ্য এই শব্দদ্বয়কে তোমার অভিধান হইতে মুছিয়া ফেল! সর্বদা হাকীকতের সন্ধানে নিরত থাক এবং যাবতীয় অলীক কল্পনা ও অসার ধারণা সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর। তাওহীদের মহান ব্রত পানি ও মাটির তৈরি পুতুলের কাজ নহে, বরং তাওহীদ হইল নির্মল আত্মা ও পূত-পবিত্র অন্তরের গহীনে লুক্কায়িত। আর কতকাল তুমি এই অসার ধারণার বশবর্তী হইয়া তৃপ্তির ঢেকুর তুলিবে যে, তুমি একজন ঈমান ওয়ালা; অথচ ঈমানের সম্পর্ক হইল অন্তরের সহিত আর তোমার কাছে তো অন্তরই নাই।

ওহে ভ্রাতা! যদিও এই কাজ একমাত্র মহান আল্লাহর ঐকান্তিক অনুগ্রহের উপর

নির্ভরশীল। আমার ও তোমার ইলম ও আমলের সহিত উহা সম্পৃক্ত নহে। কিন্তু একজন বান্দা হওয়ার বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া যথাসম্ভব পরিশ্রম ও চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। বন্দনা ও দাসত্বের বাস্তবায়ন ও হাকীকতের প্রকাশের জন্যে।

ازکوشش ودانش وعمل نیست   ایں جز بعنایت ازل نیست

با ایں ہمہ جہد خویش بنمای   توفیق چو ہست کار فرمای

"এই অমূল্য সম্পদ নিজের শ্রম, ইলম ও আমলের দ্বারা অর্জনযোগ্য নহে। ইহা হইল কেবল মহান আল্লাহর ঐকান্তিক অনুগ্রহ ও নিরেট ঐশী দান। এতদসত্ত্বেও নিজের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে, যেহেতু মহান আল্লাহর তাওফীকই হইল মূল চালিকা শক্তি।"

প্রথা ও অভ্যাসের মাঝে সার্বক্ষণিক অবস্থান করা হইল প্রতিমা পূজা, ইসলাম নহে। কারণ ইসলাম ও মুসলমানী এক জিনিস এবং প্রথা ও অভ্যাস আর এক জিনিস।

ازکو شش ودانش وعمل نیست   ایں جز بعنایت ازل نیست

اے گشتہ مرید رسم وعادت   دوری زحقیقت ارادت

تارہبر تست عادت خویش   شیطان ومنافقی نہ درویش

"ইহা নিজের পরিশ্রম, ইলম ও আমলের দ্বারা অর্জিত হয় না। বরং ইহা নিরেট মহান আল্লাহর ঐকান্তিক অনুগ্রহ, ওহে সেই ব্যক্তি! যে, প্রথা ও অভ্যাসের মুরীদ হইয়া গিয়াছে। তুমি ইচ্ছাসমূহের হাকীকত হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছ। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পীর হইল তোমার অভ্যাস, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি হইলে একটা শয়তান ও মুনাফিক, দরবেশ নও।"

ওহে ভ্রাতা! অহেতুক কার্যকলাপের মধ্যেই মূল্যবান জীবনটা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, আর যতটুকু অবশিষ্ট আছে উহাও অতিক্রান্ত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে পূর্ব হইতে পশ্চিম ও পশ্চিম হইতে পূর্বে এত বেশি দৌড়ঝাপ কেন? উহার জন্যে চিন্তা করা ও দুঃখিত হওয়ার দ্বারা লাভ কী?

چندیں چہ طلب کنی چپ وراست   سر مایہ زیاں شدایں چہ سوداست

اے گم شدہ پیش وپس چہ گردی   انیک رہ خود بر ویمردی

جانی بکن اے پسر کہ بے رنج   ممکن نشود کشادن اندر گنج

"এইরূপ ডানে বামে এত অনুসন্ধান ও তালাশ কিসের জন্যে? পুঁজি তো শেষ হইয়া গিয়াছে; এখন এইটা কিসের সদায়। ওহে উদ্ভ্রান্ত পথিক! অগ্রপশ্চাতে কি করিতেছ? এখন তুমি বীরত্বের সহিত তোমার পথ চল। সম্মুখ পানে অগ্রসর হও। ওহে বৎস! জীবনের বাজি লাগাও! কারণ সেই মহামূল্যবান ঐশ্বর্য আহরণ করা কঠোর পরিশ্রম ও প্রাণান্ত সাধনা বিনা সম্ভব নহে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত সাতচল্লিশ মাকতুব

বিনয়, মিনতি ও অন্তরের অন্যান্য গুণাবলি প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

درزہد بود منبر ومحراب بہ تحقیق   درعشق بجز بادہ وخمار نباشد

"ইহা সন্দেহাতীত বাস্তবতা যে, যুহদ তথা দুনিয়ার মোহ ত্যাগে মেম্বর ও মেহবার অর্থাৎ, বাহ্যিক বেশভূষারও প্রয়োজন রহিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রেমের মধ্যে উন্মাদনা ও বিধ্বস্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নাই।"

ভ্রাতা মাওলানা মাহমুদ! মহানবী ও তদীয় পরিজনের উসিলায় মহান আল্লাহ তাহাকে সম্মানিত করুন। পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণপূর্বক প্রকাশ থাকে যে, প্রিয় ভ্রাতা স্বীয় সুধারণার ভিত্তিতে সেই ব্যক্তির যাহার (আমার) বাস্তব চরিত্র হইল أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ "আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে, তাহার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানাইয়াছে" তাহার বর্ণনা করিয়াছেন আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমৃদ্ধ গ্রহণযোগ্য বান্দা এবং তাঁহার পবিত্র দরবারের নিকটতম মনীষীগণের গুণাবলি দ্বারা। উপরন্তু একেবারে খানিকটা অতিরঞ্জনও করিয়াছেন। এজন্যে কষ্ট স্বীকার করিয়া পত্র লেখিয়াছেন। আমি উহা আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি। প্রিয় ভ্রাতার সুধারণার জন্য আল্লাহর নিকট যথার্থ প্রতিদান পাইবেন, ইনশা আল্লাহ।

তবে ওহে ভ্রাতা! لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ "শ্রুত কথা দর্শিত বিষয়ের ন্যায় হয় না" এই অধম নিজেকে নিজে খুব ভালো করিয়াই চিনে। তদুপরি যখন ظَنُّ الْمُؤْمِنِ لَا يُخْطِئُ। "মুমিনের সুধারণা ভুল হয় না" বর্ণিত আছে, সেকারণে মনে বেশ আশার সঞ্চার হয় এবং ইহাকে শুভ লক্ষণ হিসাবে জ্ঞান করিতেছি, এই বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া যে, أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَاتِ قُلُوْبُهُمْ لِأَجْلِىْ "আমি আমার জন্যে ব্যথিত ও ভগ্ন অন্তরসমূহের নিকটেই আছি" এবং ইহা সেই পবিত্র দরবার হইতে প্রদত্ত এক দান যাহা আপনার কল্পনায় আগত হইয়াছে যে, প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদের মাঝে আত্মহারা ও বিলীন হইয়া গিয়াছে তখন যাবতীয় সিফত ও গুণাবলির সহিত গুণান্বিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এমনকি এই স্থানে ও মর্যাদার সমাসীন হইয়াছে, كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ وَيَدَهُ "আমি তাহার কর্ণ, তাহার চক্ষু, মুখ ও তাহার হাত হইয়া গিয়াছি" ফলে এখন এই প্রেমিক যাহা কিছুই বলে, উহা প্রেমাস্পদের মুখেই বলিয়া থাকে। তাহার কৃত কর্মও প্রেমাস্পদের কর্ম হইয়া থাকে।

যেমন মাওলানা রুমী তাঁহার মাসনুভীর মধ্যে কত সুন্দরভাবে বিষয়টা বিবৃত করিয়াছেন—

کارے کہ کنی تو درمیانہ   آں کردہ حق بود یقیں واں

"তুমি যত কাজ কর তুমি কেবল মাধ্যম মাত্র; মূলত উহা সবই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কৃত ও সম্পাদিত কর্ম। এই কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিয়া লও!"

ওহে ভ্রাতা! অন্তর তো এমন হওয়া চাই, যাহা নিজেই নিজের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা হইতে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত ও সংযুক্ত হইয়াছে, অবশেষে প্রেমাস্পদের গুণাবলিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ফলে তাহার উপর লাইলী মজনুর গল্প সার্থক হইয়াছে।

چوں کہ مجنوں درگذشت ازخشک وتر   آنگہے شدمس قلبش ہمچو زر

مونس لیلی شدد لیلی گزید   ہمچو وحشی انس ازخلقاں بزید

پرشد ازلیلی زیاپاں تابسر   ہمچو لعلے ازصفات ماہ خور

"যখন মজনু এই স্থূল জল স্থল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে তখন তাহার তাম্রের হৃদয় স্বর্ণে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ফলশ্রুতিতে সে লাইলীর আপন হইয়া কেবল লাইলীকে পছন্দ করিয়াছে। এবং গোটা জগত হইতে বন্য প্রাণীর ন্যায় সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আপাদমস্তক লাইলীর গুণাবলিতে গুণান্বিত হইয়াছে এমনভাবে, যেমনিভাবে প্রস্তর খণ্ড চন্দ্র ও সূর্যের বিকিরণের প্রভাবে মূল্যবান মুক্তা হইয়া যায়।"

এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মহিমা হইতে যেই অংশটুকু আপনার সাধিত হইয়াছে, উহা ধন্য আর যাহা ভবিষ্যতে সাধিত হইবে উহা দ্বারাও, দোয়া করি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তদীয় পুণ্যাত্ম পরিজনদের বদৌলতে।

ওহে ভ্রাতা! সারসংক্ষেপ কথা হইল এই যে, قُلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ "মুমিন হৃদয় হইল মহান আল্লাহর সুউচ্চ আরশ" সুতরাং আল্লাহকে এখানেই সন্ধান কর, ইহাই হইল সেই গোপন রহস্য যাহা বলা হইয়াছে কবির ভাষায় এইভাবে—

محراب جہاں جمال رخسارہ ماست   سلطان جہاں درول بیچارہ ماست

حلول واتحادایں جامحال است   کہ در وحدت روئی عیب وضلال است

"জগতের মেহরাব হইল আমার চেহারার সৌন্দর্য মাধুরী, সমগ্র জগতের মহারাজা আমার নিরীহ অন্তরের মাঝে সমাসীন হইয়াছেন কোনরূপ অনুপ্রবেশ ও একাত্মতা ব্যতিরেকেই। এখানে অনুপ্রেবেশ ও একাত্মতা অসম্ভব ও দুঃসাধ্য। কেননা একত্বের ক্ষেত্রে দ্বৈত্ব হইল নিশ্চিত ত্রুটি ও বিভ্রান্তি।"

হুলূল ও ইত্তিহাদ তথা অনুপ্রবেশ ও একত্মতার ভাবনা ও কল্পনা বিহীন বরং অর্থের দিক থেকে। যেমন কবির ভাষায় বিষয়টি এইভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

درجان منی زراه معنی   چوں یافته ام چرات جویم

"অন্তর্নিহিত অর্থের দিক হইতে আপনি আমার হৃদয়ে সর্বদা বিরাজমান। যখন আমি আপনার সাক্ষাত লাভ করিয়াছি। সুতরাং আপনাকে এখন আর সন্ধান করিব কেন?"

জনৈক স্নেহভাজন কবি বলিয়াছেন—

آخربه کجارسی نکوئی   چوں گم ش است آنچه جوئی

بگذا رکه جمله سرگذشت است   بنشیں نفسے که جائ گشت است

"সর্বোপরি তুমি কোথায় এবং কখন নেক কাজ করিতে সক্ষম হইবে? তুমি যাহার সন্ধান কর উহা হারাইয়া গিয়াছে। এই চিন্তা পরিহার কর যে, সবকিছু চলিয়া গিয়াছে। বরং কিছুক্ষণ বসিয়া থাক; হইতে পারে সেই নেক কাজ তোমার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।"

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ "তিনি তোমাদের সাথেই রহিয়াছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন।" প্রেমিকদের ইহা হইল তাৎক্ষণিক অর্জন ও নগদ পুঁজি।

وعده وصل دیگراں فردا   وعده وصل عاشقاں اکنوںست

"অন্যদের জন্য মিলনের প্রতিশ্রুতি হইল আগামী কালের অথচ প্রেমিকদের জন্যে মিলন ও সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি হইল আজকের।"

যেমন জনৈক প্রিয়ভাজন এই প্রসঙ্গে কবিতা আবৃত্তি করিয়াছে—

رہبرچه کند چو عشق دلدار   اوراسوئے خویش رهنموں شد

ازعقل گریخت جان مسکینش   درروضه خرم جنوں شد

"পথপ্রদর্শক (দালাল) কি করিবে যখন প্রেমাস্পদের প্রেম নিজেই পথপ্রদর্শন করিতেছে। এই অসহায় ও নিস্বের প্রাণ বিবেক ও বুদ্ধি হইতে অবমুক্ত হইয়া গিয়াছে যখন এই অনাবিল আনন্দ ও সীমাহীন শান্তিকাননে সে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সে বিবেকশূন্য ও মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে।"

ওহে ভ্রাতা! জাগতিক পাথেয় ও বিবেকের পুঁজি নিয়া এই পথ অতিক্রম করা যায় না, কারণ এই পথের বাহন ও তাহার পাথেয় হইল নির্মল প্রেম, যেই প্রেমকে উন্মাদনা বলা হয়। اَلْعِشْقُ جُنُوْنٌ اِلٰهِىٌّ "প্রেম হইল এক প্রভু উন্মাদনা" প্রেমাস্পদ স্বয়ং প্রেমিককে এই সংবাদ প্রেরণ করে। বিদগ্ধ কবি তাহার নিম্নোক্ত চরণে এই মর্মবাণীর দ্ব্যর্থহীন বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছেন—

تاتوانی باخرد بیگانه باش   عقل راغارت کن ودیوانه باش

زانکه گر توعاقل آئی سوئے من   زخم بسیاری خوری در کوئی من

لیک گر دیوانه آئی درشمار   ہیچ کس راباتو نبود ہیچ کار

"তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব বুদ্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাও। বিবেকের উপর আক্রমণ কর এবং উন্মাদ হইয়া যাও। কারণ যদি বিবেক ও বৈষম্যের সহিত আমার নিকট আগমন কর তাহা হইলে আমার পথে অসংখ্য আঘাতপ্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে যদি উন্মাদ ও পাগলদের দলভুক্ত হইয়া আগমন কর, তাহা হইলে কাহারো তোমার দ্বারা কোন উপকার কিংবা ক্ষতি হইবে না।"

আলহামদুলিল্লাহ এই শুভ সংবাদ যাহা আপনি নিজের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আশা করি উহাতে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইবে ইনশা আল্লাহ। আপনার প্রেমের উপর শুভ পরিণতি কামনা করি; প্রভু প্রেমের উপর জীবন উৎসর্গ কর। শহীদ হইয়া যাও।

عقل فرماں کشیدنی باشد   عشق ایماں چشید فی باشد

"প্রেম তো ঈমানের স্বাদ আস্বাদনকারী হইয়া থাকে, যখন বিবেক তাহার আজ্ঞাবহ হয়।"

عاشقاں جام قدح آنگه کشند   که بدست خویش خوباں شاں کشند

ہر که درراه خدا مقتول شد   کشته حق است اومقبول شد

نیم جان بستاں وصد جانی دہد   آنچه اندروہم نیا ید آں دہد

"প্রেমিকগণ আনন্দের পেয়ালা তখনই পান করে, যখন তাহাদের প্রেমাস্পদ নিজের হাতে তাহাদেরকে পান করায়। যাহারা আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ করিয়াছে তাহারা হইল মহান আল্লাহ কর্তৃক নিহত ও তাঁহার গ্রহণযোগ্য প্রিয়ভাজন। অনন্তর তিনি তোমাদের এই সামান্য প্রাণ গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে শত প্রাণ প্রদান করেন। উপরন্তু উহার এমন প্রতিদান প্রদান করেন, যাহা তোমাদের কল্পনা ও ধারণায়ও আসে না।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত আটচল্লিশ মাকতুব

বন্দনা এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بنده آں بهتر که برفر ماں رود   کز خد اوند آنچه خواهد آں رود

عمر روز پیچ وشش می بگذرد   خواه ناخوش خواه خوش می بگذرد

"সেই বান্দা শ্রেষ্ঠ যে আনুগত্য করে। মহান আল্লাহ তাহার হইতে যাহা ইচ্ছা করেন সে তাহাই করে। এই পাঁচ দিনের ক্ষণিকের জীবনটা তো অতিক্রান্ত হইয়াই যাইবে, চাই উহা আনন্দে কাটুক কিংবা নিরানন্দে।"

পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। হাজী সমরকন্দির মাধ্যমে ইতোমধ্যে সার্বিক অবস্থা ও যাবতীয় খবরাখবর অবগত হইয়াছি। ওহে ভ্রাতা! বন্দনা অব্যাহত আছে। বন্দনা ও দাসত্বের ক্ষেত্রে সবর ও শোকর তথা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা ছাড়া অধিক মূল্যবান কোন বস্তু নাই। তিনি আমাদের জন্য যে কেবল ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা অনুমোদন ও পছন্দ করিয়া থাকেন ইহা কেবলমাত্র তাহার ঐকান্তিক করুণা ও নিরেট অনুকম্পা।

ناکساں رابلطف خوس کس کرو   شکر وصبرے زبند :اں بس کرد

"অতি সাধারণ ও মর্যাদাহীনকে স্বীয় বিশেষ অনুকম্পা বলে অতি সম্মানিত ও মর্যাদাবান বানাইয়া দেন। বান্দাদের হইতে কেবল ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপরই ক্ষ্যান্ত রহিয়াছেন।"

ওহে ভ্রাতা! পাখা যত ঘূর্ণায়ন করে শান্তিও ততটাই অনুভূত হয়। আঘাত করে এবং ব্যাণ্ডেজও করে।

কবি অতি চমৎকারভাবে বিষয়টি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

گر ترا ضرب جراحت نبودت   تاابدامید راحت نبودت

"যদি তোমার আঘাতের কষ্টই না লাগে, তবে উপশমের প্রশান্তি তোমার কখনোই লাভ হয় নাই।"

বান্দা ও দাসও হইয়াছ এবং নিজের স্বার্থও রহিয়াছে, এই দুইটা জিনিস কখনোই একত্রিত হইবার নহে। বরং এইরূপ ভাবনা অন্তর হইতে একেবারে মুছিয়া ফালানো উচিত। সকল পয়গম্বর ও অলিকুল, আমির-ওমারা এবং রাজা-বাদশাহগণ এমন কিছু বিষয়ের বাস্তবায়ন ও সংঘটন কামনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা সম্পন্ন হয় নাই। আবার কিছু জিনিস এমন আছে যাহা সংঘটিত না হওয়া কামনা করিয়াছেন তাহারা, অথচ উহা সংঘটিত হইয়াছে।

কবি অতি চমৎকারভাবে বিষয়টি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

می نیابم آنچه می جویم ہمی زیں سبب ساکن نمی گردم دمی

درمیان ایں وآن درما نده ام تاکه جاں دارم بجاں درمانده ام

"আমি যাহার সন্ধান করি ও যাহাকে চাহি, উহা পাই নাই। সেই কারণে আমি স্বস্তিতে একটি নিশ্বাসও ফেলিতে পারি না। ইহার ও উহার মাঝে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একেবারে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছি। এই ঘূর্ণাবর্তির মধ্যে জীবনের অবস্থা এইরূপ হইয়া গিয়াছে যে, উহা বহনেও অপারগ হইয়া পড়িয়াছি।"

জনৈক বুযুর্গ একটি গোলাম খরিদ করিয়াছেন। তিনি গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি নাম রাখিব? তদুত্তরে ক্রীতদাসটি বলিল, মনিবের যাহা মর্জি। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার খাবারের জন্য কি ব্যবস্থা করিব? সে বলিল, আপনার যাহা ইচ্ছা। অতঃপর প্রশ্ন করিলেন, তোমার পরিধানের জন্য কেমন কাপড় তৈরি করিব? এইবারও উত্তরে সেই ক্রীতদাসটি বলিল, তাহা মনিবের ইচ্ছা। অবশেষে উল্লেখিত বুযুর্গ মন্তব্য করিলেন, আমি তো ক্রীতদাস ক্রয় করি নাই, বরং এ তো মহা উস্তাদ, যাহাকে আমার শিক্ষা দানের জন্য পাঠানো হইয়াছে, যাহাতে সে আমাকে বন্দেগী ও প্রকৃত দাসত্বের সবক শিক্ষা দেয়।

কবির ভাষায় এই মহা সত্যটা চমৎকারভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে—

چند پرسی که بند گی چه بود بندگی جز گند گی بنود

بے رضائے حق زچه راحت نست آن نه راحت که آن جراحت تست

"আর কতকাল এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে যে, বন্দনা ও দাসত্ব কী? তবে শ্রবণ কর বন্দনা ও দাসত্ব হইল আমিত্বকে খর্ব করা এবং নিজেকে বিলীন করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিনা কোন প্রশান্তি যদি তোমার লাভ হয়, তবে মনে রেখ এইরূপ প্রশান্তি তোমার জন্য আঘাতের ক্ষত বলিয়া বিবেচিত।"

ওহে ভ্রাতা! এই চেষ্টা কখনোই করিবে না যে, আজ তোমার উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। বরং সর্বদা ও সর্বোতভাবে এই চেষ্টাই করিবে যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুমোদন তোমার কিভাবে অর্জন হইবে। অবশেষে যখন তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ হইবে তখন مَنْ لَهُ الْمَوْلٰى فَلَهُ الْكُلُّ "যাহার জন্য মাওলা হইয়া গিয়াছেন তাহার জন্য সবকিছুই হইয়া গিয়াছে" এই অমূল্য সম্পদ তাহার নিশ্চিত লাভ হইল। তাহাকে বলা হয়—

دربهشت فلك بمه خا ماں دربهشت تودوزخ آشاماں

بردرت خوب وزشت راچه کنم چوں تو ہستی بہشت چه کنم

"ঊর্ধ্বালোকে অবস্থিত বেহেশতে তো স্বার্থপররা অবস্থান করে। কিন্তু আপনার সাক্ষাত ও দীদার সমৃদ্ধ বেহেশতে তো থাকে রক্তের ঢোক পানকারীরা। আপনার

দ্বারে অবস্থান করিয়া নেকী ও বদির চিন্তা কিসের? যখন আপনিই আমার, তখন আমি বেহেশত দিয়া কি করিব?"

তবে তুমি যদি ইহা অবগত হইতে ইচ্ছা কর যে, মহান আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন নাকি অসন্তুষ্ট? সেক্ষেত্রে আরেফদের হইতে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, নিজের আমলের নিরীক্ষণ কর যে, উহা সবই ইবাদত ও বন্দনা নাকি সবই পাপাচার ও নাফরমানী? নাকি উভয়টা একাকার হইয়া আছে? অতঃপর যদি দেখিতে পাও যে, তোমার যাবতীয় আমল ও ইবাদত নেক আমল তাহা হইলে ধরিয়া নিবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা তাঁহার সন্তুষ্টির নিদর্শন ও আল্যামত হইল তাঁহার বন্দনা ও আনুগত্য। আর যদি তোমার যাবতীয় আমল গুনাহ ও পাপাচার হয় তাহা হইলে জ্ঞান করিবে যে, তোমার প্রভু তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। কারণ তাঁহার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের চিহ্ন ও নিশান হইল গুনাহ ও পাপাচার। পক্ষান্তরে যদি উভয়ই মিশ্রিত ও একাকার হইয়া থাকে, তবে এতদুভয়ের মধ্যে প্রবল কোনটা? কারণ এক্ষেত্রে প্রাবল্য ও প্রাধান্যের উপর ভিত্তি করিয়াই বিধান আরোপিত হইবে। অতএব আমার ও আপনার এই অমূল্য সম্পদ কোথায় যে, আমার ও আপনার যাবতীয় কর্মই কেবল ইবাদত ও আনুগত্যই হইবে। তবে ইবাদতের অংশটা প্রবল হওয়াটাও একেবারে কম কিসে? আল্লাহ না করুন! যদি ইবাদতের অংশটা পরাজিত ও দুর্বল হয়, তাহা হইলে তাঁহার শাস্তি ও ক্রোধের উপযুক্ত হইয়া যাইব। অনন্তর যে ব্যক্তি তাঁহার ক্রোধ ও শাস্তির উপযুক্ত হইল, তাহার কোন নিস্তার নাই। তবে হ্যাঁ, আমাদের জন্যে অনুগ্রহ ও পরিত্রাণ লাভের কেবলমাত্র একটিই উপায় আছে। তাহা হইল তাওবা ও ইস্তিগফার করা; কারণ তাওবার দরওয়াজা এখনো খোলা আছে।

اے پیر گنہگار در تو بہ کشادہ است   انواع نعم بہر تو آمادہ نہادہ است

بشتاب سوئ تو بہ کہ از مادرگیتی   کز کر دن تاخیر ہے واقعہ رادست

تقصیر مکن ہیچ تو از کردن طاعت   کانہا کہ ببایست ترا جملہ بدارست

"ওহে বৃদ্ধ পাপাচারী! তাওবার দরওয়াজা এখনো উন্মুক্ত আছে। নানা রকমের নেয়ামত তোমার জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। অতএব তুমি অতি সত্বর তাওবা কর। বিলম্ব করিবার দরুন এই পৃথিবী অসংখ্য ঘটনার জন্ম দিয়াছে। বন্দনার ক্ষেত্রে তুমি কোনরূপ অলসতা প্রদর্শন করিও না। কারণ তোমার যাহা প্রয়োজন ছিল তাহা সবই প্রদান করা হইয়াছে।"

ওহে ভ্রাতা! যেহেতু পার্থিব ব্যবস্থা হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া আসা খানিকটা কঠিন বটে। কাজেই যতটুকু সম্ভব নিজের সাধ্য অনুযায়ী চিন্তা, বিষণ্নতা, অনুতাপ ও লজ্জা হইতে একটি মুহূর্তও মুক্ত থাকা উচিত নহে। বরং যথাসম্ভব বিগত কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। কারণ বয়স তো ষাট/সত্তর

বৎসর হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন যেই সময়টুকু বাকি আছে উহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর। নিজেকে বোঝার চেষ্টা কর, নিজের যাবতীয় কর্ম এই জীবনে সম্পাদন করিয়া লও। কারণ মৃত্যুর দিন কিছুই করিতে পারিবে না। এই মুহূর্তেই সবকিছু অর্জন করিয়া লও। কারণ এখনো তোমার জন্য অনেকটা সহজ, অন্যথায় তোমার জন্যে বড় কঠিন সময় অপেক্ষা করিতেছে।

کار خودرازند گانی کن به برگ   زانکه نتواں کر د کارے روزمرگ

این زماں دریاب کا ساں باشدت   ورنه وشواری فراواں باشدت

"জীবন থাকিতেই নিজের যাতীয় কার্য নম্পন্ন করিয়া লও। কারণ মৃত্যু দিন কিছুই করিতে সক্ষম হইবে না, এই মুহূর্তেই সবকিছু অর্জন করিয়া লও। কারণ এখনো উহা তোমার জন্য সহজ, অন্যথা পরে তোমাকে বহু পস্তাইতে হইবে, কর্ম সম্পাদন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে।"

যখন ব্যাপারটা জীবনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে, কাজেই ইস্তিগফারকে নিজের অযীফা বানাইয়া লও এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযান্তে বিশেষ করিয়া রাত্রে সীমাহীন ইস্তিগফার ও মিনতি করিতে থাক। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি অত্যধিক ইস্তিগফার করিবে, মহান আল্লাহ তাহাকে সর্বপ্রকারের পেরেশানী হইতে মুক্তি দেন, তাহার আর্থিক সংকট ও অভাব দূর করেন। সর্বোপরি তাহাকে এমন স্থান হইতে জীবিকা সরবরাহ করেন, যেখানে তাহার কল্পনাও পৌছাইতে পারে না। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন তোমাদের কাহারো গুনাহ অত্যধিক বেশি হইয়া যায় তখন তাহাকে বেশি বেশি ইস্তিগফার করিতে বল। আল্লাহর শপথ! যিনি আমাকে সত্য নবী বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন। ইস্তিগফার তাহার গুনাহ ও পাপাচারকে এমনভাবে ভক্ষণ করিয়া ফেলে, যেমন কাষ্ঠকে অগ্নি ভক্ষণ করে তথা ভস্মিভূত করিয়া দেয়। রাসূলে কারীম (সাঃ) সম্পর্কে আরো বর্ণিত আছে, তিনি নবীকূল শিরোমণি এবং সকল সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যহ সত্তরবার ইস্তিগফার করিতেন এবং অবশেষে উহা একশত বার পৌছাইয়া দিয়াছেন। তাফসীরে ইমাম যাহেদে উল্লেখ আছে—এই উম্মতের দুইটি আশ্রয় ঃ এক, যাহা আমাদের সম্মুখ হইতে পর্দার আড়ালে অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা এবং দুই, যাহা বাকি আছে এবং এখনো বলবৎ ও কার্যকর। তাহা হইল ইস্তিগফার।

تراتانفس کافردر کمین است   کجاتو رہبری آنجاکه دیں است

نفس گرچه زیرك است توخروه واں   قبله اش دنیاست اورامرده واں

ازریاضت می شودا یں نفس رام   چاره دیگر ندا ردوالسلام

"যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবাধ্য প্রবৃত্তি তোমার ঘাটে অবস্থান করিতেছে, তুমি সেই

মাকামে কিভাবে পৌছাইবে যেখানে দ্বীন রহিয়াছে। এই কুপ্রবৃত্তি যদিও অতি চতুর, তবে তুমি তাহাকে সর্বদা নীচ ও ঘৃণিত জ্ঞান করিবে। এই মৃত জগতটা হইল তাহার অভিষ্ট লক্ষ্য ও কিবলা। সুতরাং তাহাকে মরদেহ ভক্ষণকারী জ্ঞান কর। এই কুপ্রবৃত্তি কেবলমাত্র কঠিন সংগ্রাম ও নিরলস সাধনার দ্বারাই সোজা ও সংশোধন হইতে পারে। ইহা ছাড়া তাহার কোন সমাধান ও চিকিৎসা নাই। মহান আল্লাহ তাহার অনিষ্ট হইতে আপনাকে রক্ষা করুন।”

কথিত আছে, হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর নিকট কেহ যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে সাহায্য প্রার্থনা করিত, তবে তিনি তাহাকে অত্যধিক ইস্তিগফার করিবার জন্যে নির্দেশ দিতেন। অনুরূপ যদি কেহ আর্থিক অনটন ও অভাব দূরীভূত করিবার জন্য আবেদন করিতেন তখনো তিনি এই কথাই ফরমাইতেন যে, অত্যধিক ইস্তিগফার করিতে থাক। যেমন জনৈক কবি তাঁহার প্রার্থনায় নিম্নোক্ত চরণগুলির মাধ্যমে প্রভুর দরবারে হৃদয়ের আকুতি নিবেদন করিয়াছেন।

بود عین عفوتو عاصی طلب   عرصه عصیاں گر فتم ز یں سبب

چوں سیاه آمد مرار نگ گلیم   توسپیدش کن چو مویم اے کریم

ازدر خویشم مگر داں نا امید   از سر لطفے سیاہم کن سفید

“আপনার প্রকৃত অফুরন্ত ক্ষমা তো সর্বদা পাপাচারীদের সন্ধান করিয়া ফিরে। সেকারণে আমি পাপাচার ও গুনাহের ময়দান অবলম্বন করিয়াছি। আমার কম্বলের রং পাপ ও গুনাহের পঙ্কিলতায় কালো হইয়া গিয়াছে। ওহে পরম দয়াময়! আপনি আপনার ঐকান্তিক অনুগ্রহে উহাকে আমার কেশগুচ্ছের ন্যায় শুভ্র করিয়া দিন! আপনার মহান ও পবিত্র দরবার হইতে আমাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিবেন না। সর্বোপরি আপনার বিশেষ অনুগ্রহে আমার কালো আমলনামাকে সাদা বানাইয়া দিন!

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত উনপঞ্চাশ মাকতুব

ধৈর্য

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

آدمی بہر بیغمی رانیست پائے در گل جز ادمی رانیست

شادی ازاھل عصربیگا نہ است آدمی راخوداند دہ ازخانہ است

"মানুষকে পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। উপরন্তু দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও বিষণ্নতা মানুষ ব্যতীত আর কাহারো জন্য প্রযোজ্য নহে। সুখ ও আনন্দ দুনিয়াবাসীদের জন্যে বিজন ও অনভিপ্রেত। অনন্তর এই বিষণ্নতা-দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী মানুষের মাঝে সত্তাগত ও মজ্জাগত।"

সম্মানিত মাতা! আল্লাহ আপানকে দীর্ঘজীবী করুন ও সর্বপ্রকারের বিপদাপদ হইতে হেফাজত করুন!

পত্র লেখক শরফ মুনীরীর ভক্তিপূর্ণ সালাম ও দোয়া জানিবেন। পরসমাচার এই যে, ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও অন্যান্য যাবতীয় খবরাখবর হাজী সমরকন্দির মাধ্যমে অবগত হইয়াছি। প্রকাশ থাকে যে, মানুষ এমন একটি প্রাণী, যে তাহার মায়ের গর্ভে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপবিত্র রক্ত আহার করিয়া প্রতিপালিত হইয়া থাকে, যখন যে সেখান হইতে বাহির জগতে আগমন করে, তখনই এই বিপদাপদ প্রধান পরীক্ষাগৃহে আসিয়া পতিত হয়। সুতরাং জানিয়া রাখা উচিত যে, এখানে আগমন করিবার পর তো রক্ত ব্যতীত আর কী আহার করিবে? ইহাই হইল সেই মনযিল যে সম্পর্কে মনীষীগণ নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন—

کاش کہ ہر گز نہ زادی مادرم تا نکردمی کشتہ نفس کافرم

کاش کہ ہر گز نبودے نام من تانبورے جنش ارام من

ہر کرادرپیش ایں شکل بود چوں تواند کردا گرصد دل بود

"আহ! যদি আমার মা আমাকে জন্মই না দিত। তাহা হইলে এই অবাধ্য প্রবৃত্তির হাতে নিহত হইতাম না। আহ! যদি আমার নামই না হইত যাহাতে আমা হইতে কোন আচরণ ও অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ হইতে পারিত না। যাহার সম্মুখে এইরূপ অসংখ্য বিপদ ও সংকটের পাহাড় সে যতবড় বীরই হউক না কেন, তাহার এক্ষেত্রে কিইবা করিবার আছে।"

যেহেতু জীবনটা কাটাইতেই হইবে। তাহা হইলে সহজে কাটুক ও দুঃসহনীয়ভাবে কাটুক, আনন্দে অতিক্রান্ত হউক অথবা দুঃখ ও নিরানন্দে। সবই সমান ও এক বরাবর!

عمر روزپیچ وشش می بگذرد جواہ ناخوش خواہ خوش می بگذرد

چوں چنیں می بگذردعمرے کہ ہست چیست جز بادازچنیں عمرے بدست

"এই পাঁচ-ছয়দিনের জীবনটা কোন না কোন ভাবে কাটিয়াই যাইবে। চাই উহা আনন্দে কাটুক কিংবা নিরানন্দে। এই জীবনটা যখন অর্থহীন ভাবে এমনিতেই অতিবাহিত হইয় যাইতেছে। তবে এরূপভাবে জীবনাতিক্রমের পরে প্রবৃত্তির আমার কল্পনা ছাড়া আর কিইবা অবশিষ্ট থাকিবে?"

অতএব এই সামান্য সময়ের মধ্যে যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, তাহাতেই মৃত্যু ও কবরের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহণ করুন। ইহা ছাড়া অন্যান্য সবকিছু আপনার সম্মুখ হইতে দূরীভূত করুন।

ترك دنیا گیر کارے مرگ ساز   راہ بس درراست رہ را برگ ساز

مرگ رابر خلق عزم لازم است   جملہ رادرخاك خفتن لازم است

"দুনিয়াকে পরিহার করুন এবং মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য কাজ করিতে থাকুন। কারণ পথ অতি দীর্ঘ, কাজেই পথের পাথেয় ও রসদ সংগ্রহ করুন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ও উদগ্রীব থাকা মানুষের কর্তব্য। অনন্তর কবর দেশে সকলকেই নিশ্চিত যাইতে হইবে।"

জীবনে বাকি যে দিন কয়টি রহিয়াছে তাহাতে সর্বদা তাওবা ইস্তিগফারের মধ্যে নিরত থাকুন এবং স্বীয় ঈমানের জন্য চিন্তা করিতে থাকুন। আপনার বিগত দিনের কৃত যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিতান্ত মিনতি সহকারে কায়মনোবাক্যে প্রভুর দরবারে হৃদয়ের আকুতি ও আর্তি পেশ করুন এবং নিম্নোক্ত প্রার্থনা করুন—

چوں سیاہ آمد مرارنگ گلیم   توسپیدش کن چو مویم اے کریم

خالقا کز اہل عادت بودہ ام   بارے آخردر شہادت بودہ ام

ازدر خویشم مگر داں ناامید   ازسرلطف سیاماہم کن سفید

قطرہ چند ازگنہہ شد پدید   درچناں در یاکجا آید پدید

"আমার কম্বলের রং আমার পাপাচার ও গুনাহের দরুন কালো হইয়া গিয়াছে, ওহে পরম দয়াময়! উহাকে আমার কেশগুচ্ছের ন্যায় সাদা করিয়া দিন! ওহে আমার সৃষ্টিকর্তা! আমি তো প্রথা ও অভ্যাসের দাসই রহিয়া গেলাম। দেখুন! আমি নূতন করিয়া কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করিতেছি। সুতরাং আমাকে আপনার পবিত্র দরবার হইতে বঞ্চিত করিয়া শূন্য হাতে ফিরাইয়া দিয়েন না। আপনার বিশেষ অনুকম্পা দ্বারা আমার কালো আমলনামাকে সাদা বানাইয়া দিন! পাপাচার ও গুনাহের কয়েকটি ফোঁটা যদি পতিতও হইয়া থাকে, তবে ক্ষমা ও অনুকম্পার সেই মহা সমুদ্রের মধ্যে উহা কি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে কখনো?"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত পঞ্চাশ মাকতুব

অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও নিয়তের একনিষ্ঠতা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نیست کن ہر چہ رہ ورائے بود   تادلت خانہ خدائے بود

ہر چہ جزحق بسوزو خارت کن   ہر چہ جز وین از وطہارت کن

"তোমার যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমতকে অপসারণ কর, তবেই তোমার অন্তর মহান আল্লাহর গৃহ হইয়া যাইবে, মহান আল্লাহ ব্যতীত যাহা কিছু রহিয়াছে সেই সবের মধ্যে অগ্নি সংযোগ কর এবং উহাকে ধ্বংস করিয়া দাও। অবশেষে দ্বীন ব্যতীত আর যাহা কিছু রহিয়াছে উহা হইতে মুক্ত ও পূত-পবিত্র হইয়া যাও।"

ওহে ভ্রাতা! বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে জাগতিক ও পার্থিব কর্মকাণ্ড ও বাস্তবতার মধ্যে যদি অস্থিরতা ও ঘৃণার সহিত জড়িত রাখ তাহা হইলে তোমার অন্তর যে উহার সহিত মিলিত নাই, উহার কোনই মূল্য নাই। অনন্তর অন্তর তো হইল সেইটা যাহা জাগতিক সর্ব প্রকারের সংমিশ্রণ হইতে একেবারে পূত-পবিত্র। কারণ মহান আল্লাহর দৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য হইল অন্তর, মাটির দেহ নহে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلَا اِلٰى اَعْمَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ۔

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও আমলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না বরং তিনি তোমাদের নিয়ত ও অন্তকরণের প্রতি তাকান।" আমার জনৈক স্নেহভাজনের নিম্নোক্ত পংক্তিটা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

ما زباں را نگریم وقال را   ما درروں را بنگریم وحال را

"আমি ঈমানের মৌখিক দাবি ও আলোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি না বরং আমি তোমার বাস্তব অবস্থা ও অন্তরের দিকে লক্ষ্য করি।"

সর্বোপরি আশা করি, আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন اَلْقَلْبُ بَيْتُ اللّٰه "অন্তর হইল মহান আল্লাহর গৃহ।" নিম্নোক্ত কবিতায় সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

تشنہ ازدر یاجدائی می کند   بر سر گنجی گدائی می کند

"পিপাসার্ত অথচ সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছ, ধনৈশ্বর্যের উপর উপবিষ্ট অথচ ভিক্ষার থালা নিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ।"

ওহে ভ্রাতা! অভিষ্ট লক্ষ্য গোটা বিশ্ববাসীর নিকট দীপ্তিমান ও প্রকাশিত, যদি কেহ দুর্ভাগ্য ও নিজ দোষের কারণে নিজের পর্দার অন্তরালে পড়িয়া থাকে, তবে এই বঞ্চনা কেবল তাহার পক্ষ হইতে বলিয়া বিবেচিত।

آنچه تو گم کرده ای کز کرده ای ہست اندر خود تو خود را پر ده ای

"তুমি যাহা হারাইয়াছ উহাই তোমার ত্রুটি। তিনি তো তোমার মাঝেই বিরাজমান, বরং তুমি নিজেই নিজের অন্তরালে আছ।"

সুবহানাল্লাহ! ইহার চাইতে অধিক প্রকাশ্য ও নিকটতম আর কি হইতে পারে? মহান আল্লাহ নিজেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ। "এবং আমি তো তোমার শাহ্রগ হইতে অতি নিকটে" বুদ্ধি যেই চিত্র অংকন করিবে, কল্পনা যতদূর পর্যন্ত তাঁহাকে ধারণ করিতে পারিবে এবং যুক্তি ও বোধ যেই সীমা পর্যন্ত তাহাকে প্রাপ্ত হইবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র সত্তা ও তাঁহার যাবতীয় বিমূর্ত্য গুণাবলি উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র ও মুক্ত। এতদসত্ত্বেও তিনি তোমাদের শাহরগ হইতেও অধিক নিকটে।

اے درطلب گره کشائی مرده باوصل بزاده ازجدائی مرده

اے برسر تشنه درخاك شده دے برسر گنج درگدائی مده

ওহে অনুসন্ধিৎসু! অনুসন্ধান ও তালাশের গ্রন্থসমূহ উন্মোচনের জন্যে মড়িয়া হইয়া আছ, উহার সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং অথচ বিরহের মাঝে মৃত্যুবরণ করিতেছে। ওহে ব্যক্তি! যে সমুদ্রের তীরে পিপাসার্ত হইয়া মাটিতে লুটোপটি খাইতেছে এবং ধনৈশ্বর্যের উপর উপবিষ্ট আছে। অথচ ভিক্ষার থালা নিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মরিতেছে।"

ওহে ভ্রাতা! হযরত আদম (আঃ)-এর পবিত্র সত্তা অদৃশ্য রহস্য ভাণ্ডারের আধার ছিল, অন্যথায় এক মুষ্টি মাটির এত সম্মান কোথা হইতে আসিল যে, ধরাপৃষ্ঠে মহা আল্লাহর খলিফা ও প্রতিনিধি হইতে পারে! وَهٰذَا سِرٌّ عَظِيْمٌ "ইহা এক মহান রহস্য।" দোজাহানের সরদার নবীকূল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখে এই মহাগুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ "আদমকে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন" ইমাম গাযযালী (রহঃ) صُوْرَتِهٖ কে كَصِفَتِهٖ-এর অর্থে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

تا نیامد جان آدم آشکار روند انستند سوئے کرد گار

ره پدید آمد چوآدم شد پدید زوکلید ہر دوعالم شدپدید

"যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আদম (আঃ)-এর প্রাণ প্রকাশিত হয় নাই, ততক্ষণে কেহই মহান আল্লাহর দিকের পথের সন্ধান পায় নাই। অতঃপর যখন হযরত আদম (আঃ) আবির্ভূত হইলেন, তখন পথও উন্মুক্ত হইয়া গেল। ফলশ্রুতিতে তাঁহার মাধ্যমে উভয় জগতের তালার চাবি হস্তগত হইয়াছে।"

ইহা অপেক্ষা অধিক শ্রবণ করিবার ক্ষমতা কোন কর্ণের নাই। তাহা ছাড়া অধিক

বর্ণনা করা ও লিখিবার অনুমতিও নাই। ইহার চাইতে অতিরিক্ত হইতে ক্ষমা প্রার্থী। যাহাই হউক সম্ভবত আপনি জনৈক কবির নিম্নোক্ত পংক্তিটা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন।

زمستی گر بگو ید رمز عشقش جزایش در طریقت داریاشد

"যদি কেহ নেশাগ্রস্ত অবস্থায়ও প্রেমের এই গোপন রহস্য ফাঁস করিয়া দেয়, তবে তরীকতের মধ্যে তাহার শাস্তি হইল ফাঁসি।"

সুতরাং রহস্য গোপন রাখা ও চুপ থাকা একান্ত জরুরি ও অবশ্য কর্তব্য, তবে হ্যাঁ ইশারা ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে যৎসামান্য প্রকাশ করা যাইতে পারে।

دانی که چرا اهل صفاخا موشند درنکته دل بمحوخودمی کو شند

مے ازکف درست ہرنفس می نوشند سربازند وسر حق می پوشند

"আপনি জানেন কী? পুণ্যাত্মা সাধকগণ কেন চুপ থাকিতেন? মস্তকের বাজি লাগাইতে পারেন বটে, কিন্তু মহান আল্লাহর গোপন রহস্যকে ফাঁস করিতেন না।"

ওহে ভ্রাতা! যদিও ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে নীত করা হইয়াছে। অথচ আমার নিকট এই পরিমাণ অর্থ নাই, যাহার দ্বারা আমি তাঁহাকে ক্রয় করিতে পারি। কারণ আমি তো জন্মগত কপর্দকশূন্য, হতদরিদ্র। তবে তাঁহার সৌন্দর্য মাধুরী দর্শন করিতে তো পারিব।

گرتنگ شکر خریدمی نتوانم بارے مگس ازنگ شکرمی رانم

"যদি মিষ্টান্ন খরিদ করিতে না পারি, তবে মিষ্টান্নের উপর হইতে মাছিসমূহ তো তাড়াইতে পারি।"

যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের বাজারে নীত করিয়া দাঁড় করানো হইল, নিলাম হইল, বাড়াও! আরো বৃদ্ধি কর এইরূপ ডাক উঠিল। তখন তাঁহার মূল্য সমকালীন বাদশাহর কোষাগার হইতেও উর্ধ্বে উঠিল। ঠিক সেই মুহূর্তে জনৈকা অবলা বৃদ্ধা মহিলা কয়েকটি রেশমী তাগা নিয়া যাহা তাহার নিকট ছিল বাজারে আসিয়া ঘোষণা করিল আমি এই ক্রীতদাসটি ক্রয় করিতে চাই, তখন উপস্থিত লোকজন বলিল ওহে বুড়ি! তুমি কি পাগল হইয়া গেলে নাকি! তাহার মূল্য তো বাদশাহর ধনাগার হইতে উর্ধ্বে চলিয়া গেছে। তুমি এই তুচ্ছ তাগা দ্বারা তাহাকে কিভাবে ক্রয় করিবে? তদুত্তরে বৃদ্ধা বলিল, আমি সবই জানি, কিন্তু আমি তো আমার সমুদয় পুঁজি নিয়া আসিয়াছি, এই জন্যে যে, আমার নামও তাহার ক্রেতাদের তালিকাভুক্ত করা হউক। ইহা গুপ্ত রহস্য যাহা জনৈক কবির নিম্নোক্ত চরণে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

ہر که درونیست ازیں عشق رنگ نزوخدا نیست بجز چوب وسنگ

"যাহার মধ্যে প্রেমের এই রং নাই, সে মহান আল্লাহর নিকট কাষ্ঠ ও প্রস্তর বিনা আর কিছুই নহে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত একান্ন মাকতুব

সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব -এর পবিত্র কুরআনের অন্তর্ভুক্তি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আপনার কোমল ও মনোহর ভাষা অলংকার সুসজ্জিত পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে, উহা আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি। সেখানে একটি বিষয়ের আলোচনা বিশেষভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর তাহা হইল, মুয়াওয়াজাতাইন কুরআন মাজীদের অন্তর্ভুক্ত কী-না? কতিপয় আলেমের অভিমত হইল ইহা পবিত্র কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নহে।

لِأَنَّهُمَا نَزَلَتَا عَلٰى وَجْهِ الرُّقْيَةِ فِىْ قِصَّةِ سِحْرِ الْيَهُوْدِ فَلَا تَكُوْنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَلِهٰذَا رُوِىَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُمَا فِىْ مُصْحَفِهٖ -

"কারণ এই সূরাদ্বয় ঝাড়-ফুঁকের নিমিত্তে অবতীর্ণ হইয়াছে, যখন ইহুদীরা মহানবী (সাঃ)-এর উপর যাদু করিয়াছিল। সুতরাং ইহা কুরআন মাজীদের অন্তর্গত নহে।" যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই সূরাদ্বয়কে তাঁহার সংকলিত মাসহাফে কুরআনীতে উল্লেখ করেন নাই।" তবে এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নহে, প্রত্যাখ্যাত।

বরং এক্ষেত্রে সঠিক ও বিশুদ্ধ বর্ণনা হইল এই যে, মুয়াওয়াজাতাইন তথা সূরা ফালাক ও সূরা নাস ইবনে আব্বাসের মাসহাফে উল্লেখ আছে। যেরূপ আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রাঃ) সংকলন করিয়াছেন, অনন্তর আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রাঃ) আমাদের অনুসরণযোগ্য মহান নেতা। সাহাবায়ে কিরামের সোনালী যুগ হইতে আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত। উপরন্তু কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিম উম্মাহর জন্য তিনি নেতা থাকিবেন। প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সব দেশের অধিবাসীদের মাসহাফ অনুরূপভাবে সংকলিত। যেভাবে অন্যান্য যাবতীয় সূরা সংকলিত রহিয়াছে। যেমনি অন্যসব সূরার ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কিরাম ও গোটা মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত অনুরূপভাবে মুয়াওয়াজাতাইনের ব্যাপারে সমস্ত সাহাবী ও মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য রহিয়াছে। কেননা সমষ্টিক কুরআনের উপর ঐকমত্য ও ইজমাকে অবধারিত করে। কারণ সমষ্টির অংশ বিশেষ সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত। অনুরূপ একটি বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) ফরমাইয়াছেন—কুরআন মাজীদের সর্বমোট সূরার সংখ্যা হইল একশত চৌদ্দটি (১১৪)। এইটা রাসূল করীম (সাঃ)-এর সকল সাহাবীর

অভিমত। এবং এইভাবেই হযরত ওসমান (রাঃ) সংকলিত মাযহাবের মধ্যে উল্লেখ আছে। এবং পৃতিবীর সব দেশ ও শহরের মাসহাফে কুরআনীতে সেই সূরা নাস ও সূরা ফালাক্বসহ সর্বমোট একশত চৌদ্দটি সূরা উল্লেখ আছে। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে এইকথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া গেল যে, মুয়াওয়াজাতাইন পবিত্র কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব নাপাকি ও অপবিত্র অবস্থায় মুয়াওয়াজাতাইন তেলাওয়াতের অনুমতি নাই, নিষিদ্ধ। যেভাবে অন্যান্য সূরা তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ। ইহার উপর সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই যদি নামাযের মধ্যে এই সূরাদ্বয়কে তিলাওয়াত করা হয় তবে উহা সর্বসম্মতিক্রমে শুদ্ধ ও বৈধ—যেরূপ অন্যান্য সূরা তিলাওয়াত করা হইয়া থাকে।

এখানে আর একটি কথা রহিয়া যায় তাহা হইল এই যে, যখন আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল যে, সূরা বারাআতের প্রারম্ভে بِسْمِ اللّٰهِ নাই কোন লেখিবেন কী? তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন, সূরা বারাআত যখন অবতীর্ণ হইতেছিল আমি রাসূল (সাঃ)-কে এই প্রশ্নটা করিবার সুযোগ পাই নাই যে, সূরা 'বারআত' কোন স্বতন্ত্র সূরা নাকি সূরা আনফালের উপসংহার ও পরিশিষ্ট। ইত্যবসরে মহানবী (সাঃ) এই নশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক প্রভুর সান্নিধ্যে অনন্ত জীবনে প্রস্থান করিয়াছেন। যখন হযরত ওসমান (রাঃ) এত উচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। তদুপরি তিনি মুয়াওয়াজাতাইনকে অন্যান্য সূরার সহিত সংকলন করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পবিত্র কুরআনের পাণ্ডলিপিতে উহা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা সাহাবায়ে কিরামের হইতে আমাদের যুগ পর্যন্ত অবিকৃত ও সংরক্ষিত আছে। অনন্তর হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) আমাদের অনুসরণযোগ্য মহান নেতাও বটে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মুয়াওয়াজাইন পবিত্র কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় তিনি মুয়াওয়াজাতাইনকে অন্যান্য সূরার সহিত সংকলন করিতেন না এবং মাসহাবে সন্নিবেশিত করিতেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি বলিবে যে, মুয়াওযাজাইন কুরআন মাজীদের অন্তর্ভুক্ত নহে বরং কুরআনের বাহির তবে সে যেন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিল এবং তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল যে, যাহা কুরআন নহে, এমন বস্তুকে তিনি কুরআন মাজীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং স্বীয় পাণ্ডলিপির মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

বলাই বাহুল্য যে, সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষের অবহেলা ও উদাসীনতা কত প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে এবং কুরআন ও হাদীসের বিধানাবলি ও হুকুম-আহকামের ভ্রূক্ষেপ কতটুকু করা হইতেছে। উপরন্তু এই মহতি কাজের কি পরিমাণ বিঘ্ন ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে জনসাধারণ ও বিশিষ্ট মনীষীদের

মাঝে এই ব্যাপারে কোন গুরুত্ব ও মূল্যায়ন নাই। এমনকি ইহার প্রতি তাহাদের কোনই পরওয়া নাই। ইহা হইল কালের এক মহা বিস্ময় তথা বিস্ময়কর ঘটনা। দ্বীনের আহকাম সমূহের মধ্যে অন্যতম বিধানের বিশ্লেষণ করিয়াছে আমার মেহ্‌মান্দ। অর্থাৎ, দ্বীনে ইসলামের নির্দেশ রহিয়াছে যে, দ্বীনি আহকামের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ কর। যদিও দূরত্ব অনেক কিন্তু বিশ্লেষণের জন্য স্থান ও কালের দূরত্ব অতিক্রম করা এবং জ্ঞান আহরণ করিবার ক্ষেত্রে অলসতা করা উচিত নহে। (নির্দেশ রহিয়াছে) اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ فِى الصِّيْنِ "জ্ঞান অন্বেষণ কর যদি উহা সুদূর চিন দেশেও থাকে।"

আমার মেহ্‌মান্দ সম্পর্কে এই কথাটা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহার জ্ঞানগত এবং দ্বীনের বিশ্লেষণের আগ্রহ ও প্রেরণা রহিয়াছে। অর্থাৎ যাহাকে যেই কর্মের নিমিত্তে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার জন্য সেই কাজটা অতি সহজসাধ্য হইয়া থাকে। মহান আল্লাহ আপনার ও আমার শুভ পরিণতি দান করুন।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত বাহান্ন মাকতুব

তাওয়াককুল প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রিয় ভ্রাতা! নিশ্চয় তুমি অবগত আছ যে, কুরআন মাজীদে উল্লেখ রহিয়াছে,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ -

"তুমি মৃত্যু অবধি তোমার রবের ইবাদত করিতে থাক।" তাফসীরকারকগণ এখানে ইয়াকীন শব্দের ব্যাখ্যা মৃত্যু দ্বারা করিয়াছেন। যেমন বর্ণিত আছে,

مَنْ نَظَرَ اِلٰى مَعْبُوْدِهٖ سَقَطَ عَنْ عِبَادَتِهٖ -

"ইবাদতকারীর দৃষ্টি যখন মাবুদের উপর পতিত হয়, তখন তাহার দৃষ্টি ইবাদত হইতে সরিয়া যায়, অর্থাৎ, সেই ইবাদত দ্বারা সে পর্দার অন্তরে চলিয়া যায় না,।"

اَلْمَحَبَّةُ سَوَاءٌ اَلْحُضُوْرُ وَالْغَيْبَةُ وَارْتِفَاعُ الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ -

"ভালোবাসা প্রকাশ্য ও গোপনে একই ধরনের হইয়া যাকে, এক্ষেত্রে নৈকট্য, দুরত্ব এবং উঁচু-নিচু তথা দুর্গম পথ মধ্যখানে অন্তরায় হইতে পারে না।"

ওহে ভ্রাতা! ভালোবাসা যখন পূর্ণতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া থাকে, তখন প্রকাশ্য ও গোপন একবরাবর হইয়া থাকে। নৈকট্য ও দূরত্ব অপসারিত হইয়া যায়। একত্বের ক্ষেত্রে নৈকট্যই কী, আর দূরত্বই বা কী? প্রকাশ্যই কী এবং গোপনই বা কী? এমন আন্তরিকতা ও একাগ্রতা হওয়া চাই যে, নৈকট্য দূরত্ব প্রকাশ্য ও গোপন এই সবই একাগ্রতায় পরিণত হইয়া যাইবে। ইহাকেই বলা হইয়া থাকে, আমি লাইলী এবং লাইলিই আমি। কথিত আছে জনৈক ব্যক্তি মজনুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, লাইলি আসিয়াছে। তখন সে তাহার মাথা তাহার আস্তিনের মধ্যে রাখিয়া বলিল, লাইলি তো আমার সাথেই রহিয়াছে এবং আমিও লাইলির সাথে আছি, (এই বাহ্যিক গমনাগমন অর্থহীন।)

উল্লেখ্য, এখানে তাওয়াক্কুল (আল্লাহতে নির্ভর করা), তাসলীম (আত্মসমর্পণ) এবং রেজা (সন্তুষ্টি) এই তিনটা জিনিস রহিয়াছে যাহার অর্থ নিম্নরূপ—

* **তাওয়াক্কুল** ঃ মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা।
* **তাসলীম** ঃ আল্লাহ তায়ালার হুকুমের উপর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা।
* **রেজা** ঃ আল্লাহ তায়ালার হুকুমকে প্রত্যক্ষ করা ও উহার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

খাজা আবূ ইয়াযীদ (রহ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি এক মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন জনৈক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যে, সে বাবলা গাছের কাঁটায় হাত বুলাইতেছে। তাহার এই অস্বাভাবিক আচরণ ও কাজ দেখিয়া এমন মনে হইতেছিল যে, সেই ব্যক্তির জীবন ও প্রাণী শক্তির কোন প্রতিক্রিয়া এখন আর অবশিষ্ট নাই। অবশেষে আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলাম, সম্ভবত এই

লোকটি মৃত অথবা এই কাঁটা তাহার জন্যে গোলাপের পাপড়ির ন্যায় মসৃণ হইয়া গিয়াছে। এতদশ্রবণে লোকটি এই প্রত্যুত্তর করিল,

إِنَّ قَلْبِى لَدَيْكَ مَوْقُوْفٌ * وَدَمْعُ عَيْنِى لَدَيْكَ مَذْدُوْنٌ

يَا حَسْرَتَا يَا حَسْرَتَا أَعِيْشُ بِهَا * لَمْ يَكُنْ لِى إِلَيْكَ مَعْرُوْفٌ

"নিশ্চয় আমার হৃদয় তোমার নিকট অবস্থান করিতেছে এবং আমার অশ্রুমালা তোমার জন্য উৎসর্গিত, হায় আক্ষেপ! যদি আমি উহার সহিত জীবিত থাকি, যাহাতে তোমার নিকট আমার কোন পরিচয় না থাকিত।"

মহান মনীষীদের জীবন মৃত্যু গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ জীবনেই তাহারা মৃত্যুর ন্যায় হইয়া থাকেন। যখন তাহারা নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, তখন প্রবৃত্তির অংশ প্রবৃত্তি হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ওয়াকফে কিয়াম অর্থাৎ দণ্ডায়মান হওয়া এবং ওয়াকফ দিল তথা তাঁহার বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং সমগ্র সৃষ্টি হইতে কেবল মহান আল্লাহকে যথেষ্ট বলিয়া বরণ করিয়া নেওয়া তথা মহান আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা ও তাহার বদান্যতায় পরিতুষ্ট থাকা। এই কথাগুলি খ্যাতনামা মাশায়েখে কিরামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদিতে উল্লেখ রহিয়াছে। তবে আল্লামা কুশাইরী প্রণীত একটি গ্রন্থে নিম্নরূপ বক্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدُ اللهِ التَّوَكُّلُ حَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَسْبُ سُنَّةٌ فَمَنْ بَقِى عَنْ حَالِهِ وَلاَ يَتْرُكَنَّ إِبْرَاهِيْمُ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمَ الْخَوَاصَ لاَ بِفَارِقَةٍ وَصُنُوْطٍ وَمِقْرَاظٍ -

"হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ ফরমাইয়াছেন, তাওয়াক্কুল ছিল মহানবী (সাঃ)-এর বাস্তব অবস্থা এবং যাবতীয় অর্জন ছিল তাঁহার সুন্নাত। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার বাস্তব অবস্থাকে ধারণ করিবে এবং কোন সুন্নাতকে কখনোই ছাড়িয়া দিবে না, সে তো কোনরূপ পার্থক্য ও সংশয় ব্যতিরেকে মিল্লাতে ইবরাহীমের বিশেষ অনুসারী বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত তিপ্পান মাকতুব

বিপদে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্টি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ -

"নিঃসন্দেহে আপনি মৃত এবং তাহারাও সকলেই মৃত।"

کار عالم زارنست ومردن است　　گه پدید اورون دگه برون است

لا جرم این کارے پایاں فتاد　　تا ابد این دردیے در ماں فتاد

"এই নশ্বর জগত কারখানার কাজই হইল কেবল জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু বরণ। কখনো গ্রহণ কখনো নীত করণ। অনন্তর এই কর্মকাণ্ড অনন্তকাল অব্যাহত থাকিবে, কখনো এই বেদনা উপশম হইবার নহে।"

ওহে ভ্রাতা! হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, সর্বপ্রথম লাওহে মাহফুজে যে বিষয়টি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা ছিল,

اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا مَنْ لَّمْ يَرْضَ بِقَضَائِىْ وَلَمْ يَشْكُرْ عَلٰى نَعْمَائِىْ

وَلَمْ يَصْبِرْ عَلٰى بَلاَئِىْ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِىْ -

"ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, আমিই একমাত্র প্রভু মহান আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। সুতরাং এইটা আমার নির্দেশ, যে ব্যক্তি আমার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট নহে এবং আমার প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অপারগতা প্রকাশ করিবে তাহাকে বলিয়া দিন, সে যেন আমাকে ছাড়িয়া অন্য কোন প্রভু তালাশ করিয়া নেয়, যদি কেহ থাকে" ফলে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী এবং আরেফগণ আলোচ্য হাদীসের ভাবগাম্ভির্য গুরুত্ব মাহাত্ম্য ও সতর্কবাণীর প্রতি সযত্ন মূল্যায়ন করত সর্বদা তাহারা এই কামনা করেন যে, একেবারে বিলীন ও আত্মহারা হইয়া যাইবেন। কিন্তু বিলীন হইবার পথ যখন বন্ধ তখন কি আর করিবার আছে। সকলে অবশেষে এই কথাই বলিবে।

کاش که هر گز نبودے نام من　　تانبودے جنبش وارام من

"আক্ষেপ! যদি আমার নাম ও চিহ্নই না হইত, যাহাতে আমার থেকে কোন আচরণ ও আন্দোলনই প্রকাশ ঘটিত না।"

ওহে ভ্রাতা! বান্দাগণ তাঁহার ভাগ্যলিপি ও সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকুক কিংবা না থাকুক কোন অবস্থাতেই তাঁহার অমোঘ ভাগ্যলিপি পরিবর্তনযোগ্য নহে। সুতরাং

এই অস্থিরতা, অবিচলতা ও শংকা এক স্বতন্ত্র বিপদ ও অপরাধ। فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَايَ "আমি ব্যতীত অপর কোন প্রভুকে সন্ধান করিয়া লও" এই সংক্রান্ত ভীতি সর্বক্ষণ পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে।

آں کہ دلہامی آشناما دارند دل زچون وچراجدا دارند

جان وتن را بہ کرد گار سپار تادرون سرائے یابی بار

"সেই সকল মানুষ যাহাদের অন্তর আপন হইয়া গিয়াছে তাঁহারা নিজেদের অন্তরসমূহকে কি ও কেন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখে। দেহ ও মন সবকিছু তাঁহার নিকট সোপর্দ করিয়া দাও, তাহা হইলে সেই পবিত্র দরবার পর্যন্ত তুমি পৌছাইতে সক্ষম হইবে।"

লক্ষ্য রাখিবে! সার্বক্ষণিক সচেতন ও সতর্ক থাকিবে। দ্বীনের বিষকে শরবতের পেয়ালা জ্ঞান করিয়া পান করিয়া লও এবং দ্বীনের বীর পুরুষদের আনুগত্য কর। দুনিয়াদার নপুংশকদের নহে।

حکم حق سوی تو چو کرد نگاہ جاں برآر از یئی نہ آہ

ہر بلائی کہ دل نماید ازو از یکی تا ہزارشاید ازو

"যখন বান্দা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে এবং মহান প্রভু সাক্ষাতে বিভোর হইয়া পড়িবে। তখন জগতের সব বিপদও যদি তাহার উপর নিক্ষেপ করা হয় তাহা হইলে যেন উহা পর্বতের একটি অণু পরিমাণ মনে হইবে।"

ওহে ভ্রাতা! যখন একজন বান্দা মহান আল্লাহর ভাগ্যলিপি ও তাঁহার বিচার সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবে তখন তো সে আল্লাহর দীদার ও প্রভুর সাক্ষাতে মাতোয়ারা হইয়া যাইবে। অতঃপর যদি উভয় জগতের যাবতীয় বিপদাপদ ও ঝঞ্ঝাট তাহার উপর নিক্ষেপ করা হয়, তখন মনে করিতে হইবে যে, উহা পাহাড়ের একটি অণু সমতুল্য। পক্ষান্তরে যাহার দৃষ্টি কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিক এবং নিজ স্বার্থের প্রতি সে তো কাকুতি মিনতি আর্তি করিয়াছে। বিপদাপদ ও মুসীবতের একটি অণুও তাহার জন্যে এরূপ যেরূপ একটি তৃণের উপর পর্বত ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। আপনি জানেন কী ধৈর্য কাহাকে বলে? প্রতিটি এমন বিপদ এবং অপ্রীতিকর কথা যাহা বান্দার উপর নিপতিত হয় তাহাতে সে কাকুতি-মিনতি ও আর্তনাদ পরিহার করিবে। 'রেজা' কাহাকে বলে জানেন কী? যখন কোন বিপদ কিংবা অবাঞ্ছিত কোন কিছু বান্দার উপর পতিত হয় তখন সে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইবে না।

وَاللّٰهُ مَا اَعْطٰى وَاللّٰهُ مَا اَخَذَ فَمَنْ اَنْتَ فِى الْبَيْنِ-

"যাহা প্রদত্ত হইয়াছে উহা আল্লাহর দান, আর যাহা সে গ্রহণ করিয়াছে তাহাও আল্লাহ প্রদত্ত, কাজেই তুমি মধ্যখানে কে?"
সত্যিকারের মুমিন হইয়া যাও এবং স্বীয় ঈমানের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে প্রাণান্ত চেষ্টা কর। প্রাণ আর এমন কী? স্বীয় ঈমানের সংরক্ষণে অমন শত প্রাণ বিসর্জন দাও! ঈমানের বিপরীতে স্ত্রী-সন্তান ও মাতা-পিতা তুচ্ছ।

بنده اوباش تا بشی کے　　رو سگے او باش تاشی ہے

"তাঁহার সত্যিকারের বান্দা হইয়া যাও, যাহাতে কাজে আসিতে পার। তাঁহার দ্বারের কুকুর হইয়া যাও! যদ্দ্বারা তুমি অনেক কিছু হইতে পারিবে।"
হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে,

اَلْاِيْمَانُ نِصْفَانِ نِصْفٌ شُكْرٌ وَنِصْفٌ صَبْرٌ -

"ঈমানের দুইটা সমান অংশ রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি অংশ হইল সবর তথা ধৈর্য ও অপরটি হইল 'শোকর' তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।" অনুরূপ এই জগতে পরীক্ষারও দুইটি ধরন রহিয়াছে। একটি হইল নেয়ামতের মাধ্যমে, আর অপরটি হইল বিপদাপদের মাধ্যমে। অতএব নেয়ামতের মাধ্যমে পরীক্ষা হইলে তাহার দাবি হইল শোকর তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আর যদি বিপদ ও মুসীবতের দ্বারা পরীক্ষা করা হয় তখন কাম্য হইল 'সবর' তথা ধৈর্য।

نا کساں رابلطف خود کس کرد　　شکر وصبرے زبند گاں بس کرد

"বান্দাদের উপর মহান আল্লাহ পরম অনুগ্রহ করিয়াছেন। কারণ বান্দাদের হইতে তিনি কেবল ধৈর্য ও শোকর গুজারীর উপর ক্ষান্ত করিয়াছেন।"
ঈমানের দাবি করিবার সহিত যদি তাহার মাঝে এই গুণ দুইটা পাওয়া না যায়, তবে বুঝিয়া নিবে যে, উহা কেবল অন্তসারশূন্য নিরেট দাবী তথা প্রমাণহীন এক মিথ্যা দাবী বলিয়া পরিগণিত। সম্ভবত এই প্রবাদটি শ্রবণ করিয়া থাকিবে যে, كُلُّ مُدَّعِىْ كَذَّابٌ "প্রত্যেক দাবিদার মিথ্যাবাদী।"

راه زد مشغولی عالم ترا　　نیست پروای خدایکدم ترا

"পার্থিব ব্যবস্থা তোমার পথরোধ করিয়া রহিয়াছে। সেকারণে তোমার আল্লাহ তায়ালার প্রতি সামান্যতম ভ্রূক্ষেপ নাই।"
আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত,

اَلصَّبْرُ مِنَ الْاِيْمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

"ঈমানের জন্যে ধৈর্যের স্থান ও গুরুত্ব তেমন, দেহের জন্যে মাথার স্থান ও গুরুত্ব যেমন।" ইহা সর্বজন বিদিত যে, মস্তক বিহীন দেহ কোন কাজেই লাগে না তথা অর্থহীন। ঠিক তদ্রূপ কোনরূপ পার্থক্য ছাড়াই ধৈর্য বিনা ঈমানের অবস্থা।

زیرکاں راچو روز معلوم است   کہ شب وروزعا قلاں شوم است

"কার্যসম্পাদনকারীর জন্য যখন দিবস পরিজ্ঞাত, কারণ বুদ্ধিমানদের দিন ও রাত্র উভয়টাই সমান।"

ওহে ভ্রাতা! সর্বদা হৃদয় মনকে প্রসন্ন রাখিবে। কারণ বিপদ ও পরীক্ষার মাঝেই অসংখ্য রহস্য লুকাইয়া আছে আরো বহু কাজ। স্বীয় কার্যসমূহ এইভাবে বিন্যাস করিয়াছে যে, নিজের বন্ধুদের জন্য যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়াছেন উহা বিপদের পর্দার অন্তরালে রাখিয়াছেন।

ہر بلا کیں قوم راحق وادہ اس   زیرآں گنج کرم بنہادہ است

"কোন সম্প্রদায়কে মহান আল্লাহ যখন বিপদের সম্মুখীন করেন, উহার মধ্যে মহান আল্লাহ অনুগ্রহের ভাণ্ডার তাহাদের জন্য নিহিত রাখেন।"

যেমন বুযুর্গানে দ্বীন হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর আকুতির বিবরণ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব আইয়ুব (আঃ)-এর ক্রমাগত বিপদাপদ অবতীর্ণ হইতেছিল। দীর্ঘদিনের অবিরাম বিপদ ও রোগ ভোগে একেবারে শীর্ণকায় হইয়া যাইবার পরও যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে মাংসের অংশ ছিল ততক্ষণে মহান আল্লাহর নিকট কোন অভিযোগ কিংবা ফরিয়াদ করেন নাই। অতঃপর যখন দেহে গোশতের আর একটি টুকরাও অবশিষ্ট ছিল না এবং বিপর্যয় চূড়ান্ত সীমায় গিয়া পৌঁছিল, তখন তিনি শংকিত হইয়া পড়িলেন এই মর্মে যে, যখন রোগ ও বিপদ সমাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানেরও অবসান হইয়া যাইবে। পরিশেষে তিনি বিপদের সমাপ্তির জন্যে নহে, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও বদান্যতার অবসানের দরুন আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিয়াছে এই বলিয়া—

رَبِّ إِنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ -

"হে প্রভু! নিঃসন্দেহে আমি বিপদগ্রস্ত, কিন্তু আপনি তো পরম দয়ালু।" ফেরাউনকে রাজত্ব ও সাম্রাজ্য এবং জাগতিক সর্বপ্রকারের সুখ শান্তি বিনা আবেদনে দীর্ঘ চারি শত বৎসর পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন, তবে সে যদি হযরত মূসা (আঃ)-এর ব্যথা ও কষ্টের এক বিন্দু পরিমাণও কামনা করিত তবে উহা তাহাকে দেওয়া হইত না।

فرعون رانہ دادیم اے دوست ددوسر   زیرا کہ اونداشت سردرد ہاۓ ما

"ওহে বন্ধু! ফেরাউনকে তো আমি একটু মাথা ব্যথাও প্রদান করি নাই। কারণ তাহার মাথা আমার ব্যথার যোগ্যই নহে।"

ওহে ভ্রাতা! বান্দাগণের বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়া তাহার প্রতি মহান আল্লাহর ভালোবাসার প্রমাণ। নিম্নোক্ত চরণে কবি সেই কথাটাই ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

عزت جحود را باشد بے ہیچ شک اے سالک

درکون ومکاں مارا جزخوار نہ باید بود

"নিঃসন্দেহে জাগতিক সম্মান ও মর্যাদা তাহাদের জন্যে নির্ধারিত। ওহে সাধক! উভয় জগতে আমাদের জন্য অপমান বিনা আর কিছুই নাই।"

বর্ণিত আছে, হযরত রাবেয়া বসরী (রহ)-এর উপর যেই দিন কোন বিপদ আপতিত হইত না, সেইদিন তিনি এইমর্মে প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করিতেন, প্রভু হে! তুমি আমার জন্যে রুটি-রুজির তো ব্যবস্থা করিয়াছ বটে, কিন্তু আমার সেই আত্মার খোরাক কোথায়?

জুব্বা-পাগড়ীদারী মনীষীর দাবীদারেরা কোথায়? এই দুই পাট্টা ওড়না ধারিণী মহিয়সীর দিকে একটু লক্ষ্য করুন এবং নিজেদের জুব্বা-পাগড়ির উপর একটু লজ্জাবনত হউন!

যখন মহানবী (সাঃ)-কে রাজত্ব ও দারিদ্র্যতা-অভাব গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল যে, এতদুভয়ের মাঝে যেইটা ইচ্ছা গ্রহণ করুন? যেহেতু রাসূলে কারীম (সাঃ) সকল আরেফের সরদার এবং তিনি এইকথা উত্তমরূপে অবগত ছিলেন যে, অভাব ও দারিদ্র্যতা হইল বিপদাপদের ঘর এবং মহান আল্লাহ তাঁহার বন্ধুদের জন্যে যেই পরিমাণ অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও বদান্যতা সংরক্ষিত রাখিয়াছেন উহা সবই এই প্রাসাদের মধ্যে রাখিয়াছেন। সেকারণে তিনি অভাব ও দারিদ্র্যতাকে অবলম্বন ও গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নোক্ত চরণ দুইটিতে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে—

ہر کس کہ ذلیل کردخودرا اندر نظرش ہمون خلیل است

عاشق زبرائے عز معشوق دردنیا واخرت ذلیل است

"যেইব্যক্তি নিজেকে হীন ও অপমানিত করিয়াছে, তাহার সমগ্র দৃষ্টি জুড়িয়াই তাহার বন্ধু রহিয়াছে। প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদের সম্মানে ইহ ও পরলোকের অসম্মানকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া নেয়।"

আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে, অনন্য প্রেম ও ভালোবাসার জগত হইতে ফেরাউন ও নমরূদের ভাগ্যে এক বিন্দু পরিমাণও প্রদান করা হয় নাই; বরং তাহাদের অনেক ধনৈশ্বর্য, ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী করিয়াছেন যাহাতে গোটা বিশ্ববাসী এই কথা জ্ঞাত হইতে ও প্রত্যক্ষ করিতে পারে যে, স্বীয় বন্ধুমহল ও প্রেমিকদের সহিত মহান আল্লাহর আচরণ একটু ভিন্ন ধরনের, আর শত্রুদের সহিত অন্য প্রকৃতির। বর্ণিত আছে—

إِنَّ اللهَ يُجَرِّبُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ كَمَا يُجَرِّبُ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالنَّارِ-

"অনন্তর মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে বিপদের দ্বারা পরীক্ষা করেন যেভাবে তোমরা আগুনের দ্বারা স্বর্ণ পরীক্ষা করিয়া থাক।" এক্ষেত্রে কেবল উন্মাদদের উন্মাদনাই কার্যকর হইয়া থাকে।

تا توانی باخر و بیگانه باش عقل را خارت کن و یلوانه باش

زانکه گر تو عاقل آئی سوئے من زخم بسیاری خوری در کوی من

زانکه گر دیوانه آئی در شمار ہیچ کس را باتو نبود ہیچ کار

"যথাসম্ভব বিবেকের বাঁধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাও। বুদ্ধির উপর আক্রমণ কর এবং উন্মাদ হইয়া যাও, কেননা তুমি যদি বুদ্ধি ও বিবেকসহ আমার নিকট আগমন কর, তাহা হইলে আমার পথে তোমাকে অসংখ্য আঘাতের সম্মুখীন হইতে হইবে। কারণ তুমি যদি উন্মাদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পার, তাহা হইলে কেহই তোমাকে কিছু করিতে পারিবে না।"

ওহে ভ্রাতা! একজন বান্দা যখন لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলিল, ইহার মর্মার্থ হইল, সে দুনিয়ার সবকিছু হইতে তাহার মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে এবং মহান আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করিয়াছে। فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ وَالْبُرْهَانِ "সুতরাং তাহার এই দাবীর সমর্থনে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করার কোন বিকল্প নাই।"

অন্যথায় দলিল ও প্রমাণ ছাড়া নিছক দাবী মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে। উল্লেখ্য, দলিল ও প্রমাণ বলিতে এখানে বিপদে ধৈর্য ধারণ এবং নেয়ামতের সময় শোকরগুজারীকে বুঝানো হইয়াছে।

ইহা তো সর্বজন বিদিত ও দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, সেই মহান ও পবিত্র দরবারে নবীকুল শিরোমণি ইমামুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হইতে অধিক সম্মানিত, মর্যাদাবান প্রিয়ভাজন বুযুর্গ অন্য কেহ নাই। এবং হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ) অপেক্ষা অধিক স্নেহধন্য, প্রিয়াপাত্র, সমাদৃত, উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত কেহই নাই। শয়তান যদি কুমন্ত্রণা দেয় এবং কুপ্রবৃত্তি যদি প্রবঞ্চিত করে তবে তদানীন্তন সময়ে মহানবী (সাঃ)-এর উত্তম আদর্শ এবং সাইয়েদেনা হাসান ও হুসাইনের উপর আপতিত বিপদাপদ ও পরীক্ষার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। এইমর্মে রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীও রহিয়াছে—

مَنْ اَصَابَهُ مُصِيْبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصِيْبَتِيْ -

"যে ব্যক্তি কোন বিপদের সম্মুখীন হইবে সে যেন আমার প্রতি আপতিত বিপদের কথা স্মরণ করে" যাহা তিনি তাঁহার উম্মতদের সান্ত্বনা দান সমবেদনা প্রকাশের জন্য বলিয়াছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনা এবং লেখনী দ্বারা পত্র লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, প্রিয় ভ্রাতার অন্তঃকরণে একটু সান্ত্বনা ও সমবেদনার পরশ বুলাইয়া যাওয়া। বারবার পত্রখানা পাঠ করিবে যাহাতে ধৈর্য ধারণ এবং তাঁহার ভাগ্যলিপির উপর সন্তুষ্ট থাকিতে উহা সহায়ক ভূমিকা পালন করিতে পারে। এখন আমি এই পত্রখানাকে মুসীবত ও আপতিত বিপদ ও করণীয় সম্পর্কিত আয়াতের উদ্ধৃতির উপর ইতি টানিতেছি, যাহা কুরআন মাজীদে বান্দাদের শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে—

إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

"যখনই তাহাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তখন তাহারা বলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সকলেই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইব।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত চুয়ান্ন মাকতুব

আমির-ওমারা ও রাজা-বাদশাহদের দরবারে গমন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পত্র লেখকের সালাম ও বিশেষ দোয়া গ্রহণ করিবেন। এই অধমের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও অনুরাগপূর্ণ গদ্য ও পদ্য অলংকৃত বিবরণ সম্বলিত প্রিয় ভ্রাতার মূল্যবান চিঠিখানা হস্তগত হইয়াছে। উহা আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি। বন্ধুমহল ও প্রিয় মানুষদের একত্রিত হওয়া, তাহাদের সাক্ষাত বাহ্যত অতি উত্তম বলিয়া মনে হয়, যদিও এই সাক্ষাতটা সামান্য সময়ের জন্যই হইয়া থাকে না কেন। বস্তুত বিষয়টা এইরূপই হইয়া থাকে। তবে এই দৃষ্টিকোণ হইতে যে, মিলন ও সাক্ষাতের পর বিরহ ও বিচ্ছিন্নতা অত্যন্ত দুঃসহনীয় ও দারুণ পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের সাক্ষাতের পরে বিচ্ছিন্নতা এই ধরাধামে সুকঠিন। সুতরাং বন্ধুদের বিরহের এহেন অবস্থা প্রকৃত মিলনের প্রত্যাশায়ই হইয়া থাকে। তাহা যত কঠিনই অনুভূত হউক না কেন এবং মন ও প্রাণের উপর যত দুঃসহনীয়ই মনে হউক না কেন।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে জনৈক কবি বলিয়াছেন—

بر آتش فرقست با مید وصال   ایں آب حیات عاشقا را خوش باشد

"বিরহের আগুনে মিলনের আশা নিহিত রহিয়াছে। এই আবেহায়াত প্রেমিকদের জন্য কতই না চমৎকার।"

তদুপরি اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ "যে যাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখিবে, কাল কিয়ামতের দিন তাহার সহিত প্রত্যানীত হইবে" যখন শরীয়তের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা বিদ্যমান। সুতরাং আন্তরিক সান্ত্বনা প্রাপ্তির জন্য ইহাই যথেষ্ট। উপরন্তু এই মর্মে বুযুর্গানে দীনদের সান্ত্বনাবাণী তো রহিয়াছেই যে, কেহ প্রাচ্য ও প্রতিচ্যে যত দূরেই অবস্থান করুক না কেন, তিনি নিকটেই রহিয়াছেন এই বিষয়বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত করে। এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বর্ণিত আছে, لَا بُعْدَ مَعَ الْمَحَبَّةِ "ভালোবাসার সহিত দূরত্ব অবাস্তব" ইহাও সমার্থবোধক। আশা করি উপরিউক্ত আলোচনা হইতে আপনার আন্তরিক প্রশান্তি ও সান্ত্বনা লাভ হইবে।

ওহে ভ্রাতা! যেরূপ ভিক্ষাবৃত্তি নিজের জন্য নিন্দনীয় ও ঘৃণিত, তদ্রূপ আমির-ওমারা ও রাজা-বাদশাহদের দরবারে গমনও নিন্দনীয় ও ঘৃণিত। তবে ইহা যদি কাহারো

কল্যাণে কিংবা কোন মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার জন্য হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই উহা প্রশংসার দাবীদার ও নন্দিত যেরূপ ভিক্ষাবৃত্তি। উপরন্তু ইহা অতি মহৎ কাজ, ইহার সম্পর্ক স্বাধীনতা ও নির্লিপ্ততার সহিত। কোন কোন বুযুর্গ নিজের অংশ ও স্বার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন হইয়া এই কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন। আমির-ওমারা ও রাজা-বাদশাহদের দ্বারস্থ হইয়াছেন। মহানবী (সাঃ) হইতেও বর্ণিত আছে যে, তিনি সাহাবায়ে কিরামের জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত পঞ্চান্ন মাকতুব

অল্পে তুষ্টি ও দুনিয়া ত্যাগ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

স্নেহের জামালউদ্দীন, মহান আল্লাহ আপনাকে শুভ পরিণতি দান করুন! পর সমাচার এই যে, প্রিয় ভ্রাতার মূল্যবান পত্রখানা সাইয়েদ আশরাফ উদ্দীন মারফত হস্তগত করিয়াছি। উহার পাঠোদ্ধার করত সার্বিক খবরাখবর সম্পর্কে অবহিত হইয়াছি। ওহে বৎস! দুনিয়া হইল জাহান্নামের সেই অতল গহ্বরের ন্যায়, যাহাকে হাবিয়া বলা হয়। সম্ভবত তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে, জাহান্নামের সেই হাবিয়া তলহীন ও অন্তহীন। অনুরূপভাবে মনে করিয়া লও যে, দুনিয়ারও কোন প্রকাশ্য তল ও ইয়ত্তা নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি পার্থিব মোহ ও দুনিয়ার কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে নিমজ্জিত হইল সে প্রকারান্তরে হাবিয়ার মধ্যে অনন্তকালের জন্যে নিপতিত হইল। এখন সে কোথায় এবং সেখান হইতে তাহার পরিত্রাণই হইবে কিরূপে? তবে হ্যাঁ, প্রয়োজন সাপেক্ষে অর্থাৎ, যতটুকু একান্ত প্রয়োজন কেবল ততটুকু দুনিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই। যদিও বাহ্যত উহা দুনিয়া বলিয়াই বিবেচিত কিন্তু অর্থগত দিক দিয়াও প্রকৃতপক্ষে উহা হইল আখিরাত। কারণ—

مَا يُسْتَعَانُ بِهٖ اِلَى الْعِبَادَةِ فَهُوَ عِبَادَةٌ ـ

"যেই বস্তু ইবাদতের সহায়ক উহাও ইবাদত বলিয়াই গণ্য।"

প্রয়োজনের সীমা ঃ প্রয়োজনের সীমা হইল এই যে, مَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا "যাহা প্রতিহত করা সম্ভব নহে" এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া ত্যাগ করা জায়েয নহে। এখন যদি প্রশ্ন কর যে, দুনিয়া কী? বুযুর্গানে দ্বীন ফরমাইয়াছেন, কাল কিয়ামত দিবসে যাহা কোন কাজে আসিবে না, উহা সবই হইল দুনিয়া। যদিও তাহা নামায, রোজা, ইলম, তিলাওয়াতে কুরআনই হউক না কেন। ইহা দ্বারাই উপলব্ধি করিয়া লও যে, অন্যান্য বস্তুর অবস্থা কিরূপ হইতে পারে?

رُبَّ تَالِيِ الْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهٗ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ مِنْ صِيَامِهٖ اِلَّا الْجُوْعُ وَصَلٰوٰةُ مُرَاءٍ ـ

"বহু কুরআন তিলাওয়াতকারী রহিয়াছে যে, কুরআন তাহাকে অভিসম্পাত করে এবং বহু রোযাদার রহিয়াছে যাহাদের রোযার বিনিময়ে কেবল উপবাস, পিপাসা ও লৌকিকতাপূর্ণ নামায ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না" দুনিয়াদার ওলামাদের ইলমের স্বরূপ এইরূপ বলিয়া জ্ঞান করিবে।

وَاَنْ يَا دَاوٗدُ لَا تَسْئَلْ عَنْ عَالِمٍ اِسْتَكْبَرَهٗ حُبُّ الدُّنْيَا فَلْيَقْطَعَكَ عَنْ مُحَبَّتِىْ اُولٰئِكَ قُطَّاعُ الطَّرِيْقِ عَلٰى عِبَادِىْ -

"এবং এই যে, হে দাউদ! এমন আলেম সম্পর্কে প্রশ্ন করিও না। জগতের ভালোবাসা ও পার্থিব মোহ যাহাকে অহংকারী বানাইয়াছে, কারণ সে তোমাকে আমার ভালোবাসা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবে। অনন্তর ইহারা হইল আমার বান্দাগণের জন্য ডাকাত তুল্য।" যখন এই কথা জানিতে পারিলে যে, কিয়ামতের দিন যাহা কোন কাজে আসিবে না, উহা সবই দুনিয়া; তাহা হইলে এখন হইতে সতর্ক হইয়া যাও! এবং নিজের মধ্যে নিরীক্ষণ চালাও। তবে জানিয়া রাখিবে তুমি যাহা ধারণ ও লালন কর, আমি উহা অত্যন্ত ভালো করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারি যে, কাল কিয়ামতে উহা তোমার কোন কাজে আসিবে না। সুতরাং নিজের ব্যাপারে খুব ভালো করিয়া চিন্তা-ভাবনা কর এবং উত্তমরূপে লক্ষ্য কর যে, তুমি মনের মাঝে ঈমান লালন করিতেছ, না কুফর। তাওহীদ ধারণ করিয়াছ, নাকি শিরক। ইসলাম ধারণ করিতেছ নাকি নিফাক, মূর্তি পূজা লালন কর, নাকি খোদাপুরুস্তি? যদি কোন অসুমলিম ডাক্তার তোমাকে এই কথা বলে যে, অমুক খাদ্যটি গ্রহণ করিও না! উহা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, অথচ এই কথার সত্যতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস নাই। তদুপরি সেই খাদ্যকে তাৎক্ষণিক বর্জন কর এবং তাহা এমনভাবে পরিহার কর যে, কখনো তাহা আহার কর না। অথচ এই ধরাধামে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের আগমন ঘটিয়াছে এবং সকলেই এই কথার ঘোষণা করিয়াছেন যে, حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ "দুনিয়ার মহব্বত সব পাপের মূল।" এতদসত্ত্বেও তুমি পার্থিব কর্মকাণ্ড হইতে সংযত থাকিতেছ না। বরং প্রতিনিয়ত দুনিয়া প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা হইলে বিষয়টা দাঁড়াইল এই যে, একজন অমুসলিম চিকিৎসকের কথার উপর তোমার পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে। অথচ একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূলগণের কথার উপর তোমার বিশ্বাস ও ঈমান নাই। তাহা হইলে মুখে তোমার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ঘোষণা প্রদান তোমার ক্ষেত্রে মিথ্যা ও অসত্য দাবি বলিয়া আখ্যায়িত হইবে। বস্তুত এইটা হইল মুখের ঈমান ও অন্তরে কুফর। কি বল ব্যাপারটা এইরূপ নহে কী? يَا اُبَىْ رَحِمَ اللّٰهُ مَنْ اَنْصَفَ "হে বৎস! আল্লাহ যেন তাহার প্রতি দয়া করেন, যে নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার করে।" শিরক ও নিফাককেও অনুরূপ জ্ঞান কর! যদি তুমি যথার্থভাবে নিজেকে নিরীক্ষণ কর, তবে নিঃসন্দেহে উহা সবই তোমার মধ্যে লক্ষ্য করিবে। কিন্তু তুমি স্ত্রী-সন্তানের চিন্তা এবং ক্ষমতা ও পদের মোহে সতত নিমজ্জিত, তাহা হইলে দীনের ভাবনা ও ঈমানের চিন্তা তোমার নাগাল কিভাবে পাইবে? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ও আক্ষেপের কথা! কোথায় দীনের ভাবনা এবং কোথায় আপনি?

দ্বীনের কাজ ততটা সহজ নহে, যাহা আপনি ও আপনার ন্যায় আরো অনেকে ধারণা করিয়াছেন। আপনি একটু হযরত ইবরাহীম খলিল (আঃ)-এর দিকে লক্ষ্য করুন। যখন দ্বীন নিজের সবিশেষ মহিমা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করিয়াছে তখন নবুয়াতের সুমহান মর্যাদার মুকুট এবং একনিষ্ঠ বন্ধুত্বের বিশেষ আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা সত্ত্বেও দ্ব্যর্থহীনভাবে ফরমাইয়াছেন,

وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ

"হে আমার প্রভু! আমাকে এবং আমার বংশধরকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও!" তিনি কখনোই বা মূর্তি পূজা করিয়াছিলেন? তদুপরি নিজের উপর এই কুধারণা করিয়াছেন। সর্বোপরি কথা হইল তুমি জানিয়া রাখ, দ্বীনের মহা মনীষীগণই দ্বীনের কার্যক্রম সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, দ্বীনের আচরণ ও স্বভাব কী এবং কিরূপ হইয়া থাকে, ইহা নপুংশকরা কি করিয়া জানিবে?

দ্বিতীয়ত বর্ণিত, একদা হযরত শিবলী (রহঃ) অদৃশ্য হইয়া গেলেন। লোকজন বহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাঁহার কোন হদিস করিতে পারিল না। অবশেষে একদিন তাঁহাকে হিজরা ও নপুংশকদের পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাহাদের দলের মধ্যে তাহাদেরই বিশেষ ভঙ্গিতে বসিয়া আছেন, এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করিল। ভক্তবৃন্দরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ওহে বিশ্ববরেণ্য উম্মতে মুসলিমার পথ প্রদর্শক মহানেতা! আপনার এই কী অবস্থা? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি বাহ্যত নারী নহি এবং অন্তরের দিক হইতে পুরুষও নহি। আর যখন আমি এই দুইটার কোনটাই নহি, তাহা হইলে আমি হইলাম নপুংশক হিজরা। অতএব এখন আপনি উত্তমরূপে উপলব্ধি করুন দ্বীন কী এবং দ্বীনের কাজ কী? তবে পেটপূজারী ও ইন্দ্রীয় পূজারীদের এই মহান ভাবনা সম্পর্কে চিন্তা কিসের? এখন তোমাকে সেই বিষয় সম্পর্কে বলিব, যাহা পালন করা এই মুহূর্তে তোমার একান্ত প্রয়োজন। বয়স পঞ্চাশোর্ধ হইয়া গিয়াছে, এখনো এইরূপ উদাসীনতা ও গাফেলতির মধ্যে নিমজ্জিত থাকা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রতাড়িত হওয়া আর কত কাল? স্ত্রী-সন্তান যদি দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমার জন্যে সাহায্যকারী ও সহায়ক হয় তবে তাহাদের সহিত অবস্থান করা যাইতে পারে। অন্যথায় তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও দূরে অবস্থান করা একান্ত কর্তব্য।

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ -

"নিঃসন্দেহে তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের দ্বীনি শত্রু। সুতরাং তাহাদের হইতে দূরে অবস্থা কর!" অতএব তাহাদের বিদায় ও মৃত্যুতে এই পরিমাণ অস্থিরতা ও বিষণ্ণতা কেন?

নিজের কুফরকে আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যেরূপ আমি ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। শিরক ও নিফাককেও কোনরূপ পার্থক্য ছাড়া নিজের

অভ্যন্তরে এইরূপ লুকাইয়া আছে বলিয়া জ্ঞান করিবে। যদিও আমি চিঠির কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বিষয়টির সর্বদিক সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করি নাই। যদি অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে উহা পাইয়া যাইবে। যেরূপ ইতোমধ্যেই কুফর সম্পর্কে অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছ। সময়কে গনীমত মনে করিবে, এখনো সুযোগ রহিয়াছে। আল্লাহ্ না করুন! এমন যেন না হয় যে, সেই কুফর ও নিফাককে কবরে নিয়া যাইবে। নিজের উপর গভীরভাবে মনোযোগ আরোপ কর! স্ত্রী-সন্তানের উপর নহে, যেইরূপ আমি করিতেছি। নিজের জন্য বিলাপ কর! স্ত্রী ও সন্তানের বিলাপ নহে, যেরূপ আমি বিলাপ করিতেছি। তোমার ও আমার জন্যে এতটুকুই অনেক, যদি সম্ভব হয়।

নিম্নোক্ত পংক্তিটি এই বিষয়ের বর্ণনায় যথার্থ হইয়াছে—

از بخت بدم اگر فردشد خورشید   از نور رخت مہا چراغے گیرم

"যদি আমার দুভার্গ্যের কারণে সূর্য আত্মগোপন করে, তাহাতে কি হইয়াছে। চাঁদমুখ প্রেমাস্পদের চেহারা হইতে আমি কেন জ্যোৎস্না আহরণ করিব না?"

যদি দ্বীন নাই বা হইল অন্তত দ্বীনের বিলাপ তো হইবে। এতটুকুও যদি না থাকে, তবে আর কিইবা রহিল? أُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ "ইহারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং ইহাদের চাইতে নিকৃষ্ট" পাঠ কর এবং জানিয়া রাখ! মিথ্যা ধারণা, নষ্ট চিন্তাধারা এবং অসার ও অলীক কল্পনার শিকার হইয়া প্রতাড়িত ও প্রবঞ্চিত হইও না।

আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! কোথায় তোমরা এবং কোথায় মুসলমানদের দ্বীন, বিতাড়িত শয়তান তোমার মস্তিষ্কে পর্দা নিক্ষেপ করিয়াছে যে, আমি মুসলমান এবং মুসলমানী দ্বীন ধারণ ও লালন করিতেছি। যদি এখনো দ্বীনের ব্যাপারে চিন্তা না কর, তাহা হইলে অবশিষ্ট জীবনটা এইভাবেই কাটাইয়া দিতে হইবে। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা—

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ -

"অদ্যকার আমি তোমা হইতে (গাফেলাতির) পর্দা উন্মোচন করিয়া দিয়াছি।" সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ" তোমার নিকট পৌঁছিয়া যাইবে। তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে এখন তোমার মাঝে যাহা আছে, উহা সুস্পষ্টরূপে গোচরীভূত হইবে। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, সেখানে মূর্তি, ক্রশফিতা নাকি মুসলমানি? কিন্তু যখন কাজ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তবে এখন আর দুঃখ করিয়া লাভ কী? এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ কবি নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্ত করিয়াছেন—

فَسَوْفَ تَرٰى اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ * اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ اَمِ الْحِمَارُ

"তুমি অচিরেই দেখিতে পাইবে যখন ধুলি সরিয়া যাইবে—তোমার পায়ের নীচে ঘোড়া রহিয়াছে নাকি গাঁধা।"

حاصل کن ازیں جہان فانی مہزی   منشیں تو دریں سرائے چو بے خبری

بنشیندایں غبار وشك بر خیزد   کا سپت است بزیر رانت یا لا شه خری

"এই নশ্বর জগত হইতে উৎকৃষ্ট গুণ অর্জন করিয়া লও। এই বসুন্ধরায় তুমি একেবারে উদাসীন ও গাফেল হইয়া থাকিও না। যখন এই ধুলিকণা অপসারিত হইয়া যাইবে, তখনই সংশয় কাটিয়া যাইবে। ফলে জানিতে পারিবে, তোমার উরুর নীচে ঘোড়া নাকি গাধার মরদেহ।"

বহুদিন পূর্বে বুযুর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন। সম্প্রতিককালেও ঈমানই বিঘ্নিত হইয়াছে যে, ঈমান আছেও আবার নাইও। উদাসীনগণ এই প্রতারনায় প্রবঞ্চিত হইয়াছে যে, আমরা তো ঈমানদার, অথচ এই আয়াতে কারীমা তাহারা বিস্মৃত হইয়াছেন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ -

"এবং সমাজে কিছু এমন মানুষও রহিয়াছে যাহারা বলে যে, আমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছি। অথচ তাহারা কখনোই ঈমানদার নহে।" সাবধান! যদি কখনো তোমার অবাধ্য প্রবৃত্তি ঈমানের দাবী করে এবং নিজেকে মুমিন হিসাবে জাহির করে, তবে কস্মিনকালেও তাহার এই অসার দাবীর উপর বিশ্বাস করিবে না, তাহার এই প্রতারণার ফাঁদে পা দিবে না। কারণ এই কুপ্রবৃত্তি হইল মিথ্যা দাবীদার, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে কষ্টিপাথরে নিরীক্ষণ করা হয়। এখন যদি প্রশ্ন করেন, তাহাকে পরীক্ষা করিবার কষ্টিপাথরটা কী? তবে আমি উত্তরে বলিব যে, কষ্টিপাথর হইল মহান আল্লাহর কিতাব ও তথা কুরআন মাজীদ এবং তদীয় রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর আদর্শ তথা হাদীস শরীফ। আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে, ঈমানের অমূল্য সম্পদ হইল এই যে,

لَوْ اُتُزِنَ اِيْمَانُ اُمَّتِىْ مَعَ اِيْمَانِ اَبِىْ بَكْرٍ لَرَجَحَ -

"যদি আমার সকল উম্মতের ঈমান হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঈমানের সহিত পরিমাপ করা হয় তবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঈমানের পাল্লাই ভারী হইবে।" তিনি কিরূপ মিনতি করিতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন— يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْاِيْمَانُ "হে আল্লাহর রাসূল!' ঈমান কী জিনিস?" সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর ব্যাপার! কোথায় সেই সিদ্দিকদের সরদার এবং কোথায় এই প্রশ্ন। যথার্থ ঈমান বলিতে যাহা বুঝায় উহা তিনি লালন ও সংরক্ষণ করিতেন। কারণ তিনি ছিলেন আহলে দিল তথা নির্মল হৃদয়ের অধিকারী আর আমরা হইলাম কেবল লম্বা লম্বা বক্তৃতা প্রদানকারী। যেরূপ দ্বীন ইসলামে কাম্য উহাও তাহার নিকট রহিয়াছে। এসব কারণেই তিনি হইয়াছেন আহলে হাকীকত তথা প্রকৃত ইসলামের ধারক ও

বাহক। আর আমরা আহলে রসম তথা প্রথা ও অভ্যাসের ধারক ও মৌখিক ইসলামের দাবীদার। এতদসত্ত্বেও তিনি নিজেকে বড় রিক্তহস্ত ও অসহায় অনুভব করিতেন। উপরন্তু নিজের উপর এমন কুধারণা করিতেন যে, হযরত সিদ্দিকে আকবরের ন্যায় এতবড় শীর্ষস্থানীয় সাহাবী প্রায়শঃ রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন, ঈমান কী জিনিস? তাহাও আবার এমনভাবে প্রশ্ন করিতেন যে, মনে হয় অমুসলিম রাষ্ট্র হইতে কোন অপরিচিত লোককে তোমার দেশে নিয়া আসিয়াছে যে প্রশ্ন করিতেছে ঈমান কী জিনিস?

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লও যে, দ্বীনের চিন্তা তাহাদের মধ্যে কিরূপ ও কোন পর্যায়ে ছিল? নিশ্চিত তাহারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের যথার্থ ধারক ও বাহক ছিলেন। এই অমূল্য সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের প্রতি এরূপ ধারণা রাখিতেন। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবে যে, কেবল মৌখিক ঈমানের দাবীর ব্যাপক ছড়াছড়ি। তাহাদের মধ্যে একজনও সত্যিকারের ঈমানদার নাই, সকলেই মিথ্যা দাবীদার। ইহা সর্বজনবিদিত সত্য যে, যে যত বড় মূর্খ সে তত বড় মিথ্যাবাদী। মহান আল্লাহর নিকট অন্তরের আকুতি এই যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে এবং আমাদের ন্যায় অন্যান্য মানুষকে এই দুর্ভাগ্য ও দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন এবং আমাদেরকে কোন পাপ পঙ্কিলতার সহিত কবর দেশে না পাঠান। অনুগ্রহপূর্বক নিজ গুণে আপনি আমাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। উল্লেখ্য যে, স্নেহের বৎস! সাইয়েদ আশরাফ উদ্দীন হইতে তোমার কর্মব্যস্ততা এবং হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা ও বিচলতা সম্পর্কে অবগত হইয়াছি। উহার উপর ভিত্তি করিয়াই কয়েক ছত্র লেখা হইয়াছে। অত্যন্ত মনোবল সহকারে উহা অধ্যয়ন করিও এবং খুব সতর্ক থাকিবে, যাহাতে এই চিঠি ও পত্রখানা অন্য কেহ দেখিতে না পায় এবং অন্য কাহারো হাতে যেন না পড়ে। ইহা তোমার প্রতি লেখকের উপদেশ, এই কয়েকটি লাইনের মাঝে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু জানি না উহা দ্বারা আমার স্নেহভাজন উপকৃত হইতে পারিবে কিনা। অনন্তর মহান আল্লাহ সঠিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও তাঁহার নিকটেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং তাঁহার কাছেই মানুষের শেষ ঠিকানা।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ছাপ্পান্ন মাকতুব

কাশফ, তামাচ্ছুল এবং তাশাককুল প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইমাম তাজুদ্দীন তাহের! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দুনিয়াদার আলেমদের সান্নিধ্য হইতে দূরে রাখুন!

পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। পর সমাচার এই যে, যখন সম্মানিত ভ্রাতার পত্রখানা হস্তগত হইয়াছিল তাৎক্ষণিক উহার উত্তরও জাফরাবাদের জনৈক যুবকের মারফত প্রেরণ করা হইয়াছিল। অতঃপর যখনি দ্বিতীয়বার আপনার পত্র হস্তগত হইয়াছে, তাহার উত্তরও এক স্নেহভাজন মারফত—যে উন্দুলি প্রদেশে যাইতেছিল তাহার মারফত প্রেরণ করা হইয়াছে। তৃতীয়বার পুনরায় আপনার পত্র হস্তগত হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইল যে, পত্রবাহকগণ উত্তর পত্র আপনার নিকট পৌঁছাই নাই। যাহাই হউক তৃতীয়বার উত্তরপত্র আমার ভ্রাতা মাওলানা মুজাফফর-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হইল। আশা করি উহা আপনি পাইবেন ইনশা আল্লাহ।

কাশফ সম্পর্কে একটি কথা। কাশফ বস্তুজগতের যথার্থ হাকীকত তথা অন্তর্নিহিত স্বরূপ অবলোকন করা, যেখানে তাঁহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন হইবে না। পক্ষান্তরে স্বপ্নযোগে দর্শন হইল উদাহরণ, উহা কখনোই বস্তুজগতের হাকীকত নহে। যেরূপ হাকীকত তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার দ্বারা অর্জন হইয়া থাকে। হ্যাঁ, এখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে। সুতরাং তাহা ভিন্ন একটি বিষয় হইয়াছে।

তামাচ্ছুল শব্দটি মিছিল ধাতু হইতে নির্গত। মিছিল অর্থ অনুরূপ ও উপমা এবং তাশাক্কুল শিকিল হতে নির্গত। শিকিল অর্থ রূপ ও সৌন্দর্য। যেমন বলা হইয়া থাকে اِمْرَأَةٌ ذَاتُ شَكْلٍ "রূপবতী মহিলা।" শিকিলের দ্বিতীয় অর্থ হইল পথ ও পদ্ধতি। সেকারণে কখনোই তাশাক্কুলকে তামাচ্ছুল-এর অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় নাই।

এক বিশেষ কথা ঃ আত্মা নিদ্রার মধ্যেও তেমন থাকে জাগ্রত অবস্থায় যেরূপ থাকে। সে জাগ্রত অবস্থায় যেরূপ দেখিতে পায় তাহার দৃষ্টিযন্ত্রের মাধ্যমে, তদ্রূপ স্বপ্নযোগেও আত্মা দেখিতে পায় তাহার দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে, কোনরূপ পার্থক্য ব্যতিরেকেই।

আর একটি বিশেষ কথা ঃ শয়তান কর্তৃক রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর ছদ্মবেশকে অস্বীকৃতি ইহা একটি বিশেষ ও ব্যতিক্রম অস্বীকৃতি فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ

"শয়তান মহানবী (সাঃ)-এর উপমা ও উদাহরণ হইতে পারে না।" তবে ইহা অন্যান্যদের জন্য সাধারণ ও নিঃশর্তভাবে প্রযোজ্য। এই কথার কোন প্রমাণ নাই। যদি তাহাই হয় তবে মানুষ, ফেরেশতা এবং নূরের তৈরি সৃষ্টির তাহার জ্যোতি দ্বারা মহানবী (সাঃ)-এর অনুরূপ ও উপমা হইতে পারিবে না। ইহার মাঝে সকলেই সমান। অনন্তর মহান আল্লাহই সঠিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত রহিয়াছেন।

ওহে ভ্রাতা! এই মুহূর্তে এইজাতীয় আলোচনা ও প্রশ্ন রাখ; কেবলমাত্র পুলসিরাতের উপরেই তো পঞ্চাশ স্থানে দাঁড়াইতে হইবে এবং এক স্টপেজ হইতে অন্য স্টপীজ পর্যন্ত হাজার বৎসরের দূরত্ব এবং প্রত্যেকটি স্টপেজের একটি প্রশ্ন করা হইবে। সেই প্রশ্ন সমূহের ব্যাপারে সর্বদা চিন্তায় থাকা উচিত, যাহাতে সঠিক উত্তর দেওয়া যায়।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত সাতান্ন মাকতুব

প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইমাম তাজউদ্দীন তাহের! পত্রলেখক শরফউদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মুনীরীর সালাম ও দোয়া জানিবেন।

সম্মানিত ভ্রাতার অবগতির জন্যে জানাইতেছি যে, ফরয পরিমাণের চাইতে অধিক জ্ঞান আহরণ করা নিজের ব্যক্তি সত্তা সম্পর্কে অতি উত্তম। ইহা ইলমের পরিপূর্ণতার গুণ ও দ্বীনের পাণ্ডিত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। একটি সর্বজনবিদিত সত্য কথা হইল এই যে, সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ ধর্মীয় বিষয়াদি ও অন্যান্য উপার্জনও জীবিকার মাধ্যমের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। দুনিয়া অর্জন আমির-ওমারা ও সম্পদশালীদের চাটুকারিতা এবং তাহাদের ধনৈশ্বর্যের দ্বারা উপকৃত হওয়ার অন্যতম উপলক্ষে পরিণত হইয়াছে। আল্লাহর শপথ! ইহা নিঃসন্দেহে ধ্বংস ও ক্ষতি ডাকিয়া আনিবে।

علم سوئے در اله برد　　نه سوئے نفس و مال و جاه بر

علم را چوں تو خوانی از بازی　　آلت ساز جاه از اں سازی

"সত্যিকারের ইলম মহান আল্লাহর দরবারের দিকে পথ নির্দেশ করে। প্রবৃত্তি, সম্পদ ও ক্ষমতার দিকে নহে। আজ তুমি সেই ইলমকে শিক্ষা করিতেছ ধনৈশ্বর্য, সম্পদ, ক্ষমতা ও সম্পদের জন্যে।"

বর্তমানে দুনিয়াদার আলেমরা এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন,

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

"তাহাদের উদাহরণ সেই গাধার ন্যায় যাহার পৃষ্ঠে বোঝা উঠানো হইয়াছে।" ওলামায়ে আখিরাত হইলেন তাহারা যাহাদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে,

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْاَنْبِيَاءِ. كَمَا نَطَقَ الشَّرْعُ عُلَمَاءُ اُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ-

"তাহাদের উদাহরণ/তুলনা হইল পয়গম্বরগণের সহিত, যেমন এব্যাপারে শরীয়তের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হইল, আমাদের উম্মতের আলেমগণ বনি ইসরাঈলের পয়গম্বর তুল্য।" ওলামায়ে আখিরাত উল্লেখিত বিপর্যয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পূত-পবিত্র। তাহাদের গুণাবলি হইল নিম্নরূপ—

باعلم و عمل ز باں شاں راست میزان صفت اند بے کم کاست
چوں نیک و بد از خدائے دیدند روئے از ہمہ خلق در کشیدند
بر خاطر شان ز خاص و از عام یکساں شدہ آفرین دو شنام

"ইলম ও আমলের সহিত তাহাদের কথা সত্য। ইহা মূলত নিক্তির ন্যায়। যেহেতু ইহারা কল্যাণ ও অকল্যাণ সবই মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে বলিয়া জ্ঞান করেন ও বিশ্বাস করেন, সেকারণে তাহারা সমস্ত মাখলুক হইতে বিমুখ হইয়া আছেন। তাহাদের জন্য জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে কটুক্তি ও সুনাম এবং প্রশংসা ও বিষোদগার সবই এক সমান।

এই মহান মনীষীদের অমূল্য সান্নিধ্যেই দ্বীনের সন্ধান পাইতে পারেন এবং ইসলামে আলোকিত রূপ এবং প্রকৃত তাওহীদের সৌন্দর্য তাহাদের সাহচর্যেই লাভ করা সম্ভব। কবি সেই কথাটাই বলিয়াছেন—

در دمندی بکر و عیسی کرد داردی رہ نبشیں چہ خواہی کرد

"ঐশ্বরিক চিকিৎসা প্রদান হইল হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাজ, একজন মুসাফির কি করিয়া কাহারো চিকিৎসা করিতে পারে?"

তবে পরিতাপের বিষয় হইল এই যে, বর্তমানে এইরূপ গুণ সম্পন্ন আলেম লাল দিয়াশলাইয়ের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। لَا يَسْمَعُ وَلَا يَرَى "না তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় আর না তাহাদের কথা কাহারো নিকট হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।" এখন যাহার অন্তরে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা ও ব্যথা রহিয়াছে সে তো অনন্যোপায়, তাহার অনুশোচনা ও বিলাপ করা ছাড়া আর কি করিবার আছে? চতুষ্পদ জন্তুর পানাহার পার্থিব ধনৈশ্বর্য ও মোহে গা ভাসাইয়া দিলে তো হইবে না।

জনৈক কবি কত চমৎকারভাবে বিষয়টা ব্যক্ত করিয়াছেন নিম্নোক্ত কবিতায়—

گر بر آید از سر دردیت آہ می برد بوئے جگر تا پیش گاہ
آہ اگر از جائے خاص آید پدید مرد را حالے خلاص آید پدید

"যদি দুঃখ ও বেদনার দরুন এই ব্যক্তি আহ করে, তবে তাহার হৃদয় জ্বালার এই গন্ধ তাঁহার পবিত্র দরবার স্পর্শ করিবে। যদি এই আহ একটি বিশেষ স্থান হইতে নির্গত হয় তবে ব্যক্তির মুক্তি নিশ্চিত।"

ওহে ভ্রাতা! ফরয পরিমাণ যতটুকু ইলম ইতোমধ্যে আপনার অর্জন হইয়াছে ইহার সহিত যদি দ্বীনের ব্যথা ও নিজের চিন্তা থাকে, তবে উহাকেই কাজে লাগানো ও তাহার উপরই আমল করা উচিত। যদিও সেই অমূল্য সম্পদ ও ঐশ্বর্য অর্থাৎ বিশেষ

মনীষীদের গুণ সাধিত হয় নাই, তদুপরি বৃদ্ধা মহিলার ন্যায় একটু প্রদীপের আলো তো আছে।

از بخت بدم اگر فرد شد خورشید   از نور رخت مها چراغ گیرم

"যদি আমার দুর্ভাগ্যের দরুন সূর্য অস্তমিত হইয়া থাকে, তবে ওহে চাঁদ অপেক্ষা প্রিয় প্রেমাস্পদ! তোমার চেহারার জ্যোতি হইতে প্রদীপের কাজ সারিয়া নিব।"

আর যদি এইটুকু হারাইয়া ফেলি, তবে আজন্ম হতাশার কী আর কোন প্রতিকার আছে?

ہر چه استاد در نبشته براند   طفل در مکتب آں تواند خواند

"শিক্ষক যাহা লেখিয়া দিয়াছেন শিশুরা পাঠশালায় উহাই পাঠ করিবে।"

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত আটান্ন মাকতুব

তাওবা, অল্পে তুষ্টি, অযূ ও উচ্চ মনোবল প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نفس قانع گر گدائے می کند　　در حقیقت بادشاہی می کند

گر ترا نانے وخلقا نے بود　　بر تنست ہر موئے سلطانی بود

"অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি যদি ভিক্ষাও করে তবুও প্রকৃতপক্ষে সে রাজত্ব করে। তোমার নিকট যদি একটুকরা রুটি এবং ছিন্ন কাপড়ও থাকে, তদুপরি তোমার দেহের প্রতিটি পশম এক একজন বাদশাহ।"

স্নেহের বৎস ইমাম সোলায়মান! পত্র লেখক শরফউদ্দীন ইয়াহইয়া মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। পর সমাচার এই যে, আমার ভ্রাতা মাওলানা মুজাফফর অধমের নিকট আপনার সাক্ষাতের অদম্য আগ্রহ এবং দ্বীনের চিন্তা ও বিষণ্নতা যাহা আপনি লালন করেন উহার আলোচনা করিয়াছে। এবং একটি তাকিয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সেই অনুরোধের উপর ভিত্তি করিয়া মাশায়েখে কিরামের তাকিয়া পাঠানো হইল। প্রথমতঃ তাওবায়ে নসূহ তথা কায়মনোবাক্যে তাওবা করিতে হইবে এবং অন্তরকে দুনিয়া হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করিতে হইবে। অভাব ও দারিদ্র্যতা অবলম্বন করিবে। সর্বোপরি ইহার উপরই তুষ্ট থাকিবে এবং উহাকে সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা জ্ঞান করিবে। যেইরূপ আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে এজামের আলোকিত গুণাবলি সম্পর্কে শ্রবণ করিয়াছেন। সেই মহান মনীষীদের বিশেষ পোশাক তথা তাকিয়া পরিধান করুন এবং দ্বিগুণ শোকর আদায় করুন। সদাসর্বদা বা-ওযূ থাকিবেন, যখনই ওযূর প্রয়োজন হইবে, সঙ্গে সঙ্গেই ওযূ করিয়া নিবেন। যত শীতই হউক না কেন এবং পানি যতই ঠাণ্ডা হউক, একটি মুহূর্তও ওযূ ছাড়া থাকিবে না। এই কাজগুলির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখিবেন এমনভাবে যে, এক ঢোক পানি কিংবা এক লোকমা রুটিও যেন ওযূহীনভাবে আহার না করেন। যখন প্রয়োজন হইবে ওযূ করিয়া নিবেন এবং দুই রাকায়াত তাহিয়্যাতুল ওযূ নামায পড়িয়া নিবেন।

নিজের যাবতীয় চালচলন ও আচরণকে ওই মহান সাধকদলের আচরণে পরিবর্তন করিবার জন্যে সর্বোতভাবে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবেন, যাহাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। যখন একজন মুরীদের এইরূপ আত্মশুদ্ধি সাধিত হইয়া যাইবে, তাহা হইলে এই পথে যত জটিলতা ও সমস্যা রহিয়াছে উহা সবই তাহার জন্য সমাধান হইয়া যাইবে।

اوصاف ذمیمہ چوں بدل شد　　ہر عقدہ کہ در تو بود حل شد

"নিন্দিত ও ঘৃণিত গুণসমূহ যখন পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, তাহা হইলে যেই জটিলতা ও সমস্যা তোমার মধ্যে রহিয়াছে উহার সমাধান হইয়া যাইবে।"

মনোবল সর্বদা সমুন্নত রাখিতে হইবে, যদিও ঘরে রুটির একটি টুকরাও না থাকে। কারণ হীনমন মুরীদ কোন মাকামেই পৌঁছাইতে সক্ষম নহে।

هر که از همت درین راه آمده است گر گدائی می کند شاه آمده است

"যেই ব্যক্তি উচ্চ মনোবল সহকারে এই পথে প্রবেশ করিয়াছে, সে যদি একজন কপর্দকহীন ভিক্ষুকও হয় তদুপরি সে বাদশাহ হইয়া থাকে।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ঊনষাট মাকতুব

গুণাবলি পরিবর্তন ও সংশোধন

স্নেহের বৎস সুলায়মান!

পত্র লেখক শরফ মুনীরীর দোয়া ও সালাম গ্রহণ করিবেন। আপনি মাশায়েখে কিরাম (কুঃ সিঃ)-এর বিশেষ পোশাকে মসনদে সুসজ্জিত ও অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাহা হইলে প্রতিনিয়ত মন্দ স্বভাবগুলিকে উত্তম চরিত্রে সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রাণান্তকর চেষ্টা অব্যাহত রাখিবেন। কেননা আধ্যাত্ম্য পথের/মতাদর্শের মূল কাজই হইল এইটা।

কবি কত চমৎকারভাবে নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে বিষয়টা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

اوصاف ذمیمه چوں بدل شد　　ہر عقده که در تو بود حل شد

"যখন মন্দ স্বভাবসমূহ উৎকৃষ্ট অভ্যাসে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, তখন নিশ্চিত জানিবে যে, তোমার মধ্যে যত প্রকারের সমস্যা ও জটিলতা ছিল সবেরই সমাধান হইয়া গিয়াছে।"

এই বিশেষ দলের সদস্যগণ উহাকে গিরদেশ (আমূল পরিবর্তন) বলিয়া থাকে। যখনই একজন মুরীদের জীবনে এই 'গিরদেশ' অর্জিত হইবে তখনই তাহার মধ্যে আহলে তরীকত তথা তরীকতপন্থীদের কাজের যোগ্যতা সৃষ্টি হইবে এবং উহাকে 'রোশ' বলা হয়। যখন এতটুকু অর্জিত হইয়া গেল, তাহা হইলে অভ্যাসপূজা হইতে আল্লাহপূজা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে।

বিষয়টা কবির ভাষায় এইভাবে পরিস্ফুটিত হইয়াছে—

آں ہوائے که پیش ازیں باشد　　رسم و عادت بود نه دیں باشد

"ঐ কামনা যাহা ইতঃপূর্বে ছিল, উহা সবই ছিল প্রথা ও অভ্যাস, দ্বীন ছিল না; তবে উহা ধীরস্থিরভাবে হওয়া উচিত, যাহাতে উহা স্থায়ীভাবে সাধিত হইতে পারে। এবং তাহার মধ্যে স্থিরতা লাভ হয়।"

চারি রাকায়াত চাশত নামায নিয়মিত আদায় করিবেন। প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার এবং সূরা ইখলাস তিনবার পাঠ করিবে। চারি রাকায়াত আওয়াবীন নামায নিয়মিত আদায় করিবে। প্রথম দুই রাকায়াতের প্রত্যেক রাকায়াতে সূরায়ে ফাতিহার পর কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন পাঁচবার এবং দ্বিতীয় দুই রাকায়াতের সূরায়ে ফাতিহার পর সূরা বুরুজ এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আত্ব ত্বারিক এবং ইশার নামাযের পর বিতির-এর পূর্বে চারি রাকায়াত নামায নিয়মিত পড়িবে। এই চারি রাকায়াতের প্রথম দুই রাকায়াত নামাযের প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিবে। যখন সালাম ফিরাইবে অতি মিনতি সহকারে একশতবার

ইয়া ওয়াহহাবু পাঠ করিবে। অতঃপর পুনরায় দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় দুই রাকায়াত আদায় করিবে এবং প্রত্যেক রাকায়াতে সেই কিরায়াত হইবে যাহা প্রথম দুই রাকায়াতে বিবৃত হইয়াছে। সালামের পর একশতবার ইয়া ফাত্তাহু পাঠ করিবে। অতঃপর শেষ রাত্রে ছয় রাকায়াত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিবে। প্রথম রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে। এবং অন্যান্য সময় একাকিভাবে হউক কিংবা সম্মিলিতভাবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর যিকিরে সদা নিরত থাকিবে। আওহাদ কিরমানি (রহঃ) ফরমাইয়াছেন—

در ذات مقدست کے را رہ نیست   دز عین تو ہیچ کس آگر نیست

سر مائہ رہ رداں کہ راہت طلبند   جز گفتن لا الہ الا اللہ نیست

"তোমার পবিত্র সত্তা পর্যন্ত পৌছিবার কোন পথ নাই, তোমার যথার্থ ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে কেহই ওয়াকিফহাল নহে। এই পথের পথিকগণ যাহারা তোমার পথের সন্ধানে সতত নিরত, তাহাদের কেবল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর যিকির ব্যতীত আর কোন পুঁজি নাই।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ষাট মাকতুব

বন্দনা ও ওয়াজীফা আদায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

راہ دور است اے پسر ہشیار باش   خواب باتو رفتن و بیدا ر باشد

"পথ দীর্ঘ ওহে বৎস সতর্ক থাকিও! নিদ্রা বর্জন কর এবং সদা জাগ্রত ও সচেতন থাকিও।"

ইমাম তাজউদ্দীন! বিশেষ দোয়া গ্রহণ করিবেন।

আমার প্রিয় ভ্রাতার পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে। উহার উপর দৃষ্টি বুলাইয়াছি। ওহে বন্ধু! যখন কেহ আওলিয়ায়ে কিরামের বিশেষ পোশাকে সম্মানিত ও সমৃদ্ধ হন এবং তাহাদের পথে পদচারণা করেন তখন নিজের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদের আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর ও উপায় নাই। যাহাতে তাহাদের পবিত্র সময়ের কল্যাণ ও বরকতে তাহার আঁচল পূর্ণ করিয়া দেয় এবং প্রবৃত্তির পূজা হইতে প্রভুর পূজা পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়।

آں ہوائے کہ پیش ازیں باشد   رسم و عادت بود نہ دیں باشد

از سر دینداری اے بے پاو سر   راہ دیں این است زیں رہ در گذر

نیست کن ہر چہ رہ ور اے بود   تا دلت خانہ خدائے بود

"ইতঃপূর্বে হৃদয়ের মাঝে যত কামনা ও বাসনা ছিল উহা ছিল সবই প্রথা ও অভ্যাস, দ্বীন নহে। ওহে বিকলাঙ্গ! দ্বীনদারীর আশায় ও ধারণায় এই পথে প্রবেশ কর! কারণ দ্বীনের পথ এইটাই। তোমার যত মত ও পথ রহিয়াছে উহাকে জলাঞ্জলী দাও। যাহাতে তোমার অন্তর মহান আল্লাহর ঘর হইবার উপযুক্ত হয়।

ওহে স্নেহাস্পদ! যদিও বান্দার যাবতীয় কর্মকাণ্ড মহান আল্লাহর একান্ত দয়া ও অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। তদুপরি বান্দার পক্ষ হইতে সর্বোতভাবে প্রাণান্ত চেষ্টা ও নিরলস সাধনা একান্ত জরুরি বন্দনা ও দাসত্বে প্রমাণ ও প্রতিফলনের নিমিত্তে। যাহাতে তাহার জন্যে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহের গুপ্ত ভাণ্ডার অবারিত করিয়া দেওয়া হয়।

لیک جد و جہد می باید ترا   تا در ایں گنج بکشاید ترا

"তবে তোমার পক্ষ হইতে প্রাণান্তকর চেষ্টা ও নিরলস সাধনা একান্ত প্রয়োজন। যাহাতে সেই অফুরন্ত ধনভাণ্ডার তোমার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।"

এইক্ষেত্রে প্রথমত যে কাজটা করিতে হইবে তাহা হইল, রাত্র ও দিন সর্বদা বাঅযূ থাকিবে। যদিও শীতের মৌসুম এবং পানি প্রচণ্ড ঠাণ্ডাই হউক না কেন। তরীকতের মধ্যে দরবেশের জন্যে কখনোই বৈধ নহে যে, তিনি এক টুকরা রুটি কিংবা এক ঢোক পানিও বে-অযূ অবস্থায় স্পর্শ করিবে। এই বিষয়টার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখিবে। কারণ ইহার মাঝে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। যখনই অযূ করিবে প্রত্যেক বার অবশ্যই দুই রাকায়াত তাহিয়াতুল অযূ নামায আদায় করিবে। ইশরাকের দুই রাকায়াত নামায আদায় করিবে। প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পাঁচবার পাঠ করিবে। চাশতের চারি রাকায়াত নামায আদায় করিবে। এই যে দুই রাকায়াতের প্রথম রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন পাঁচবার এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা বুরুজ এবং দ্বিতীয় দুই রাকায়াতের প্রথম রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আত্ব ত্বারিক এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস সাতবার এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস এক একবার পাঠ করিবে। ইশার পর বিতরের পূর্বে চারি রাকায়াত নামায আদায় করিবে। তন্মধ্যে প্রথম দুই রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিয়া সালাম ফিরানোর পর ইয়া ওয়াহহাবু একশত বার পাঠ করিবে এবং দ্বিতীয় দুই রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিবে এবং সালাম ফিরানোর পর ইয়া ফাত্তাহু একশতবার পাঠ করিবে। ছয় সালামের সহিত বারো রাকায়াত তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে। প্রথম রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী 'খালিদূন' পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ। হতে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত এবং ইহার মধ্যখানে যে কোন ওয়াযীফা মনে চাহে পাঠ করিতে পারিবে। তবে হ্যাঁ, তাহাজ্জুদ নামাযের পর أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ. একশত বার পাঠ করিবে।

ওহে স্নেহাস্পদ! এই পথের মূল বিষয় হইল জগতের মোহ ত্যাগ করা।

ترک دنیا گیر و کارے حرک ساز   راه بس دور است ره را برک ساز

گر ترا دیں باشد از دنیا مناز   ہر دو باہم راست نیاید کژ ساز

صد جہان علم با معنی بہم   دوزخ آ رد بار یا دنیا بہم

گر دلت آگہ ز معنی آمده است   کار دینت ترک دنیا آمده است

ہر کہ او زدار دنیا پاک شد   نور مطلق گشت گر چہ خاک شد

"জগতের মোহ ত্যাগ করিয়া কাজ সহজ করিয়া লও। পথ অতি দীর্ঘ ইহা

অতিক্রম কর! তুমি যদি দ্বীন চাহ তাহা হইলে দুনিয়ার দ্বারা প্রবঞ্চিত হইও না, দ্বীন ও দুনিয়া একসাথে একত্রিত হইতে পারে না। এইজাতীয় বিভ্রান্তিতে কখনোই পড়িও না। যদি শত জগতের মর্মসহ জ্ঞান তোমার অন্তরে সংরক্ষিত থাকে, তাহা হইলে আযাবের বোঝা নিয়া আসিবে অথবা দুনিয়া নীত করিয়া একাকার করিয়া দিবে। যদি তোমার অন্তর অর্থ সম্পর্কে অবহিত হইয়া থাকে তাহা হইলেও জগতের মোহ ত্যাগ তোমার স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া তোমার দ্বীনের কাজ সমাধা হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি এই দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন ও পূত-পবিত্র হইয়াছে, সে তো মহা জ্যোতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে, যদিও সে মাটিই হউক না কেন।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত একষট্টি মাকতুব

খাজা মুহাযযাব (রহঃ)-এর প্রশ্নের উত্তর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آنرا که چناں جمال باشد گر ناز کند حلال باشد

و آنکس که چنیں جمال بیند عاشق نشود و بال باشد

در عالم خویش عاشقاں را گر بار دہد محال باشد

از منع جمال خوب والله نقصاں نبود کمال باشد

"যেই ব্যক্তি এইরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী সে যদি গর্ববোধ করে, তবে উহা তাহার জন্য বৈধ ও হালাল। তবে যে ব্যক্তি এই সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়াও প্রেমিক হইতে সক্ষম হয় নাই, তাহার জন্য কেবল ধ্বংস ও বিপদ। অবশেষে তিনি যদি তাহার রূপ ও সৌন্দর্যের দরবারে প্রেমিকদেরকে সাক্ষাতের সুযোগ দেন অথচ সেই সৌন্দর্য ও রূপের দর্শন হইতে প্রতিবন্ধকতা কিংবা কোন বাঁধা থাকে, তবে ইহা অসম্ভব। আল্লাহর শপথ! সৌন্দর্যের দর্শন হইতে অন্তরায় ইহা তাহার সৌন্দর্যের জন্যে ক্ষতিকর ও অন্তরায় নহে বরং উহাই হইল নিশ্চিত পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য।"

প্রিয় ভ্রাতা! পত্র লেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া জানিবেন। পর সমাচার এই যে, প্রিয় ভ্রাতার পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে। উহার আদ্যপান্ত পাঠোদ্ধার করিয়াছি এবং আপনার উত্থাপিত প্রশ্ন সম্পর্কে অবহিত হইয়াছি। ওহে ভ্রাতা! যখন এমন একটা প্রবাদ রহিয়াছে যে, اَلْاِنْتِظَارُ مَوْتُ الْاَحْمَرِ "অপেক্ষা মৃত্যু হতেও কঠিন।" অসহায় প্রেমিকের সেই অপেক্ষার শক্তি ও সামর্থ্য কোথায়? তাই অনিবার্য কারণে ইহার জন্য যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে উহা সে লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এবং যাহার জন্য কোন সময় নির্ধারিত রহিয়াছে কেবল উহাকেই বাস্তব ও উপস্থিত বলিয়া বিশ্বাস করে। উপরন্তু উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় কখনো বলিয়া উঠে—

یا مراد من بده یا فار غم کن از مراد و عده فردا رہاکن یا چنال کن یا چنیں

আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য আমাকে প্রদান করুন অথবা আমাকে আমার উদ্দেশ্য হইতে পরিত্রাণ দিন। আগামী কালের প্রতিশ্রুতি রাখুন! হয়ত এইটা দিন না হয়ত ঐটা।"

এতদুত্তরে অদৃশ্য হইতে আওয়াজ আসিল, তোমার আবেদন ও আমার অভিপ্রায় এতদুভয়ের মধ্যে কার্যকর হইবে কেবল আমার অভিপ্রায় ও ইচ্ছা।

সুবহানাল্লাহ! ওহে ভ্রাতা! এই প্রেম নিশ্চয়ই হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রেমের ন্যায় ততটা গভীর ও সুদৃঢ় নহে এবং বিরহ যন্ত্রণাও মুসা (আঃ)-এর বিরহ যন্ত্রণার ন্যায় নহে, ব্যথাও অনুরূপ মূসা (আঃ)-এর ব্যথা ও অনুরাগের ন্যায় নহে। সর্বোপরি এই

প্রার্থনা ও আবেদনও হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রার্থনা ও অনুরোধের ন্যায় নহে। এতদসত্ত্বেও তাঁহার উত্তর হইয়াছে لَنْ تَرَانِىْ "তুমি আমাকে কস্মিনকালেও প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবে না।" এই প্রসঙ্গে জনৈক কবির নিম্নোক্ত কবিতাটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

چوں عاشق خاص راز حضرت بر قور جواب لن ترانی

اے دوست بداں کہ در خور ما چونی و چرائے وشبانی

"যখন এইরূপ বিশেষ প্রেমিকের ক্ষেত্রেও সেই মহান দরবার হইতে তাৎক্ষণিক উত্তর মিলিয়াছে لَنْ تَرَانِىْ "তুমি আমাকে কস্মিনকালেও প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবে না।" কথিত আছে, তাহা হইলে হে বন্ধু! তোমাদের ও আমাদের ব্যাপারে এইটা সেইটা, এইরূপ সেইরূপ রাখালেরা কি প্রশ্ন করিবে?"

এইটা কেবল আমাদের ও আপনার নহে, বরং সকলের জন্যই এই বিপদ, অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা। যাহারা ইতোমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করিয়া কবর দেশে বিশ্রাম করিতেছেন। কাল কিয়ামত দিবসে যখন তাহারা প্রভুর সকাশে প্রত্যানীত হইবেন তখন এই বিপদ, উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তা সহকারেই পুনরুত্থিত হইবেন।

কবি সেই কথাটাই বলিয়াছেন—

ز درد دیں ہمہ پیران رہ را محاسنہا بخون دل خضاب است

ہمہ مردان دیں را زیں مصیبت جگر ہاتشنہ و دلہا کباب است

"দ্বীনের এই অসাধারণ বেদনায় তরিকতের সকল পথ প্রদর্শকের কেশগুচ্ছ তাহাদের হৃদয় নিংড়ানো রক্তের রঙ্গে রঞ্জিত। এই বিরহ বেদনার অসহনীয় যন্ত্রণায় দ্বীনের পথের সকল বীর পুরুষদের হৃদপিণ্ড তৃষ্ণার্ত ও অন্তকরণ বেদনার দহনে ভূনা হইতেছে।"

জনৈক বুযুর্গ এই অবস্থায় আর্তনাদ করে এবং অন্তরর অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতর হইয়া অকপটে বলে, এক সম্প্রদায়কে প্রস্তর নির্মিত মূর্তির সম্মুখে নতশির করিয়া দিয়াছেন, অথচ অন্য সম্প্রদায়, রং ও গন্ধ তথা জাগতিক আরাম-আয়েশের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, একদলকে অনুসন্ধান ও অন্বেষণে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, অন্য দলকে আলোচনা পর্যালোচনা ও সংলাপে ব্যস্ত রাখিয়াছেন।"

اَلْحَقُّ عَزِيْزٌ وَالطَّرِيْقُ بَعِيْدٌ وَبِيَدِ الْخَلْقِ قِيْلٌ وَقَالٌ -

"মহান আল্লাহ মহিমান্বিত, তবে তাঁহার নিকট পৌছার পথ অতি দীর্ঘ আর মানুষের কাছে কেবল অহেতুক মন্তব্য ছাড়া আর কিইবা আছে।"

گر در غم تو نیست شوم ننگی نیست   صد جان بترازوئے تو چون سنگی نیست
من در طلب تو از تو ام انگی نیست   مور ار بفلک بپر مرند جنگی نیست

"আমি যদি তোমার প্রেমে নিঃশেষ হইয়াও যাই, তবে ইহাতে লজ্জার কিছুই নাই। তোমার পাল্লায় যদি শত সহস্র প্রাণও স্থাপন করা হয়, তবে উহাও ওজনহীন বলিয়াই মনে হইবে। আমি কেবল তোমার সন্ধান ও অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া আছি। অথচ আমার প্রতি কোন অনুকম্পা নাই। একটি পিপিলিকা যদি উড়িয়া আকাশে উঠিতে না পারে তবে ইহাতে বিতর্কের কি আছে?"

মানুষ যখন আয়না দেখে, নিজের ছবিটাই দেখিতে পায়। তখন সে অনুমান করে এবং বলে হাত বাড়াইয়া এই ছবিটাকে ধরিয়া নিজের আয়ত্তে রাখিয়া দিব। আজীবন যদি সে এই চেষ্টা অব্যাহত রাখে তবুও এই অসাধ্য সাধন তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

ইহার প্রতিই নিম্নোক্ত কবিতার মধ্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

در عشق تو صد ہزار عمر آمد بسر   رفتند دنیا فتند از وصل اثر

"তোমার প্রেমে যদি শত সহস্রাব্দ জীবনকালও অতিক্রম হইয়া যায় তোমার সন্ধান ও সাক্ষাতের আশায়; তদুপরি তোমার মিলনের চিহ্ন পর্যন্তও পৌঁছাইতে পারিবে না।"

ওহে বন্ধু! জব্বারী, কাহহারী ও আযীযী তথা কঠোরতা আরোপকারী, শাস্তিদাতা ও পরাক্রমশালী হওয়া ইহা সবই প্রেমাস্পদের অন্যতম গুণ। উহা অন্য কাহারো নির্দেশ কিংবা ফরমানের মধ্যে নাই।

কাজেই এখানে জনৈক বুযুর্গের কথাটাই প্রতিফলিত হইবে—

لَا سَبِيْلَ اِلَى اللهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَلِلْعَبْدِ الْيَوْمَ عِرْفَانُهُ وَغَدًا غُفْرَانُهُ وَرِضْوَانُهُ ـ

"মহান আল্লাহর পথ তাহার দিকে নাই, অথচ উহা ছাড়া কোন উপায়ও নাই। আজ বান্দার জন্যে তাহার মারেফত রহিয়াছে এবং কাল তাহার জন্যে অপেক্ষা করিতেছে তাঁহার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি।" আজ বান্দার জন্য তাঁহার পরিচয় এবং কাল কিয়ামত দিবসে তাঁহার ক্ষমা ও মাগফেরাত। কিন্তু হাকীকতে সামাদিয়ত এবং সিররে আহাদিয়ত তথা অমুখাপেক্ষীতার মহিমা ও একত্বের অন্তর্নিহিত রহস্য মানুষের অনুভূতি ও তাহার সংক্ষিপ্ত বুদ্ধির উপলব্ধি হইতে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে।

ہزار عاشق آمد بطمع صحبت ما   نسرا کرو دل و دیدہ خادمان مرا
ہمہ زاندہ وتیمار عشق سوختہ گشت   کہ کس نہ دیدوند انست کس نشان مرا

"হাজারো প্রেমিক আমার সহিত সাক্ষাতের অধির আগ্রহ নিয়া আসিয়াছে এবং একটি সুপারিশ করিবার জন্যে নিজের হৃদয়মন ও নয়নযুগল উৎসর্গ করিয়াছে। অথচ উহা সবই তাহার বিরহের আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে এমনভাবে যে, তাহাদের কোন নাম চিহ্ন পর্যন্ত পরবর্তিতে কাহারো গোচরীভূত হয় নাই।"

সুবহানাল্লাহ! ওহে ভ্রাতা! মহিমান্বিত তাঁহার পবিত্র وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ "মহান আল্লাহ শান্তির দিকে আহ্বান করে" এই মোহনীয় আহ্বানের দ্বারা একটি মোমবাতি প্রজ্বলিত করিয়াছেন। ফলে হাজার হাজার নিরীহ প্রেমিকরা প্রত্যঙ্গের ন্যায় নিজেকে সেই মোমবাতির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে। তদুপরি সেই মোমবাতির দাহিকাশক্তির মধ্যে সামান্যতম হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় নাই।

এহেন পরিস্থিতিতে ক্রন্দন ও মিনতি করে ও বলে—

فرماں برا نم کہ ہیچ فرماں نبرد　　غم خوارہ آنم کہ غم من نہ خورد

من خورد جفاء او بصد جان بحزم　　او مہر دوفائے من بیک جو نخرد

"আমি তাহার আদেশ পালন করিয়া যাইতেছি নিরবধি, অথচ তিনি আমায় কোন অনুরোধ করিতেছেন না। আমি তাহার জন্য ব্যথিত অথচ তিনি আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন নাই। আমি তাহার বিরহের যন্ত্রণায় শতপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি। কিন্তু তিনি আমার দুইটা অঙ্গীকারের একটিও রক্ষা করেন নাই।"

উপরিক্ত পংক্তিদ্বয়ের মাঝে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করিতে হইবে, যাহাতে স্বীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হয়। আপনার শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত বাষট্টি মাকতুব

আত্মা সম্পর্কিত বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! প্রকাশ থাকে যে, রুহ বা আত্মা সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রহিয়াছে। অধিকাংশের অভিমত হইল, আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করা বৈধ নহে। কারণ মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করিয়াছেন,

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -

"তাহারা আপনাকে 'রুহ' বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। অতএব আপনি বলিয়া দিন যে, রুহ হইল আমার প্রতিপালকের একটি নির্দেশ মাত্র।" ইহার চাইতে অধিক বর্ণনা করিবার নির্দেশ রাসূল (সা)-কে প্রদান করা হয় নাই। কাজেই মহানবী (সাঃ)-কে যখন قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ হইতে অধিক বলিবার অনুমতি হয় নাই; তাহা হইলে রাসূলে কারীম (সাঃ) ব্যতীত অন্য কাহারো জন্যে কখনোই বৈধ হইবে না যে, সে উহার চাইতে অতিরিক্ত কিছু বলিবে। মশহুর ওলামায়ে কিরাম এই মতকে গ্রহণ করিয়াছেন যে, 'রুহ' সম্পর্কে قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ-এর পরিমাণ হইতে অতিরিক্ত আলোচনা করা যাইবে না, কেবল এতটুকুনই যাহা মহান আল্লাহর কিতাবে বিধৃত হইয়াছে।

তবে কতিপয় ভিন্নমত পোষণকারীও রহিয়াছেন। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি হইল 'রুহ' কিংবা আত্মা সম্পর্কে আলোচনাতে ভয়ের কিছুই নাই। তবে রাসূলে কারীম (সাঃ) যে 'রুহ' সম্পর্কে قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ হইতে অধিক কিছু বলেন নাই, এইটা ছিল মহানবী (সাঃ)-এর নবুয়তের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ, কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ)-কে নিরক্ষর নবী বানাইয়াছেন। তাই তো মহানবী (সাঃ) পঠন লেখন কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এই নিরক্ষর হওয়া তাঁহার নবুয়তের একটি অকাট্য দলিল। তবে যাহারা বিদ্বান ও শিক্ষিত তাহাদের জন্যে 'রুহ' সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি রহিয়াছে। কেননা কথিত আছে, প্রত্যেকেই আত্মার বিভিন্ন গুণাগুণ ও উহার প্রভাবসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে। যেমন তাফসীরে ইতাবীতে বর্ণিত আছে, 'রুহ' তথা আত্মা এমন একটি অনন্য গুণের অধিকারী যে, যদি তাহার উপর হইতে প্রবৃত্তির পর্দাটা সরিয়া যায় তবে উভয় জগত ইহকাল ও পরকাল তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে এবং দ্যুলোক ও ভূ-লোকের কোনকিছুই তাহার কাছে গোপন থাকিবে না। ফলে তাহার আধিপত্য ও যথেচ্ছা তছরুফ সবকিছুর মধ্যে কার্যকর হইবে।

কিন্তু মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ শরীরকে আত্মার উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এমনভাবে যে, তাহার দৃষ্টি ও তছরুফ অসম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যেমন জনৈক কবি নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন—

دل مغز حقیقت است تن پوست به بیں   در کسوت روح صورت دوست ببیں

ہر چیزے کہ آں نشان ہستی دارد   یا سایہ نورا دست یا اوست ببیں

"অন্তর হইল হাকীকতের মগজ, দেহকে উহার চামড়া জ্ঞান কর, আত্মার পরিচ্ছদে বন্ধুর ছবি প্রত্যক্ষ কর। প্রত্যেক বস্তুই তাহার অস্তিত্বের ঠিকানা ও নিদর্শন। অথবা উহাকে তাঁহার জ্যোতির প্রতিবিম্ব অথবা স্বয়ং তিনিই এইরূপ জ্ঞান কর।"

হযরত আইনুল কুযাত হামদানী (রহঃ) স্বীয় লেখনীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ফেরেশতা সম্প্রদায় যদিও মহান আল্লাহর অতি সূক্ষ্ম সৃষ্টি। এত সূক্ষ্ম যে, চোখের একটি পলকের মধ্যে মহা বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যেখানে ইচ্ছা চাহিতে সক্ষম। তদুপরি তাহারা হরকত কিংবা নড়াচড়ার মুখাপেক্ষী, অথচ 'রুহ' তথা আত্মার জন্য এই হরকতটুকুরও কোন প্রয়োজন নাই। বরং হরকত তথা আন্দোলিত হওয়া তাহার পূর্ণতা পরিপন্থী। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, সূক্ষ্মতার সর্বোচ্চ ও পূর্ণমাত্র একমাত্র মানবজাতির বৈশিষ্ট্য, কেননা মানুষের 'রুহ' তথা আত্মা হইল অতিশয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ের সূক্ষ্ম বস্তু, অন্য কোন মাখলুকই সূক্ষ্মতার দিক হইতে এই স্তরে পৌঁছাইতে সক্ষম নহে। সর্বোচ্চ মহান আরশ হইতে ভূ-লোকের সর্বনিম্ন তলদেশ পর্যন্ত একটি অণুও তাহার হইতে দূরে নহে। কাজেই তাহার আন্দোলিত হইবার প্রয়োজন নাই। উপরন্তু এক শ্রেণীর বিদগ্ধজনেরা তো এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহলোক ও পরলোক 'রুহ' কিংবা আত্মার সম্মুখে সমান।

তাফসীরে লাতায়েফ-এর মধ্যে اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى "মহান আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন আছেন" এর তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে, আকাশ মণ্ডলে আল্লাহর আরশ তো সর্বজন বিদিত। কিন্তু পৃথিবীর বুকে তাঁহার আরশের অবস্থান আহলে তাওহীদ তথা ঈমানদারগণের হৃদয়ের মাঝে। আকাশের আরশ হইল ফেরেশতাদের তাওয়াফ গাহ (তাওয়াফ করিবার স্থান) আর যমীনের আরশ হইল লতিফাসমূহের তাওয়াফগাহ। আকাশের আরশ তো ফেরেশতারা বহন করিয়া রাখিয়াছে।

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ -

"আপনার প্রতিপালকের আরশকে সেইদিন আটজন ফেরেশতা বহন করিয়া থাকিবেন।" আর অন্তরের আরশ স্বয়ং মহান আল্লাহ বহন করিয়া আছেন।

وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ "আমি তাহাদেরকে জলে ও স্থলে বাহন দান করিয়াছি" আকাশস্থ আরশ সৃষ্টি তথা বান্দার দোয়া কবুল হওয়ার স্থান আর অন্তরের আরশ আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিপাতের স্থান। সুতরাং উভয় আরশের মধ্যে অনেক পার্থক্য ও বিস্তর ব্যবধান।

او را که ازیں سخن نشان است عنقا صفت ازیں نہان است

ہر دل که برد در کشاوند تو قیع ولا تیش.....بداوند

এক শ্রেণীর সাধকের মন্তব্য হইল রুহ, দিল, নফস ও আকল তথা আত্মা, হৃদয়, প্রবৃত্তি ও বিবেক এই চারিটা একই জিনিস। কারণ মানুষ দুইটা বস্তু দ্বারা গঠিত—দেহ ও আত্মা। সুতরাং হাশর-নশর আত্মা ও দেহ উভয়ের জন্য, অনুরূপ শাস্তি ও পুরস্কারও উভয়ের জন্য। অতএব কথা দাঁড়াইল এই যে, আত্মার চারিটি অবস্থা, প্রতিটি অবস্থার অনুকূল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নাম দ্বারা উহাকে অবহিত করা হয়। এক অবস্থার হিসাবে তাহাকে নফস বা প্রবৃত্তি বলা হয় আবার অন্য অবস্থার সহিত মিলিত হওয়ার দরুন তাহাকে দিল বা হৃদয় বলা হয়। অনুরূপভাবে এক হালতের দিকে লক্ষ্য করিয়া আকল বা বিবেক, আবার অন্য অবস্থার দিক লক্ষ্য করিয়া 'রুহ' বা আত্মা বলা হয়। তবে ইহা সবই সত্তাগতভাবে একই জিনিস। নামের আধিক্য সত্তার আধিক্যকে অনিবার্য করে না। তবে 'রুহ' বা আত্মা তাহার সংজ্ঞা ও সত্তাগতভাবে এক ও অভিন্ন, নাকি ভিন্ন ভিন্ন? এই ব্যাপারে মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, স্বীয় সংজ্ঞা ও প্রকৃতিগতভাবে এক ও অভিন্ন। আবার কেহ বলিয়াছেন, 'রুহ' তাহার সংজ্ঞা ও প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন। আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে, কাহারো ব্যাপারে ঈমানের প্রতিফলন ঘটে, আবার কাহারো ক্ষেত্রে কুফরী। সেকারণে আমি ধরিয়া নিলাম যে, প্রত্যেকের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি অপরজন হইতে বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রম। উপরন্তু সেই বক্তা ব্যক্তি বলেন যে, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এক ও অভিন্ন যে, কর্মসমূহে বিচিত্র প্রকৃতি ও স্বভবের প্রভাবে স্বভাবও বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। যেহেতু স্বভাব বিচিত্র হইয়া থাকে তাই কর্মসমূহ সন্দেহাতীত ভাবেই বিচিত্র হয়। সুতরাং কর্মসমূহের বিচিত্রতা এই দৃষ্টিকোণ হইতে, সংজ্ঞা ও প্রকৃতির বিচিত্রতার কারণে নহে। রেসালায়ে উখরাবিয়া নামক গ্রন্থে এই বক্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, ইমাম গাযযালী (রহ)-এর নিকট মানুষেরা জিজ্ঞাসা করিল, আহার দেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট রহিয়াছে যেমন পত্র ও গ্লাসের মাঝে পানি প্রবিষ্ট কিংবা পদার্থের মধ্যে ঘনত্বের অনুপ্রবেশ অথবা তাহা নিজ সত্তাগতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। পদার্থ যদি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয় তবে উহা আয়তন বিশিষ্ট হইবে অথবা আয়তন বিশিষ্ট হইবে না। যদি আয়তন বিশিষ্ট হয়, তবে উহার অবস্থান কোথায় হইবে? অন্তর, মস্তিষ্ক নাকি অন্য কোন স্থান? পক্ষান্তরে

যদি আয়তন বিশিষ্ট না হয় তবে ইহাও তো অসম্ভব। কারণ পদার্থ আয়তনহীন হইতে পারে না।

এতদুত্তরে ইমাম গাযযালী (রহ) ফরমাইলেন, এই প্রশ্নটা মূলত আত্মার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সংক্রান্ত। রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে অযোগ্যদের নিকট সেই গুঢ় রহস্য উদঘাটনের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। আপনি যদি নিজেকে যোগ্য মনে করেন তবে শ্রবণ করুন! প্রকৃত বাস্তবতাটা হইল, আত্মা দেহের কোন অংশ নহে, আর নহে সে শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট ও সঞ্চারিত। যেভাবে পানি পাত্রের মাঝে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। আর না সে কোন অপদার্থ, অন্তর কিংবা মস্তিষ্কের মধ্যেও সে প্রবিষ্ট নহে, যেমনভাবে কৃষ্ণ বর্ণ কোন কালো বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট, বরং আত্মা হইল একটি পদার্থ একটি সত্তা। কারণ সে নিজে নিজেকে চিনিতে পারে, সে চিনিতে সক্ষম তাহার প্রতিপালক এবং সকল যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানের কথাসমূহ সে লালন করে। তবে অপদার্থ কখনোই এইসব গুণে গুণান্বিত হইতে পারে না। উপরন্তু তবে সে কোন শরীরীও নহে। কারণ, দেহ কিংবা শরীরকে বিভাজন করা যায়। সকল যুক্তিবিদের এই মর্মে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, উহা একটি এমন অবিভাজ্য অংশ যাহার বিভাজন কখনো সম্ভব নহে। কারণ সে বিভাজন গ্রহণই করে না। যখন এই কথা প্রমাণিত হইল যে, সে বিভাজন গ্রহণ করে না, তাহা হইলে 'যদি আয়তন বিশিষ্ট হয় তবে বিভাজনও গ্রহণ করিবে' এই সম্ভাবনার সরাসরি অস্বীকৃতি হইয়া গেল।

অতঃপর তাঁহাকে পুনরায় লোকেরা প্রশ্ন করিল, দেহের সাথে আত্মার সম্পর্কের পদ্ধতি কী? উহা কি দেহের অভ্যন্তরে নাকি দেহের বাহিরে? শরীরের সহিত অবিচ্ছেদ্য নাকি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন? তদুত্তরে ইমাম গাযযালী ফরমাইয়াছেন, আত্মা দেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট নহে আর নহে উহার বাহিরে, দেহের সহিত সংযুক্ত নহে আর নহে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন। কারণ সংযুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হইল সংযুক্তির গুণ, যাহা সংযুক্তি, বিচ্ছিন্নতা অনুপ্রবেশ ও বহির্গমন প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হইয়া থাকে। আর এই সব গুণ হইল দেহের বৈশিষ্ট্য। অতএব উপরিউক্ত গুণসমূহ আত্মার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কাজেই জড় পদার্থ যেই সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাহা হইতে আত্মা মুক্ত। যেমন জড় পদার্থের সহিত না জ্ঞানের গুণটি প্রযোজ্য, না উহার সহিত অজ্ঞতা ও মূর্খপনাকে সংযুক্ত করা যায়। কারণ জ্ঞান ও মূর্খতার সহিত গুণান্বিত হওয়ার বিশুদ্ধতার শর্ত করা হইল জীবনকে অস্বীকার করার নামান্তর। সুতরাং উভয় স্ববিরোধী বিষয়ও প্রত্যাখ্যাত। এইটা এবং ইহার ন্যায় আরো অসংখ্য উদাহরণ কিতাবসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে পদ্য ও গদ্যাকারে। তবে 'রুহ' তথা আত্মার হাকীকত ও অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে কেহই একটি কথাও লিখে নাই। কারণ এই দরোজাটা বন্ধ।

শেখ ফরীদউদ্দীন আত্তার (রহঃ) বলেন—

نیست بالائے تو مخلوقے دگر نیست بیر دن تو معشو قے دگر

چوں بردنی نور عقل و معرفت نه تو در شرح آئی د نه درصفت

ہر چه در توحید مطلق آمده است آنہمه در تو محقق آمده است

"তোমা হইতে উর্ধ্ব কোন সৃষ্টি নাই। তোমার বাহিরে আর কোন প্রেমাস্পদও নাই। যেহেতু তুমি বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিধির অতীত, সেকারণে তোমার কোন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। আর না তোমার যথার্থ গুণকীর্তন করা আয়াসসাধ্য। তাওহীদে মুতলাক তথা নিঃশর্ত মহা একত্ববাদ বলিতে যাহা বুঝায় উহা সবই আপনার মাঝে বিদ্যমান।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত তিষট্টি মাকতুব

মানব আত্মার উন্নতি সাধন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! প্রকাশ থাকে যে, মানব আত্মা যখন আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্যায়ন করিল, তখন সেই মানুষটা ঈমানের স্তরে পৌঁছাইল, তাহার নাম মুমিন হইল। অতঃপর যখন আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্যায়নের সাথে সাথে নিজের মুল্যবান জীবনের সিংহভাগ সময় ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছে, সে দাসত্বের মাকামে পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছে এবং আবেদ নামে অভিষিক্ত হইয়াছে। ইহার পর যখন সে জগত হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে এবং মর্যাদা ও সম্পদ তথা ধনৈশ্বর্য ও পদের মোহ এবং জৈবিক চাহিদাসমূহ হইতে পরিত্রাণ লাভে সক্ষম হইয়াছে, তখন সে মাকামে 'যুহদ' তথা জগত সংসার ত্যাগের মর্যাদাপূর্ণ স্তরে প্রবেশ করিয়া নিজের নাম যাহেদগণের তালিকাভুক্ত করিয়া নিয়াছে। অতঃপর যখন এই 'যুহদ'-এর সাথে সাথে মহান আল্লাহ ও তাঁহার বিমূর্ত গুণসমূহ এবং সুন্দরতম নামসমূহ ও তাঁহার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হইল এবং বস্তুসমূহ ও বস্তুসমূহের যথার্থ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হইল ও প্রত্যক্ষ করিল, তখন সে মাকামে মারেফত তথা মারেফতের স্তরে পৌঁছাইল। ফলে তাহার নাম হইল আরেফ। ইহার পর যখন এই মারেফতের বর্তমানে যদি মহান আল্লাহ তাহাকে স্বীয় মহব্বত ও প্রত্যাদেশের জন্য বিশেষায়িত করেন তখন সে নিশ্চিত বেলায়েতের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অলি নামে অভিষিক্ত হইল। তৎপর যদি মহব্বত ও ইলহামের সহিত আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ওহী ও মুযিযার সহিত বিশেষায়িত ও মনোনীত করিয়া নেন এবং তাঁহাকে গোটা মানবগোষ্ঠির নিকট তাঁহার বার্তাবাহক করিয়া প্রেরণ করেন মানব জাতিকে মহান প্রভুর দিকে দাওয়াত দেওয়ার লক্ষ্যে, তখন তিনি নিশ্চিত নবুয়তের স্তরে পৌঁছাইবেন ও তাঁহার নাম নবী হিসাবে সমুজ্জল হইবে। অতঃপর যখন ওহী ও মুযিযার সাথে সাথে মহান আল্লাহ তাঁহার কোন ঐশী গ্রন্থের জন্য বিশেষায়িত ও মনোনীত করেন তখন তিনি নিশ্চিতভাবে মাকামে রেসালাত তথা রাসূল হওয়া বিরল সম্মানে ভূষিত হইবেন ও তাঁহার নাম হইবে রাসূল। অতঃপর কিতাবুল্লাহর সাথে সাথে যদি পূর্ববর্তী শরীয়ত রহিত করা হয় ও তদস্থলে নতুন শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা হইলে তিনি 'উলুল আযম' তথা শীর্ষস্থানীয় রাসূলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইবেন ও তাঁহার নাম উলুল আযম হইবে। অতঃপর উপরিউক্ত গুণাবলি তথা পূর্ববর্তী শরীয়তের বিলুপ্তি ও নূতন শরীয়তের প্রতিষ্ঠার সহিত আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁহাকে নবুয়তের সমাপ্তির জন্যে বিশেষায়িত ও মনোনীত করের তাহা হইলে তিনি নিশ্চিত 'মাকামে খতম' তথা নবুয়তের

সমাপ্তির চূড়ান্ত মর্যাদার স্তরে পৌছাইবেন ও তাহাকে নবুয়ত সমাপ্তকারী হিসাবে অবিহিত করা হইবে।

আহলে শরীয়তের নিকট বিদিত আছে যে, নয়টি মর্যাদা খোদা প্রদত্ত এবং প্রত্যেকটার স্তর পরিজ্ঞাত। অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনার মাধ্যমেও কেহ নিজের মাকাম হইতে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তবে হ্যাঁ, দার্শনিকগণ বলেন, এই নয়টি মর্যাদা স্তর অর্জনযোগ্য এবং কাহারোই তাহার মর্যাদা স্তর সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি মর্যাদা স্তর তাহার জ্ঞান-গরিমা ও পবিত্রতার প্রতিদান। যে ব্যক্তি তাহার এই দেহ পিঞ্জিরার মধ্যে জ্ঞান ও পবিত্রতা যত অধিক অর্জন করিবে, তাহার মর্যাদা স্তরও তত উন্নত ও উঁচু হইবে।

আহলে ওয়াহদত তথা একত্ববাদীদের বক্তব্য উপরিউক্ত অভিমতদ্বয় হইতে ব্যতিক্রম। তাহারা বলেন, মানব আত্মার উন্নতির ও অগ্রগতির সীমা প্রকাশ্য নহে। কারণ একজন সুযোগ্য ও সম্ভাবনাময় মানুষ যদি হাজার বৎসর জীবনের অধিকারী হয় এবং সে এই হাজার বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস সাধনায় নিরন্তর আত্মনিয়োগ করে, তবে সে প্রত্যহ একটি নূতন জ্ঞান আহরণ করিবে, যে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে সে অবহিত ছিল না এবং সে এমন সংবাদ লাভ করিবে যাহা ইতঃপূর্বে সে কখনো প্রাপ্ত হয় নাই। অথবা এই কারণে যে, মহান আল্লাহর ইলম ও হিকমত তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কোন সীমা পরিসীমা নাই। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই বলা হয়, মানব আত্মার উন্নতি ও উৎকর্ষতার কোন সীমা পরিসীমা প্রকাশিত ও পরিজ্ঞাত নহে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত চৌষট্টি মাকতুব

অন্তঃকরণের বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ অন্তকরণ বা দিল কী ও অন্তকরণ কাহাকে বলে? যাহা পোকা-মাকড়ের স্থান উহা অন্তর নহে, বরং অন্তর ও হৃদয় বলা হয় উহাকেই যেই সম্পর্কে কুরআন মাজীদের সূরা কাফের ১৭নং রুকু'র নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হইয়াছে,

اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ

"ইহাতে তাহার জন্যে উপদেশ ও শিক্ষা রহিয়াছে যাহার প্রচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ উপলব্ধি শক্তি রহিয়াছে।" সকলের নিকটই তো হৃদয় বা দিল নাই। যদি সকলের দিল থাকিত, তবে আল্লাহর এই মহান বাণীর শুদ্ধতা অক্ষুণ্ন থাকিত না। বস্তুত যে উপদেশ গ্রহণ করে না তাহাকে অন্তরশূন্য বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সেই অন্তর যাহা একটি মাংসপিণ্ড, যাহাকে বক্ষের হাড়সমূহ পরিবেষ্টন করিয়া আছে, এখানে উহা উদ্দিষ্ট নহে। বরং এই গূঢ় রহস্য হইতে উদ্দেশ্য হইল, যাহা আলমে আমর তথা নির্দেশ জগতের সহিত সম্পর্কিত, এই মাংসপিণ্ড আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত নহে। বরং ইহা আলমে খালক তথা সৃষ্টি জগতের অন্তর্গত। অন্তর যাহার আরশ এবং বক্ষ হইল তাহার কুরসী, দেহের অন্যান্য অঙ্গ তাহার সাম্রাজ্যের অধীন। সৃষ্টি ও নির্দেশ উভয় মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে। কিন্তু সেই সৃষ্টি তত্ত্ব যাহার সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ "বলিয়া দিন! আত্মা হইল আমার প্রতিপালকের একটি নির্দেশ মাত্র।" তিনি হইলেন রাজাধিরাজ ও শাসক, এবং উহা একারণেই যে, আলমে আমর ও আলমে খলক-এর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আলমে আমর আলমে খলক-এর বাদশাহ। উপরন্তু সে এমন এক প্রভাবশালী সূক্ষ্ম লতীফা, যখন উহার প্রভাব কল্যাণ ও মঙ্গলের উপর পতিত হয়, তখন তাহার সমস্ত দেহ কল্যাণ ও মঙ্গলে সমৃদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং যেই ব্যক্তি সেই লতীফার পরিচয় লাভ করিয়াছে, সে নিজের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছে। আর যে নিজের আত্ম পরিচয় লাভ করিয়াছে সে নিশ্চিতভাবে তাহার প্রভুর পরিচয় লাভেও ধন্য হইয়াছে। যখন একজন বান্দা এই মাকামে পৌঁছাইতে সক্ষম হয়, তখন সে তত্ত্বজগতের পুষ্পকাননের সূচনার সুরভীতে যাহা মহানবী (সাঃ)-এর বাণী اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ "আল্লাহ তায়ালা আদমকে তাঁহার আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন" মধ্যে বিমোহিত হইয়া আছে, সে উহা লাভ করে এবং করুণার দৃষ্টিতে

অবলোকন করে তাহাদেরকে যাহারা কেবল প্রকাশ্য কথা ও শব্দের মাঝে মজিয়া আছে। অন্তরের গল্প বর্ণনার অতীত যেরূপ আত্মার ঘটনা বর্ণনার অতীত।

ওহে ভ্রাতা! অন্তরের বৈশিষ্ট্য হইল তাহা যাহা মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন,

مَنْ اَخْلَصَ لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ظَهَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكْمَةِ بَيْنَ قَلْبِهٖ عَلٰى لِسَانِهٖ بِالْاِخْلَاصِ فِى الطَّاعَةِ وَتَرْكِ الرِّيَاءِ ـ اَلْيَنْبُوْعُ الْعَيْنُ وَجَمْعُهٗ يَنَابِيْعُ ـ اَلْحِكْمَةُ الْمَعْنَى الَّذِىْ لِاَجْلِهٖ اَلْمَقْصُوْعُ الْفِقْهُ الْوُقُوْفُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنٰى اِنَّ مَنْ عَبَدَ اللّٰهَ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا عَلَى الْاِخْلَاصِ وَتَرْكِ الرِّيَاءِ اَظْهَرَ اِلَيْهِ عُيُوْنَ الْحِكْمَةِ فِىْ قَلْبِهٖ ثُمَّ اَجْرٰى مِنْ قَلْبِهٖ عَلٰى لِسَانِهٖ حَتّٰى يَكُوْنَ نَاطِقًا بِالْحِكْمَةِ وَالصَّوَابِ وَلَاَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَىْ اِنْقَادُوْا لَهٗ اَهْلُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ طَوْعًا وَاَهْلُ الْاَرْضِ بَعْضُهُمْ طَوْعًا وَهُمْ وُلِدُوْا فِى الْاِسْلَامِ وَبَعْضُهُمْ كَرْهًا وَهُمْ مَنْ اُدْخِلُوْا مِنْ دَارُ الْحَرْبِ وَكَانَ اِسْلَامُهُمْ كَرْهًا ثُمَّ صَارَ طَوْعًا ـ

"যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে চল্লিশ দিন মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করিয়া নিবে হিকমতের ঝর্নাধারা তাহার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া তাহার মুখে প্রকাশিত হইবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার অর্থ হইল রিয়া লৌকিকতা ও প্রদর্শনেচ্ছা পরিহার করা। يَنَابِيْعُ বহুবচন এক বচনে يَنْبُوْعٌ অর্থ ঝর্না, حِكْمَةٌ (হিকমত) অর্থ সেই উদ্দেশ্য যে কারণে মহান আল্লাহ কোন বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন আর فِقْهٌ (ফিকহ) অর্থ সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতি। তাহা হইলে পূর্ণাঙ্গ হাদীসখানার অর্থ হইবে—যে ব্যক্তি ইখলাসের সহিত চল্লিশ দিন পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করিবে লৌকিকতা ও কোনরূপ প্রদর্শনেচ্ছা হইতে মুক্ত হইয়া; তাহা হইলে মহান আল্লাহ তাহার অন্তরে হিকমতের ঝর্নাধারা প্রবাহিত করিয়া দিবেন। অতঃপর উহাকে অন্তর হইতে বাহির করতঃ মুখের উপর জারি করিয়া দিবেন। একপর্যায়ে তাহার কথাবার্তা ও আলোচনা বিশুদ্ধতা ও হিকমতের ভিত্তিতে হইতে থাকিবে। ফলে নিঃসন্দেহে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সবকিছু ইসলাম গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অনুগত হইয়া যায় আকাশের অধিবাসী তথা ফেরেশতাগণ স্বতঃস্ফূতভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে, আর পৃথিবীবাসীদের

মধ্যে কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সাগ্রহে (ইহারা হইল জন্মগত মুসলমান) আবার কেহ বা অনিচ্ছায়, যাহারা অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থায় অনিচ্ছায়। অবশ্য পরবর্তীতে তাহারা ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে।

ওহে ভ্রাতা! যেরূপ প্রবৃত্তির জ্যোতিসমূহ বিচিত্র—কখনো নীল, কখনো সবুজ, অন্তরের জ্যোতিসমূহও বিচিত্র; কখনো শুভ্র, কখনো নীল, কখনো আবার লাল। তবে সবুজ, অনুরূপ জ্যোতিই হইল সেই পর্দা যাহার পরে আর কোন পর্দা নাই। অর্থাৎ উহার পরে প্রবৃত্তির কোন পর্দা নাই।

পরিশেষে আপনার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত পঁয়ষট্টি মাকতুব

যিকির-এর বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! একজন মুরীদ যখন সত্যিকারার্থে যিকির করে তখন তাহার অন্তরের মাঝে এইরূপ আগুন সৃষ্টি হয় যাহা আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুকে দগ্ধ করিয়া দেয়। আবার কখনো এইরূপ হইয়া থাকে যে, তাহার যিকিরের স্বাদ তাহার আস্বাদন ইন্দ্রীয়তে অনুভব করে এবং নানান রকম সুরভী যেমন মিশক, আম্বর ও কাফুর প্রাচ্য ও প্রতিচ্য হইতে তাহার নাসিকায় পৌছাইয়া থাকে, ইহা হইল অনুভব ও আস্বাদন করিবার বিষয়, বলার বিষয় নহে। অর্থাৎ ইহার স্বাদ সেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম, যে উহা আস্বাদন করিয়াছে, ইহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার বস্তু নহে। কথিত আছে, মুখের যিকির হইল প্রলাপ বকা, আর অন্তরের যিকির হইল শংকা। আমলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমল হইল যিকির। যিকিরের তিনটি স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ মৌখিক যিকির। দ্বিতীয়তঃ আয়াসসাধ্য অন্তরের যিকির। তৃতীয়তঃ স্বাভাবিক অন্তরের যিকির অর্থাৎ অনায়াসে অন্তর মহান আল্লাহর যিকিরকারী হইয়া যাইবে এবং চতুর্থতঃ যিকিরের নির্যাস তথা মজ্জাগত যিকির। প্রকাশ থাকে যে, যাহার এইরূপ যিকির করা হয় তাহার (যিকিরকৃত সত্তার) আধিপত্য ও প্রভাব অন্তরের উপর প্রবলভাবে পতিত হয় ও যিকির লুক্কায়িত হইয়া যায় এবং ইহাই হইল অভিষ্ট লক্ষ্য। এইরূপ যিকিরের ক্ষেত্রে যিকিরকারী বিলীন হইয়া যায়। ফলে তাহার নিজ ব্যক্তিসত্তা এবং অন্য কোন বস্তুর প্রকাশ্য ও গোপনের অনুভূতি থাকে না।

وَهٰذَا عَيْنُ الْجَمْعِ وَالتَّوْحِيْدِ وَاِنَّمَا التَّفْرِقَةُ قَبْلَ ذَالِكَ مَا دَامَ الذَّاكِرُ فِىْ مَقَامِ ذِكْرِ اللِّسَانِ وَذِكْرِ الْقَلْبِ -

"ইহা নিশ্চিত সম্মিলন ও একত্ব, আর বিচ্ছিন্নতা ইতঃপূর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত যিকিরকারী মৌখিক যিকির এবং আন্তরিক যিকিরের স্তরে অবস্থান করে।" এই প্রসঙ্গেই জনৈক মনীষী মন্তব্য করিয়াছেন, মৌখিক যিকির হইল প্রলাপ এবং অন্তরের যিকির হইল শংকা ও সন্দেহ অর্থাৎ চতুর্থ স্তরের হিসাবে। উপরন্তু এই স্তরের বিপরীতে মৌখিক যিকির ও অন্তরের যিকির একেবারেই অর্থহীন স্রেফ শংকা ও সন্দেহ মাত্র। এইটা হইল আপেক্ষিক ও তুলনামূলক মূল্যায়নের ভিত্তিতে, তবে বাস্তবতা ও প্রকৃতপক্ষে উহা অর্থহীন ও সন্দেহমাত্র নহে। কেননা মৌখিক যিকিরের মধ্যেও এক প্রকার হতবুদ্ধিতা ও ইতস্ততঃ অবস্থা থাকে ইহাই বিচ্ছিন্নতা। সেকারণেই বলা হইয়াছে, মৌখিক যিকির অর্থহীন প্রলাপ এবং অন্তরের যিকির হইল শংকা ও সংশয়।

তাহাজ্জুদ নামায পড়া হয় হাজত পুরা করিবার নিমিত্তে। বর্ণিত আছে, মহানবী (সাঃ)-এর অসংখ্য আশা ও মনোবাঞ্ছা ছিল। সেই সব আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রধান অভিলাষ ছিল উম্মতের সুপারিশ করার অধিকার। অতঃপর মহান আল্লাহ হাজত পূরণের জন্যে রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ করিলেন। ফলশ্রুতিতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের যথার্থ পাবন্দীর পর তাহাজ্জুদ নামায অভাব পূরণের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোন্নত মাধ্যম হিসাবে পরিগত ও স্বীকৃত হইল। ইহার ফলে যেইরূপ রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার অঙ্গিকার প্রদান করা হইয়াছে, অনুরূপ যেই ব্যক্তি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিবে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবারও আশা করা যায়।

এতদ্ভিন্ন হাজত পূর্ণ হইবার আরো এক প্রকার নামায রহিয়াছে যাহা পরীক্ষিত। এই নামায দুই রাকায়াত বিশিষ্ট। প্রথম রাকায়াতে সূরা ফাতিহা সাতবার এবং قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ একবার। দ্বিতীয় রাকায়াতে সূরা ফাতিহা সাতবার এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ একবার। অতঃপর সালাম ফিরানোর পর—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহু ওয়াল হামদু লিল্লাহি, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যীল আযীম।

দশবার يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنَا "ইয়া গিয়াছাল মুস্তাগিছীনা আগিছনা" দশবার—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লিম। অতঃপর দশবার নিজের প্রয়োজনের কথা বলিবে এবং এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে—ওহে আমার প্রার্থনা কবুলকারী! আমি তো প্রবৃত্তির হাতে বন্দি, আমার সম্মুখ হইতে এই বাঁধা ও পর্দাটাই হটাইয়া দাও! তাহা হইলে আশা করা যায় যেই প্রয়োজনের জন্যে প্রার্থনা করিবে উহা পূর্ণ হইবে ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে আপনার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত ছিষট্টি মাকতুব

কু-প্রবৃত্তি ও তাহার ক্ষতিকর প্রভাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! প্রকাশ থাকে যে, তরীকতপন্থী মনীষীদের হইতে বর্ণিত আছে যে, প্রবৃত্তি হইল দেহের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত একটি লতিফা যাহা যাবতীয় ঘৃণিত অভ্যাস ও সমূহ বিধ্বংসী গুণের আধার। মানুষের জন্যে ইহার চাইতে বৃহৎ আর কোন শত্রু নাই। কারণ মানুষের ধ্বংস সেই শত্রুর কারণেই হইয়া থাকে। রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীসও এই দিকেই দিকনির্দেশ করে। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন,

اَعْدٰى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِىْ بَيْنَ جَنْبَيْكَ

"তোমার সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হচ্ছে তোমার প্রবৃত্তি, যে তোমার বাহু যুগলের মাঝেই অবস্থান করে।" কাফিরকে তলোয়ার তথা মারণাস্ত্র দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব। শয়তানকে নিজের সম্মুখ হইতে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলিয়া হটানো হইয়া থাকে কিন্তু অবাধ্য প্রবৃত্তি এমন এক আভ্যন্তরীণ শত্রু তাহাকে প্রতিহত ও পরাভূত করিবার জন্য কাহারো নিকটেই কোন উপায় নাই, তাহার অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা হইতেও কেহ সুসংহত ও নিরাপদ নহে। তাহার যাবতীয় আশা ও অভিপ্রায় উহাই যাহা মহান আল্লাহর অভিপ্রায় ও ইচ্ছা। এই দাবীতে স্বয়ং মহান আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বি এবং স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে সে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যের প্রতিপক্ষ। আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে, আল্লাহ তায়ালার মানুষের হইতে কাম্য হইল যে, সকলেই তাহার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করিবে। অবাধ্য প্রবৃত্তি ও সৃষ্টিকুল হইতে ইহাই কামনা করে যে, সকলেই তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও গুণকীর্তন করুক। মহান আল্লাহ সৃষ্টি হইতে কামনা করিয়াছেন যে, সকলেই তাহার বিধান ও নির্দেশনা মানিয়া চলুক এবং যাহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন, উহা বর্জন ও পরিহার করুক। অনুরূপ অবাধ্য প্রবৃত্তির কাম্য হইল যে, সকল মানুষ তাহার নির্দেশ মানিয়া চলুক এবং যাহা হইতে সে বাধা প্রদান করে উহা হইতে বিরত থাকুক। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের হইতে কামনা করেন যে, তাহার আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও নেয়ামতের জয়গান করিবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। অবাধ্য প্রবৃত্তি কামনা করে যে, সমস্ত মানুষ তাঁহার বদান্যতা, অনুগ্রহ ও দয়ার গুণগান বর্ণনা করিবে। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের হইতে কামনা করেন যে, বান্দাগণ যেন তাঁহার প্রতি উদ্বেল ও আগ্রহী এবং সকলেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়, সকলেরই তাঁহার হইতে ভয় হয়। প্রকাশ থাকে যে, উপরিউক্ত যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণসমূহ হইল মহান আল্লাহর জন্য ঐকান্তিকভাবে বিশেষায়িত, অথচ বাস্তব অবস্থা হইল এই যে, স্বয়ং অবাধ্য প্রবৃত্তিও

উহার দাবী করে এবং সকল মানুষ হইতে সেও এই সবই কামনা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এইসব গুণ মানুষের মাঝে কার্যকর ও সক্রিয় ভূমিকা না রাখিবে, আল্লাহ তায়ালার দাবি ততক্ষণে তাহার হইতে প্রকাশিত হইতে পারে না।

আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই? ফেরাউন যখন নিজেকে দেখিল যে, আমি কোন ব্যক্তি, আর এই দোষগুলি কেবল ফেরাউনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ইহা যে আমার ও আপনার মধ্যে নাই এমন নহে। সকল মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যতা ও দোষসমূহ বিদ্যমান এবং সকলের প্রবৃত্তির দাবিও ইহাই। তবে হ্যাঁ, পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, সে প্রকাশ্যে أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى-এর ঘোষণা করিয়াছে। কারণ অসম দাবীর জন্যে তাহার মৃত্যুদণ্ডের প্রশ্নই ছিল না। কারণ তখন সে ছিল মিশরের প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কেহই ছিল না। পক্ষান্তরে আমাদের প্রবৃত্তি এই কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে এ কারণে শংকিত ও সন্ত্রস্ত যে, যেভাবে ফেরাউন প্রকাশ্যে জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়াছে, অনুরূপ ঘোষণা করিলে আমাকে হত্যা করা হইবে। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, তাহার ফেরাউনিয়তের ঘোষণা ছিল প্রকাশ্যে দিবালোকে, আর আমাদের ফেরাউনিয়তের ঘোষণা সংগোপনে অপ্রকাশ্যে। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আরেফগণ উহা সম্পর্কে সম্যক অবগত তাহারা উহা সবই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ওহে ভ্রাতা! কু-প্রবৃত্তির প্রহসন ও প্রতারণা হইতে মহান আল্লাহর ঐকান্তিক অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম নহে। মুসলমান হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও যদি চোখের পলক পরিমাণ সময় সুযোগও তাহাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে হাজারো ক্রুশফিতা বাঁধিয়া দিবে এবং হাজারো মূর্তি তোমার সামনে নীত করিবে। এমনকি একলক্ষ বৎসর অবধি যদি আপনি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রাণান্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন এবং তাহাকে পরাস্ত ও পরাজিত অবস্থায় রাখেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে যদি আপনি তাহার উদ্দেশ্যের উপর একবারের জন্যও পা রাখেন তাহা হইলে সে আপনার এক দিনের যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগি ও ইসলামকে ধূলিসাত করিয়া দিবে। অতএব কোন অবস্থায়ই কখনোই তাহাকে তোমার কল্যাণকামী জ্ঞান করিবে না এবং নিজেকে তাহার হইতে সুসংহত ও নিরাপদ মনে করিবে না। এমনকি সে যদি মুসলমান হওয়ার দাবী করে এবং নিজের নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা প্রদর্শন করে, তবুও তাহার উপর বিশ্বাস করিবে না, তাহার এই অসার দাবীর কারণে প্রবঞ্চিত হইও না! যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে পরীক্ষা না করিবে। যেরূপ হযরত সোলায়মান (আঃ) নবুয়তের বিরল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষা করিয়াছেন।

আহলে ইশারাত তথা তত্ত্বজ্ঞানী মনীষীগণ এই দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, যখন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রবৃত্তি পবিত্রতার দাবী এবং নিজের নিষ্কলুষতা প্রদর্শন করিল, তখন তিনি নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই, বরং তাহার উপর

কুধারণা রহিয়াই গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার পরীক্ষা নেন নাই। সার্বভৌম সাম্রাজ্য ও কোনরূপে অংশীদার বিহীন একচ্ছত্র রাজত্বের আবেদন কেবল উক্ত প্রবৃত্তির পরীক্ষার জন্যে করিয়াছেন। কেননা প্রবৃত্তির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল সাম্রাজ্য ও রাজত্ব। এমনকি হযরত সোলাইমান (আঃ) এক পর্যায়ে বলিয়াছিলেন, رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا "হে প্রভু আমার! আমাকে রাজত্ব দান করুন।" প্রকাশ থাকে যে, সম্পদ ও রাজত্বের মধ্যে যদি কাহারো অংশীদারিত্ব থাকে, তবে উহা পূর্ণাঙ্গ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ও ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত। সে কারণেই বলা হইয়াছে, لَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ "যাহার মধ্যে আমি ব্যতীত আর কোন অংশীদার থাকিবে না" যাহাতে প্রবৃত্তির প্রতারণা ও প্রহসন যদি লুকায়িত থাকে সেই প্রতারণা ও ছলনা যখন স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গরূপে লাভ করিবে তাহার সেই প্রতারণা ও ছলনা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যেহেতু ইহারা হইলেন মহান আল্লাহর একান্ত বিশেষ বান্দা। এই বৈশিষ্ট্যতার উপর ভিত্তি করিয়া নিঃসন্দেহে তাঁহাদের পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও আন্তরিক স্বচ্ছতা রহিয়াছে। তবে যেহেতু তাঁহারা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আরেফ—প্রবৃত্তির অনিষ্টসমূহ, তাহার যাবতীয় ক্ষতিকর দিকসমূহ, তাহার নানান প্রতারণা, ধোকা ও ছলনা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল এবং এই সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন; সেকারণে তাহারা কখনোই পরীক্ষা না করিয়া প্রবৃত্তির উপর আস্থাশীল হইতে পারেন না। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অন্যের কোনরূপ অংশীদারিত্ব ব্যতিরেকে একচ্ছত্র ও সার্বভৌম সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা লাভ করিবার পরও তাহার অবস্থা তেমনই ছিল যাহা উক্ত সাম্রাজ্য ও রাজত্ব প্রাপ্তির পূর্বে ছিল।

বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) এত বিশাল সাম্রাজ্য ও পৃথিবীময় একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতা লাভ করিবার পরও নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য থলে তৈরির পেশা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তুতকৃত থলে বাজারে বিক্রি করিয়া সেই অর্থ দ্বারা দুইটা রুটি ক্রয় করিতেন। তন্মধ্যে হইতে একটি রুটি ফকীরদের ভাগ করিয়া দিতেন, আর একটি রুটি দিয়া মিসকীনদের সহিত নিজে ইফতার করিতেন এবং ফরমাইতেন, একজন মিসকীন ও মিসকীনদের সঙ্গীও তাহাদের সমপর্যায়ের।

ওহে ভ্রাতা! বুযুর্গানে দ্বীন এই অবাধ্য প্রবৃত্তির হাতে রক্তের ঢোক নিরন্তর পান করিতেছেন এবং তাহার প্রতারণা, ছলনা ও ধোকা হইতে কখনো উদাসীন থাকেন না। নিজেকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করেন, কখনো তাহার বেড়াজাল ও ফাঁদে পা ফালান না। আর আপনি শ্রবণ করিয়াছেন যে, কোন সাধকগণ ক্রশফিতা পরিধান করিয়াছেন, উহা এজন্যেই যে, নিজেকে কখনো সেই অবাধ্য প্রবৃত্তির করায়ত্তে আসিতে দেন নাই। তাহাদের ক্রশফিতা পরিধান এই কারণেই ছিল।

সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (কুঃ সিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের দিন আমি মহান আল্লাহর নিকট আবেদন করিব যে,

আমাকে অনুমতি দেওয়া হউক এই মর্মে যে, আমি নিজেকে দোযখে নিক্ষেপ করিব এবং এই অবাধ্য প্রবৃত্তিকে দোযখের অগ্নিতে চুবাইয়া ধরিব, কারণ তাহার হাতে পৃথিবীতে রক্তের ঢোক পান করিতেছিলাম।

জনৈক কবি কত সুন্দরভাবে বিষয়টির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—

ازیں کافر کہ ما را در نہاد است　مسلماں در جہاں مکتر فتاد است

“আমাদের ভিতরে যে অবাধ্য প্রবৃত্তি লুকায়িত সেই দৃষ্টিকোণ হইতে সত্যিকারের মুসলমান এই পৃথিবীতে নিতান্তই নগণ্য ও দুষ্প্রাপ্য।”

প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও দুষ্টচক্রের ইহা একটি বিন্দু পরিমাণ তথা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। যাহা লেখা হইয়াছে যদি অতি তাড়াতাড়ি উহাকে ক্যালো করা হয় তবুও সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। অনন্তর এই সম্পর্কিত ইলম ওলামায়ে আখিরাতের অনন্য বৈশিষ্ট্য, আর ওলামায়ে দুনিয়া তো ঐ ইলমহইতে অন্ধ ও পর্দাবৃত। তাহাদের এই সম্পর্কে কোন খবরই নাই।

ওহে ভ্রাতা! বিপদ তো একটা নহে, চারি চারিটি। প্রথম বিপদ হইল প্রবৃত্তি, ইহা হইল যাবতীয় কামনা-বাসনা ও ভোগের বিপদ, দ্বিতীয় বিপদ হইল শয়তান, ইহা হইল যাবতীয় ঘৃণিত অভ্যাস ও নিন্দিত চরিত্র এবং পাপ প্রগলতার বিপদ। তৃতীয় বিপদ হইল রাজত্ব ও আধিপত্য, এই বিপদ কল্যাণ, মঙ্গল ও ইবাদতের বিপদ। চতুর্থ বিপদ হইল কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সরাসরি আল্লাহ হইতে বিপদ, এই বিপদ আবেগ, উদ্বেগ, প্রেম, ভালোবাসা ও এই জাতীয় অন্যান্য বস্তুর বিপদ।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত সাতষট্টি মাকতুব

মূর্তি ও ক্রুশফিতা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ যেই বস্তু সালেক তথা এই পথের পথিকদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার পথ হইতে বিরত ও নিজের মধ্যে ব্যস্ত রাখে, উহা প্রতিমা বা মূর্তি যাহাই হউক মূর্তির সংজ্ঞা বা মমার্থ কিন্তু এইটাই। যখন এই অর্থটাকে তুমি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলে তখন এই কথাও জানিয়া রাখ যে, কাহারো আছে নিজের বাহ্যিক বেশ-ভূষাকে সুসজ্জিত করিয়া রাখা পছন্দনীয়, প্রিয়, ইহাই হইল তাহার মূর্তি। আবার কাহারো জন্য অধিক নামায মূর্তি এবং কাহারো জন্যে অধিক রোজা হইল মূর্তি, আবার কাহারো সারাক্ষণ জায়নামাযে বসিয়া থাকা প্রিয়। তাহা হইলে এই জায়নামায তাহার জন্য মূর্তি; আবার কাহারো বা স্ত্রী-সন্তানদের ভালোবাসা থাকে। এইজাতীয় সব বস্তুই তাহার মূর্তি ও ভূত হিসাবে পরিগণিত। আপনাকে এই মূলনীতির আলোকেই তাহাকে চিনিতে হইবে। এই কারণে কথিত আছে, মুরীদ যে আমলই করিবে উহা পীরের নির্দেশে করিবে। কারণ কেহই স্বীয় মূর্তি সম্পর্কে নির্ভুলভাবে জ্ঞাত নহে এবং ইহাও জানে না যে, সে মূর্তি পূজারী। প্রত্যেকেই তো নিজেকে তাওহীদবাদী ও মূর্তি ধ্বংসকারী মনে করে, অথচ উপরিউক্ত সব মূর্তি ও ভূতের প্রধান ও নেতা হইল এই প্রবৃত্তি اَلنَّفْسُ هِىَ الصَّنَمُ الْاَكْبَرُ। "প্রবৃত্তি হইল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মূর্তি।" অন্যান্য মূর্তি তাহার মাধ্যমে সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য ও চাহিদা মাফিক যে কেহই কোন কাজ সম্পাদন করিবে, সে তো তাহারই পূজা ও বন্দনা করে, যদিও এই ব্যাপারে তাহার কোন খবরও না থাকে। اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ "আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য বানাইয়াছে" এই আয়াতে কারীমা সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। যেমন—কতিপয় সাধক যখন নিজের এই অবস্থা উপলব্ধি করিলেন তখন নিজেদেরকে বিশ্বের মূর্তি পূজারীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তবে এই বিধান অবস্থার ভিত্তি আল্লাহ না করুন ইতিকাদ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে নহে। মূর্তি ও ক্রশ ফিতার অবস্থা ইহাই যাহা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মূর্তি ও ক্রুশফিতা সম্পর্কে সেসব পংক্তি ও কবিতামালা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এই অর্থেরই প্রতিফলন ঘটিবে। ফলে আর কোন প্রশ্ন ও সংশয় থাকিবে না।

گفتم که از چوں توبتے زنار بندم گفت رو — در کفر ہم صادق نہ زنار را رسوا مکن

بلکہ زنار بستم بگشتم از مسلمانی — زہے مومن کہ من بودم بخود ایماں نمی بینم

مسلماں شود لا ز نار بگسل   در دن بت خانه و بیردن مناجات

راست گویم ہر چه بستم   بت پرستم بت پرستم

"আমি বলিলাম, ওহে মূর্তি! আমি তোমার ন্যায় ক্রশফিতা পরিধান করিয়াছি, তদুত্তরে সে বলিল—মূর্তি যাও! তুমি এখনো কুফরীতে একনিষ্ঠ ও সত্য হইতে পার নাই। সুতরাং ক্রশফিতাকে অপদস্ত করিও না। আমি আন্তরিকভাবেই ক্রশফিতা বাঁধিয়াছি এবং মুসলমানী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি কত চমৎকার ঈমানদার যে, নিজের মধ্যে ঈমান দেখিতে পাই না, অন্তরের মধ্যে হাজারো মূর্তি বিদ্যমান; অথচ প্রকাশ্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা—ওহে অন্তর! ক্রশফিতা ছিঁড়িয়া ফেল এবং মুসলমান হইয়া যাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি মূর্তি পূজারী, আমি প্রতিমা পূজা করি। আমি যাহা বলিতেছি সত্য বলিতেছি।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত আটষট্টি মাকতুব

মুসলমানিত্বের ভিত্তি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! প্রকাশ থাকে যে, মুসলমানীত্বের ভিত্তি ও পতন হইল পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার উপর। যেমন মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ "ইসলামের ভিত্তি পবিত্রতার উপরে।" পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার চারিটি স্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম স্তর ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ ও দেহের পবিত্রতা নাপাকী ও অপবিত্রতা হইতে। দ্বিতীয় স্তর ঃ যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পাপ ও শরীয়ত পরিপন্থি কাজ হইতে পবিত্রতা। তৃতীয় স্তর ঃ যাবতীয় ঘৃণিত অভ্যাস হইতে অন্তরের পবিত্রতা। চতুর্থ স্তর ঃ গায়রুল্লাহ হইতে মস্তিষ্কের পবিত্রতা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পবিত্রতাসমূহ অর্জিত না হইবে, ইসলামের অপূর্ব সৌন্দর্য ও মহিমা ফুটিয়া উঠিবে না। নিম্নোক্ত পংক্তি দ্বারা বিষয়টা আরো সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়—

صوفی دسبز پوش شدی شیخ چله دار   ایں جمله شدی ولے مسلماں نه شدی

"সাধক হইয়াছ সবুজ পাগড়ি, আলখেল্লাদারী ও চিল্লাদার শায়খ ইহা সবই হইয়াছ কিন্তু তুমি এখনো মুসলমান হইতে পারো নাই।"

مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ اَعْرَضَ عَمَّا سِوَاهُ "যিনি মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করিয়াছে সে তাহার বিপরীত তথা গায়রুল্লাহ হইতে মনোযোগ প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছে।" আল্লাহর নিকট পৌঁছাইবার পথ আসমান, যমীন, আরশ, কুরসী, প্রাচ্য ও প্রতিচ্যে কোথাও নাই। বরং আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছাইবার পথ স্বয়ং তোমার মাঝে বিরাজমান, সুতরাং তুমি উহা তোমার নিজের মধ্যে অনুসন্ধান কর। وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ "আমি তো তোমাদের মাঝেই আছি, তোমরা কি উহা লক্ষ্য কর না?"

اے آں که ہمیشه در جہاں می پوئی   ایں سعی ترا چه سود دارو گوئی

چیزے که تو جویائی نشان اوئی   با تست ہمه تو جائے دیگر جوئی

"ওহে সেই ব্যক্তি! যে গোটা বিশ্ব চষিয়া বেড়ায়, তোমার এই দৌড়-ঝাঁপ তোমার কোন কাজে আসিবে? তুমি যেই বস্তুটা অনুসন্ধান করিতেছ, উহা তো তোমার মাঝেই বিদ্যমান। অথচ তুমি উহা অন্যত্র সন্ধান করিতেছ।"

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ "তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন" ইহাই হইল চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা। তাহা হইলে এই পরিমাণ চিৎকার ও হট্টগোলের অর্থ কি যে, কোথায় তাহার সন্ধান করিব?

من بنده بجاں رضات جویم   حیراں شده ام کجات جویم

در جاں منی ز راه معنی   چوں یافته ام چسرات جویم

“আমি তোমার একজন বান্দা, প্রাণের বিনিময়ে আমি তোমার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। আমি তো দস্তুরমত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গিয়াছি যে, তোমাকে কোথায় তালাশ করিব। সত্যিকারার্থে তুমি যখন আমার মধ্যেই বিদ্যমান এবং আমার মাঝেই তোমাকে খুঁজিয়া পাইয়াছি তবে আর তোমাকে কেনই বা অন্বেষণ করিব?”

যেখানে পর্যন্ত ধারণা পৌঁছাইতে সক্ষম এবং বিবেক যাহার কল্পনা করিতে পারে, ভাবনায় যাহার সাক্ষাত মিলে এবং বুদ্ধি যেখানেই পৌঁছাইতে পারে, মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা ও বিমূর্ত গুণাবলি সেইগুলি হইতে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ। এতদসত্ত্বেও তিনি তোমার শাহরগ হইতেও অধিক নিকটে, তোমার চোখের দৃষ্টি শক্তি, তোমার কর্ণের শ্রবণশক্তি, তোমার মুখের বাকশক্তি সর্বোপরি তোমার অন্তকরণ হইতে তোমার অধিক নিকটে তিনি অবস্থান করিতেছেন। যেমন কুরআন মাজীদে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন,

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -

“আমি তাহার শাহরগ হইতেও অতি নিকটে।”

من او نشوم و لیک بے او   واللہ که نیم یقینم ایں است

“আমি তো আর তিনি নহি নিশ্চিত, কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি তাঁহার বিপরীতও নহি ইহার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে।”

ওহে ভ্রাতা! প্রকাশ থাকে যে, শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত প্রতিটি একই পথ, শরীয়ত হইল চলিবার সেই পথ যাহার দ্বারা শরীরের পবিত্রতা অর্জিত হয়। তরীকত সেই পথ যাহার উপর চলিবার কারণে ঘৃণিত অভ্যাস ও গুণাবলি হইতে হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জিত হয়। আর হাকীকত হইল এমন একটি পথ যাহা অবলম্বন করিবার দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুকে নিয়ামক শক্তি হিসাবে জ্ঞান করিবার প্রবণতা অন্তর হইতে অপসারিত হইয়া যাওয়া।

একজন শিক্ষার্থী ও মুরীদের জন্য একান্ত কর্তব্য হইল, সে নিজের জন্য ও স্থিরতার সহিত আমল অব্যাহত করিবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, সাধনা মহান আল্লাহর সাক্ষাত লাভের উপলক্ষ ও কার্যকারণ নহে। মুজাহাদা ও সাধনার দ্বারা কেবল আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত লাভের পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কারণ মহান আল্লাহর পথ কামনা-বাসনার পঙ্কিলতা হইতে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। একজন মানুষ যখন স্বীয় কামনা-বাসনার পঙ্কিলতা হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইয়া যায় তখন সে মহান আল্লাহর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া যায়। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত

পৌঁছানো এক জিনিস এবং আল্লাহ তায়ালার দরোজা পর্যন্ত পৌঁছানো অন্য জিনিস। কারণ দরওয়াজার জন্য তো ঘরের প্রয়োজন। অথচ আল্লাহ তায়ালা ঘর হইতে পবিত্র ও মুক্ত। অতএব এই কথা বলা শুদ্ধ যে, আল্লাহ তায়ালা হইতে আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌছাইতে পারিবে পথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর একাকি। তাহা হইলে একজন শিক্ষানবিশ মুরীদ যখন স্বীয় কামনা-বাসনা হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র তখনই সে মহান আল্লাহর দরওয়াজা পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য একান্ত কর্তব্য হইল, পথকে কখনো মহান আল্লাহর উপর অনুমান করিবে না। এই মর্মে কবির নিম্নোক্ত পংক্তিটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।' দ্বীনদারদের সকন্দে ক্রশফিতা কত চমৎকার গোচরীভূত হয়।'

قو مے متحیر اند در راہ یقیں قو مے دگر بماندہ اندر غم دیں

می ترسم ازاں با نگ بر آید روزے کائے بے خبراں راہ ندآنست و نہ ایں

"একদল বিশ্বাস ও ইয়াকীনের পথে বিস্ময়াভিভূত, অন্যদল দ্বীনের চিন্তায় সদা নিমজ্জিত। আমি এইরূপ কোনো ঘোষণার আশংকায় সন্ত্রস্ত যে, না কোনদিন এই আহ্বান আসিয়া পড়ে যে, ওহে নির্বোধের দল! পথ সেইটা নহে, আর নহে এইটাও।"

অতঃপর যখন আমি স্বয়ং নিজের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে তিনি বুদ্ধি ও ভাবনা হইতে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। অবশেষে তাহার মস্তিষ্কে কেবল আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কিছুই থাকে নাই। এইভাবেই সে মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছে। ইহাকে ইলমে অহদাত তথা একত্বের জ্ঞান বলে।

گویم بہر زباں بہر گوش بشنوم ایں طرفہ تر کہ گوش دز بانم پدید نیست

چوں ہر چہ ہست دربمہ عالم ہمیں منم مانند در دو عالم ازانم پدید نیست

"আমি সব ভাষাতেই কথা বলি এসং সকলের কথাই আমি শ্রবণ করিয়া থাকি। তবে ব্যতিক্রম হইল এই যে, আমার ইহার জন্য কোন রসনা ও কর্ণের প্রয়োজন হয় না। মহা বিশ্বময় যাহা কিছু রহিয়াছে উহা সবই আমি, উভয় জগতে আমার উপমা পাইবে না কোথাও।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত উনসত্তর মাকতুব

মাওলানা মুজাফফর (রহঃ)-এর প্রশ্নসমূহের উত্তর

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

آں خسر و نیکواں یا حسن و جمال   می گفت مرا ز در و بیهوده منال

زیرا که به تیغ قهر در مذہب ما   خون ریزش عاشقاں حلال است حلال

"সেই সৌন্দর্য জগতের সম্রাট স্বীয় সৌন্দর্য ও রূপের সহিত আমাকে বলিতেছিল যে, ব্যথা হইতে অধিক চিৎকার করিও না। কারণ আমার দৃষ্টিতে ক্রোধের অসির আঘাতে প্রেমিকদের রক্তপাত করা বৈধ ও হালাল।"

প্রিয় ভ্রাতা! মাওলানা মুজাফফর! পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। পর সমাচার এই যে, আপনার কথামালার সমষ্টি যাহা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আপনার হৃদয়ের গহীনে পুঞ্জিভূত ছিল, প্রিয় বৎস শিবলী উহা পৌঁছাইয়াছে। আদ্যপান্ত পাঠোদ্ধার করিয়াছি। সেখানে আর্তনাদ ও মিনতি এবং ফরিয়াদই ছিল অত্যধিক।

ওহে ভ্রাতা! যখন এই কাজের পদ্ধতি অদ্যাবধি এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং অন্যদের জন্য ইহাই হইবে দিকনির্দেশনা।

আশা করি আপনি নিম্নোক্ত পংক্তিটা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন—

ہر که درد عشق دارد سوز ہم   شب کجا یابد قرار در دزہم

"যাহার মাঝে সত্যিকারার্থে প্রেমের জ্বালা রহিয়াছে, সে তো রাত্র দিন কোনক্রমেই শান্তি ও স্বস্তিতে থাকিতে পারে না।"

ওহে ভ্রাতা! যে প্রেমাস্পদের পক্ষ হইতে প্রদত্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না, সে প্রেমাস্পদের সোহাগের মর্ম কিভাবে উপলব্ধি করিবে?

گر دوست مرا بلا فرستا دشاید   کیں دوست خودا ز بہر بلا می باید

"আমার বন্ধু যদি কোন বিপদ প্রেরণ করে, তাহা হইলে বন্ধুর উচিত যে, সে সব বিপদ সাদরে গ্রহণ করিবে।"

এই মাকাম সম্পর্কে ইমাম শিবলী (রহঃ) ফরমাইয়াছেন, হে আল্লাহ! নেয়ামতের আশায় মানুষ আপনার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তবে আমি আপনাকে বিপদাপদের জন্য আমার প্রেমাস্পদ বানাইয়াছি। নিঃসন্দেহে সূর্য প্রেমিকদের জন্য প্রশান্তি ও স্বস্তি অসম্ভব।

حلوه بکسے ده که محبت نچشیده است

"মিষ্টান্ন তাহাকে প্রদান কর, যে প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করে নাই।"

ওহে ভ্রাতা! এই দলের মনীষীদের বাণী বর্ণিত আছে যে, প্রেমাস্পদের অন্বেষণে করা

হয় অহংকার ও গৌরবের জন্য; রহস্য ও তথ্য অন্বেষণের লক্ষ্যে নহে। প্রেমিকের উপর প্রেমাস্পদের অহংকার ও প্রভাব এত অধিক ও প্রবল হইয়া থাকে যে, অসহায় প্রেমিক একেবারে আত্মহারা ও অস্তিত্বশূন্য হইয়া যাইতে চাহে এবং প্রতি মুহূর্তে তাহার নিকট যেন এই নির্দেশটি পৌঁছাইয়া থাকে,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا

"অতএব আপনি আপনার প্রভুর নির্দেশের উপর ধৈর্য ধারণ করুন। কারণ আপনি তো আমার চোখের সামনেই রহিয়াছেন।"

از آتش عشق اگر بسوزی جاں را   ما نهب کنی خزانه ایماں را

اندر طلـــب وصال او   عجب ان بوا لعجبی چو ہست جاں را

"প্রেমের আগুনে যদি আপনি আমার হৃদয়কে দগ্ধও করেন, তদুপরি আমার ঈমানকে ভস্মিভূত করিবেন না। তাঁহার মিলনের আশায় আমার জীবনকে নিঃশেষ করিয়াছি। ইহা অতিশয় আশ্চর্য ও বিস্ময়ের ব্যাপার হইল আমাদের জন্য।"

ওহে ভ্রাতা! প্রেম হইল এক প্রকার আল্লাহ পাগলামী। যাহার মাঝে এই পাগলামী সৃষ্টি হয়, সর্বপ্রথম সে তাহার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নষ্ট করিয়া দেয়। অতঃপর তাহার অভ্যন্তরকে বুদ্ধি ও জ্ঞান কিছুকেই বাদ রাখেন না।

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً -

"যখন রাজা বাদশাহগণ বিজয় বেশে কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদের করেন অপদস্ত ও অপমানিত।"

এই প্রসঙ্গেই কবি নিম্নোক্ত চরণদ্বয় আবৃত্ত করিয়াছেন।

عقل آمد و عقل کرد غارت   اے دل تو بجاں بریں اشارت

ترک عجبی است عشق دانی   کن ترک عجب چو نیست غارت

"বিবেক সম্মুখে আসিলে উহার উপর আক্রমণ কর। ওহে অন্তর! তুমি মনেপ্রাণে এই নির্দেশটি গ্রহণ কর। বিস্ময় পরিহার করা প্রেম বলিয়া জ্ঞান করিবে। বিস্ময় পরিহার করিবে; অন্যথায় বিবেকের উপর আক্রমণ করিতে পারিবে না।"

যখন তুমি স্বীয় কর্মে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিবে, তাহা হইলে আল্লাহ চাহে তো অতি শীঘ্র এইরূপ হইবে যে, আল্লাহ তায়ালার আবেগ হইতে অন্যতম একটি আবেগ লাভে আপনি ধন্য হইবেন, যাহা কষ্টিপাথরের কাজ করিবে। প্রেমের যেই সব অন্তর্নিহিত রহস্য ও মর্ম সেই সম্পর্কে উপলব্ধি করিতে বুদ্ধি অক্ষম ও অসমর্থ, উহা কোনরূপ লেখনী ও বক্তৃতা ছাড়াই সম্মানিত ভ্রাতার জ্ঞাত ও বোধগম্য হইয়া যাইবে স্বমহিমায়।

جانا سخن عشق کلا نیست بلند   بدنام شدی ز عشق نامے است بلند

در عقل فرد شدیم بر نامد کار   از عقل فرا ترك مقامے است بلند

"ওহে হৃদয়! প্রেমের কথা তো খুব উচ্চ মানের। প্রেমের নাম উচ্চ করিয়া তাহার দুর্নাম হইয়াছে। বুদ্ধিতে এতটাই স্থূল ও মোটা হইয়াছে যে, কোন কাজে আসে নাই। তাহা হইলে উচ্চ মাকাম পরিহার করতঃ কেবল বুদ্ধি নিয়াই তুষ্ট থাক।"

ওহে ভ্রাতা! প্রেমের পদ্ধতি ও রীতি বলিতে যাহা কিছু রহিয়াছে উহার অনুভূতি ও উপলব্ধি হইতে অসহায় আকল অক্ষম, তাহার অপরাধ ও ত্রুটি কল্পনার অপরাধ ও ত্রুটির ন্যায়। যাহা বুদ্ধিলব্ধ ও বোধগম্য বিষয়ের উপলব্ধির সময় কল্পনা জগতে উপস্থিত হইয়া থাকে।

ایں راہ طریقت نہ بپاے عقل است   خاك قدم عشق در اے عقل است

سرے کہ فرشتگاں از اں بے خبر اند   اے عاقل بے عقل چہ جاے عقل است

"তরীকতের এই পথ আকলের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রেমের পদতলের মাটিও আকল তথা বিবেক হইতে বহু উর্ধ্বে। ইহা এমন এক সূক্ষ্ম রহস্য যেই সম্পর্কে ফেরেশতা সম্প্রদায়ও অবহিত নহে। ওহে নির্বোধ বুদ্ধিমান! এখানে বুদ্ধির কোন স্থান আছে কী?"

ওহে ভ্রাতা! মহান আল্লাহ অণ্বেষণকারীদের জন্য প্রেম হইল এই পথের অবশ্য কর্তব্য একটি ব্রত, কারণ কেবল প্রেমই বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে। ইহা সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি প্রেমের যোগ্য সে মহান আল্লাহরও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কেননা—

اَلْعِشْقُ هُوَ الطَّرِيْقُ وَرُؤْيَةُ الْمَعْشُوْقِ هُوَ الْجَنَّةُ وَالْفِرَاقُ هُوَ النَّارُ وَالْعَذَابُ ـ

"ইহা হইল সেই পথ যেখানে প্রেমাস্পদের দর্শনই হইল জান্নাত আর প্রিয়তমের বিরহই হইল জাহান্নাম ও তাহার শাস্তি।"

যেমন নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় এই প্রসঙ্গে বিধৃত হইয়াছে—

درد عشق آید دواے ہر دلے   حل نشد بے عشق ہرگز مشکلے

عاقلاں را شرع تکلیف آمدا است   بیدلاں را عشق تشریف آمدہ است

"প্রেমের জ্বালা প্রত্যেক হৃদয়ের জন্য ঔষধ; প্রেম বিনা কখনোই কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। কেবল বুদ্ধিমানদের জন্যই শরীয়তের বিধি-বিধান প্রযোজ্য, হৃদয়হীন অর্থাৎ উন্মাদদের জন্য প্রেমের মর্যাদা নির্ধারিত।

অতএব যেই ব্যক্তি এই পথে প্রবেশ করিবে তাহার উচিত বিপদাপদ ও পরীক্ষায়

কখনো ভীত হইবে না। দান ও তাহা প্রত্যাহার, উপেক্ষা ও সোহাগ তাহার জন্যে হইবে একাকার হইয়া যাইবে যাহাতে সে স্বীয় ব্রতে একেবারে পরিপূর্ণ ও পূর্ণতা দানদারী হইতে পারে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি তাহার মাঝে অবশিষ্ট না থাকে।

কবি এই কথাটাই অতি চমৎকারভাবে নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ہر کہ او در کار خود ماشد تمام جان خود در کار باز دو السلام

"যে.ব্যক্তি তাহার নিজ কর্মে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে সে উক্ত কর্মে স্বীয় জানের বাজিও লাগাইতে পারে; ওয়াস সালাম।"

এ মর্মে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রহিয়াছে; একদা খাজা শিবলী (রহ) জনৈক চোরকে ঘরের চৌকাঠের সহিত ঝুলিয়া থাকিতে দেখিলেন। খাজা সাহেব তাহার পদ চুম্বন করিলেন এবং নিজের মাথার পাগড়ি তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল শায়খ! আপনি এ কী করিলেন? তদুত্তরে তিনি নিম্নোক্ত চরণদ্বয় আবৃত্ত করিলেন—

چوں بدیدم دار چوبیں جاے او بوسہ زاں دادم بے بر پائے او

چوں تمام افتادا و درکار خویش زاں نہادم پیش او دستار خویش

"যখন আমি ফাঁসির কাষ্ঠে তাহার মাকাম লক্ষ্য করিলাম, তখন তাহার পায়ে অসংখ্য চুম্বন করিলাম। যেহেতু সে নিজ কর্মে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাই আমি তাহার সম্মুখে আমার বরকতময় পাগড়িটা রাখিয়া দিলাম।"

তিনি অতিশয় ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ন হইয়াছেন। পরিশেষে আপনার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও শুভ পরিণাম কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত সত্তর মাকতুব

মারেফত ও মারেফতের সমাপ্তি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! প্রকাশ থাকে যে, কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহর অন্তহীন প্রজ্ঞা ও অনন্ত জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌছাইতে পারে না। আপনি হযরত মূসা (আঃ)-এর গল্পটি শ্রবণ করেন নাই?

بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُوْسٰى اِلٰى فِرْعَوْنَ قَالَ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى وَاَنْ يَّفْعَلَ قَالَ مُوْسٰى وَكَيْفَ وَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّهٗ يَفْعَلُ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنْ امْضِ كَمَا اُمِرْتَ بِهٖ فَاِنَّ فِى السَّمَاءِ اِثْنَىْ عَشَرَةَ اَلْفَ مَلَكٍ يَطْلُبُوْنَ عِلْمَ الْقَدْرِ فَلَمْ يُدْرِكُوْهُ وَلَمْ يَبْلُغُوْهُ -

"মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি বলুন, আপনি কি সংশোধন হইবেন, শোধরাইবেন? এবং আমি আপনাকে আপনার প্রতিপালকের দিকে পথনির্দেশ করিব? অতঃপর আপনি তাহাকে ভয় করিবেন সর্বোপরি উহা অনুসরণ করিবেন। অতঃপর হযরত মূসা বলিলেন, ইহা কিভাবে প্রতিফলিত হইবে অথচ আমি নিশ্চিত জানি যে, তিনি (ফেরাউন) এই উপদেশের আনুগত্য করিবে না। এই পর্যায়ে মহান আল্লাহ তাঁহার প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন, আপনাকে যাহা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আপনি উহা পালন করুন। কারণ আকাশ মণ্ডলে বারো হাজার ফেরেশতা রহিয়াছে যাহারা নিরন্তর ভাগ্যলিপি সম্পর্কিত জ্ঞান অন্বেষণে নিরত আছেন। তদুপরি তাহারা মহান প্রভুর নির্বাচিত ভাগ্যলিপির রহস্য উদঘাটন করিতে পারে নাই আর না পারিয়াছে উহার নাগপাশে পৌছাইতে।"

نِهَايَةُ مَعْرِفَةِ اللّٰهِ الْعَارِفِيْنَ عَجْزُهُمْ عَنِ الْمَعْرِفَةِ وَعَرَفُوْا اَنَّهٗ يَسْتَحِيْلُ بِكُنْهِ الصِّفَاتِ الرُّبُوْبِيَّةِ اِلَّا اللّٰهُ عَرَفُوْا اَىْ بَلَغُوا الْمُنْتَهٰى الَّذِىْ اَمْكَنَ فِىْ حَقِّ الْخَلْقِ مِنْ مَعْرِفَتِهٖ كَذَالِكَ فِىْ تَسْبِيْحِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَنْ جَعَلَ اِعْتِرَافَ الْعَبْدِ بِالْعَجْزِ مَنْ شُكْرِهٖ كَمَا جَعَلَ اِعْتِرَافَ الْعَبْدِ بِالْعِجْزِ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهٖ -

"মহান আল্লাহর মারেফত হইতে অক্ষমতাই আরেফদের জন্য আল্লাহর

মারেফাতের চূড়ান্ত পর্যায়। একপর্যায়ে তাহারা এই মর্মে অবহিত হন যে, মহান প্রভুর বিমূর্ত গুণাবলির যথার্থ হাকীকত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন কেবল মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো পক্ষে অসম্ভব। তবে তাঁহার মারেফতের সেই চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম হয় যেখানে কোন না কোন মাখলুকের পৌঁছানো সম্ভব। যেমন— হযরত দাউদ (আঃ)-এর তাসবীহের মধ্যে উল্লেখ আছে। মহা মহিমান্বিত সেই সত্তা যিনি অনুগ্রহপূর্বক তাঁহার বান্দাকে অক্ষমতা ও ব্যর্থতার স্বীকৃতিকে শোকর বা কৃতজ্ঞতা হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন—তাহার যথার্থ মারেফত সম্পর্কে বান্দার অক্ষমতার স্বীকৃতি তাঁহার মারেফত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।"

ওহে ভ্রাতা! মহান আল্লাহ নিজ সত্তাগতভাবে এক ও অভিন্ন। অনুরূপ তিনি তাঁহার যাবতীয় গুণের ক্ষেত্রেও অনন্য ও অভিন্ন। তাঁহার সমূহ গুণ পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণতা দানকারী। আসল ইলম তো তাহার ইলম। কেবল তাহার শাশ্বত জ্ঞানই পারে তাঁহার অফুরন্ত জ্ঞানের নাগপাশ স্পর্শ করিতে। রসনা হইল তাঁহার নিরাকার রসনা এবং তাঁহার রসনাই সক্ষম, তাঁহার নাম যথাযথভাবে জপ করিতে, শ্রবণও তাহার শ্রবণশক্তি যাহা তাহার বাণী ও কথা শ্রবণ করিবার সাধ্য রাখে। চক্ষুও তাহার চক্ষু যে তাহাকে দর্শন করিতে পারে। তাহার পূর্ণতা পর্যন্ত কেহই পৌঁছাইতে সক্ষম নহে। না উহা সম্পর্কে কেহ জ্ঞাত হইতে পারিয়াছে, আর না কেহ উহার দর্শন লাভ করিয়াছে। সকল আরেফ চিরস্থায়ী জান্নাতে তাঁহার জ্যোতির আলোকেই তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবে। অতএব সার কথা দাঁড়াইল এই যে, মর্মার্থগত দিক হইতে তাহাকে সে ব্যক্তি চিনিতে পারিয়াছে ও দেখিয়াছে যে নিজেকে চিনিতে পারিয়াছে ও দেখিয়াছে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত একাত্তর মাকতুব

ইলমে যাহের ও ইলমে বাতেন-এর বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ, ওই মহান দলের সদস্য তো তাহারাই,

صَدَقَتْ مُجَاهَدَتُهُمْ فَنَالُوْا عِلْمِ الْوَرَاثَةِ

"তাহারা নিজের সাধনায় সততার স্বাক্ষর রাখিয়াছে, ফলে তাহারা ইলমে ওয়ারেছাত তথা আম্বিয়ায়ে কিরাম হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের ধারক ও বাহক হইয়াছেন" যাহারা এই ইলম আহরণ করিবার প্রাণান্তর সাধনা ও সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছেন সত্য ও সঠিক কথা হইল যে, ইলম অন্বেষণ বলিতে সেই ইলম হাসিল করাকেই বুঝাইবে যাহা কোন পদ, নেতৃত্ব ও জাগতিক উন্নতি লাভের নিমিত্তে নহে, বরং উহা হইবে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নিবেদিত।

وَخَلَصَتْ عَلَيْهَا مُعَامَلَاتُهِمْ فَاَعْطُوْا عِلْمُ الْوَرَاثَةِ ـ

"যখন সেই ইলম দ্বারা তাহাদের আচার-ব্যবহার ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিরেট আল্লাহ তায়ালার জন্য হইল তখনই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহাদিগকে ইলমে ওয়ারাছাত প্রদান করা হইল।"

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ الْوَرَاثَةُ اَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ـ

"যেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইলম অনুযায়ী আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এমন ইলম দান করিবে যাহা সে জানে না।" উল্লেখ থাকে যে, প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানকে ইলমে যাহের বা প্রকাশ্য জ্ঞান এবং ইলমে ওয়ারাছাত তথা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানকে ইলমে বাতেন বা অপ্রকাশ্য জ্ঞান বলে। অনন্তর ওই সাধক দলের সভ্যগণ উভয় ইলম তথা ইলমে যাহের ও ইলমে বাতেনের ধারক ও বাহক হইয়া থাকেন।

যেমন বর্ণিত হইয়াছে—

ওহে ভ্রাতা!

اَلْاِشْتِغَالُ بِالْعُلُوْمِ الشَّرِيْعَةِ وَكِتَابَتِهَا وَمَطَالَعَتِهَا وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ اَمُوْرٌ حَسَنَةٌ يَخْتَصُّ بِهَا الْعُلَمَاءُ الصّٰلِحَاءُ وَلٰكِنْ شَانَ الطَّالِبِ الْحَقِّ شَانٌ اٰخَرُ ـ

"শরীয়তের জ্ঞানভাণ্ডার, উহার লেখা ও অধ্যয়ন এবং কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত নিঃসন্দেহে উত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু সত্যিকারের ওলামায়ে কিরাম ও নেককার বান্দাদের কর্মপদ্ধতি তো ইহাই। তবে একজন সত্যিকারের প্রভু প্রেমিকের বৈশিষ্ট্য ও কাজ তো একটু ভিন্ন প্রকৃতির।"

ওহে ভ্রাতা! ইলমে যাহের এক জিনিস এবং ইলমে বাতেন অন্য জিনিস, ইলমে যাহের হইল বৈষয়িক জ্ঞান, আর ইলমে বাতেন হইল ইলমে মুকাশাফা বা অদৃশ্যের জ্ঞান। একজন সাধকের মাঝে এতদুভয় ইলমের প্রতিফলন এইভাবে ঘটিতে পারে যে, যখন একজন সাধকের অন্তর নিন্দনীয় ও ঘৃণিত গুণাবলি হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মল, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হইয়া যাইবে, কেবল মাত্র তখনই ইলমে মুকাশাফা তথা অদৃশ্য সম্পর্কিত জ্ঞান তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইবে। ইহার ফলে সেই কর্মসমূহ ইতঃপূর্বে কেবলমাত্র যাহার নাম শ্রবণ করিয়াছে ও উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু ওইসব কাজের গূঢ়তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত মর্মার্থ তাহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া যায়। 'কুশাদেগী" তথা প্রশস্ততা ও হৃদয়ের প্রসন্নতা ইহা তো সতত বহমান ঝর্ণাধারা হইতে প্রবাহিত, দৃশ্যমান কূপ হইতে নহে। যেমন হাকীকি মারেফত মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা তাঁহার পূর্ণাঙ্গ ও বিমূর্ত গুণাবলি এবং তাঁহার কর্মকাণ্ডের মাঝে নিহিত। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের অর্থ তাহার পরশীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাৎপর্য, দীদার ও তাঁহার মহিমান্বিত সত্তার দর্শনের মর্ম, দুনিয়া ও আখিরাত সৃষ্টি রহস্য, নবুয়তের অর্থ, ওহীর মর্মার্থ, নবী-রাসূলদের নিকট ফেরেশতাদের আবির্ভূত হইবার ধরন ও তাঁহাদের উপর ওহী অবতীর্ণ হইবার পদ্ধতি। অন্তরের অর্থ এবং বেহেশত, দোযখ, পুলসিরাত, মীজান, হিসাব ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়সমূহ এইসব উদ্ভাসিত ও উন্মোচিত হওয়াকে মারেফত বলে। যাহার এই ইলমে মুকাশাফা তথা অদৃশ্যের জ্ঞান-যাহাকে ইলমে বাতেন ও ইলমে মারেফত বলে—সাধিত হয় নাই, সেই ব্যক্তি অন্ধ হইয়া আগমন করিয়াছে এবং অন্ধভাবে জীবন যাপন করিয়াছে অবশেষে অন্ধ অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

ওহে ভ্রাতা! পয়গম্বরগণের ইলম হইল সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে লাদুন্নী, আর ওলামায়ে কিরামের জ্ঞান হইল কাসবী তথা অর্জনযোগ্য। আপনার অভিমত কী? এই ওলামায়ে যাহের নবী-রাসূলগণের পরিত্যক্ত ইলমের উত্তরাধিকারী কি না? কেননা বলা হইয়াছে, ওলামায়ে কিরাম আম্বিয়ায়ে কিরামের উত্তরাধিকারী। তদুত্তরে এই কথা বলাই যথার্থ হইবে যে, তাহারা উত্তরাধিকারী নহেন। এই প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়াত হইল এই যে,

عُلُوْمُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَدُنِيَّةٌ فَمَنْ كَانَ عِلْمُهٗ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالْمُعَلِّمِيْنَ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ وَرَثَةِ الْاَنْبِيَاءِ فِىْ عِلْمِهٖ لَا يُسْتَفَادُ

الاَّ مِنْ طَرِيْقِ التَّوَسُّعِ فِى الْعِبَادَةِ عَنْ لَفْظِ الْمِيْرَاثِ وَعِلْمُ الْاَنْبِيَاءِ لاَ يُسْتَفَادُ الاَّ مِنَ اللهِ تَعَالٰى كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَلاَ تَظُنَّ اَنَّ تَعْلِيْمَ الْحَقِّ بِالنَّبِىِّ فَقَدَ قَالَ اللهُ تَعَالٰى وَاتَّقُو اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ كُلُّ مَنْ وَصَلَ فِىْ مَلُوْكِهِ اِلٰى حَقِيْقَةِ التَّقْوٰى فَلاَ بُدَّ اَنْ يُّعَلِّمُهُ اللهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

"আম্বিয়ায়ে কিরামের ইলম হইল ইলমে লাদুন্নী, যাহার ইলম ও জ্ঞান বিভিন্ন কিতাব ও শিক্ষকমণ্ডলী হইতে আহরিত, সে তাহার এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্যই আম্বিয়ায়ে কিরামের উত্তরাধিকারী নহে। তবে ভাষাগত সমৃদ্ধির ভিত্তিতে সেই ইলমকেই আম্বিয়ায়ে কিরামের পরিত্যক্ত জ্ঞান বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। প্রকৃত বাস্তবতা হইল এই যে, পয়গম্বরগণের জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহ হইতে সাধিত হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আপনার মহা মহিমান্বিত প্রতিপালক যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে ইতঃপূর্বে জ্ঞাত ছিল না। তবে কখনো এমন ধারণা করিও না যে, আল্লাহ প্রদত্ত ইলম কেবল নবী-রাসূলগণের সহিত বিশেষায়িত। কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিতেছেন এমন ইলম তোমাদের তাঁহার সাম্রাজ্যে তাকওয়ার হাকীকত পর্যন্ত পৌছাইবে। সুতরাং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সেই বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান দান করিবেন যাহা সে ইতঃপূর্বে জ্ঞাত ছিল না।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত বাহাত্তর মাকতুব

আখিরাতের ইলম এবং ওলামায়ে আখিরাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! ওলামায়ে আখিরাত তাহাদের বিশেষ মুহূর্তে এমন কথা বলিয়া থাকেন অথবা এমন কাজ করেন, তাহাদের সেই কাজ ও কথা বাহ্যত শরীয়তের পরিপন্থী মনে হয়। সেকারণে আহলে যাহের উহার উপর অস্বীকৃতিচ্ছলে আপত্তি ও সমালোচনা করিতে দ্বিধাবোধ করে না। আপনি ইহাতে মর্মাহত ও চিন্তিত হইবেন না, বরং এই দিকে দৃষ্টি রাখুন যে, কুরআন মাজীদ অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে এই অভিযোগ করে—

اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ -

"যখন তাহারা কুরআন মাজীদ অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তখনই তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাতো প্রাচীন মিথ্যা অর্থাৎ, আমরা কুরআন মাজীদের ন্যায় আমাদের পিতৃপুরুষ তথা বাপ-দাদাদের হইতে কিছু শ্রবণ করি নাই।"

তাহাদের এহেন অসার আপত্তি ও অযৌক্তিক মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে— اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ "তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।" এই প্রসঙ্গে এতক্ষণ যাহাকিছু আলোচনা করা হইয়াছে উহা ভূমিকাস্বরূপ ছিল।

প্রকাশ থাকে যে, অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইলেও সত্য যে, সাম্প্রতিককালে ওলামায়ে যাহের তরীকতের মহান মনীষীগণের বাণী ও আমলসমূহকে অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহে, পরন্তু তাহারা বলে—মোদ্দাকথা এই যে, এই রিওয়ায়াতটি ওইভাবে আসিয়াছে। রিওয়ায়াতটির মূলভাষ্য হইল এই, কিন্তু বর্ণনাকরী এইভাবে বর্ণনা করিয়াছে। ইহার চাইতে আরো অধিক পরিতাপের বিষয় হইল, এই জ্ঞানপাপী ওলামায়ে যাহের তাহাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এইরূপ ধারণা পোষণ করে যে, ইলম কেবল ততটুকু স্বয়ংসম্পূর্ণ ও যথেষ্ট যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে ও যতটুকু তাহারা জানে উহা এই পৃথিবীতে অন্য কেহই জ্ঞাত নহে, তাহারা যতটা ইলম ও জ্ঞানের অধিকারী উহা আর কাহারো নাই। যদি তাহাদের এই ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি শুদ্ধ ও বাস্তবই হইত, তবে وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ "প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আরো কোন মহা জ্ঞানী রহিয়াছে।" কী? নাকি তাহারা এই বিশ্বাস লালন করে না যে, মহান আল্লাহর ইলম ও হিকমাতের কোন সমাপ্তি ও অন্ত নাই? রাসূলে কারীম (সাঃ) সকল আরেফের সরদার ছিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোভাবে চিনিয়াছেন ও আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁহার মিনতি ও দোয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে কেন এই প্রার্থনা করিতেন?

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِىَ "বস্তুজগতে যথার্থ হাকীকত আমাকে প্রদর্শন করাইয়া দিন।" উপরন্তু মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি নিম্নরূপ দোয়া করিবার নির্দেশ ছিল, رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا "হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞানকে আরো বৃদ্ধি করিয়া দাও।"

ওহে ভ্রাতা! জনৈক মনীষী এই সকল জ্ঞানপাপীর সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ইহারা অবলা, নিরীহ দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ন্যায়, বরং তাহারা এখনো মাতৃউদরে, বরং পিতার পৃষ্ঠদেশে শুক্রাকারে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং এই অসহায় লোকদের কুরআন ও তাঁহার গুঢ়রহস্য ভাণ্ডার ও অন্তর্নিহিত মর্ম সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাহারা তো মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত এই হাদীসখানাও শ্রবণ করেন নাই। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন—

اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَشْرِ اَبْطُنٍ وَفِىْ كُلِّ بَطْنٍ مُنْزِلٌ -

"অনন্তর মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে দশ বাতনে অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং প্রতিটি বতনে একটি করিয়া মনযিল রহিয়াছে।" সকল ভাষাবিদ, ব্যাকরণবিদ, তাফসীরকারক ও হাদীসবিশারদ প্রথম মনযিলে অবস্থান করিতেছেন। দ্বিতীয় মনযিল হইতে তাহারা একেবারেই অনভিজ্ঞ, আহলে হাকীকত তথা হাকীকতপন্থিরা—যাহারা মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়াছে এবং আল্লাহর পরিচয় লাভ করিয়াছে। বস্তুজগত ও বস্তুজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, যেমন উহা একটি বস্তু ও তাহার একটি বাস্তবতা রহিয়াছে, তাহার পরিচিতি ও দৃশ্যমানতা রহিয়াছে। কুরআন মাজীদের অন্তর্নিহিত মর্ম ও তাহার রহস্যভাণ্ডার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং কুরআন মাজীদের সব মনযিল অতিক্রম করিয়াছে। এমনকি সেই মনযিলকেও—যাহা সকল শিক্ষার্থী ও সাধকগণের আল্লাহর পথের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও অভিষ্ট উদ্দেশ্য; তাহারা উহা জয় করিয়াছে। এই শ্রেণীর মহা মনীষীদের উপর যে কেহরই কোন আপত্তি কিংবা অস্বীকৃতি থাকিবে তাহাকে শত ধিক ও তাহার জন্য পরিতাপ হয়। ইহাকে তাহাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিইবা বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহার সারমর্ম হইল এই যে, যদি এই লোকদের ইহার উপর নিশ্বাস ও আস্থা না থাকে তদুপরি তাহারা হযরত মায়ায ইবনে যাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা হিসাবে প্রেরণের সময় মহানবী (সাঃ) তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন উহার প্রতি আস্থা ও পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। রাসূলে কারীম (সাঃ) মুয়ায (রাঃ)-কে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করেন, بِمَ تَقْضِىْ يَا مُعَاذُ "হে মুয়ায! তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার কার্য পরিচালনা করিবে?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, بِكِتَابِ اللّٰهِ "আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন মাজীদ দ্বারা।" পুনরায় রাসূল (সাঃ) বলিলেন, فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ "যদি সেখানে সমাধান না পাও?" তিনি উত্তরে

ফরমাইলেন, بِسُنَّةِ رَسُوْلِىْ "আমার রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা।" অতঃপর প্রশ্ন করিলেন, فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ "যদি সেখানেও না পাও?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, اَجْتَهِدُ بِرَائِىْ "নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে বিচার করিব।" অবশেষে রাসূলে কারীম (সাঃ) তাহার এইজাতীয় উত্তর শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত ও সুপ্রসন্ন হইলেন এবং মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা এই ভাষায় আদায় করিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلُ وَرَسُوْلِهِ "যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি তাঁহার রাসূল (সাঃ)-এর প্রেরিত শাসককে তৌফিক প্রদান করিয়াছেন।" অন্য একটি বর্ণনায় আছে, মহানবী (সাঃ) হযরত মুয়ায (রাঃ)-কে ফরমাইয়াছেন, اَقْضِ الْاُمُوْرِ بِرَائِكَ। (তোমার অভিমত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা কর।) অর্থাৎ যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হইবে তখন নিজের অন্তরের নিকট উহার সমাধান চাহিবে। يَجُوْزُ وَلَا يَجُوْزُ "ইহা শুদ্ধ না ভুল" এই সিদ্ধান্ত নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিবে। ইহা সকলেরই জ্ঞাত রহিয়াছে। তরীকতের বুযুর্গগণ মানবিক পঙ্কিলতা, প্রবৃত্তির অন্তরায়সমূহ পার্থিব ভোগ-বিলাস ও কামনা-বাসনা হইতে পূত-পবিত্র হইয়াছেন; আসহাবে কুলব তথা প্রকৃত অন্তরধারী হইয়াছেন। মূলক ও মালাকুত তথা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুই তাহাদের উপর উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর মনীষীদের উপর যদি তাহাদের জগতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন তাহারা নিজের অন্তরের নিকট উহার সমাধান ও সিদ্ধান্ত অন্বেষণ করেন এবং তদানুযায়ী আমল করেন এবং নিজের ভক্ত, অনুরক্ত ও মুরীদদেরকে উহার ওপর আমল করার নির্দেশ দেন। সুতরাং উহার উপর কোন অস্বীকৃতি ও আপত্তি উত্থাপন নিরেট অজ্ঞতার পরিচায়ক।

পক্ষান্তরে যদি এই কথা বলে যে, আমার ওই বুযুর্গদের কথা ও কাজের উপর কোন আপত্তি ও অস্বীকৃতি নাই। কিন্তু তোমাদের কথা ও কাজের উপর অস্বীকৃতি রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনি বলিতে পারেন, হ্যাঁ, তোমার জন্য ইহা শুদ্ধ আছে। আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি। আমাদের ব্যাপারে আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, উহা সবই স্বীকার করি ও গ্রহণ করি। অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে এই ধারণাটাই প্রবল ছিল যে, তাহারা এইরূপ উত্তর দিবেন।

পরিশেষে সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত তিহাত্তর মাকতুব

জন বিচ্ছিন্নতা ও নির্জনবাসের বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্মানিত ভ্রাতা মাওলানা রাফীউদ্দীন! পত্র লেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। পর সমাচার এই যে, আপনার মূল্যবান পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে। যাহার দ্বারা আপনার নির্জনবাস এবং স্বীয় সাধনাব্রতের একাগ্রতার সহিত মনোনিবেশের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিয়াছি। দোয়া করি, আল্লাহ আপনাকে অবিচলতা ও স্থিরতা দান করুন।

ওহে ভ্রাতা! যেইভাবে দুনিয়া আখিরাতের পর্দা ও অন্তরায় এবং শয়তান দ্বীনের প্রতিবন্ধক, প্রবৃত্তি মহান আল্লাহর পথের বাঁধা এবং সৃষ্টিকুল ইবাদতের জন্য প্রতিবন্ধক ও অন্তরায় হইয়াছে। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে একজন মুরীদের জন্য নির্জনবাস অর্থাৎ জনবিচ্ছিন্নতা ও নির্জনবাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। যাহাতে কায়মনোবাক্যে মহান আল্লাহর ইবাদত করিতে পারে ও স্বীয় কাজে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতে পারে। সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ ও সফলতা লাভ করিতে পারে। যেমন জনৈক ব্যক্তি খাজা আবূ বকর ওয়াররাককে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, আমাকে যে কোন উপদেশ করুন। তখন তিনি ফরমাইলেন, দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও সফলতা একাকিত্ব ও নির্জনবাসের মধ্যে নিহিত। তবে এই জাতীয় নির্জনতা আমি মানুষের মধ্যে নিতান্ত নগণ্যই লক্ষ্য করিয়াছি। পক্ষান্তরে দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণ ও অনিষ্ট মানব সমাজের সহিত অত্যধিক মেলামেশার মধ্যে বিদ্যমান, তদুপরি উহার মধ্যেই আমি অসংখ্য মানুষকে নির্লিপ্ত পাইয়াছি।

ওহে ভ্রাতা! একাকিত্ব ও নির্জনবাস অবলম্বন সর্বকালেই প্রশংসার দাবিদার। বিশেষ করিয়া বর্তমান সময়ে যাহা রকমারী পাপাচার ও অপরাধে তমাচ্ছন্ন ও পর্যুদস্ত তো উহা পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসীয় বটে। যেমন খাজা জুনায়েদ (রহঃ)-এর বাণী এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি এইরূপ কামনা করিবে যে, তাহার দ্বীন নিরাপদ ও সুসংহত থাকিবে এবং তাহার অন্তর ও দেহে প্রশান্তি ও স্বস্তি অনুভব করিবে তবে তাহাকে বলুন যে, সে যেন নির্জনবাস অবলম্বন করে। কারণ ইহা হইল নির্মমতা ও নির্দয়ের যুগ। এই যুগে বুদ্ধিমান বলিয়া তাহাকে অবিহিত করা যাইবে যে একাকিত্ব ও নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি আরো ফরমাইয়াছেন, আর যে ব্যক্তি কামনা করিবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বান্দাকে যাবতীয় পাপাচার সংক্রান্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করত তাঁহার দাসত্ব ও ইবাদতের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন ও একাকিত্বের মধ্যে স্বস্তি ও আকর্ষণ দান করিবেন, অল্পে তুষ্টির দ্বারা সচ্ছল বানাইয়া দিবেন। সর্বোপরি স্বীয় ব্যক্তি সত্তার ক্রুটি-বিচ্যুতি সমূহের উপর তাহাকে অবহিত করিবেন, তাহা হইলে

আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি, যাহাকে এইসব নেয়ামত দান করা হইয়াছে, তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ ও সফলতা প্রদান করা হইয়াছে।

ওহে ভ্রাতা! অভাব ও দারিদ্র্যতা হইল আম্বিয়ায়ে কিরামের ভূষণ এবং আওলিয়ায়ে ইজামের সৌন্দর্য। সুতরাং এই অভাব ও দারিদ্র্যতার মাঝে এতটা স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ অনুভব করা উচিত, যেইভাবে অন্যান্য মানুষ গোটা পৃথিবীর রাজত্বলাভে পুলকিত ও আনন্দিত হইয়া থাকে। এই ব্যাপারে যদি অভিশপ্ত শয়তান কোনরূপ কুমন্ত্রণা দেয় কিংবা প্রতারণা করিবার পায়তারা করে, তবে তাহাকে সেই কথাই বলিবে, যাহা জনৈক বুযুর্গ শয়তানকে উহার উত্তরে বলিয়াছেন।

কথিত আছে, জনৈক বুযুর্গ ছিলেন। শয়তান তাহার নিকট প্রত্যহ সকালে আগমন করিয়া বলিত, আজ কি আহার করিবে? বুযুর্গ তদুত্তরে বলিতেন, মৃত্যু। যদি সে প্রশ্ন করিত আজ কি পরিধান করিবে? তখন উত্তরে তিনি বলিতেন, কাফন। আর যদি বলিত কোথায় থাকিবে? তখন উত্তরে ফরমাইতেন, কবরদেশে। শয়তান তাহার হইতে এই জাতীয় উত্তর শ্রবণ করিয়া নিরাশ ও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত। উল্লেখ থাকে যে, এই পথে এই তিনটা বস্তু হইল শয়তানের ফাঁদ, যাহার দ্বারা একটি জগতকে সে শিকার করিয়া থাকে। অতএব যেই ব্যক্তি তাহার এই তিনটি ফাঁদ ও জাল হইতে বাহির হইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে, তিনি শয়তানের মুখের উপর যেন মাটি নিক্ষেপ করিল এবং নিরাপদে স্বীয় গন্তব্যে পৌঁছাইল।

নির্জনবাসে নিজের জীবনে মূল্যবান সময় لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর যিকির দ্বারা আবাদ ও প্রাণবন্ত রাখিবে। এই পরিমাণ যিকির করিবে যে, যিকির মুখ হইতে অতিক্রম করতঃ অন্তর পর্যন্ত গিয়া পৌঁছায়, অবশেষে অন্তরের উপর যিকির এমন প্রভাব বিস্তার লাভ করিবে যে, যদি মুখের যিকির বন্ধ হইয়াও যায়, তদুপরি অন্তরের যিকির অব্যাহত থাকিবে। এই প্রসঙ্গে আহমদ কিরমানী (রহ)-এর নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় সবিশেষ লক্ষণীয়—

در ذات مقدست را ره نیست　　دز عین جلال ہیچ کس آگہ نیست

سرمایہ رہ رواں کہ راہش طلبند　　جز گفتن لا الہ الا اللہ نیست

"তোমার পবিত্র সত্তা পর্যন্ত পৌঁছিবার পথের সন্ধান কেহই পায় নাই, তোমার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কেহই অবহিত নহে। এই পথের অন্বেষণকারী ও পথিকদের কেবল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ব্যতীত অন্য কোন পাথেয় ও সম্বল নাই।"

পরিশেষে সকল মুসলমানের কল্যাণ ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত চুয়াত্তর মাকতুব

আল্লাহর অপার কুদরতের বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে ইরশাদ হইয়াছে,

اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ ـ

"যদি তিনি ইচ্ছা করেন যে, মাসীহ ইবনে মারইয়াম ও তাঁহার মাতাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন" তাহা হইলে এইটা আল্লাহর হিকমতের অনুকূল হইবে না। তবে তদুত্তরে বলা হইবে যে, ইহা হিকমতের সিদ্ধতার জন্য নহে, বরং কুদরতের বৈধতার জন্য।

اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ اَنْ يُّعَذِّبَ وَقِيْلَ اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّعَذِّبَ الْمَسِيْحَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ كَانَ عِيْسٰى اِلٰهًا لَمَنَعَ الْمَلَكَ الْعَذَابَ عَنْ نَفْسِهٖ وَاُمِّهٖ وَهٰذَا اَخْبَارٌ عَنْ جَوَازِ الْقُدْرَةِ لَا عَنْ جَوَازِ الْحِكْمَةِ ـ

"আল্লাহ তায়ালা যদি মাসীহকে ধ্বংস অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের সংকল্প করেন এবং এই কথাও বলা হইয়াছে যে, যদি মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার মহিয়সী মাতা ও পৃথিবীর সকল মানুষকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করেন, কিয়ামতের দিন। লক্ষ্য করুন হযরত ঈসা (আঃ) যদি উপাস্য হইতেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি নিজেকে ও তাঁহার মহিয়সী মাতা হইতে শাস্তি প্রত্যাহার করিতে সমর্থ হইতেন। এই কুরআনিক সংবাদ আল্লাহর অপার কুদরতের সম্ভাব্যতার সহিত সম্পৃক্ত হিকমতের সিদ্ধতার সহিত নহে।" তাফসীরে ইমাম যাহেদের মধ্যে সূরা মায়েদা ও সূরা বনী ইসরাঈলের ব্যাখ্যায় এই বর্ণনাটি বিধৃত হইয়াছে।

اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ اَىْ ضِعْفَ عَذَابَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ عَذَابَ الْمَمَاتِ ـ

"আমি আপনাকে অন্যান্য মানুষ হইতে দ্বিগুণ জাগতিক শাস্তি আস্বাদন করাইব এবং মৃত্যুর পরেও অন্যান্যদের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করিব।" এই ধমকি রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর উপর আপতিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার অপার কুদরতের সিদ্ধতা ও বহিঃপ্রকাশের নিমিত্তে, হিকমতের বৈধতার জন্য নহে। ইহা ছাড়া সূরা যুমারের মধ্যেও ভীতি প্রদর্শন কিংবা ওয়ীদ সংক্রান্ত এই আয়াতখানা আসিয়াছে,

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ "যদি তুমি আল্লাহর সহিত কাহাকেও অংশীদার স্থাপন কর, তবে অবশ্যই তোমার যাবতীয় (নফল আমলসমূহ নিস্ফল হইয়া যাইবে।" وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ "ফলে অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।" এই ধমকি শিরকের বৈধতা ও সিদ্ধতার জন্য নহে অর্থাৎ, আল্লাহ না করুন মহানবী (সাঃ) হইতে শিরকের অস্তিত্ব প্রাপ্তি হইতে। মূলত ইহা হইল মহান আল্লাহর অপার কুদরতের সফল বাস্তবায়ন ও তাহার প্রতিফলের জন্য পূর্ব সংকেত ও সতর্কীকরণের ভিত্তিতে, কিফায়া সাবূনী নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—

لِاَنَّ اِخْتِصَاصَ الْقُدْرَةِ اَنْ تَكُوْنَ صَالِحَةَ الضِّدَّيْنِ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْخَصْمِ لِاَنَّ مَا لَا يَصْلِحُ اِلَّا لِضِدٍّ وَاحِدٍ اِضْطِرَارٌ وَلَيْسَ -

"কারণ কুদরতের সহিত গুণান্বিত হওয়ার অর্থ এই যে, উভয় বিপরীতমুখী কাজের উপর আমলের বৈধতা ও শুদ্ধতা অর্থাৎ, এমন কাজ যাহার একটা অন্যটার বিপরীত, তবে উভয়টাই করিতে পারিবে। ইহা আমাদের ও আমাদের প্রতিপক্ষের মধ্যকার সর্বসম্মত বিষয়। উভয় বিপরীতের মধ্য হইতে একটি সম্পাদনের শুদ্ধতা নহে।"

সকল মুসলমানের শুভ পরিণাম ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত পঁচাত্তর মাকতুব

মহান আল্লাহ হইতে লজ্জাবোধ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! হাদীস শরীফে আসিয়াছে। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন,

اِسْتَحْيُوا مِنَ الْحَقِّ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوْا اِنَّا نَسْتَحْيِىْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ لَيْسَ ذَالِكَ وَلٰكِنْ مَنِ اسْتَحْىٰ مِنَ الْحَقِّ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوٰى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوٰى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ يَّعْمَلْ ذَالِكَ فَقَدْ اِسْتَحْىٰ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ -

"তোমরা মহান আল্লাহ হইতে যথার্থভাবে লজ্জাবোধ কর। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, আল্লাহর শোকর, আমরা মহান আল্লাহ হইতে লজ্জাবোধ করি। প্রত্যুত্তরে রাসূল কারীম (সাঃ) ইরশাদ করিলেন, ইহা মূলত আল্লাহ তায়ালা হইতে লজ্জাবোধ নহে। বরং প্রকৃতপক্ষে যথার্থ লজ্জা হইল, মাথা ও তৎসংশ্লিষ্ট যত বস্তু রহিয়াছে যেমন—কর্ণ, চক্ষু, রসনা অঙ্গসমূহকে শরীয়ত পরিপন্থী কার্যাবলিতে জড়িত হইতে না দেওয়া। অনুরূপ পেট ও তৎসংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহকে রক্ষা করা তথা পেটকে হারাম আহার করা হইতে রক্ষা করা। গুপ্তাঙ্গকে ব্যভিচার হইতে সুসংহত রাখা। সদা সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করিতে থাকা এবং কবর দেশে ফুলিয়া ফাটিয়া এবং মাটির সহিত মিশিয়া যাওয়ার কথা সর্বক্ষণ মনে করিবে। সর্বোপরি যে ব্যক্তি আখিরাতকে কামনা করিবে, তাহার দুনিয়ার চাকচিক্য ও আরাম-আয়েশ বর্জন করা উচিত। সুতরাং যেই ব্যক্তি উপরিউক্ত কাজগুলির উপর সালাম করিল কেবল সে-ই সত্যিকারার্থে মহান আল্লাহকে যথার্থভাবে লজ্জা করিল।" সারসংক্ষেপ কথা হইল, যখন শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ বান্দার সম্মুখীন হইবে, তখন এই কথা জানিবে, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিবে যে, মহান আল্লাহ হাজির ও নাযির, তিনি সবকিছুই জানেন এবং সবকিছুই দেখিতেছেন। এবং নিজেকে উক্ত কাজ হইতে বিরত রাখিবে। কখনো শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করিবে না। মহান আল্লাহ হইতে লজ্জাবোধ করা যে, তিনি দেখিতেছেন ইহাই হইল প্রকৃত লজ্জা।

পরিশেষে সকল মুসলমানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত ছিয়াত্তর মাকতুব

ইসলাম ও ঈমানের মাঝে পার্থক্যের বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে প্রিয় ভাজন! প্রকাশ থাকে যে, ফিকহে আকবরের একটি উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِى الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ قَالَ بَعْضُهُمْ هُمَا وَاحِدٌ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُمَا مُتَضَادَّتَانِ اِلاَّ اَنَّ الْاَصَحَّ مَا قَالَ اَبُوْ مَنْصُوْرٍ تَغَمَّدَهُ اللهُ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ اَلْاِسْلَامُ مَعْرِفَتُهُ التَّكَالِيْفِ وَمَحَلُّهُ الصُّدُوْرُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَالْاِيْمَانُ مَعْرِفَةُ اللهِ تَعَالٰى لٰكِنْ مَعْرِفَتُهٗ بِالْاٰيَةِ وَالْبَيِّنَةِ وَمَحَلُّهُ الْقَلْبُ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى لٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ اَلْقَلْبُ دَاخِلُ الصُّدُوْرِ وَالْمَعْرِفَةُ مُحَلُّهُ السِّرُّ وَهُوَ دَاخِلُ الْفُوَادِ فَيَقُوْمُ بِهٖ فِعْلُ الْمَعْرِفَةِ فَيَصِيْرُ عَارِفًا لِلّٰهِ تَعَالٰى بِجَمِيْعِ صِفَاتِهٖ ثُمَّ يَتَلَالَأُ نُوْرُهٗ وَهٰذَا هُوَ الْمَعْنٰى الْاَصَحُّ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اَللهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ـ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ اَنَّهٗ جَعَلَ الصَّدْرَ بِمَنْزِلَةِ الْمِشْكَاةِ وَالْقَلْبَ بِمَنْزِلَةِ الزُّجَاجِ وَالْفُوَادَ بِمَنْزِلَةِ الْمِصْبَاحِ وَالسِّرَّ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَرَةِ وَالدَّاخِلِ اَلسِّرُّ مَوْضِعٌ خَفِىٌّ وَهُوَ مَوْضِعُ نُوْرِ الْهِدَايَةِ وَلَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيْهِ سِوٰى اَنَّ اللهَ تَعَالٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّهْدِىَ الْعَبْدَ الضَّالَّ بَلَغَ نُوْرُهٗ فِى الْمَوْضِعِ الْخَفِىِّ فَيَتَلَالَأُ النُّوْرُ فَهُوَ مَعْنٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ثُمَّ يَتَلَالَأُ النُّوْرُ اِلَى السِّرِّ فَيَقُوْمُ لِلْعَبْدِ فِعْلُ التَّوْحِيْدِ فَيُوَحِّدُ اللهَ تَعَالٰى وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْاَصْنَامِ ثُمَّ لَا يَسْكُنُ ذٰلِكَ النُّوْرُ حَتّٰى يَتَلَالَأُ ذٰلِكَ النُّوْرُ اِلَى الْفُوَادِ فَيَقُوْمُ فِعْلِ

اَلْمَعْرِفَةِ عَارِفًا لِلّٰهِ تَعَالٰى بِجَمِيْعِ صِفَاتِهٖ ثُمَّ يَتَلَأْلَأُ ذٰلِكَ النُّوْرُ اِلَى الْقَلْبِ فَيَقُوْمُ لَهٗ فِعْلُ الْاِيْمَانِ ثُمَّ يَتَلَأْلَأُ ذٰلِكَ النُّرُ اِلَى الصَّدْرِ فَيَقُوْمُ لَهٗ فِعْلُ الْاِسْلَامِ ثُمَّ يَتَلَأْلَأُ النُّوْرُ اِلَى الْاَعْضَاءِ فَيَتَقَاضٰى لِلْعَبْدِ بِالْاِجْتِنَابِ عَنِ الْمَعَاصِىْ وَالْاِيْتِمَارِ فَاِذَا جَاءَ ذٰلِكَ صَارَ مُؤْمِنًا نَقِيًّا فَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ فَاِذَا قُبُوْلُ اَرْبَعَةٍ التَّوْحِيْدُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْاِيْمَانُ وَالْاِسْلَامُ فَاِذَا جُمِعَتْ صَارَتْ دِيْنًا وَهُوَ مَعْنٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ -

ওলামায়ে কিরামের মাঝে ঈমান ও ইসলামের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রহিয়াছে, কেহ বলিয়াছেন উভয়ই এক ও অভিন্ন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবনাদর্শকে গ্রহণ করিল উহা মহান আল্লাহর দরবারে কখনোই গ্রহণযোগ্য নহে। আবার কাহারো অভিমত হইল, ইসলাম ও ঈমান দুইটা ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র শব্দ। তবে এইক্ষেত্রে আবুল মনসুর মাতুরিদীর উক্তিটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ যে, ইসলাম হইল ইসলামী অনুশাসনের অবগতির নাম। উহার অবস্থানের ক্ষেত্র হইল বক্ষ, যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তির বক্ষ মহান আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আর ঈমান হইল মহান আল্লাহর মারেফত ও পরিচিতির অপর নাম। তাহার অবস্থান স্থল হইল অন্তর। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে, উহাকে তোমাদের অন্তরে মোহনীয় ও সুসজ্জিত করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, অন্তর বক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত। আর মারেফতের স্থান হইল সির বা গুপ্তরহস্য যাহার উদ্ভব হয় হৃদয়ের মাঝে। উহার মাধ্যমেই মারেফতের আমলসমূহ বাস্তবরূপ লাভ করে ও কার্যকর হয়। ফলশ্রুতিতে একজন সাধক মহান আল্লাহর মারেফত, তাঁহার সমূহ বিমূর্ত গুণসহ লাভ করে। অতঃপর উহার জ্যোতি ও আলোক বিচ্ছুরিত হয়। নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমার সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অর্থ এইটাই, আল্লাহ তায়ালাই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর (জ্যোতি) নূর; তাঁহার জ্যোতির উদাহরণ হইল একটি দীপশিখার ন্যায় যাহার মধ্যে একটি প্রদীপ রক্ষিত আছে প্রদীপটি রহিয়াছে লণ্ঠনের মধ্যে এবং লণ্ঠনটি যেন এক দীপ্তিময় নক্ষত্র। প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয় একটি বরকতময় উপকারী বৃক্ষের তৈল দ্বারা। উহা হইল জয়তুন বৃক্ষ; উহা পূর্ব কিংবা পশ্চিমমুখী নহে। উহার তেল এমন যেন আপনাআপনি জ্বলিয়া উঠে, যদি উহার সহিত কোন অগ্নির স্পর্শ নাও হয়।

অনন্তর উহার কেবল আলো আর আলো। সর্বোপরি মহান আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

এখানে বক্ষকে দীপশিখার স্থানে রাখা হইয়াছে আর অন্তরকে প্রদীপের স্বচ্ছ আয়নার স্থলে। সিরকে বৃক্ষের স্থলে ও সির-এর অভ্যন্তরকে মাকামে খিফার স্থানে রাখা হইয়াছে। যাহা হিদায়াতের জ্যোতির স্থান। এখানে বান্দার কোন ভূমিকা নাই বরং বান্দা এখানে একেবারে নিস্ক্রীয়। তবে হ্যাঁ, যদি মহান আল্লাহ দয়া পরবশ হইয়া কোন পথভ্রষ্ট বান্দাকে হিদায়াত করিতে ইচ্ছা করেন কেবলমাত্র তখনই স্বীয় নূরকে মাকামে খিফা পর্যন্ত পৌছায়াই দিয়া থাকেন। ফলে নূর আলোকিত হইয়া থাকে। মহান আল্লাহ তায়ালার আলোচ্য বাণীর তাৎপর্য ও মমার্থ ইহাই, فَهُوَ نُوْرٌ مِّنْ رَّبِّهٖ "উহা তাহার প্রতিপালকের নূরের মাধ্যমে হইয়া থাকে।"

অতঃপর 'মাকামে সির' আলোক উদ্ভাসিত হইলে বান্দার জন্য মাকামে তাওহীদ স্পষ্ট হইয়া যায়। ফলশ্রুতিতে সে মহান আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদের অকপট স্বীকৃতি প্রদান করে, সকল মিথ্যা ও অসার উপাস্য হইতে বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়। অতঃপর সেই জ্যোতি স্থবির হইয়া থাকে না বরং অব্যাহত গতিতে চলমান থাকে। একপর্যায়ে সেই জ্যোতি অন্তরের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনই তাহার জন্য মারেফতের স্তর ও মাকাম লাভ হয়, তাহার যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ। অতঃপর সেই জ্যোতি বক্ষের মাঝে উদ্ভাসিত হয় ফলে তাহার জন্য তখন ইসলামের স্তর আগমন করে। অতঃপর উক্ত জ্যোতি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। ফলশ্রুতিতে উক্ত নূর বান্দা হইতে যাবতীয় পাপাচার পরিহার ও আনুগত্য ও বন্দনা অবলম্বন দাবি করে। যখন এইসব কাহারো অর্জিত হইয়া যায় কেবলমাত্র তখনই সে একজন মুত্তাকী ঈমানদার হিসাবে বিবেচিত হয়, মহান আল্লাহর বাণী— اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ "তোমাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে বেশি মুত্তাকী"-এর আওতাভুক্ত হইয়া যায়। অতএব তাওহীদ, মারেফত, ঈমান ও ইসলাম এই চারিটি বস্তুই গ্রহণ করিতে হইবে। যখন কাহারো মধ্যে এই চারিটি বস্তুর সমাহার ঘটিবে তখনই উহা দ্বীন হিসাবে বিবেচিত হইবে। আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীটির অর্থও ইহাই।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ "আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা হইল ইসলাম।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত সাতাত্তর মাকতুব

দুনিয়ার বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখুন, দুনিয়াটা হইল একটি আলমে হিকমত তথা উপকরণ নির্ভর জগত। অর্থাৎ এখানকার বেশিরভাগ কার্যক্রম উপলক্ষ্য ও উপকরণের মাধ্যমে সংঘটিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আখিরাত হইল আলমে কুদরত তথা উপকরণমুক্ত জগত অর্থাৎ সেখানকার যাবতীয় কর্মকাণ্ড উপকরণ ও উপলক্ষ্য হীনতাসম্পন্ন হইয়া থাকে। আহলে মারেফত বা আরেফগণ বলিয়া থাকেন, দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই প্রবৃত্তির অংশ ও ভাগ। সুতরাং যেই ব্যক্তি তাহার নসীব ও অংশের সহিত থাকিবে, সে তাহার ব্যক্তিসত্তার সহিতই থাকিবে। আর যে তাহার ব্যক্তিসত্তার সহিত থাকিবে, সে মহান আল্লাহ হইতে পর্দার অন্তরালে রহিয়াছে। নিম্নোক্ত পংক্তিটিতে বিষয়টা প্রতিভাত হইয়াছে এইভাবে—

تا تو با خویشی عد بینی همه   چوں شوی فانی احد بینی ہمه

"যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি স্বীয় ব্যক্তিসত্তার সহিত রহিয়াছ ততক্ষণ তুমি সংখ্যাধিক্যের মধ্যে রহিয়াছ, তুমি কেবল সংখ্যা দেখিতে পাইবে। পক্ষান্তরে যখন তুমি স্বীয় ব্যক্তিত্ব হইতে বাহির হইয়া আসিতে সক্ষম হইবে ও বিলীন হইয়া যাইবে তখন তোমার কেবল এক ও অভিন্ন সত্তাই গোচরীভূত হইবে।"

মনীষীগণ হইতে বর্ণিত আছে, যদি মহানবী (সাঃ) দুনিয়া হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া না নিতেন তাহা হইলে পরকাল পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম হইতেন না। অনুরূপ যদি পরকাল হইতে দৃষ্টি না সরাইতেন, তবে কাবা কাওসাইন পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম হইতেন না। مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى "চক্ষু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই এবং সীমা লঙ্ঘনও করে নাই" এই কথার সাক্ষী।

دنیا ست بلاخانه و عقبی ہوس آباد   ما فارغ ازیں ہردو نه اینیم و نه آنیم

ایں فتنه بد نباشد واں غره بعقبی   ما حاصل ایں ہردو بیک جو نستانیم

"দুনিয়াটা হইল পরীক্ষাগার এবং আখিরাত হইল ভোগের স্থান। তবে আমি এতদুভয় হইতে মুক্ত, আমি এইটা কামনা করি না আর ওইটাও নহে। ইহা হইল দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন এবং উহা হইল আখিরাতের সুখে প্রসন্ন। আমি এতদুভয়ের অভিষ্ট লক্ষ্য এক অভিন্ন সত্তার সন্ধান করিতেছি।"

ওহে ভ্রাতা! তাহারা বলেন, দুনিয়াদার মানুষ ভিন্ন এবং আখিরাতপন্থী লোক আলাদা। ওহে ভ্রাতা! আহলুল্লাহ তথা আল্লাহ ওয়ালা মনীষীগণ একটু ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকেন। দুনিয়াদারদের হইতে পলায়ন ও আত্মরক্ষা করিতে হইবে যেইভাবে

মানুষ হিংস্র প্রাণী বাঘ ও সাপ হইতে পলায়ন করে। তবে দ্বীনদারগণ হইতে তাহারা পলায়নও করে না, আবার তাহাদের সহিত অবস্থানও করে না। হ্যাঁ, আল্লাহ ওয়ালাদের পাদুকার সেবা অন্বেষণ কর। যদি কখনো উহা সাধিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সুবহানাল্লাহ কতই না ভালো কথা।

اے خضر چه می نازی زاں جوے که داوندت

ز وگم شد گاں را چوں تشنه به بیا با نها

ওহে ভ্রাতা! আহলে তাসাউফ তথা সাধকগণ যদিও বাহ্যত মানুষের সহিত অবস্থান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা সৃষ্টিকুল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যদিও তাহারা প্রবৃত্তির সহিত অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু মূলত তাহারা প্রবৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন। যদিও তাহারা দুনিয়ার মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তদুপরি তাহারা দুনিয়া হইতে বাহিরে রহিয়াছেন।

যেই ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইয়াছে যে, যাহা কিছু মহান আল্লাহর নিকট প্রশংসিত উহাকে প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার যোগ্য এবং যাহা কিছু আল্লাহর নিকট ঘৃণিত ও নিন্দনীয় উহাই প্রকৃতপক্ষে অবাঞ্ছিত, ঘৃণিত ও নিন্দনীয়।

هُوَ الضَّارُّ هُوَ النَّافِعُ هُوَ الْمُعْطِىْ هُوَ الْمَانِعُ

"তিনি কল্যাণকারী এবং তিনি অনিষ্টকারী, তিনি দাতা এবং তিনি প্রত্যাহারকারী।" এমন ব্যক্তি যদিও সৃষ্টিকুলের মাঝেই বসবাস করিতেছেন এতদসত্ত্বেও সে সৃষ্টিকুল হইতে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা। যেই ব্যক্তি প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে, সেই তো প্রবৃত্তি হইতে বহির্গমন করিয়াছে। যাহার পৃথিবীতে নিজস্ব কোন উদ্দিষ্ট থাকিবে না সে দুনিয়াতে যেই স্তরেই থাকুক না কেন, সে দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন।

اَبْدَانُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَقُلُوْبُهُمْ فِى الْعُقْبٰى

"তাহাদের দেহসমূহ এই নশ্বর পৃথিবীতে অথচ তাহাদের অন্তরকরণসমূহ হইল পরপারে।" এই কথাটা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও তাহার জন্যই স্বীকৃত ও বিদিত। পরিশেষে সকল মুসলমানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত আটাত্তর মাকতুব

অভাব ও অভাবীদের বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা জানিয়া রাখ! اِذَا تَمَّ الْفِقْرُ فَهُوَ اللّٰهُ এই কথাটির অর্থে মতভেদ রহিয়াছে। তবে সঠিক অর্থ সম্পর্কে মহান আল্লাহই সম্যক অবগত। কেহ কেহ তাহার এই অর্থ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি জীবন সায়াহ্নে এইরূপ হইয়া যাইবে যেমন প্রথমে অর্থাৎ জন্মের সময় ছিল, তাহা হইলে তাহার ফিকর তথা অভাব ও দারিদ্র্যতা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত ও তাহার যাবতীয় কাজ-কর্ম বিশুদ্ধ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

گر باز شوی بعالم خود   فقر تو ہمہ تمام گردد

چوں فقر تمام گشت حقا   چرخ فلك غلام گردد

"যদি তুমি স্বীয় জগত হইতে বিমুখ হইতে পার, তাহা হইলে তোমার অভাব ও দারিদ্র্যতা সব কর্ম সম্পাদন করিয়া দিবে। অতঃপর যখন ফিকর তথা অভাব, দারিদ্র্যতা পূর্ণতা লাভ করিবে, তখন সমগ্র জগত তোমার ক্রীতদাসে পরিণত হইবে।"

জনৈক বুযুর্গের একটি উক্তি বর্ণিত হইয়াছে—

اَلْفِقْرُ هُوَ اَنْ يَّرْجِعَ اٰخِرَ الْعَهْدِ اِلٰى اَوَّلِهٖ كَمَا كَانَ قَبْلَ اَنْ يَكُوْنَ -

"ফিকর বা অভাব হইল, বান্দা জীবন সায়াহ্নে তাহার পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবে যেইভাবে সে জন্মের পূর্বে ছিল।" এমনকি সে এমন হইয়া যাইবে, যেমন সে রোজে আযল তথা সৃষ্টির সূচনালগ্নে তাওহীদের অঙ্গিকারের ভিতরে ছিল। যেমন বলা হইয়া থাকে, আল্লাহ তায়ালাকে উত্তরদাতা সেই অণুর প্রতি দিক-নির্দেশ করে।

অন্যভাবেও اِذْ تَمَّ الْفِقْرُ فَهُوَ اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইল, اِذَا تَمَّ الْفِقْرُ। অর্থাৎ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ "অন্যায় বর্জন ও সৎকর্ম সম্পাদনের কোন সাধ্য নাই" فَهُوَ اللّٰهُ অর্থাৎ اِلَّا بِاللّٰهِ। "আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছাড়া।" এতদ্বারা জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, ফিকর তথা অভাব ও দারিদ্র্যতার সীমা ও সমাপ্তি কোথায়? উপরন্তু এমনটিও বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ার মধ্য হইতে এক কেশাগ্র পরিমাণ কোন বস্তুও যদি ফকীরের মালিকানায় থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই ফকীরি পূর্ণাঙ্গ ও কামিল নহে। উপরন্তু তাহার মালিকানায় একটি কেশাগ্র পরিমাণ কোন বস্তু নাই, তদুপরি তাহার দৃষ্টি যদি কোন এমন বস্তুর উপর নিপতিত হয়, যাহার উপর বস্তু

হওয়ার নামটি প্রযোজ্য, সে ক্ষেত্রেও তাহার অভাব ও দারিদ্র্যতা পরিপূর্ণ নহে। এমনকি উপকরণসমূহের মধ্য হইতে কোন উপকরণও পাওয়া না যায়, কিন্তু তাহার দৃষ্টি উহার কৌশল ও শক্তির উপর নিবদ্ধ ও এই ধারণা পোষণ করে যে, স্বীয় যোগ্যতা কৌশল ও সামর্থ্য দ্বারা অমুক বস্তু অর্জন করিয়া নিব, তাহা হইলে তাহার অভাব ও ফকীরী পূর্ণতা লাভ করে নাই।

পক্ষান্তরে ইতঃপূর্বে যাহা কিছু আলোচনা করা হইল, উহার কোনটাই যদি তাহার মধ্যে না থাকে এবং তাহার ভিতর তথা অন্তকরণ হইতে এই আহ্বান অনুরণিত হইতে থাকে—لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ অর্থাৎ আমার কোন উপায় ও শক্তি নাই। যখন কোন ব্যক্তির অভাব ও দারিদ্র্যতা এই সীমা ও স্তর পর্যন্ত পৌছায় তখন তাহার দারিদ্র্যতা পূর্ণতা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, এতক্ষণে যাহা কিছু আলোচনা করা হইয়াছে উহা হইল لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ -এর অর্থের আর উহা ছিল اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ, তাহাই যাহা ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যখন অভাব ও দারিদ্র্যতা পূর্ণতা লাভ করে তখন কোন কৌশল ও শক্তির কোন অবকাশ থাকে না। অতঃপর যখন স্বীয় শক্তি ও কৌশলের পথ নিজের মধ্যে রুদ্ধ পায় তখন স্বভাবতই সবকিছু হইতে সামগ্রিকভাবে নিরাশ ও আস্থাহীন হইয়া পড়ে এবং এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি হইতে কোন কাজই সম্পন্ন হইবার নহে, অবশেষে যখন তাহার এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যায়, তখন সকল হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং কেবলমাত্র মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারের দিকে মনোনিবেশ করে এবং এই মিনতি করে যে, হে আল্লাহ! একমাত্র আপনার অশেষ দয়া ও অপার অনুগ্রহে আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে আশ্রয় দিন! কারণ আপনার আশ্রয় বিনা আমার কোন উপায়, কৌশল ও শক্তি নাই। যখন একজন সাধকের এই হালত সৃষ্টি হইয়া যায় তখন তাহার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মহান আল্লাহর সহিত অবিচ্ছেদ্য ও সংযুক্ত হইয়া যায়। ফলে তাহার পরিপূর্ণ আস্থা ও নির্ভর আল্লাহ তায়ালার উপরই, এবং তাহার সমস্ত হালত ও অবস্থাসমূহ মহান আল্লাহর সহিতই এবং তাহার সব কথাবার্তাই হক তায়ালা হইয়া থাকে। فَهُوَ اللّٰهُ -এর সারমর্ম এইটাই।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত উনাশি মাকতুব

প্রেমাস্পদ ও কাঙ্ক্ষিত সত্তার বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! প্রেমাস্পদ দুই প্রকার—এক, যাহা নিজ ব্যক্তি সত্তার কারণে প্রিয়। দুই, নিজ ব্যক্তি সত্তা নহে, অন্য কোন কারণে প্রিয়। মাহবুব লি জাতিহী তথা নিজ ব্যক্তি সত্তার কারণে প্রিয় হইল মহান আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা। আর মাহবূব লি গায়রিহী তথা স্বমহিমায় নহে, অন্য কোন কারণে প্রিয়। নবী-রাসূল, আউলিয়ায়ে কিরাম যাবতীয় দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত এবং ঐসব বস্তু যাহা প্রেমাস্পদ ও অভিষ্ট লক্ষ্যের অধিক নিকটবর্তী ও ঘনিষ্ঠ সেইসবের ভালোবাসা।

ওহে ভ্রাতা! এই ব্যাপারে যদি কোন প্রমাণ ও বর্ণনার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে নিম্নোক্ত হাদীসখানার প্রতি লক্ষ্য করুন—

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ عَمَلَ قَوْمٍ خَيْرًا وَشَرًّا كَانَ كَمَنْ عَمَلِهِ اَىْ اَلْمُحَبَّةُ دَلِيْلٌ عَلَى الْاِيْثَارِ وَالْاِخْتِيَارِ وَكَانَّهُ عَمِلَهُ فَجَازِى بِهِ فَاِنْ كَانَ خَيْرًا وَاِنْ شَرًّا فَشَرًّا وَقَالَ مَنْ اَحَبَّ قَوْمًا جَزَا اللهُ فِيْهِمْ اَىْ جَمَعَهُ اللهُ فِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعْنَاهُ اٰخِرَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ -

"মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের আমলকে পছন্দ করিয়াছে ভালো হউক কিংবা মন্দ; সে যেন সেই কাজটি সম্পাদন করিল। অর্থাৎ ভালোবাসা হইল প্রাধান্য, পছন্দ ও অগ্রাধিকারের পরিচায়ক। অতঃপর সে উক্ত কাজটি বাস্তবে সম্পন্ন করিল। সুতরাং তাহাকে সেই আমলের বিনিময় প্রদান করা হইবে। যদি কাজটি উত্তম হয় তবে বিনিময়ও উত্তম প্রদান করা হইবে। পক্ষান্তরে যদি কাজটি মন্দ হয় তবে তো প্রতিদানও মন্দই প্রদান করা হইবে। তিনি আরো ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সহিত ভালোবাসা ও সখ্যতা রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাহাকে সেই সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত করিয়া দিবেন। মানুষের হাশর হইবে তাহার সহিত যাহার সহিত তাহার সম্পর্ক রহিয়াছে।"

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখিবে যেইসব ভালোবাসা কোন কারণ কিংবা স্বার্থের সহিত সম্পৃক্ত হয়, হইতে পারে সেই ভালোবাসা কারণ ও স্বার্থ ফুরাইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুতায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া সৃষ্টিকুলের ভালোবাসা ও শত্রুতা কোন না কোন কারণ ও উপলক্ষ্যের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া থাকে। সকারণ ভালোবাসার মধ্যে উপকারিতা কার্যকারণ এবং সকারণ শত্রুতার মধ্যে ক্ষতি উপলক্ষ্য। অতএব প্রতীয়মান হইল যে, সকারণ ভালোবাসা ও শত্রুতার ক্ষেত্রে

ভালোবাসা শত্রুতায় এবং উপকারিতা ক্ষতিতে পরিণত হইয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও শত্রুতা কোন কার্যকারণ ও উপলক্ষ্যের সহিত সম্পৃক্ত নহে, বরং ইহা অনাদি ও চিরন্তন। মহান আল্লাহ যাহাকে একবার ভালোবাসেন কখনো তাহার শত্রু হন না। অনুরূপ যাহার তিনি শত্রু হইয়াছেন কখনো তাহার বন্ধু হন না। তবে যাহাকে মহান আল্লাহ ভালোবাসিতে ইচ্ছা করেন সে যদি কাফিরদের গুণাবলিতেও থাকে যেমন— ফেরাউনের যাদুকরবৃন্দ তাহার শত্রুমহলের গুণাবলি অর্থাৎ কুফরের মধ্যে ছিল, যখন তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা প্রবল হইল, তখন তাহাদেরকে বন্ধুমহলের গুণাবলিতে নীত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ যাহার শত্রু ও দুশমন যদিও সে বন্ধুমহলের গুণাবলিত থাকুক না কেন, যেমন— অভিশপ্ত ইবলীস যখন তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার শত্রুতা প্রবল হইল তখন তাহাকে তাহার শত্রুমহল কাফিরদের গুণাবলিতে নীত করিয়াছে।

এখন আমি মূল আলোচনার দিকে আসিতেছি। অর্থাৎ কাফিরদের প্রসঙ্গে বলিতেছি যে, যদিও তাহারা কুফরীর কারণে মহান আল্লাহর শত্রু, কিন্তু এখন পর্যন্ত ইহা প্রকাশিত হয় নাই যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার শত্রু। কেননা প্রকৃত অবস্থা পর্দাবৃত এবং তাহার শত্রু হওয়ার বিধান স্থগিত ও বাঁধাগ্রস্ত। এমনকি যদি কুফরের সহিত এই ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায়ও নেয় কেবল তখনই আল্লাহ্ তায়ালার শত্রুতা তাহার জন্য নিশ্চিত হইয়া গেল। অথবা তাহার কুফরের সমাপ্তি ঘটিয়া ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং ঈমানের সহিত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে; তাহা হইলে মহান আল্লাহর ভালোবাসা তাহার জন্য হাকীকত ও বস্তুনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।

মুমিনগণ যদিও ঈমানের বিধান মোতাবিক অর্থাৎ ঈমান থাকার কারণে আল্লাহ তায়ালার বন্ধু। তবে ইহা এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই যে, মহান আল্লাহর ভালোবাসা তাহার জন্য নিশ্চিত হইয়াছে। তবে হ্যাঁ, ঈমানের সহিত যদি ইহধাম ত্যাগ করিতে পারে তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা তাহার জন্য হাকীকত ও বাস্তবসম্মত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ না করুন, যদি কোন কারণে ঈমান বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহা হইলে ইহা হাকীকত হইয়া গিয়াছে। কারণ মহান আল্লাহ তাহার শত্রু ছিল। তবে এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, শত্রুতা ও মিত্রতার এই শর্ত ও নির্ভরশীলতা পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে বৈধ নহে। কারণ পয়গম্বরগণ হইলেন সার্বক্ষণিক মহান আল্লাহর বিশেষ বন্ধুমহল। অনন্তর নবুয়তের উর্ধ্বে আর কোন বিশেষ মাকাম নাই। সুতরাং মহান আল্লাহর বিশেষ ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব আম্বিয়ায়ে কিরামের জন্য বিশুদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ হইয়াছে। সর্বোপরি তাঁহারা কুফর হইতে নিরাপদ ও সুসংহত হইয়াছে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত আশি মাকতুব

'শায়খ জীবন ও মৃত্যু দান করেন'-এর মর্মার্থ বিশ্লেষণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! আপনি জানিয়া রাখুন যে, আলোচ্য বাক্যটি اَلشَّيْخُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ "শায়খ জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত করেন" এই কথাটির তিনটা অর্থ হইতে পারে। তবে সঠিক অর্থ সম্পর্কে মহান আল্লাহই সম্যক অবগত। **প্রথম অর্থ** ঃ শায়খ মুরীদকে ইবাদত ও বন্দনার মাধ্যমে নূতন জীবন দান করেন। এবং পাপাচার ও গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত তাহার পূর্ব জীবনকে মারিয়া ফালান। কারণ ইবাদত ও বন্দনা হইল প্রকৃত জীবন এবং নাফরমানী ও পাপাচার হইল মৃত্যু।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ يُحْيِىْ "তিনি জীবিত করেন" উহা হইল তাহার অন্তরকে জীবিত করা এবং يُمِيْتُ "তিনি মৃত্যু দান করেন" ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল তাহার কু-প্রবৃত্তিকে হত্যা করা। **তৃতীয় অর্থ ঃ** যদি মহান আল্লাহ কাহাকেও অনুগ্রহপূর্বক মুস্তাজাবুদ দাওয়াত (যাহার প্রার্থনা মহান আল্লাহর নিকট সদা গ্রহণযোগ্য) বানাইয়া দেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তি বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম। অনুরূপ মহান আল্লাহর নির্দেশে জীবিতকেও মৃত করিতে পারেন।

ওহে ভ্রাতা! মুরীদের উচিত হইল সর্বদা পীরের সহিত অন্তর সংযুক্ত রাখা, অন্তর সংযুক্ত করিবার তাৎপর্য হইল, মুরীদ এই কথাটা উত্তমরূপে অনুধাবন করিবে ও তৎপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিবে যে, আমার পীর ব্যতীত আমাকে মহান আল্লাহ পর্যন্ত কেহই পৌঁছাইতে পারিবে না। যদিও নাকি সেই মুহূর্তে ও সেই যুগে তাহার ন্যায় আরো হাজারো পীর থাকুক না কেন। বুযুর্গানে দ্বীন হইতে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন মুরীদ মনে করে যে, আমার শায়খ হইতে উত্তম দ্বিতীয় কেহ আছে তবে ইহা তাহার মুরীদীর পথে বৈধ নহে। এমন মুরীদের উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লক্ষ্য কখনোই সফল হইবে না। মুরীদের কর্তব্য হইল, সদা সর্বদা পীরের কথা ও কাজের আনুগত্য করিবে, কোনরূপ আপত্তি ও অস্বীকৃতি ব্যতিরেকে। তবে হ্যাঁ, তাকলীদ তথা আনুগত্য কী উহা জানিতে হইবে অর্থাৎ তাকলীদ কাহাকে বলে এবং কোন ধরনের তাকলীদ বৈধ ও শুদ্ধ আর কোন তাকলীদই-বা অশুদ্ধ ও অবৈধ। নিম্নে তাকলীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হইল—

তাকলীদ (আনুগত্য) সাধারণত চারি প্রকার, ১. মুজতাহিদ অর্থাৎ ইজতিহাদের অধিকারী ইমামের কোন মুজতাহিদের তাকলীদ। এই জাতীয় তাকলীদ বৈধ নহে, ২. কোন মুকাল্লিদ (অনুসারী)-এর অপর কোন মুকাল্লিদের তাকলীদ ইহা পূর্বের ন্যায় অবৈধ নহে। ৩. কোন আলিমের কোন মুকাল্লিদের তাকলীদ করা, ইহাও অবৈধ। ৪. হ্যাঁ, একজন মুকাল্লিদের জন্য কোন আলেমের তাকলীদ করা, ইহা শুদ্ধ ও বৈধ।

মুরীদের দৃষ্টি এতটা সুদূরপ্রসারী ও উন্মুক্ত হওয়া উচিত যে, সেই দৃষ্টি সর্বদা পীরের গুণাবলি ও পূর্ণতার উপর এবং স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এমনকি যদি কখনো এমন কোন বস্তু কিংবা এমন কোন কাজ গোচরীভূত হয় যাহা তাহার বোধ ও বুদ্ধির অতীত, তাহা হইলে সে এরূপ মনে করিবে এবং বিশ্বাস করিবে যে, বিষয়টা তো অবশ্যই বিশুদ্ধ ও সঠিক। তবে হ্যাঁ, আমি উহার তাৎপর্য ও মর্মোদ্ধারে অক্ষম। বরং ইহা আমার জ্ঞান ও উপলব্ধি হইতে অনেক ঊর্ধ্বে।

আর একটি বিষয় আলোচনা করিতে হয় তাহা হইল এই যে, অনেক সময় মুরীদ পীরের হাত ও পায়ে চুমু আঁকিয়া থাকেন উহার বিধান কী? উহা শুদ্ধ ও বিধেয়। হাদীস শাস্ত্রে এই মর্মে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাত ও পায়ে চুমু আঁকা সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত আদর্শ। কারণ তাঁহারা মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র চরণে অসংখ্যবার চুমু খাইয়াছেন।

رُوِىَ اَنَّ جَمَاعَةَ مِنَ الْيَهُوْدِ اَتَوُا الرَّسُوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَالُوْا عَنْ تِسْعِ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاَجَابَهُمْ بِهَا فَقَبَّلُوْا يَدَهٗ وَرِجْلَهٗ وَ صَدَقُوْا الْحَدِيْثَ ـ

"বর্ণিত আছে, একদল ইহুদী রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর খিদমতে আগমন করিয়া রাসূল (সাঃ)-কে হযরত মূসা (আঃ)-এর নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। অতঃপর রাসূলে কারীম (সাঃ) উহার উত্তর প্রদান করিলেন। ফলে তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র হাত ও পায়ে চুম্বন করিল ও তাঁহার বাণীর সত্যায়ন করিল।"

মহানবী (সাঃ) এই কর্ম হইতে কখনোই কাহাকেও নিষেধ করেন নাই। যদি এই কাজটি শরীয়তের অনুকূল না হইত তাহা হইলে মহানবী (সাঃ) অবশ্যই তাহাদিগকে নিষেধ করিতেন। অতএব প্রতীয়মান হইল, হাত ও পায়ে চুম্বন করা শরীয়ত পরিপন্থী নহে।

رُوِىَ عَنْ وَرَاعِ بْنِ عَامِرٍ اِنَّا قَبَّلْنَا يَدَ النَّبِىِّ وَرِجْلَيْهِ وَرُوِىَ عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ اَنَّهٗ قَالَ رَاَيْتُ يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَهٗ عَلِىٌّ ـ (نُقِلَ عَنْ قَوَاعِدِ التَّصَوُّفِ) ـ

"ওয়ারা ইবনে আমির (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সাঃ)-এর হাত ও পা চুম্বন করিয়াছি। হযরত আব্বাসের ক্রীতদাস সোহাইব (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)-কে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর হাত ও পা চুম্বন করিতে দেখিয়াছি (উদ্ধৃতি ঃ কাওরায়েদে তাসাউফ)।"

পরিশেষে আপনার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত একাশি মাকতুব

চিন্তা, গবেষণা, ফিকর এবং উহার মর্মার্থ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ, একজন মানুষ যখন এই পথে প্রবেশ করে অতঃপর এই পথের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিয়া নেয় অর্থাৎ নিরন্তর সংগ্রাম ও নিরলস সাধনার মাধ্যম তাসফিয়া ও তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করিয়া নেয়; তাহা হইলে চিন্তা, ফিকির ও গবেষণার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক ফলপ্রদ অন্য কোন বস্তু নাই। তবে হ্যাঁ, কেবল মাথা কাপড়ের মধ্যে রাখা, স্বীয় কামনা-বাসনার চিন্তা করা কিংবা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অথবা শয়ন শয্যায় বিশ্রাম নেওয়া নহে। বরং চিন্তা-ফিকির অর্থাৎ গবেষণা করা এবং এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টিকুল তথা মাখলুকের ব্যাপারে বৈধ ও বিধেয়। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে জায়েয নাই। তবে হ্যাঁ গবেষণাকারীর সর্বপ্রথম গবেষণার উপকরণ ও উপাদান প্রস্তুত করা উচিত। যেমন দুনিয়া এবং দুনিয়াদারদের হইতে ভীতি, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা নির্যাতনের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করিবে না। দরবেশি ও বৈরাগ্যবাদের প্রতি কোন আগ্রহ থাকিবে না, আর না থাকিবে উহার প্রতি কোন শংকা। ইহা ছাড়া যাবতীয় ব্যস্ততা হইতে মুক্ত ও নিরস্ত্র হইতে হইবে। দাবীদারদেরকে সন্তুষ্ট করা এবং নিজেকে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্য এক ও অভিন্ন করিয়া নেওয়া উচিত।

উপরিউক্ত উপকরণ ও প্রক্রিয়াসমূহ অর্জন করিবার পর এই মর্মে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা উচিত যে, মহান আল্লাহ একান্ত দয়াপরবশ হইয়া আমাকে অস্তিত্বহীনতা হইতে অস্তিত্ববান করিয়াছেন, এক ফোঁটা অপবিত্র পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এত অপবিত্র পানি যে, উহা যদি কাপড়ের উপর পতিত হয় তবে সেই কাপড় পরিহিত অবস্থায় নামায হয় না। রাজধিরাজের অনুগ্রহ ও অনুকম্পা ব্যতীত অন্য কিছু নাই যে, তিনি আমাকে পছন্দনীয় ও বুযুর্গ বানাইয়াছেন এবং স্বীয় ঐকান্তিক দয়া ও অনুগ্রহ বলে ঈমানের ভূষণ প্রদান করিয়াছেন যে, আমি সেই মহিয়ান ও গরিয়ান সত্তার দিকেই সদা প্রদক্ষিণ করিতেছি, নিজ সত্তাকে এমনভাবে পরিচিত করাইয়াছি যে, তাহার মারেফত পরিচয় লাভে ধন্য হইয়াছি। কালিমায়ে তাওহীদ তথা একত্ববাদের বাণীর এমন রসহস্যবিদ ও অন্তর্নিহিত মর্মজ্ঞ বানাইয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুত্ব ও পবিত্রতার সহিত আমি তাঁহার পরিচয় লাভ করিয়াছি। স্বীয় বন্ধুত্বে অভিষিক্ত ও ধন্য করিয়াছেন এমনভাবে যে, সেই মহিয়ান গরিয়ান সত্তাকে স্বীয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। এতদভিন্ন আরো একটি বিশাল নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, যাহা বাস্তবিকই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মহামূল্যবান নেয়ামত বটে। অনন্তর সেই নেয়ামত হইল তাঁহার সাক্ষাত ও দীদার।

এখন যখন তিনি উক্ত অপবিত্র শুক্র ফোঁটাকে পবিত্র বানাইয়া স্বীয় যাবতীয় নেয়ামতের উপযুক্ত করিয়াছেন; এতদসত্ত্বেও কখনো ইহা বৈধ ও শুদ্ধ হইতে পারে না যে, মানুষের হৃদয় মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো সহিত আসক্ত ও সংযুক্ত থাকিবে। যখন এইসব বিষয় একজন মুরীদের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে, তখন তাহার উচিত, এখন সে কেবল দেহ ও শরীর নহে বরং অন্তর দ্বারা অপেক্ষা করিবে। অর্থাৎ সৃষ্টির সহিত অবস্থান করা অবস্থায়ও তাহার অন্তর সৃষ্টির মিশ্রণ হইতে পবিত্র ও মুক্ত এবং পৃথিবীর বুকে স্থির হইয়া যাইবে। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে যখন এইরূপ হালতের সৃষ্টি হইবে তখন ইয়াকীন ও বিশ্বাসের আঁচলে শিরনী নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর এই ভাবনার মাধ্যমে একত্ববাদের সত্যায়নে বা তাওহীদের বিশ্বাসে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। সদা সর্বদা এই চিন্তা-গবেষণার মাঝে ডুবিয়া থাকিবে যে, মহান আল্লাহ অদৃশ্যের যাবতীয় রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল ও সুপরিজ্ঞাত, অদৃশ্যের যাবতীয় সংবাদ রাখেন। পাপসমূহ মোচনকারী ও দোষ-ত্রুটি গোপনকারী তিনি আমার হইতে এই স্বীকৃতি পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন। উক্ত স্বীকৃতির জন্য সততা একান্তভাবে কাম্য। কারণ আমার হৃদয়ের গহিনে যে কথামালা উঁকি মারিতেছে এবং অন্তরের মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে সবকিছু সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ও সম্যক অবগত। সুতরাং মানুষের উচিত এই প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে চিন্তা-ভাবনা করিবে ও গবেষণা পরিচালনা করিবে এবং স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে নিজের হইতেই উক্ত সততার সন্ধান করিবে এবং নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করিবে যে, উহার সহিত আমি সংযুক্ত হইয়াছি ও তাহার অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছি। অতএব তিনি ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্বের ধারণা ও কল্পনা আমার অন্তরে কেন উদিত হইবে? এই সংশয় অর্থাৎ তাহার বিপরীতের ধারণা ও কল্পনা আমার হৃদয়ে কি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে? সৃষ্টিকুল হইতে আমার ভয় ও আশা কি করিয়া হইবে, উহার বহিঃপ্রকাশ ভুলক্রমেও কেন হইবে? যখন আমি তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছি, তাহা হইলে তাহার বিপরীতের প্রতি আমার আসক্তি কিভাবে সৃষ্টি হইতে পারে? সৃষ্টিকুল হইতে আশা ও ভয় কিভাবে হইতে পারে? কেননা যদি অন্য কাহারো অস্তিত্বের আকর্ষণ হৃদয়ের কোমলতা ও একান্ত আশাগৃহে উদিত হয়, যেহেতু গমনাগমন আপন হওয়ার নিদর্শন। যখন তাঁহার বিপরীতকে বিপরীত হিসাবে জানিয়াছে এবং তাঁহার পবিত্রতার স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে দ্বিতীয় অন্য কোন বস্তুর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আমার অন্তরে সৃষ্টি হইবে, ইহা কি করিয়া সম্ভব? আর যখন তিনি তাঁহার সাক্ষাত দানের অঙ্গীকার করিয়াছেন, কাজেই আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারো প্রতি কেন দৃষ্টি করিব?

অথবা আমি আমার সেই স্বীকৃতিতে সত্য ও সঠিক নহি। কেননা মানুষ আমার সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে, অথচ আমি সত্যবাদী নহি। কারণ আমার মহান আল্লাহ হইতে কোন লজ্জা ও ভয় নাই। এইটা কোন ধরনের বিড়ম্বনা আমার

কর্মকাণ্ডের মধ্যে আপতিত হইয়াছে। অথচ আমার স্বীকৃতিটাই ছিল অসত্য অথবা আমার এই সত্যায়নের মধ্যে অসত্য লুকায়িত আছে। আমার কুপ্রবৃত্তির অস্তিত্ব গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি তাহার দাসত্বের স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছি। অতঃপর অন্তর গায়রুল্লাহর জালে কিভাবে ফাঁসিয়া গেল? আমার এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির উপর হাজারো অনুশোচনা ও অনুতাপ হয়। আমার জীবনে যাবতীয় নেক আমল ও সদাচারসমূহ ধ্বংস হইয়া গেল। অথচ এইজন্য কত অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধ্য সাধনা ও বহু কষ্ট-ক্লেশ করিয়াছি, উহা সবই কিফলে গেল। আমার সততা ও বন্ধুত্বের মাঝে প্রতারণা ও প্রহসন লুকাইয়া রহিয়াছে। এখন আমি ঈমানের সেই অমূল্য সম্পদ কোথায় সন্ধান করিব? কে জানে কোন উপত্যকায় ধ্বংস হইয়া যাইব?

যখন অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে অত্যন্ত কাটাকাটি করিবে এবং মহান আল্লাহর নিকট মিনতি ও স্বীয় মসীবতের কারণে বিলাপ করিবে, তখন তাহার আত্মপ্রত্যয় যাবতীয় অন্তরায়সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। তাঁহার অন্তর আযাবের ভয়ে তাহার শিরা অদৃশ্য জগত হইতে পর্দাবৃত হইয়া যাইবে। তাহার হৃদপিণ্ড হইতে অনুতাপের রক্তস্রোত ফিনকি দিয়া উঠিবে। অতঃপর নৈরাশ্যের জলরাশি দ্বারা প্লাবিত হইবে, হৃদয়ের রক্ত নয়নযুগল হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে থাকিবে। তখন সে অনন্যোপায়, অস্থির, ভারাক্রান্ত ও ভগ্নহৃদয় হইয়া যাইবে। ফলে স্বীয় জীবন সম্পর্কে সদা সন্ত্রস্ত থাকিবে। সর্বদা ভারাক্রান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ভীত থাকিবে। তাহার হৃদয়-মন সর্বত্র এই ভীতি সঞ্চারিত হইয়া যাইবে যে, সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার উপর ভীতিপ্রদ অবস্থা সৃষ্টি হইবে ফলে সর্বদা সে কম্পমান, সন্ত্রস্ত ও বিষণ্ন থাকিবে। যদি সে সমাজের অন্যান্য মানুষের মাঝে অবস্থান করে, তবে এতটাই বিস্ময়াভিভূত হইবে যে, তাহার স্বাতন্ত্র্য ও তাহার কর্মতৎপরতা সকল হইতে বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন প্রকৃতির হইবে। অবশেষে সে এইরূপ হইয়া যাইবে যে, তাহার নিজের খবর নিজের কাছে থাকিবে না, আর না হইবে সৃষ্টিকুল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। ফলে শাসনকর্তার বন্দি হইয়া যাইবে এমনভাবে যে, সে অনুভব করিতেও পারিবে না যে, তাহার উপর কী অতিক্রম হইয়াছে, কোন বিপদ তাহার উপর আপতিত হইয়াছে। নিজেই নিজের হইতে পর হইয়া যাইবে। নিজের স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা হইতেও একঘরে হইয়া যাইবে এমনভাবে যে, একেবারে নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছে। সর্বদা কেবল এই কথার অপেক্ষা করিবে যে, কখনো এমন যেন না হয় যে, জাহান্নামের আগুনে আমাকে নিক্ষেপ করা হইবে এবং নৈকট্য হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ বিরহের কলঙ্ক লেপন করা হয়। তাহার ক্ষুধা ও নিদ্রা অদৃশ্য হইয়া যাইবে। স্বীয় জীবন-জীবিকা হইতে প্রত্যানিত হইয়া বিজন ও পর হইয়া গিয়াছে। নির্দেশও পালন করিতে পারে নাই এবং অন্যান্য কাজও করিতে পারিতেছে না।

যখন এইরূপ হালত সৃষ্টি হইবে তখনই আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ তাহার উপর অনবরত বর্ষিত হইবে এবং তাহার সমূহ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। বরং সব আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, নিজের পক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ তাহার উপর প্রকাশ করিবেন। এমনকি তাহার আশার বৃক্ষটি তখন ফল দান করিবে। স্বীয় ক্ষমার হাত উহার শাখার উপর নীত করিবে এবং তাঁহার অনুগ্রহের মেওয়া ভক্ষণ করিবে। ফলশ্রুতিতে শক্তি ও মাহাত্ম্যের অধিকারী হইবে এবং প্রেমাস্পদের মিলনের চুম্বনের সুরভী গ্রহণ করিবে অর্থাৎ, হৃদয়ের ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় সুশোভিত করিবে, যখন লজ্জা হইবে তাহার ভূষণ, অক্ষমতা ও অপারগতার সহিত এই চিন্তাও করিবে যে, তাঁহার পক্ষ হইতে এত কল্যাণ ও মঙ্গল অথচ আমার পক্ষ হইতে এই পরিমাণ ত্রুটি-বিচ্যুতি; তখন সে সাহসিকতার জগতে প্রবেশ করিবে। এক পর্যায়ে সে উক্ত সংকোচনের বাঁধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। অবশেষে তাহার হৃদয় সুপ্রসন্ন ও আনন্দিত হইয়া যাইবে এবং তাহার দেহ প্রেমানলের স্ফুলিঙ্গের স্তরে চলিয়া আসিবে ও সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের তাপ তাহার অন্তকরণকে স্পর্শ করিবে। আশা ও প্রত্যাশার এই সাহস স্পৃহা যাহা প্রত্যাশার পথ হইতে শ্বাস গ্রহণ করিয়া নীরব হইয়া গিয়াছে। এই নিশ্বাস গ্রহণই তাহার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া তাহাকে আন্দোলিত করিবে, যাহাতে প্রেমের এই অনল তাহাকে উত্তমরূপে দগ্ধ করিতে সক্ষম হয় এবং নির্মল নিশ্বাস গ্রহণ করিবে যে, অমরত্ব ও স্থায়িত্ব সাধিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর যখন হৃদয়ের অভ্যন্তরে এমন উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হইবে যে, এই অবস্থা হইতে প্রত্যাগমন করিবে তখন হৃদয়ের রক্তের প্রণালা প্রবাহিত করিয়া দাও! এই পর্যন্ত যে, উহার আলোতে অনুতাপ সৃষ্টি হয়। অতঃপর যখন উহা আত্মা পর্যন্ত পৌঁছাইবে তখন রক্তের একটি প্রবাহিত স্রোতধারা গোচরীভূত হইবে। ফলে সে স্বীয় ধ্বংস ও বরবাদীর ব্যাপারে শংকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। তাহার নয়নযুগল তাহার উপর রক্ত বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। অতঃপর চোখের সেই রক্ত পানির রং অর্থাৎ, অশ্রুতে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। উভয় চক্ষু হইতে সেই পানিরাশি মহান আল্লাহ হইতে লজ্জায় বর্ষিত হইতে শুরু করিয়াছে। এই উভয়বিধ ক্রন্দন মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন, স্বীকৃত এবং জরুরি। যখন এই চিন্তা-ভাবনার সফরে থাকিবে তখন আল্লাহ তায়ালার লজ্জা ও ভীতি তাহার উপর প্রকাশিত হইবে। অতঃপর সর্বাবস্থায় সে তাহাকে লক্ষ্য রাখিবে। অতঃপর উপরিউক্ত বিষয়সমূহে চিন্তা-ভাবনা ও ফিকর করিবার পর যদি মৃত্যু, কবর ও কিয়ামতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে তবে উহা শুদ্ধ ও সঠিক হইবে। হ্যাঁ যখন সেই চিন্তা-ভাবনায় থাকিবে যাহার নিদর্শন হইবে, মৃত্যুর চিন্তায় সর্বদা বিভোর থাকিবে। ফলে এই চিন্তার দরুন তাহার জীবন ধারণ ভালো লাগিবে না। সে দুনিয়া ও জাগতিক উপকরণ তথা ধনৈশ্বর্য সঞ্চয়ের পিছনে পড়িবে না। সার্বক্ষণিক সে ভগ্নহৃদয় থাকিবে। নিদ্রা তাহার হইতে উঠিয়া যাইবে, কোন খাদ্যদ্রব্যের মাঝে সে স্বাদ ও তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইবে না এবং বিশেষ কোন পোশাক-আশাকের প্রতি মোহ থাকিবে না। বরং তাহার মধ্যে

এইরূপ মনোবাঞ্ছা সৃষ্টি হইবে যে, তাহার নিকট যাহা কিছু এখনো বর্তমান, উহাকে নষ্ট করতঃ ফেলিয়া দিবে। অতঃপর যখন সৃষ্টিকুল হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী ও নির্জনে থাকিবে, তখন কেবল ক্রন্দন করিতে থাকিবে। পক্ষান্তরে যখন লোকালয়ে অবস্থান করিবে তখন অতি কষ্টে থাকিবে ও সকল হইতে স্বতন্ত্র। ইহার পর পুনরায় যখন চিন্তা-গবেষণা করিবে যে, কবর মাঝে যখন থাকিব তখন তো আমি একান্তভাবেই একা থাকিব। সুতরাং আজই বন্যপ্রাণীদের ন্যায় সমাজবিমুখ হইয়া যাই। সাহচর্য হইতে বিচ্ছিন্নতা উপাদেয় ও ফলপ্রসূ বিবেচিত হইবে, কোন বস্তু গ্রহণ হইতে বর্জন অতি উত্তম মনে হইবে, ক্ষুধার্ত থাকা পানাহার অপেক্ষা উত্তম অনুভূত হইবে। সর্বোপরি দিবা-নিশি ইবাদতগুজার ও তাপস হইয়া যাইবে।

অতঃপর যখন এই চিন্তা করিবে যে, কিয়ামতের দিন সকলকে দিগম্বর অবস্থায় প্রত্যানিত করা হইবে। কাজেই আজ এই নশ্বর পৃথিবীতে কোন পোশাকের মোহে স্বীয় অন্তরকে জড়াইও না বরং নিজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মহান আল্লাহর সোর্পদ করিয়া দাও।

তৎপর যখন আবার এই চিন্তা করিবে যে, কিয়ামতের দিন পাপ-পুণ্য, নেকি-বদী সবই পরিমাপ করা হইবে। সুতরাং আজই এই পৃথিবীতে থাকিতেই অধিক নেকি অর্জন করিয়া নেই। ঘুণাক্ষরেও অবাধ্যতা, নাফরমানী ও গুনাহের প্রতি যেন কোনরূপ আকর্ষণ না থাকে। কাহাকেও কোনরূপ কষ্ট দিবে না, সর্বোপরি কেবল পুণ্যার্জন ব্যতীত অন্য কোন কাজে নিজেকে নিরত করিবে না।

ইহার পর যখন এই চিন্তা করিতে শুরু করিবে যে, কিয়ামতের দিন স্বীয় আমলনামা নিজেকে পাঠ করিতে হইবে। সুতরাং নীরবতা অবলম্বন করিবে এবং অসুন্দর কোন কথাবার্তা বলিবে না। কিয়ামতের যেসব বস্তু তাহার দিকে ফেরত দেওয়া হইবে সে উহার অনুসন্ধান করিবে না। বরং এই চিন্তাই করিবে যে, তাহার আমলনামা কত দীর্ঘই না হয়। অতএব আজই স্বীয় রসনাকে সংযত ও সংকোচিত করিয়া নিবে।

আবার যখন এই চিন্তা করিবে যে, কিয়ামতের দিন আমাকে মহান আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হইবে, তাহা হইলে আজই এই পৃথিবীতে হালাল বস্তু হইতে স্বীয় হস্ত গুটাইয়া লও। কারণ হালাল বস্তুরও হিসাব দিতে হইবে।

অতঃপর যখন এই চিন্তা করিবে যে, দোযখকে হাঁকানো হইয়াছে। সুতরাং আজ এক পলকের জন্যও আল্লাহ তায়ালা হইতে উদাসীন হওয়া উচিত নহে এবং কোন ইবাদতকেই তুচ্ছ মনে করিয়া ত্যাগ করিবে না।

যদি এই কথা চিন্তা করে যে, বেহেশতকে বিচিত্র সাজে সজ্জিত করা হইয়াছে। অতঃপর যদি গোটা জগত তাহাকে প্রদান করা হয়, তবুও উহার প্রতি বিন্দু পরিমাণ আগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। কোন মানুষই উহার চিন্তা হইতে মুক্ত নহে। এই সব চিন্তা-ভাবনা করিবার পরও যদি মৃত্যুর অবস্থা ও পরিস্থিতি নিজের মধ্যে সৃষ্টি

না হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে, তাহার চিন্তার মধ্যে প্রাক্তন কু-প্রবৃত্তি এবং দুনিয়ার সমূহ সাজ-সজ্জা লুকায়িত আছে, সে মিথ্যাবাদী, সত্যবাদী নহে, অথচ এই পথটা তো হইল সত্যবাদীদের পথ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তকরণে আল্লাহ তায়ালার ভীতি ও মাহাত্ম্য সক্রিয় ও প্রবল না হইবে, অথবা সেই বস্তুসমূহের ধারণা যাহা আমি ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। উৎকণ্ঠা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জার সহিত উহার চিন্তা-ভাবনা করা গাফেলতি ও উদাসীনতা অথবা নষ্ট ও ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা বলিয়া বিবেচিত হইবে। এমনকি গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত হইবে। যখন ভাবগাম্ভীর্যের সহিত চিন্তা-ভাবনা করিতে উপবিষ্ট হয় ও যদি আল্লাহ তায়ালা সংরক্ষণ না করেন, তাহা হইলে শত সহস্র প্রাণ বিসর্জন দিলেও উহা নিস্প্রাণ হইয়া যাইবে। উপরন্তু যদি তাহার হৃদয়ের আগুন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তো তাহার দেহ ভস্মিভূত করিয়া দিবে। আর যে ব্যক্তি এই দহন প্রত্যক্ষ করিবে সে জীবিত থাকিতে পারিবে না, বরং সে মৃত্যুবরণ করিবে। আর যদি সেই লজ্জা ও সংকোচ তাহার চিন্তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তাহার উপর অনুগ্রহ না করেন, তাঁহার ঐকান্তিক বদান্যতা তাহার অনুকূল না হয়, তবে তো সেই ব্যক্তি পানি হইয়া যাইবে। অতঃপর যেই চক্ষু ও দৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হইবে উহা দৃষ্টিহীন ও অন্ধ হইয়া যাইবে। এমনকি সেই পানির একটি ফোঁটা যদি পাহাড়ের ওপরও পতিত হয়, তাহা হইলে সেই পর্বত তাৎক্ষণিভাবে বিগলিত হইয়া পানি হইয়া যাইবে। ইহা মহান আল্লাহর অপার কৃপা ও অফুরন্ত দয়া যে, তিনি উহাকে সংরক্ষণ করেন। এইরূপ এক ঘণ্টা চিন্তা-ভাবনা করা সেই নামায হইতে শ্রেয়, যাহা নিতান্ত খুশু-খুযু ও একাগ্রচিত্তে সাগ্রহে কয়েক বৎসর পর্যন্ত আদায় করা হইয়াছে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত বিরাশি মাকতুব

বিন্যাস, চিন্তা-ভাবনা, সময় নির্ধারণ এবং চিন্তা-ভাবনার সুফলসমূহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! প্রকাশ থাকে যে, সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা বৈধ। কেননা নিজের স্বীকৃতির সততা একান্তভাবে কাম্য। কিরূপ, এইরূপ, সেইরূপ এই জাতীয় প্রশ্ন করা সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে তো বৈধ। তবে সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে কোনরূপ জবাবদিহিতা অর্থাৎ সেইটা কেমন, কেন করিতেছেন ইত্যকার প্রশ্ন করা বৈধ নহে। কারণ এই জাতীয় প্রশ্ন মানুষকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি ও সংশয়ের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া থাকে। সুতরাং চিন্তা-ভাবনার পূর্বেই মানুষের মধ্যে ভগ্নহৃদয় এবং অন্তরের একাগ্রতা সৃষ্টি হওয়া একান্তভাবে কাম্য। পক্ষান্তরে যদি এমন না হয় এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি লজ্জা, সংকোচন, ভীতি ও তাঁহার মারেফতের দর্শনে সার্বক্ষণিক ও প্রতিমুহূর্তে না থাকে তবে এইরূপ চিন্তা-ভাবনায় কোন বিনিময়, প্রতিদান ও সুফল হইতে পারে না। কেননা চিন্তা-ভাবনার কঠোরতা সম্পর্কে সত্যিকারের মুরীদান ও শুভানুধ্যায়ীগণই জ্ঞাত আছেন। যাহারা সর্বদা এই আমলের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি এই কথা বলিতেছি যে, চিন্তা-ভাবনা কখন করা উচিত, কারণ মানুষ যদি সার্বক্ষণিক এই চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে। সুতরাং চিন্তা-ভাবনা ও সৃষ্টি নিয়া গবেষণা অর্ধরাত্রের পরেই করা উচিত। অথবা সাহরীর সময় কিংবা যোহর ও আসরের নামাযের মধ্যখানে। অতএব সেই সব চিন্তা-ফিকির অর্ধরাত্রে করা হইবে, সেই চিন্তার মাঝে স্বভাবতই অন্তরের একাগ্রতা, ভাগ্যলিপির প্রতি সন্তুষ্টি এবং সমর্পণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া অর্ধরাত্রের চিন্তা-ফিকির দ্বারা অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের আলোর পরিস্ফুটন ঘটে ও উহাতে হৃদয়-মন উদ্ভাসিত হইয়া যায়। সংশয় ও শিরকের সমূহ অনামিশা হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়, প্রবৃত্তির নানান কামনা-বাসনার মন্দ দিকগুলি অবলোকন করিতে সক্ষম হয়।

প্রত্যুষে তথা সাহরীর সময় যেই চিন্তা-ফিকির করা হয় তাহাতে অদৃশ্যের কাশফ লাভ হয়। একপর্যায়ে তাহার হৃদয় অবারিত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে সে মারেফতের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য লাভে ধন্য হয়। অর্থাৎ পরজগতের বিস্ময়সমূহ এবং সেখানকার যাবতীয় বস্তু তাহার সম্মুখে আগমন করে। ফলশ্রুতিতে তখন সে যে দোয়াই করে না কেন, উহা সবই কবুল হইয়া যায়। যদি তাহাকে বেলায়েতধারী

তথা অলি বানাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহাকে বন্ধুত্বের পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দেন। আর যদি তাহাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দান করিতে চাহেন, তবে উহা তখনই দান করেন। তাহার সব সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন তবে উহা তখনই সমাধান করেন এবং একটি হালত আলোকিত করিয়া দেন, সব সৃষ্টি ও পৃথিবীর প্রলয় ও ধ্বংস তাহাকে প্রত্যক্ষ করান। কেননা সকাল বেলা, সময়ের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এই সময় বন্ধুদের সহিত একান্ত সাক্ষাতের মুহূর্ত। আরেফদের সাথে গোপন কথা বলিবার সময়, অভাবীদের অভাব বর্ণনা করিবার সময়, নিগৃহিত ও অত্যাচারিতদের আর্তি শ্রবণ করিবার স্থান, প্রেমিকদের ক্রন্দন ও মিনতি করিবার মুহূর্ত, দগ্ধ হৃদয়ের আর্তনাদ ও অস্থিরতার সময়। কিন্তু প্রত্যেক সময়ের আদব ও করণীয় বর্জনীয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, এই চিন্তা-ভাবনা হইতে যখন অবসর গ্রহণ করিবে তখন কি আবেদন করা উচিত। যদি প্রার্থনা করিতে উদগ্রীব হয়, তবে উহার চিন্তায় একাগ্রচিত্ত হওয়া উচিত। বন্ধুদের দয়া ও অনুগ্রহের উপর গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করা এবং স্বীয় আমলসমূহের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। যখন প্রার্থনা করিবে তখন নিম্নরূপ প্রার্থনা করা উচিত।

ওহে বাদশাহ আমার, ওহে মালিক! যদিও আমি নাফরমানি ও পাপাচার করিয়াছি, কিন্তু আমি তো আপনারই বান্দা, আমার অভাব-অভিযোগ আপনি ব্যতীত আর কে পূরণ করিবে? আমার কু-প্রবৃত্তির ত্রুটিসমূহ আমাকে প্রদর্শন করান। পৃথিবী ও সৃষ্টিকুলের ভালোবাসা আমার অন্তকরণের পথ হইতে হটাইয়া দিন!

এবং অর্ধরাত্রের চিন্তা-গবেষণায় মারেফতের বিধানের অধীনে উপবেশন করা উচিত। এইরূপ বলা উচিত যে, ইহা আপনারই ইচ্ছা ছিল যে, আপনি আপনার ঐকান্তিক অনুগ্রহে এত কল্যাণসমূহ আপনার পক্ষ হইতে আমাকে প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং এখন আপনি আমাকে আমা হইতে বাহির (মুক্ত) করিয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া নিলে এমন কি ক্ষতি হইবে? অভাবসমূহ ও যাবতীয় আশা-আকাংখা আপনি আপনার পক্ষ হইতে পূরণ করিয়া দিন। সর্বোপরি আমাকে আপনি ব্যতীত সবকিছু হইতে বিচ্ছিন্ন ও একা করিয়া দিন!

সকালের চিন্তা-ফিকিরের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর মুহব্বত তথা ভালোবাসার বিধানের অধীন উপবেশন করিবে। মাথা উভয় উরুর মধ্যখানে স্থাপন করিবে। অত্যধিক ক্রন্দন, মিনতি, কাকুতি ও আর্তি করিবে। ধুলা-মাটিকে স্বীয় দৃষ্টির বিছানা বানাইয়া নিবে। অতঃপর অনুতাপের অশ্রু উহার উপর ছিটাইয়া দিবে, আশাবাদীদের নির্জনতার আঙ্গিনাকে স্বীয় নেত্র পলকের দ্বারা চাপ প্রয়োগ করিবে। সর্বোপরি অত্যধিক ক্রন্দনরত অবস্থায় নিম্নোক্ত প্রার্থনা করিবে—

ওহে রাজাধিরাজ! আপনার প্রেম ও ভালোবাসা সব হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। সৃষ্টিকুল ও নিজের সম্মুখে আমি অসহায় শক্তিহীন অথবা আমাকে ঐসব হইতে মুক্ত করিয়া নিজের সহিত একটু শান্তি ও বিশ্রাম দান করুন। যেই সব বস্তুর কারণে আমি বাঁধাগ্রস্ত উহার উপর আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করিয়া দিন। আর আমি যদি আপনার বন্ধু হই, তবে আমাকে আপনার অন্দরমহলের সদস্য বানাইয়া নিন। পক্ষান্তরে আমি যদি আমার নিজের বন্ধু হই, তাহা হইলে আমাকে ধ্বংস করিয়া দিন। তখন তাহার উপর নূরের তাজাল্লী উদ্ভাসিত হইবে, যাহাতে সমূহ অস্তিত্ব তাহার সম্মুখে অবনমিত ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

ফলশ্রুতিতে সে নিজের হইতেও অতিক্রম করিয়া অগ্রে চলিয়া যাইবে। অতঃপর মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার অন্তরে এই আহবান অনুরণিত হইবে যে, 'আমিই তোমার সেই মুহূর্ত, অতএব চিন্তা করিও না' ইহাই হইল তাহার বন্ধুত্বের বিশেষ পোশাক। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তিকে কেহই প্রসন্ন ও আনন্দিত দেখিতে পারে না। বিষণ্ন ও চিন্তামগ্ন হইয়া যাইবে এবং সৃষ্টিকুল তথা সমাজের মানুষের কাছে পাগল ও উন্মাদের ন্যায় অনুমিত হইবে, বিস্ময়জগতে বিস্ময়াভিভূত হইয়া যাইবে। এমনও হইতে পারে যে, তাহার বিবেক মারেফতের সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে এবং দিবা-নিশি নিজেকে শুধু চিন্তা-ফিকিরের মধ্যে এই আশায়ই নিক্ষেপ করিবে যে, হয়তবা সেই আহ্বানটা পুনর্বার তাহার কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠিবে। এখন হইতে নিম্নোক্ত কথার সৃষ্টি হইয়াছে যে, প্রেমিক যদি নিদ্রামগ্নও থাকে, তবুও তাহার অন্তকরণ থাকে জাগ্রত; কারণ সে সার্বক্ষণিক অপেক্ষায় থাকে।

অতএব যদি কেহ চিন্তা-ফিকিরের ক্ষেত্রে উল্লেখিত মূলনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করিবে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে স্বীয় বন্ধুমহল ও আওলিয়ায়ে কিরামের দলে তালিকাভুক্ত করিবেন এবং তাহাদের বিশেষ কর্মকাণ্ড পর্যন্ত তাহাকে পৌছাইয়া দিবেন। অবশেষে এই ঘোষণা দেওয়া হইবে যে, মুরীদ সমগ্র জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং স্বীয় ঘুম-নিদ্রা নিজের উপর হারাম করিয়া নিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই অমূল্য মুক্তা তাহার হস্তগত হইবে। বুযুর্গানে দ্বীন হইতে কথিত আছে, মানুষ জীর্ণ-শীর্ণ পুরাতন কাপড়ের সহিত এই মাটিতে একটি মুক্তা লাভ করিয়া থাকে। এই কথার বিশ্লেষণ হইল, সে নিজে মাটি হইতে সৃষ্ট এবং নিশ্চিত সেই মাটি হইতেই এই মূল্যবান ধাতব বাহির করিয়া আনিয়াছে। উহার মাঝে মহান আল্লাহর অপার হিকমতের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। ফলে প্রতিটি বস্তুর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি উভয় অবস্থায় সে সন্তুষ্ট। মহান আল্লাহ তাহাকে যেই অবস্থায় রাখেন, কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ ব্যতীত উহার উপরই সে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাহার কাছে সম্মান ও অপমান এক বরাবর হইয়া যাইবে। অনুরূপ অভাব ও সচ্ছলতা কিংবা দারিদ্র্যতা ও ঐশ্বর্য এক সমান হইয়া যাইবে। সমস্ত দিন

ব্যাপিয়া সে এই মর্মার্থের অপেক্ষায় থাকিবে এবং গোটা রাত্র সে ঐ তাৎপর্যের অন্বেষণে যাপন করিবে। রাত্রভর সে সকল হইতে বিচ্ছিন্ন ও নির্জনে রহিয়াছে, অনুরূপ দিনের বেলায়ও তাহার সহিত কাহারো কোন যোগাযোগ ও সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকিবে না, কোন কাজেই মনোনিবেশ করিবে না। জীবিকা উপার্জন যদি করেও তবে উহাও এতটুকু যাহার দ্বারা কোন রকম জীবিত ও সুস্থ থাকিতে পারে। তবে এই জীবিকা উপার্জনও স্বাচ্ছন্দ ও সাগ্রহে নহে, বরং বিরক্তি ও নিগ্রহের সহিত। সর্বোপরি যাহা কিছুই করিবে অপরের জন্য, নিজের জন্য নহে।

পরিশেষে আপনার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত তিরাশি মাকতুব

অন্তরের অবস্থাসমূহের বিবরণ প্রসঙ্গে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ অন্তরের দুই ধরনের গুণ রহিয়াছে; ভালো ও মন্দ, সৎ ও অসৎ। মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও আমলসমূহ হইল উহার পরিণতি ও ফলাফল। কোন মানুষই মন্দ গুণ হইতে মুক্ত নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মন্দগুণটা অন্তরের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ যেইসব কর্মকাণ্ড ও আমল মানুষ হইতে প্রকাশিত হইবে উহা কেবল মন্দ ও খারাপই হইবে। অথবা ভালো ও মন্দ কাজসমূহ মিশ্রিত অবস্থায় থাকিবে। কেননা গুণসমূহ হৃদয়ের মাটিতে এইরূপ বিদ্যমান যেইরূপ বৃক্ষসমূহ মাটিতে বদ্ধমূল থাকে। তবে এইকথা সর্বজন বিদিত যে, বৃক্ষটা যদি উৎকৃষ্ট ও উন্নতজাতের হয়, তাহা হইলে তাহার ফলও উৎকৃষ্ট ও উন্নত জাতের হইবে। পক্ষান্তরে যদি বৃক্ষটাই নিকৃষ্ট প্রকৃতির হয়, তবে তো তাহার ফলও মন্দ ও নিকৃষ্ট হইবে। এইভাবেই কোনরূপ পার্থক্য ব্যতিরেকেই অন্তরের মাঝেও বিপরীতমুখী গুণসমূহ রহিয়াছে। সুতরাং যদি এমন কোন হৃদয় থাকে, যাহা নান্দনিক চরিত্র ও অনুপম চরিত্রে সুসজ্জিত; তাহা হইলে যেইসব আমল ও কার্যাবলি তাহার প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে প্রকাশিত হইবে, উহা সবই উৎকৃষ্ট ও উত্তম হইবে। এইরূপ ব্যক্তিকে আহলে দিল তথা অন্তরওয়ালা এবং এইরূপ অন্তরকেই জীবিত অন্তর বলা হয়। অতঃপর যদি সমগ্র অদৃশ্য জগত গোচরীভূত ও উদ্ভাসিত হইয়া যায়, তবে এই জ্ঞানকে ইলমে মুকাশাফা তথা অদৃশ্যের জ্ঞান বলে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, 'মহান আল্লাহ পাকের পথ না যমীনে আছে আর না আছে উহা আকাশে বরং আল্লাহ তায়ালার পথ স্বয়ং তোমার মাঝেই বিদ্যমান' উহাই তাহার জন্য যথার্থ হইবে। وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ "তিনি তো তোমাদের মাঝেই আছে তোমরা কি উহা লক্ষ্য করিতেছ না?" উহার প্রতিই দিক-নির্দেশ করে এবং اَلْقَلْبُ بَيْتُ اللّٰهِ وَالْقَلْبُ عَرْشُ اللّٰهِ "অন্তর হইল মহান আল্লাহর ঘর ও আল্লাহ তায়ালার মহান আরশ" উক্ত বাণীরই সাক্ষ্য দিতেছে। জনৈক কবি কত চমৎকার বলিয়াছে—

معراب جهاں جمال رخساره ما — سلطان جهاں در دل بیچا ره ما

گفتم ملکا ترا کجا جویم من — وز خلعت تو وصت کجا گویم من

گفتا که مرا مجوی بر عرش بهشت — نزد دل خود جو که دل تویم من

মহা বিশ্বের কৌতূহল আমার চেহারার সৌন্দর্য, মহা বিশ্বের মহান সম্রাট এই নিরীহের হৃদয় মাঝে আসন গাড়িয়াছেন। বলিলাম, ওহে রাজাধিরাজ! আপনাকে

কোথায় সন্ধান করিব? আমি আপনার সহিত একান্ত নির্জনে সাক্ষাত করিতে চাহি, আমি কোথায় গেলে আপনাকে পাইব? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমাকে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, আরশ, কুরসী, বেহেশত কোথাও সন্ধান করিতে হইবে না। বরং স্বয়ং তোমার নিজের মধ্যেই আমাকে তালাশ কর। আমি তো তোমার হৃদয় মাঝেই অবস্থান করিতেছি।"

যদি কোন অন্তর এমন হয় যাহা অসংখ্য ঘৃণিত গুণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দ্বারা কলুষিত ও পঙ্কিল, অবাঞ্ছিত ও মন্দ স্বভাবসমূহের মধ্যে নিমজ্জিত। সুতরাং প্রত্যেকটা কর্ম ও কাজ যাহা তাহার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে উহা সবই অর্থহীন ও নিষ্ফল হইবে। তদুপরি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাহার উপর আরোপিত দায়সমূহ হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন তাহার এই আমলসমূহ কোন কাজে আসিবে না। আজ এই নশ্বর জগতে তাহার অন্তর মালাকুত তথা অদৃশ্য জগতের গুঢ়তত্ত্বভাণ্ডার প্রত্যক্ষ করা হইতে প্রতিবন্ধী ও অন্ধ হইল এবং এই পথের বীর পুরুষদের অমূল্য সম্পদ ও নিয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ "এবং আপনি তাহাদিগকে দেখিবেন যে, তাহারা আপনার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে অথচ তাহারা দেখিতে পায় না।"

ইহা অন্ধ হৃদয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্যথায় বাহ্যিক চর্মচক্ষু দ্বারা তো তাহারাও দেখিতে পায়। উল্লেখ্য, যাবতীয় মন্দ গুণ ও সর্ব ঘৃণিত স্বভাবকেই নফস তথা কু-প্রবৃত্তি বলা হয়। এমন কু-প্রবৃত্তির এহেন পঙ্কিলতা ও মিশ্রণের সহিত যদি বৎসরের পর বৎসর আপ্রাণ সংগ্রাম ও নিরলস সাধনাও করে, তদুপরি তাহার উপর অদৃশ্য জগতের কোন কিছুই উদ্ভাসিত হইবে না। জনৈক আধ্যাত্মিক কবি বিষয়টাকে এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

راہ پا کاں است ایں آلو دکاں را نیست راہ

مرد ایں رہ نیستی بیہودہ جانی میسکنی

"ইহা হইল পুণ্যাত্মা ও পবিত্র মনীষীদের পথ, পঙ্কিল ও অপবিত্র মানুষের পথ এইটা নহে। তুমি যদি এই পথের বীরপুরুষ না হইয়া থাক, তাহা হইলে অনর্থক নিজের প্রাণকে কষ্ট দিতেছ।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত চুরাশি মাকতুব

দেহ ও মনের পবিত্রতা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাহমুদাত সেইসব অনুপম স্বভাব যাহা পরিত্রাণদাতা, এবং মাযমুমাত সেইসব ঘৃণিত স্বভাব যাহা ধ্বংসকারী। কথিত আছে, দেহ ও মনের পবিত্রতা তরীকতের পূর্বশর্ত। যেরূপ বাহ্যিক শরীয়তের ওযূ করা নামাযের পূর্বশর্ত এবং ইহা সর্বজন বিদিত যে, ওযূ বিনা নামায অসম্ভব।

বাহ্যিক পবিত্রতা চার প্রকারের। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল—

প্রথম স্তর ঃ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাপাকি ও অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতার্জন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ দেহের বাহ্যিক পবিত্রতা পাপাচার ও মন্দের সংমিশ্রণ হইতে।

তৃতীয় স্তর ঃ যাবতীয় ঘৃণিত গুণ ও সমূহ নিন্দিত স্বভাব হইতে অন্তরের পবিত্রতা।

চতুর্থ স্তর ঃ দিলকে গায়রুল্লাহ হইতে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা।

এই জগতের পবিত্রতা অর্জনকারীগণ উপরোক্ত পবিত্রতার আওতাভুক্ত। এই নশ্বর পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াও ইহারা এই পরিমাণ অসাধ্য সংগ্রাম ও সাধনা করিয়া থাকে, উহা কেবল উক্ত পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তেই করিয়া থাকে। অতঃপর যখন সেই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া যান কেবলমাত্র তখনই তাহারা ঐ মহান দরবারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। কারণ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا الطَّيِّبَ। "নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত কোন কিছু কবুল করেন না।" পবিত্র দরবারে কেবল পবিত্র লোকদেরই জন্য প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকে। ওলামায়ে আখিরাত বলেন, কেবল বাহ্যিক অবস্থার সজ্জায়নে নিরন্তর ব্যস্ত থাকা এবং অন্তরের পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা পরিহার করার উপমা হইল নিম্নরূপ, ব্যাধি দেহের অভ্যন্তরে অথচ দেহের উপরিভাগে ঔষধ মালিশ করা হইতেছে। উহার আরো একটি সহজবোধ্য উদাহরণ হইতে পারে এইরূপ যে, কোন ব্যক্তি বাদশাহকে নিজের গৃহে অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। এই উপলক্ষে বাড়ির বহিরাংশ বিচিত্র রংয়ে ও রকমারী সাজে সজ্জিত করিয়াছে অথচ গৃহের অভ্যন্তরভাগে অপবিত্রতা, নাপাকি ও বিভিন্ন আবর্জনার স্তূপ ফালাইয়া রাখিয়াছে।

کوش تا دل زنده گرد وتن چه آرائی برنگ
مرده را کے سود دار دگور با نقش و نگار

"অন্তরকে জীবিত রাখিবার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে, দেহ যেই অবস্থায়ই থাকুক না কেন কবরের উপর নানান কারুকার্য করিলে উহাতে মৃতের কোন উপকারে আসিবে কী?"

প্রকাশ থাকে যে, ঘৃণিত গুণাবলি যাহা আত্মঘাতি ও ধ্বংসকারী বলা হইয়া থাকে; উহাও কয়েক প্রকার—যেরূপ উত্তম গুণসমূহ যাহাকে মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা বলা হয়—উহারও অসংখ্য প্রকরণ রহিয়াছে। ইমাম গাযযালী কিমিয়ায়ে সায়াদত বা সৌভাগ্যের পরশমণি নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মূল ধ্বংসকারী ও প্রাণসংহারক হইল দশটি। কোন মানুষ যদি কোনভাবে এইগুলি হইতে মুক্তি পাইল, তাহা হইলে সে কামিল মনীষীতে পরিণত হইয়া যাইবে। সেই দশটি ধ্বংসকারী গুণ হইল—কৃপণতা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, লৌকিকতা, পরশ্রীকাতরতা, ক্রোধ, পানাহারের প্রতি অত্যধিক লোভ, পদের মোহ ও সম্পদের মোহ। অনুরূপ মূল পরিত্রাণকারী গুণও দশটি। যদি কেহ উহা সাধন করিতে পারে, তবে সে কামিল মনীষীতে পরিণত হইবে। কৃত পাপাচারের উপর দুশ্চিন্তা, বিপদে ধৈর্য ধারণ, ভাগ্যলিপির উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ, নেয়ামতের শোকর গুজারী, আশা ও ভয় এক সমান হইয়া যাওয়া, জগতের মোহ ত্যাগ, ইবাদতে একনিষ্ঠতা, সমস্ত মানুষের সহিত সদ্ব্যবহার, মহান আল্লাহর সহিত ভালোবাসা ও বিনয়।

পরিশেষে আপনার শুভ পরিণাম কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত পঁচাশি মাকতুব

মহান আল্লাহর সহিত বান্দার বিশেষ ভালোবাসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ ভালোবাসা দুই প্রকারের ঃ ১. সাধারণ ভালোবাসা ২. বিশেষ ভালোবাসা। সাধারণ ভালোবাসা সামাজিক স্তরের সহিত সম্পৃক্ত। উহা ইবাদত বন্দনা সম্পাদন এবং পাপাচার ও শরীয়ত পরিপন্থি বিষয়সমূহ হইতে বিরত থাকার নাম। যেমন বলা হইয়াছে।

تَعْصِى الْاِلٰهَ وَاَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهٗ * هٰذَا الْعُمْرِىْ فِى الْفِعَالِ بَدِيْعٌ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاَطَعْتَهٗ * اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعٌ

"তুমি আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করিতেছ, এতদসত্ত্বেও তাঁহার ভালোবাসার দাবী করিতেছ। আমার জীবনের শপথ! ইহা এক বিচিত্র ও বিস্ময়কর কর্ম। তোমার ভালোবাসা যদি বাস্তব ও খাঁটি হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি তাহার আনুগত্য ও বন্দনা করিতে। কারণ প্রেমিক তো সর্বদা প্রেমাস্পদের অনুসারী ও অনুগামী হইয়া থাকে।"

তুমি মহান আল্লাহর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার দাবি করিয়াছ। এতদসত্ত্বেও তোমা হইতে পাপাচার ও নাফরমানী প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা তো শপথের অস্বীকৃতি বলিয়া গণ্য হইবে।

گر دوستی بصدق بدی طاعت آمدی

زاں رد که دوست از ہمه اوطاعت آورست

"যদি বন্ধুত্বে সৎ ও একনিষ্ঠ হইত তবে তো আনুগত্য করিতে, যে সত্যিকারের বন্ধু তাহার হইতে কেবল বন্ধুর প্রতি আনুগত্যই প্রকাশিত হইবে।"

কিন্তু বিশেষ ভালোবাসা এমন এক তাৎপর্যবহ অন্তর্নিহিত মর্ম যাহা অন্তরে প্রকাশমান এবং কেবল মহান আল্লাহর বিশেষ দয়া ও ঐকান্তিক অনুগ্রহে হইয়া থাকে। অতঃপর যখন এই বন্ধুত্ব সত্যিকারার্থে বাস্তবে সৃষ্টি হইয়া যায়, তখন বন্ধুর পক্ষ হইতে যাহা কিছু অবলোকন করে উহাকে নিজের জন্য বন্ধু বানাইয়া নেয়। চাই উহা সন্তুষ্ট চিত্তে হউক অথবা অসন্তুষ্ট চিত্তে। যেমন কবির ভাষায়—

وَلَوْ بِيَدِ الْحَبِيْبِ سَقَيْتُ سَمًّا * لَكَانَ السَّمُّ مِنْ يَدِهٖ يَطِيْبُ

"প্রিয়তমের হাতে যদি আমি বিষের পেয়ালাও পান করি, তাহার হাতে তো প্রাণনাশক বিষও আমার জন্য সুপেয় পানীয়।"

گر من ز وست دوست ز ہر خورم ز ہر قاتل مرا چو جلاب بود

হযরত আবূ বকর শিবলী (রহঃ) সম্পর্কে এই বর্ণনা রহিয়াছে যে, একদা তাহার সম্মুখে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে আলোচনা অসিয়াছে, قَالَ اَخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْا "তিনি বলিলেন, তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার কর এবং বাক্যালাপ করিও না।" বর্ণিত আছে যে, হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত কাফিররা رَبَّنَا رَبَّنَا বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে। অতঃপর তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে আমার রহমত হইতে দূর হইয়া যাও! এই জাহান্নামের মধ্যেই পড়িয়া থাক। চুপ থাক আমার সহিত কথা বলিবে না। হযরত শিবলী (রহঃ) চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—আহ, যদি এই সম্বোধন আমাকে করা হইত। এই কথা তো ভালবাসার বৈশিষ্ট্য। উদ্দেশ্য হইল প্রিয়তমের সহিত কথোপকথন, চাই উহা হৃদ্যতাপূর্ণ ও কোমলতার সহিত হইবে অথচ ক্রোধপূর্ণ ও কর্কশ হইবে। ভালোবাসার ও প্রেমের ক্ষেত্রে এতদুভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

কথাটা তো প্রিয়তমের, প্রেমাস্পদ তো আমাকে সম্বোধন করিয়াছেন। এই মাকাম প্রসঙ্গে আরো বিভিন্ন কথা বর্ণিত আছে। কোন কোন মাশায়েখ তো শয়তানের ব্যাপারেও প্রশংসামূলক শব্দাবলি প্রয়োগ করিয়াছেন। কেননা সমস্ত স্তরের কেন্দ্রস্থল ও ভিত্তি মহান আল্লাহর ফেয়েল বা কর্ম। যাহা কোমলতা ও ক্রোধ এই দুইটি বিপরীতমুখী গুণের উপর নির্ভরশীল। সেমতে যখন শয়তানের ব্যাপারে ক্রোধ গুণের প্রভাব ও উহার নিদর্শন পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করিয়াছেন তখন এই ক্রোধ ও নিদর্শন তাহার নিকট ভালোবাসার আতিশয্যে ও প্রেমের প্রাবল্যের দৃষ্টিতে দয়া ও অনুরাগের চিহ্ন ও নিদর্শনের সমান হইয়াছে। তবে উভয় চিহ্ন ও নিদর্শনই যেহেতু প্রেমস্পদের পক্ষ হইতে উৎসারিত, সেকারণে উভয়টাই তাহার নিকট এক সমান হইয়া থাকে।

ز ہرگز دوست است خوش از حلوه است

خار کز دوست است بہه از خرمه است

"বন্ধুর পক্ষ হইতে বিষ পাইলেও মিষ্টান্ন প্রাপ্তি হইতে অধিক সন্তুষ্ট, বন্ধুর পক্ষ হইতে কন্টকও খুরমা হইতে শ্রেয়।"

ইহা মহান আল্লাহ সীমাহীন রহস্যসমুদ্রের অন্যতম রহস্য, فَهِمَ مَنْ فَهِمَ وَجَهِلَ مَنْ جَهِلَ "যে অনুধাবন করিয়াছে সে তো অনুধাবন করিয়াছে, আর সে অজ্ঞ রহিয়াছে সে অজ্ঞ রহিয়াছে" এতদ্ভিন্ন সেই সামগ্রিক বিষয়ের অনুসন্ধানে যে বিশ্লেষণ রহিয়াছে যাহা মাশায়েখে কিরামের সহিত সম্পৃক্ত উহা সবই ওযর ও বাহানা মাত্র। হযরত আদম (আঃ)-কে সাজদা না করার ব্যাপারে এবং আদম ও

মানুষের সহিত তাহার শত্রুতাও মহান আল্লাহর ফরমানের পরিপন্থী। এবং সেখানে কালাম অর্থাৎ, কুরআন মাজীদের বক্তব্যের প্রত্যাখ্যান ও তাহাকে মিথ্যায়ন। এবং বিশ্লেষণের দিক হইতে এইরূপ ঘোষণা রহিয়াছে যে, মহান আল্লাহর কালাম হইতে আল্লাহ তায়ালার সহিত সেই চিহ্নিত, বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তানের সহিত শত্রুতার কারণে হইয়াছে। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ভালোবাসার রীতিতে বন্ধুর শত্রু শত্রু হইয়া থাকে যেরূপ বন্ধুর বন্ধু বন্ধু হইয়া থাকে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার শত্রুর পক্ষ হইতে ওযর প্রদর্শন করা আল্লাহ বিরোধী ইহাও আল্লাহ প্রেমের পরিপন্থী। অনন্তর ইহা বড় ভুল ও জঘন্য অন্যায়। عَصَمَنَا اللّٰهُ مِنْ ذَالِكَ "আল্লাহ তায়ালা এই জাতীয় কথা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

অতএব সারসংক্ষেপ কথা হইল এই যে, যখন সেই ভালোবাসা সৃষ্টি হইবে তাহা হইলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে ধৈর্য হইবে। যেইরূপ এই অস্থিরতার পূর্বে সন্তুষ্টচিত্ত ছিল। এখানে আসিয়া বান্দার স্বীয় ইচ্ছাকে মহান আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে তাহার সন্তুষ্টি বিধানের অধীনে।

সকল মুসলমানের শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ছিয়াশি মাকতুব

ইচ্ছা পরিহার ও ভাগ্যলিপির উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখুন, একজন বান্দা যখন মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া যায়, তখন সেই বান্দার উপর স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বীয় ইচ্ছা, স্বাধীনতা ও তছরুপ বর্জন করা একান্ত কর্তব্য হইয়া পড়ে। যখন এরূপ অবস্থা ও হালতের সৃষ্টি হইবে তখন বান্দার জন্য কেবল প্রশান্তি ও স্বস্তি। ফলে তাহার স্বভাবগত যাবতীয় অসন্তুষ্টি সন্তুষ্টিতে পরিণত হইয়া যাইবে এবং তাহার সব আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন ইবাদত ও বন্দনায় রূপান্তরিত হইয়া যায়।

বর্ণিত আছে, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ দারদা গিফারী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন,

اَلْفَقْرُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الْغِنَاءِ وَالْمَرْضُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْمَوْتُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الْحَيَاةِ وَالْحُزْنُ اَحَبُّ مِنَ السُّرُوْرِ ـ

"দারিদ্র্যতা ও অভাব আমার নিকট স্বচ্ছলতা হইতে অধিক প্রিয়, অনুরূপ সুস্থতা অসুস্থতা হইতে, মৃত্যু জীবন হইতে এবং দুঃখ সুখ হইতে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় ও শ্রেয়।" হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-এর এই কথা যখন মহানবী (সাঃ)-এর পরিবারবর্গ তথা হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা উত্তর করিলেন,

رَحِمَ اللهُ اَبَا الدَّرْدَاءِ مَا اَحَبَّ غَيْرَ اِخْتِيَارِ اللهِ ـ

"আবূ দারদা (রাঃ)-এর প্রতি মহান আল্লাহর করুণা, যেহেতু তিনি এমন কথা বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য যেই বস্তু পছন্দ করিয়াছেন আমি উহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে প্রিয় মনে করি না।"

হযরত জোনায়েদ (রহঃ)-কে মানুষেরা বলিল জনৈক ব্যক্তি বলে, আমি তাহার অনুরূপ বাক্যের উপর আমল করি। তৎবিশ্লেষণে হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রহঃ) বলিলেন, যদি এই কথা সে এই কারণে বলে যে, নিজেকে এবং তাহার সকল কৃত পাপাচার সমূহকে সে নিজের কর্ম মনে করে না, বরং নিজের মাযূর তথা এ ব্যাপারে নিরূপায় মনে করে; এমনকি স্বীয় ঐ সব পাপাচার ও মন্দ কর্মসমূহকে ভাগ্যলিপির অখণ্ডনীয় লেখনের উপর সোপর্দ করে এবং মহান আল্লাহ ভাগ্যলিপিকে স্বীয় কর্মের বাহানা বানায় তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে কুফরী ও পথভ্রষ্টতা। তবে হ্যাঁ, এই কথা যদি কোন নেককার ব্যক্তি এই দৃষ্টিকোণ হইতে বলে যে, সে সর্বপ্রকার ইবাদত ও বন্দনা সুচারুরূপে পালন করে এবং যাবতীয় নাফরমানী ও শরিয়ত পরিপন্থি কর্মসমূহ পরিহার করে। এতদসত্ত্বেও তিনি এইরূপ

বিশ্বাস ও উপলব্ধি করেন যে, সে তো কিছুই করিতে পারে নাই। সমস্ত পাপাচার ও পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের হইতে নিজেকে অপেক্ষাকৃত কম জড়িত উপলব্ধি করে, যখন তাহার আত্মার এইরূপ অবস্থা হইয়া যাইবে এবং সেসব সদাচার ও নেককর্ম সে সম্পাদন করেন বা করিয়াছেন উহাকে নিজের পক্ষ হইতে জানিবে না বরং উহা মহান আল্লাহ প্রদত্ত তৌফিক ও তাহার দেওয়া শক্তি ও সাহায্যে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। উপরন্তু সেই সব কর্ম ও নিজেকে জড়পদার্থের ন্যায় নিথর মনে করে ও প্রত্যক্ষ করে। মাশায়েখে কিরাম হইতে বর্ণিত আছে, اَلْاِخْتِيَارُ شُوْمٌ "স্বীয় ইচ্ছাই হইল অপরাধ।" তাহারা বলেন যেমনিভাবে একজন মানুষ শৈশবে নবজাতক অবস্থায় ইচ্ছামুক্ত হইয়া থাকে এবং তাহার সেই ইচ্ছাহীনতার সময় তাহার প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ ও সম্বল তাহার কোনরূপ চেষ্টা ব্যতিরেকেই মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাহার জন্য যথাসময় যথাযথভাবে ব্যবস্থা করেন এবং তাহার যাবতীয় কাজ-কর্ম সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। অতঃপর যখন সে স্বীয় ইচ্ছা ও স্বাধীনতার যোগ্য ও অধিকারী হয় তখন সমূহ বিপদ ও নানান কষ্ট তাহার সম্মুখে আসিয়া ভীড় জমায়।

অতএব এই পথের পথিকদের একান্ত কর্তব্য হইল, সর্বশেষে সে এমন হইয়া যাইবে যেমন সে শৈশবে ছিল। এই প্রসঙ্গে আরো একটি রেওয়ায়াত এইভাবে বর্ণিত আছে, জনৈক শায়খকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, مَا النِّهَايَةُ "কাজের সমাপ্তি কী?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, اَلرُّجُوْعُ اِلَى الْبِدَايَةِ "সূচনার দিকে ফিরিয়া আসা" এই বাণীটাই উপরোক্ত অর্থে প্রযোজ্য।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত সাতাশি মাকতুব

প্রভু অন্বেষীদের ভ্রমণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ! যদি কাহারো মহান আল্লাহর মারেফত সাধিত হয়, এই মহৎ ব্রতের প্রতি অধির আগ্রহ ও অনুরাগ তাহার সহায়ক হয় উচ্চ মনোবল সমুন্নত আত্মপ্রত্যয় সাধিত হইয়া যায় এবং অন্বেষণের ক্ষেত্রে সত্যবাদি হয়, তাহা হইলে তাহার কর্ম অন্যান্যদের কর্মের বিপরীত হওয়া উচিত। সর্বপ্রথম অন্তরকে কি করিব, কি খাইব ও কি পরিধান করিব? এইজাতীয় চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে হইবে, অতঃপর সর্বদা নির্মল-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকিবে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়বিধ পবিত্রতায় স্থির থাকিবে। যখন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পবিত্র হইবে তখন উহা বিধানাবলি পালনে বাঁধা দিবে না। অনুরূপ যখন অন্তর পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে তখন মহান আল্লাহ হইতে কখনোই উদাসীন ও অমনোযোগী হইবে না।

বাহ্যিক পবিত্রতা বলিতে রক্ত, প্রস্রাব ও এইজাতীয় অন্যান্য বস্তু হইতে পবিত্রতাকে বুঝায়। আর আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বলিতে দুনিয়ার মোহ, পদ ও সম্মানের লোভ। সৃষ্টিকূলের সহিত মেলামেশা এবং তাহাদের পঙ্কিলতা ও কদার্যতার সংমিশ্রণ হইতে পবিত্রতাকে বুঝায়। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে যাহা নির্দেশ করিয়াছেন উহা সম্পাদন ও পালন এবং যেসব বিষয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন উহা হইতে বিরত থাকা। দোজাহানের সরদার হাশরের ময়দানের একমাত্র শাফায়াতের অধিপতি হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নাতসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তাঁহার অনুসরণ ও আনুগত্য করা যাহাতে কখনো বিদয়াত ও পথভ্রষ্টার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে না পারে। মূর্খতাকে পরিহার করিবে, জ্ঞান অন্বেষণে করিবে, লোভ ও মোহ ত্যাগ করিবে ও অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করিবে। সৃষ্টিকুল তথা সমাজ হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করত গৃহবাস অবলম্বন করিবে, নেতৃত্ব ও বড়ত্ব পরিহার করত বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করিবে। পাপাচার ও গুনাহ হইতে সংযত হইয়া ইবাদত ও বন্দনার মধ্যে মনোনিবেশ করিবে। কৃপণতা পরিহার করিয়া নিজের মধ্যে বদান্যতার গুণ সৃষ্টি করিবে। ক্রটি ও ক্ষোভ পরিহার করিয়া ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করিবে। অট্টহাসি পরিহার করত সর্বদা বিষণ্নতা ও ক্রন্দন গ্রহণ করিবে। কঠোরতা ও নির্মমতা পরিহার করত কোমল ও বিনম্র ব্যবহার করিবে। যশ-খ্যাতি বর্জন করত অখ্যাতি ও অপরিচিতি অবলম্বন করিবে। মানুষ কি বলিবে এই ভাবনা পরিহার করত আল্লাহ কি বলিবে এই ধারণা গ্রহণ করিবে, মানুষের সন্তুষ্টির সমর্থন ও সন্তুষ্টি বর্জন করত মহান আল্লাহর খুশি ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করুন। মানুষের ছিদ্রান্বেষণ ও তাহাদের

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা পরিহার করত তাহাদের সদাচার ও নেকি অন্বেষণ করিতে থাকুন, মানুষের অহিত কামনা বর্জন করত দাবীদারদের সন্তুষ্ট করা আরম্ভ করিয়া দিন, নিজের দাবী, বিবাদ ও শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া আত্মপ্রশান্তি ও কল্যাণব্রত অবলম্বন করিয়া নিদ্রা ও বিশ্রাম পরিহার করত নিদ্রাহীনতা ও অস্থিরতা অবলম্বন করুন। সৃষ্টিকুলের প্রশংসা ও জয়গান পরিহার সরত মহান আল্লাহর পঞ্চমুখে প্রশংসা জয়গান অবলম্বন করিবে। জাগতিক উপকরণের উপর আস্থা ও নির্ভরশীলতা পরিহার করিয়া একমাত্র মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখিবে। অভিশপ্ত শয়তানের কথাসমূহ ত্যাগ করত মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখিবে। অভিশপ্ত শয়তানের কথাসমূহ ত্যাগ করত মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনে সচেষ্ট থাকিবে। স্বীয় কামনা-বাসনা পরিহার করত সুন্নাতের অনুসরণ ও আনুগত্য অবলম্বন করুন, অহেতুক কথা ও বাক্যালাপ বর্জন করত মহান আল্লাহর যিকিরে মনোনিবেশ করিবে। পানাহারের মোহ পরিহার করত ক্ষুধা অবলম্বন করিবে, পরিধানের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করত এক টুকরা মোটা কাপড় অবলম্বন করিবে; যদিও উহা চট, ফরাশ কিংবা কোন কম্বলের জীর্ণ একটি অংশই হউক না কেন। এবং উহার মাঝেই এমন স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ অনুভব করিবে যেইভাবে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ লাভে আনন্দিত ও ধন্য হইয়া থাকে, স্বার্থহীনতা ও ব্যর্থতার মাঝেও এতটা স্বাচ্ছন্দবোধ করিবে, যেইভাবে অন্যান্য মানুষ স্বীয় উদ্দেশ্য লাভে ও সফলতায় আনন্দিত হইয়া থাকে, দরবেশির বিলুপ্তির ব্যাপারে এতটাই শংকিত ও সন্ত্রস্ত থাকিবে। যেভাবে অন্যান্য মানুষ পার্থিব নেয়ামত বিলুপ্তিতে শংকিত ও সন্ত্রস্ত থাকে। এমনকি গোটা জীবনেও যদি তাহার উদ্দেশ্য সফল না হয়, তদুপরি উদ্দেশ্যপূর্ণ হওয়ার দ্বারা যতটুকু আনন্দিত হইত উহার চাইতেও অধিক আনন্দিত হইবে। সর্বোপরি বিশ্বাস করিবে যে, মহান আল্লাহ তাহাকে দুনিয়া হইতে সংরক্ষণ করেন। দুনিয়াকে তাহার হইতে সংরক্ষণ করেন না। তাহাকে স্বীয় ব্যক্তি সত্তা হইতে এই কারণে সম্পদশালী বানাইয়া দেন যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সবকিছুকে সে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে। অন্যথায় কুপ্রবৃত্তি তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। ফলশ্রুতিতে মৃত্যু তাহার নিকট উত্তম মনে হয় এবং দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা সংকোচিত হইয়া যায়। ব্যর্থতা ও উদ্দেশ্যহীনতার স্বভাব ও চরিত্র অবলম্বন করিবে এবং নিজের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। কখনো নিজের ভালো-মন্দের ব্যাপারে ব্যস্ত হইবে না, ক্ষুধা ও নিদ্রা তাহার হইতে উঠিয়া গিয়াছে এবং নিজ গৃহবাসীদের নিকটও পর হইয়া যাইবে। মানুষের মাঝে তথা লোকালয়ে থাকিয়াও বন্যপ্রাণীদের ন্যায় হইয়া যাইবে। কোন বস্তু আগ্রহ ও সানন্দে আহার করিবে না, অনুরূপ কোন পোশাকও আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পরিধান করিবে না, তবে অসন্তোষ ও আন্তরিক ঘৃণার সহিত। যেরূপ বিনয়ী লোকদের চলাফেরা।

মানুষের হইতে এইরূপ হইয়া যাইবে যে, যদি খাদ্য ও পরিধানের কোন কিছু নাও থাকে, তদুপরি আমীর-ওমারার ন্যায় অবকাশ ও তুষ্টি প্রকাশ করে যে, যখন আমত্যবর্গ হইতে সর্বপ্রকার আশা শেষ হইয়া যাইবে, তখন সেই আমাত্যবর্গ ও আমীর-ওমারা হইতে স্বচ্ছল ও ঐশ্বর্যশালী হইয়া থাকে। এই কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবে যে, বাঁচাইয়া রাখিবার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এখন তিনি রুটির সহিত বাঁচাইয়া রাখিবেন নাকি রুটি ছাড়া এইটা তাহার নিজস্ব ব্যাপার। প্রবৃত্তিকে বুঝাইবে যে, আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা হইতে তোমার ধ্বংস ও পতন অতি শ্রেয়। প্রাণ বিসর্জন দিবে অথবা মহান আল্লাহকেই একমাত্র রিযিকদাতা হিসাবে বিশ্বাস করিবে। যেইরূপ তুমি মুখে তাহাকে রিযিকদাতা হিসাবে স্বীকার করিয়াছ। অতএব তুমি অন্তর দ্বারাও উহার সত্যায়ন করিয়া সত্যিকারের মুমিন হইয়া যাও। অন্যথায় মৃত্যুবরণ করিবে। রাত্রের প্রথম অথবা শেষ প্রহরে এই দোয়া পাঠ করিবে।

ওহে বাদশাহ আমার! আমি তোমার একজন পাপী বান্দা, তবে আমি সদা সর্বদা তোমার ভালোবাসার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া আছি। তুমি ভালো করিয়াই জান যে, তোমার অবাধ্যাচরণ আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আমি সেই কু-প্রবৃত্তির হাতে বন্দি হইয়া আছি। যদিও আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি, তদুপরি আপনার অফুরন্ত দয়া ও অকৃপণ অনুগ্রহ আমাকে প্রত্যায়িত করিয়াছে। আমার কাছে ইবাদত ও বন্দনার কোন পুঁজি নাই, আর না আছে যুহদ তথা দুনিয়া মোহ ত্যাগ। তাহা ছাড়া সেসব বস্তু যাহা আপনার প্রিয় বান্দাগণ ধারণ করেন, আমি সেসব হইতে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও কপর্দকশূন্য।

ওহে আমার বাদশাহ! আমি স্বীয় আমল ও কর্মসমূহে যতবারই দৃষ্টি বুলাই, সেখানেই শূন্য খাতা ছাড়া আর কিছুই পাই না। পাপীদের প্রতি একমাত্র আপনিই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন অসহায় ও নিঃস্বদের আশ্রয়, শেষ ঠিকানা কেবল আপনিই। আপনিই বান্দাগণের দোয়া কবুল করেন। আমি আপনাকেই আপনার দরবারে সুপারিশকারী হিসাবে উপস্থাপন করিতেছি যে, আমাকে এই দুরাচারী কু-প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি দিন, উদ্ধার করুন। যাহাতে আমি আপনার একজন একনিষ্ঠ বান্দা হইতে পারি। দিবা-নিশি কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকিবে এবং সর্বদা স্থির থাকিবে। এমন কাজ করিবে যদ্বারা প্রবৃত্তির উপর কঠিন চাপ পড়ে। আর সেই কঠিন কাজটিই হইল কু-প্রবৃত্তির বিরোধীতা করা। প্রবৃত্তির যাহা উদ্দেশ্য এবং যেই বস্তু প্রবৃত্তির নিকট উৎকৃষ্ট মনে হইবে উহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিবে। প্রবৃত্তির নিকট সর্বাপেক্ষা কঠিন ও বৃহৎ কাজই হইল তাহার বিরোধীতা করা। আর যখন সত্যিকারের প্রভু প্রেমিক হইতে পারিবেন, যাহাতে ক্রমান্বয়ে প্রবৃত্তির দোষত্রুটি সমূহ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক হইতে থাকিবে। এই ব্যাপারে যত বেশি চেষ্টা

করিবে ততবেশি সচেতন হইতে থাকিবে। সাধনার দ্বারা উহাকে পবিত্র ও নির্মল বানাইবে। এই কু-প্রবৃত্তি হইতে পবিত্রতার সমপরিমাণ সেই পবিত্রতা দরবারে নৈকট্য ও সান্নিধ্য হাসিল হইবে। কারণ সেই দরবারে পবিত্র ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্য কাহারো প্রবেশাধিকার নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত এক বিন্দু পরিমাণ প্রবৃত্তি অবশিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ নাপাকি ও পঙ্কিলতা অবশিষ্ট থাকিবে। যেমন কোন যুনবী ব্যক্তির দেহে এক চুল পরিমাণ স্থানও অধৌত অবস্থায় থাকে, তাহাকে নাপাকি তথা অপবিত্রতা বাকি থাকিবে।

হ্যাঁ, তবে কাহারো মধ্যে যদি যোগ্যতা ও প্রস্তুতি না থাকে, এইজন্য তাহার মাঝে কোন যন্ত্রণা ও সমবেদনা না থাকে, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তির এই পথে পা রাখা উচিত নহে। আর যদি তাহার মধ্যে এইজাতীয় মনোবল ও আত্মবিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে তাহার এই পথে পা রাখাই উচিত নহে। তাহার মনোবল না থাকিলে আখিরাতের পথে ইলমে যাহের তথা প্রকাশ্য জ্ঞান অনুযায়ী তাহার আমল করা উচিত। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও অহেতুক বাক্যালাপ এই পথে অনুপ্রবেশ করাইবে না। কারণ এই পথ সুপুরুষ সাহসী মনীষীদের পথ, সুতরাং ব্যক্তিকে সুপুরুষ হইতে হইবে, যাহাতে এই পথে চলিতে পারে। এমনকি সচেতনতার সহিত যদি এই পথে কেহ চলিতে না পারে, তাহা হইলে এই পথের কোন ক্ষতি নাই। কারণ এই পথ কখনো শূন্য থাকে না। সর্বদা পথিকদের দ্বারা পূর্ণ থাকে। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তির কর্তব্য হইল তাওবায়ে নাসূহ তথা একনিষ্ঠভাবে তাওবা করা, কস্মিনকালেও পাপাচারের নিকটবর্তী না হওয়া, মহান আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত বিনয় ও মিনতি সহকারে প্রার্থনা করিবে যে, হে পাপাচার ও গুনাহ মোচনকারী ও অপরাধ ও পাপাচার গোপনকারী তোমার মাধ্যমে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাকে আমার প্রবৃত্তি হইতে নিরাপদ রাখিও, যাহাতে আমি তাহার দিক হইতে ফিরিয়া তোমার দিকে আসিতে পারি। কারণ পতিত ও পদচ্যুত মানুষদের একমাত্র তুমিই সহায়তাকারী। আমাকে এই তাওবার উপর দৃঢ়তা প্রদান কর এবং যেই প্রার্থনা ও দাবীসমূহ এই তাওবার পূর্বে তোমার নিকট পেশ করা হইয়াছে উহা তোমার রহমতের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দান করিয়া আমাকে ধন্য কর, তাহা হইলে এই পথ অসত্য দাবীদার হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। কখনো দুনিয়া অর্জন করিবার মোহ করিও না, দুনিয়া অর্জন করিবার প্রতি মনকে কখনো আকৃষ্ট হইতে দিবে না। উপরন্তু যাহারা ইহার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহাদের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখিবে না ও অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করিবে। যখন সে তাওবা করিয়াছে; মৃত্যু, কবর ও কিয়ামতের চিন্তায় বিভোর থাকিবে, যাহাতে দীর্ঘ আশা ও আকাঙ্ক্ষা সংকোচিত হইয়া যায় ও ভ্রান্ত চিন্তা ও নষ্ট ভাবনা হ্রাস পাইবে। যাবতীয় প্রকাশ্য আমলসমূহ যেমন—নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং অন্যান্য ফরয ও

ওয়াজিবসমূহ এবং সুন্নত দ্বারা স্বীয় বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুসজ্জিত করিবে এবং যথাসম্ভব নিজের সময়কে যিকির আযকার ও অযীফা দ্বারা প্রাণবন্ত রাখিবে। ওলামায়ে দ্বীন এবং নেককারদের দল ও পরহেযগারদের সান্নিধ্যে থাকা নিজের নিয়মিত কর্মসূচি বানাইবে। ফলে এই পথের বীর পুরুষ না হইতে পারিলেও অন্তত আহলে আখিরাত তথা আল্লাহ ওয়ালাদের দলভুক্ত তো হইতে পারিবেন। ইহার উসীলায় কিয়ামতের দিন আযাব ও দোযখের শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে এবং বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে ইনশা আল্লাহ। যদি ইহা নেহায়েত নাতিদীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তদুপরি সৌভাগ্যবানদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট এবং উহার উদ্দেশ্য সফল।

পরিশেষে সকল মুসলমানের শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত আটাশি মাকতুব

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ, মহানবী (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, ঈমানের দুইটি সমান ভাগ রহিয়াছে, একটি অংশ হইল সবর তথা ধৈর্য এবং দ্বিতীয় অর্ধেক হইল শোকর। সুতরাং যাহার বিপদে ও অভাবে সংকীর্ণতায় ধৈর্য নাই এবং নেয়ামত ও সচ্ছলতায় শোকর নাই তাহার ঈমান নাই। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, ধৈর্য হইল ঈমানের মাথাতুল্য, যেইরূপ দেহের মধ্যে মাথা থাকে। সুতরাং যেই ঈমানের মধ্যে ধৈর্য নাই উহা মস্তকবিহীন দেহ তুল্য। এই কথা সর্বজন বিদিত যে, মস্তকবিহীন দেহ কোন কাজে লাগে না। অনুরূপ ধৈর্যহীন ঈমানও অর্থহীন।

হযরত মূসা (আঃ) একদা তূর পর্বতে অবস্থানরত অবস্থায় মহান আল্লাহর নিকট সাধনায় আবেদন করিলেন, বেহেশতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আপনার প্রিয় স্থান কোনটা? ইরশাদ হইল, খতিরায়ে কুদস নামক স্থান। পুনরায় হযরত মূসা (আঃ) আবেদন করিলেন, সেখানে কাহারা বসবাস করিবেন। তদুত্তরে ইরশাদ হইল, আমার সেই বান্দাগণ যাহাদিগকে আমি বিপদাপদে নিমজ্জিত করিয়া থাকি এবং তাহারা আমার দেওয়া বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করে, আর যখন নেয়ামত প্রেরণ করি তখন তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। উহাদের উপর কখনো কোন মসীবত আসিলে তাহারা সেই অবস্থায় বলে, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "আমি মহান আল্লাহর জন্য এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যানিত হইব।" ইহারাই জান্নাতের খতিরায়ে কুদস নামক স্থানে অবস্থান করিবে।

বিজ্ঞজনেরা বলিয়া থাকেন, বস্তুসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত চারিটি বস্তুই সর্বোৎকৃষ্ট : ১. দারিদ্র্যতা ও ক্ষুধা গোপন করা, ২. রোগ-ব্যাধি গোপন করা, ৩. দান-সদকা গোপনে করা, ৪. মুসীবতকেও গোপন করা।

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, মূলত ধৈর্যধারণ করিতে হইবে। ঠিক মসীবত পৌঁছানোর সময়। অতএব কেহ যদি বিপদ ও মুসীবতে নিমজ্জিত হওার সময় চিৎকার করিয়া অধীর হইয়া পড়ে, তাহার পরে ধৈর্যধারণ করে, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তি ধৈর্যশীল বলিয়া গণ্য হইবে না। পক্ষান্তরে মুসীবত আপতিত হওয়ার সাথে সাথে যদি কেহ বলিয়া উঠে, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ তাহার জন্য তিনটি পুরস্কার রহিয়াছে; আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে সালাত, রহমত এবং তিনি হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে সালাতের অর্থ রহমত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মহান আল্লাহ কোন নবী কিংবা কোন নবীর উম্মতকে اِنَّا لِلّٰهِ

وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ প্রদান করেন নাই। কিন্তু মহানবী (সাঃ) ও তাঁহার উম্মতের ধৈর্যশীলদের আল্লাহ তায়ালা এই তিনটি বস্তু প্রদান করিয়াছেন। মহান আল্লাহর বাণী—

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلٰوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ -

"এই মানুষেদের উপরই আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ও অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হইবে। এবং ইহারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।"

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন উহা সবই যদি কোন এক ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার নিকট হইতে উহা সবই নিয়া নেন এবং তৎপরিবর্তে জান্নাতের এক গ্লাস পানি প্রদানের অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে সেই ওয়াদাটাই উহা হইতে অনেক বেশি, যাহা তাহাকে প্রদান করা হইয়াছিল, অতঃপর উহা তাহার নিকট হইতে ফেরত নেওয়া হইয়াছে। বরং তোমার যদি একটি জুতার ফিতাও ছিঁড়িয়া যায় তাহা হইলে ধৈর্যধারণ কর এবং বল, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। কেননা উহার মধ্যে নেয়ামত প্রদানের অঙ্গীকার করা হইয়াছে—সালাত, রহমত ও হেদায়াত।

একদা প্রদীপ নিভিয়া গেলে আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) বলিয়া উঠিল, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল ইহাও কী মুসীবত? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, মুমিনের উপর যাহা পতিত হইয়া তাহাকে পীড়িত করে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় তাহাই মুসীবত।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ঊনানব্বই মাকতুব

পরচর্চা ও পরনিন্দার বিবরণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ! হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মহানবী (সাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পরনিন্দা ও গীবত করে, তাহার রোযা নষ্ট হইয়া যায় এবং অযূ ভাঙ্গিয়া যায়। গীবত এমন কথাকে বলে যে, যদি সেই ব্যক্তি উহা শ্রবণ করে তবে সে দুঃখ পাইবে। এই মর্মে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'পরনিন্দার দ্বারা রোযা ভাঙ্গিয়া যায়।' উহার মমার্থ হইল এই যে, যেই রোযার মধ্যে গীবত করা হইয়াছে উহার কোন প্রতিদান ও বিনিময় পাইবে না।

অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, গীবত তথা পরনিন্দা ব্যভিচার হইতেও জঘন্য অপরাধ। আর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যেই ব্যক্তি কোন মুমিনের গীবত করে ইহা সত্য ও সঠিক যে, সে তাহার মৃত ভাই-এর গোশত খায়। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যাহা হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, তখন মৃত দেহের ন্যায় দুর্গন্ধ আসিতেছিল, মহানবী (সাঃ) বলিলেন, তোমরা জান কি ইহা কিসের দুর্গন্ধ? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, আমরা জানি না। রাসূলে কারীম (সাঃ) ফরমাইলেন, ইহা হইল সেই ব্যক্তির দুর্গন্ধ, যে মানুষের গীবত করে।

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে তাহার মুমিন ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করিল, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির গোশত তাহার সম্মুখে পেশ করা হইবে এবং বলা হইবে ঐ ব্যক্তির গোশত আহার কর যেইভাবে দুনিয়াতে তুমি আহার করিয়াছিলে। তখন উক্ত গোশত ভক্ষণ করিতে ভয় পাইবে এবং ফরিয়াদ করিবে। হাদীসে আরো বর্ণিত হইয়াছে যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের গীবত করে, কাল কিয়ামতের দিন যখন সে তাহার সম্মুখে হইবে তখন পিঠকে তাহার সম্মুখে করিয়া দেওয়া হইবে। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, গীবত তথা পরচর্চা হইতে দূরে থাকা উচিত। কারণ উহার মধ্যে তিনটা ক্ষতি রহিয়াছে। ক. পরনিন্দাকারীর প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না, খ. তাহার সৎকর্ম ও নেকীসমূহ আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না, গ. বরং তাহার পাপাচারের মধ্যে আরো সংযোজন করা হয়।

হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে, গীবতকারীদের দুনিয়াতে স্বাদ লাগে বটে, তবে পরকালে তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, একদা জনৈকা বেঁটে মহিলা মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে আগমন করিয়াছে। অতঃপর যখন সে চলিয়া গিয়াছে তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, কত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল কথা, যদি সে বেঁটে তথা ক্ষুদ্রকায় না হইত। তাৎক্ষণিক রাসূলে কারীম (সাঃ) বলিলেন, হে আয়েশা! তুমি তো তাহার দোষচর্চা তথা গীবত করিলে। তদুত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তাহার ব্যাপারে যেই

কথা সত্য আমি তো কেবল তাহাই বলিয়াছি, তখন রাসূল (সাঃ) বলিলেন, মূলত এইটাই হইল গীবত, এমন মন্দ আলোচনা করা যাহা তাহার মধ্যে বিদ্যমান।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) পয়গম্বর (আঃ)) হইতে এইমর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি সারাজীবনে যদি মাত্র একটি গীবতও করে, মহান আল্লাহ তাহাকে দশবস্তু দ্বারা শাস্তি দিবেন। এক. সে আল্লাহর রহমত হইতে দূরে সরিয়া যাইবে, দুই. ফেরেশতারা তাহার সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, তিন. তাহার প্রাণ ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া বাহির হইবে, চার. সে দোযখের আগুনের অতি নিকটবর্তী হইবে, পাঁচ. বেহেশত হইতে সে অনেক দূরে চলিয়া যাইবে, ছয়. তাহাকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে, সাত. তাহার আমলের প্রতিদান নষ্ট হইয়া যাইবে, আট. তাহার কারণে রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর আত্মা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হইবে, নয়. তাহার ওপর মহান আল্লাহর ক্রোধ অবতীর্ণ হইবে। দশ. কিয়ামতের দিন মীযানের নিকট একেবারে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত হইবে।

জনৈক বুযুর্গকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় গীবত তথা পরনিন্দার দুর্গন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়িত অথচ আমাদের যুগে হয় না; ইহার কারণ কী? তদুত্তরে বুযুর্গ বলিলেন, আমাদের যুগ গীবত তথা পরনিন্দা ও পরচর্চার দ্বারা কলুষিত ও পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই কারণে আমরা গীবতের দুর্গন্ধ উপলব্ধি করিতে পারি না! যেমন—যেখানে মল-মুত্র নিক্ষেপ করা হয়, সেখানে দুর্গন্ধের কারণে কেহ দাঁড়াইতে পারে না। অথচ সেই মলমূত্র নিক্ষেপকারী মেথরদের স্ত্রী-সন্তানরা সেখানেই পানাহার ও বসবাস করে এবং বলিয়া থাকে, আমাদের কোন দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। বর্তমানে গীবত তথা পরনিন্দার দুর্গন্ধও এইরূপ হইয়া গিয়াছে।

জনৈক বুযুর্গকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, এমন কোন ব্যক্তি আছে কী? যে গীবত হইতে তাওবা করিয়া নিয়াছে, যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার কাছে এই গীবতের সংবাদ পৌঁছার পূর্বেই, এই তাওবা কি তাহার জন্য ফলপ্রসূ হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, ফলপ্রসূ হইবে। এইকথা সত্য ও বিশুদ্ধ যে, গীবত করিয়াছে অর্থাৎ গুনাহ করিয়াছে অতঃপর সেই গুনাহ হইতে তাৎক্ষণিক তাওবা করিয়াছে, সেই গীবত অর্থাৎ, যাহার গীবত করা হইয়াছে এখনো উহা তাহার নিকট পৌঁছায় নাই। অতঃপর গীবতকারীর তাওবা করিবার পর যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহার কাছে পৌঁছাইয়াছে। তদুপরি তাহার এই তাওবা বাতিল হইবে না। বরং মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ উভয়কেই ক্ষমা করিয়া দিবেন। গীবতকারীকে তাহার তাওবা করার কারণে, আর যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহাকে সেই গীবতের কারণে যাহা শ্রবণ করার দ্বারা সে ব্যথিত ও মর্মাহত হইয়াছেন।

সকল মুসলমানের শুভ পরিণাম কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

দুইশত নব্বই মাকতুব

মৃত্যু সম্পর্কে শংকিত থাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ! সর্বদা এই ব্যাপারে শংকিত থাকা যে, দুনিয়া হইতে মুসলমান হইয়া বিদায় নিবে নাকি কাফির হইয়া। এই ব্যাপারে চিন্তিত ও বিষণ্ন থাকিবে যে, দুনিয়া হইতে মুসলমান হইয়া বিদায় গ্রহণ ফরয। শংকিত এইজন্যে থাকিবে যে, অবশেষে ব্যাপারটা উল্টাইয়া না যায়, দুনিয়া হইতে কাফির হইয়াই বিদায় নিতে হয়। এই ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থাকাও ফরয। যখন একজন বান্দা কুফর ও গুনাহ হইতে দূরে থাকে এবং ঈমান নষ্ট হইয়া যাওয়া হইতে সর্বদা শংকিত ও সন্ত্রস্ত থাকে; তখন মৃত্যুর সময় ফেরেশতা তাহাকে দুইটা শুভসংবাদ দেয়। একটা হইল সে বলে, স্বীয় ঈমানের বিলুপ্তি ও হারানো হইতে ভয় পাইও না। তুমি ঈমানের সহিতই দুনিয়া হইতে বিদায় নিবে। দ্বিতীয় এই শুভ সংবাদ প্রদান করে যে, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তিনি তোমার সহিত অনুগ্রহ ও করুণার ব্যবহার করিবেন। তখন বান্দা উক্ত দুই শুভসংবাদেই আনন্দিত হইয়া যাইবেন।

জনৈক বুযুর্গ বলিয়াছেন, মুমিনের কিয়ামতের দিন তেহাত্তরটি শংকা ও ভীতির সম্মুখীন হইতে হইবে, যাহার একটি অন্যটি হইতে বৃহৎ। সুতরাং মৃত্যুর সময় যদি এই দুইটা শুভ সংবাদ তাহার কর্ণকুহরে না পৌঁছে যে, সন্ত্রস্ত হইও না এবং চিন্তিত হইও না। তুমি সর্বদিক হইতে আমার নিরাপত্তার মধ্যে আছ।

যখন এই শুভ সংবাদ দুইটি এবং সেই বিভীষিকা ও শংকা তাহার সম্মুখে আসিবে তখন সে বলিবে, আমার কোন ভয় নাই। কারণ আমাকে এই মর্মে শুভ সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে যে, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আমার হেফাযতে আছ।

খাজা হাসান বসরী (রহঃ) মহানবী (সাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ তাহার সম্মান ও মাহাত্ম্যের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি স্বীয় বান্দার উপর দুইটি নিরাপত্তা একত্রিত করিব না যে, ক. যখন বান্দা দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে না কিয়ামতের দিন তাহাকে শংকিত ও সন্ত্রস্ত বানাইবে। খ. আর যেই ব্যক্তি আজকে প্রসন্ন ও আনন্দিত তাহাকে কাল কিয়ামতের দিন চিন্তিত ও বিষণ্ন করিয়া দিব।

হযরত ওয়াহাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে সত্তর জন এমন লোক ছিল যে, তদানীন্তনকালে ইবাদত-বন্দেগী, তপস্যা ও যুহুদের ক্ষেত্রে তাহাদের ন্যায় অন্য কেহই ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সেই যামানার নবীর উপর প্রত্যাদেশ

হইয়াছে, এই সত্তর জন আবেদ ও যাহেদ পৃথিবী হইতে কাফির অবস্থায় বিদায় নিবে। তখন সেই পয়গম্বর মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে আল্লাহ্! উহা কি কারণে? তখন প্রত্যাদেশ হইল, তাহারা নিজের শেষ পরিণতি সম্পর্কে শংকিত ও সন্ত্রস্ত নহে। অতএব তাহারা কিভাবে নিরাপদ হইতে পারে?

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যেই ব্যক্তি স্বীয় আখিরাত ও শেষ পরিণতি সম্পর্কে শংকিত নহে যে, শেষ বিদায় কিভাবে হইবে? সে আমার দলভুক্ত নহে।

বর্ণিত আছে, যখন একজন বান্দার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী হইয়া যায়, তখন তাহার অবস্থা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ক. সম্পদ উত্তরাধিকারীরা বণ্টন করিয়া নিবে, খ. প্রাণ মালাকুল মউত তথা মৃত্যুর ফেরেশতা নিয়া যাইবে, গ. গোশত পোকা-মাকড়ের খাদ্য হইবে, ঘ. হাড্ডিগুলি মাটি হইয়া যাইবে, ঙ. ইবাদত ও যাবতীয় নেকিসমূহ দাবীদারেরা নিয়া যাইবে। সুতরাং সম্পদ যদি উত্তরাধিকারীরা নিয়া যায় তবে উহা জায়েয। প্রাণ মালাকুল মউত নিয়া নিলে উহাও শুদ্ধ, গোশত পোকা-মাকড়ে খাইয়া ফালাইলে তাহাও বিশুদ্ধ; হাড্ডিসমূহ মাটিতে ভক্ষণ করিবে তাহাও সঠিক এবং যাবতীয় পূর্ণ ও নেকিসমূহ দাবীদারেরা নিয়া যাইবে তাহাও বৈধ। কিন্তু কখনও যেন এমন না হয় যে, মৃত্যুকালে শয়তান ঈমান হরণ করিয়া ফেলে।

সুলাইমান দারানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত, একদা তিনি জনৈক অগ্নিপূজককে দেখিয়া অবচেতন হইয়া পড়িলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ওহে সম্মানিত বুযুর্গ! আপনার কি হইয়াছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমার ভয় হয় যে, মহান আল্লাহ আমার অবস্থা যেন কখনো পরিবর্তন করিয়া না দেয়, ফলে আমি এই অপাংক্তের ন্যায় হইয়া যাইব।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) একদা শায়বান রায়ি (রহঃ)-এর সহিত মক্কা শরীফ গমন করিয়াছেন। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) রাত্রের প্রথম প্রহর হইতে শেষ প্রহর পর্যন্ত ক্রন্দন করিতেছিলেন। অবস্থা দৃষ্টে শায়বান রায়ি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ওহে সুফিয়ান! আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন। প্রতিউত্তরে তিনি বলিয়াছেন, আমি জনৈক শায়খকে দেখিয়াছি, যাহার নিকট হইতে মানুষেরা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ করিতেছিল এবং বহু বৎসর পর্যন্ত পবিত্র কাবাগৃহের পার্শ্বে অবস্থানরত ছিল। অথচ লোকটি এই পৃথিবী হইতে কাফির অবস্থায় বিদায় হইয়াছে।

খাজা মুয়ায নাসাফী (রহঃ) প্রতিনিয়ত দোয়া ও প্রার্থনার মধ্যে সময় অতিক্রম করিতেন এই বলিয়া যে, মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে আমার বুদ্ধি লোপ করিয়া দিও। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হুযুর! ইহা কোন ধরনের দোয়া আমাদেরকে একটু

বুঝাইয়া দিবেন কী? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা হইল শেষ পরিণতি হইতে ভয়ের কারণে যে, আল্লাহ না করুন মৃত্যুর সময় আমার মুখ হইতে এমন অবাঞ্ছিত কথা বাহির হইয়া গেলে উহার উপর আমার পাকড়াও হইবে না। কারণ তখন আমি বুদ্ধিহীন উন্মাদ থাকিব।

খাজা আবু বকর ওয়াররাক (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে সম্মানিত বুযুর্গ! আপনি কেমন আছেন? তিনি প্রতিউত্তরে বলিলেন, নিতান্ত চিন্তিত। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—কেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, গোরস্থানে দশটি জানাযা নীত হইয়াছে, তন্মধ্যে কাহারো ঈমান নিরাপদ ছিল না কেবলমাত্র একজন ব্যতীত।

খাজা হাতেম (রহঃ)-এর হাতে জনৈক কাফন চোর তাওবা করিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কতটা কবর হইতে কাফন চুরি করিয়াছ। তদুত্তরে সে বলিল, সাত হাজার কবর হইতে।

খাজা সাহেব পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, এতগুলি কাফন তুমি কত বৎসরে চুরি করিয়াছ? উত্তরে লোকটি বলিল, বিশ বৎসরে। এই কথা শ্রবণ করিয়া খাজা সাহেব সম্বিত হারাইয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরিয়া আসিলে তিনি পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সাত হাজার কবর মুসলমানদের ছিল নাকি কাফিরের? তদুত্তরে সে বলিল, উহা সবই মুসলমানদের ছিল। অতঃপর খাজা সাহেব বলিলেন, এইবার আমাকে বল, সেই কবরসমূহে এইরূপ কয়টি মৃতুদেহ পাইয়াছ, যাহাদের মুখ কিবলার দিক হইতে ফিরিয়া গিয়াছে? তদুত্তরে লোকটি বলিল, হুযুর! এই প্রশ্ন করিবেন না বরং এইভাবে জিজ্ঞাসা করুন তাহাদের মধ্যে কয়জনকে পাইয়াছ যাহাদের মুখ কিবলার দিকে ছিল। ঐ সাত হাজার মৃত দেহের মধ্য হইতে তিন হাজার এইরূপ ছিল যাহাদের মুখ কিবলার দিকে ছিল, অন্য সকলের চেহারা অন্য দিকে ফেরানো ছিল। অতঃপর খাজা সাহেব বেহুঁশ হইয়াছিলেন, সম্বিত ফিরিয়া পাইলে বলিলেন, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। খাজা ফুজাইল ইবনে ইয়াজ (রহঃ) দাউদ ত্বাইকে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ ও ক্ষীণকায় হইয়া গিয়াছেন। একপর্যায়ে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ দেখিতেছি কারণ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আটটি বস্তু এমন যাহা আমার হইতে আমার পানাহার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই আটটি বস্তু কী? তদুত্তরে তিনি ফরমাইলেন, মৃত্যুর ভয় যে, জান ইসলাম অবস্থায় বাহির হইবে নাকি কাফির অবস্থায়? আমার ঠোঁট চিরতরে কোন্ বস্তুর উপর বন্ধ হইবে, ইসলাম নাকি কুফরের উপর? দ্বিতীয়তঃ আমাকে যখন কবরদেশে সমাহিত করা হইবে। তখন

আমার কবরটি বেহেশতের বাগানসমূহের মধ্য হইতে একটি বাগান হইবে নাকি দোযখের একটি গর্ত? তৃতীয়তঃ যখন মুনকার-নাকির আমাকে প্রশ্ন করিবে তখন কি আমি তাহার উত্তর দিতে পারিব নাকি পারিব না। চতুর্থতঃ যখন কিয়ামতের দিন আমি কবর হইতে প্রত্যানিত হইব তখন আমার মুখমণ্ডল কালো হইবে না সাদা। পঞ্চমতঃ যখন আমাকে কবর হইতে উত্থিত করা হইবে এবং বুরাকের উপর উপবেশন করাইবে তখন বুরাক বেহেশতের দিকে ছুটিবে নাকি দোযখের দিকে? ষষ্ঠতঃ যখন আমার হিসাব নেওয়া হইবে, তখন আমি হিসাব দিতে পারিব কি না? সপ্তমতঃ যখন আমলনামা ফলকে প্রদান করা হইবে, তখন আমার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে নাকি বাম হাতে। অষ্টমতঃ কাল কিয়ামতের দিন পথ হইবে দুইটা; জান্নাতে পথ আর দোযখের পথ, আমাকে দোযখের পথে নিক্ষেপ করা হইবে নাকি বেহেশতের পথে চালিত করিবে?

পরিশেষে সকর মুসলমানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত একানব্বই মাকতুব

শেষ বিচার ও কিয়ামত দিবস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ কিয়ামতের দিন হইল হিসাবের দিন, সেইদিন সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হইবে। হিসাবের পরে হইল প্রতিদান, নেক্কারদের জন্য নানান নেয়ামত ও অফুরন্ত সুখ-শান্তিতে পূর্ণ চিরস্থায়ী জান্নাত। আর বদকারদের জন্য বিভিন্ন শাস্তি ও আযাবে পূর্ণ চিরস্থায়ী জাহান্নাম। সেই দিনের ভয়াবহতা ও বিভীষিকার দরুণ পর্বতমালা যাহা আল্লাহ তায়ালার অত্যন্ত কঠিন সুদৃঢ় সৃষ্টি এতদসত্ত্বেও উপরন্তু ধুলা-বালির ন্যায় হইয়া যাইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, পয়গম্বর (আঃ)-গণ সেই দিনের ভয়াবহতার দরুন একপর্যায়ে সন্ত্রস্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িবেন। এমনকি তাহারাও 'ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী' বলিতে থাকিবেন তথা আত্মচিন্তায় ব্যস্ত থাকিবেন। কিন্তু কেবল আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) 'ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি' বলিতে থাকিবেন। কিয়ামত এমন একটি দিন যেইদিন শিশুদের মাথার চুলগুলি সাদা হইয়া যাইবে। এই দিনের ভয়াবহতা ও বিভীষিকার কারণে সন্তানরা নিজের মাতা-পিতা হইতে পলায়ন করিবে। স্বামী স্ত্রী হইতে, সহোদর ভাই তাহার ভাই হইতে পলায়ন করিবে। আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইবে। উপরন্তু কিয়ামতে বিভীষিকা ও ভয়াবহতা এইপর্যায়ে গিয়া পৌছাইবে যে, হযরত ইবরাহীম খলিল ও আল্লাহ তায়ালার হাবীব হযরত মুহাম্মদ আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম নিজ নিজ পিতা-মাতা হইতে পলায়ন করিবে, হযরত লুত (আঃ) স্বীয় স্ত্রী এবং হযরত নুহ (আঃ) স্বীয় পুত্র হইতে পলায়ন করিবে। যাবতীয় নক্ষত্ররাজি যাহা আগুন দ্বারা সৃষ্ট কিয়ামতের দিন উহা সবই সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইবে, সেকারণে সেই সব সমুদ্রের পানি আগুনের ন্যায় তপ্ত হইয়া যাইবে। ফলে জগতের কোন সৃষ্টিই সেই পানি হইতে এক ঢোক পানিও পান করিতে পারিবে না। যখন হযরত ইসরাফীল (আঃ) প্রথমবার শিংগায় ফুঁৎকার দিবেন, তখন সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করিবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার ফুঁৎকার দিলে সমস্ত প্রাণী পুনরায় জীবিত হইবে। শিংগা হইবে দুইটি শিং-এর ন্যায়; সেই শিংগা দুইটির অগ্রভাগের পরিধি সপ্তাকাশ ও সপ্ত যমীনের আয়তনের সমান।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মানুষ যখন কবর হইতে উত্থিত হইবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কবরের উপর তিনশত বৎসর পর্যন্ত দিগম্বর, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। তদুপরি কাহারো টু শব্দ করিবারও সুযোগ থাকিবে না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) একদা মহানবী (সাঃ)-কে প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐদিন মহিলাদের কতটাই লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হইবে।

ইরশাদ হইল, ওহে আয়েশা! কিয়ামতের ভয়াবহতা এতই কঠিন হইবে যে, কাহারো এই অনুভূতিটুকু পর্যন্ত থাকিবে না যে, সে কাপড় পরিহিত অবস্থায় আছে নাকি একেবারে দিগম্বর। এমনকি এই খবরটাও থাকিবে না যে, কে নারী আর কে পুরুষ?

বর্ণিত আছে, যখন সপ্তাকাশ ও সাত যমীনের সৃষ্টি, ফেরেশতা, দেও-দানব, মানুষ, পরী, জীব-জন্তু ও পাখিদেরকে জীবিত করিবার পর সকলকে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও খালি পায়ে হাশরের মাঠের দিকে তাড়াইয়া নিয়া যাওয়া হইবে; হাশরের ময়দানটি হইবে সাদা ও সমতল, কোথাও উঁচু নিচু হইবে না, কোথাও গর্ত ও উঁচু টিলার ন্যায় থাকিবে না এবং এই তাপ হইবে সূর্যের সম্মুখ দিক হইতে। অবশ্য পৃথিবীতে আমরা সূর্যের পিছন দিক হইতে আলো ও তাপ পাইয়া থাকি। সেই সূর্যটাই কিয়ামতের দিন চতুর্থ আকাশ হইতে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টি জগতের মাথার উপরে একেবারে সন্নিকটে নীত করা হইবে অর্থাৎ একহাত উপরে সূর্য আসিয়া পড়িবে। হাশরের মাঠে কোন ছায়া থাকিবে না কেবল মাত্র মহান আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত। যেখানে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দা ব্যতীত অন্য কাহারো স্থান হইবে না। সূর্যের এই পরিমাণ তাপ হইবে যে, মানুষ নিজের ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। কেহ পিণ্ডলী পর্যন্ত, কেহ উরু পর্যন্ত, কেহ কোমর পর্যন্ত, কেহ বুক পর্যন্ত, কেহ গলা পর্যন্ত এবং কেহ সম্পূর্ণরূপেই সেই ঘামের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। অতঃপর নির্দেশ হইবে সকলকে পুলসিরাতের উপর নিয়া দাঁড় করাইয়া দাও! যাহাতে তাহাদের হইতে হিসাব নেওয়া যায়। পুলসিরাত মূলত এমন একটি সেতু যাহা জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশের উপর স্থাপিত, তলোয়ার অপেক্ষা অধিক ধারালো এবং চুল হইতে অধিক চিকন। কেহ তো এমনও হইবে যে পুলসিরাতের উপর দিয়া বায়ুর ন্যায় অতিক্রম করিয়া যাইবে, কেহ দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায় অতিক্রম করিবে, কেহ দুলের ন্যায় অতিক্রম করিবে। এইভাবে কেহ উরুর উপর ভর করিয়া চলিবে। কেহ আবার শিশুদের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া চলিবে। কেহ পুলসিরাত অতিক্রম করিতেই পারিবে না, ফলে সেই স্থান হইতেই সে দোযখের মধ্যে পড়িয়া যাইবে, আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। কিয়ামতের দিনটিতে মানুষের আমলনামা উড়তে থাকিবে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাহার আমলনামা স্পষ্ট হইয়া যাইবে। প্রত্যেকের হাতে তাহার আমলনামা প্রদান করা হইবে। কাফিরদের আমলনামা তাহাদের ডান হাতে নহে, বাম হাতে প্রদান করা হইবে এবং বলা হইবে, তোমার আমলনামা পাঠ কর, তবে কোন মুমিনকে আমলনামা তাহার বাম হাতে পিছনের দিক হইতেও দেওয়া হইবে না। যদিও সে চরম পর্যায়ের ফাসিক ও গুনাহগারই হউক না কেন। কাফিরদের মুখমণ্ডল কালো হইবে ও তাহাদের আমলমানা বাম হাতে দেওয়া হইবে। পিছন দিকে হাত এমনভাবে ঘুরাইয়া দেওয়া

হইবে যে, কাফিররা নিজেরাই দেখিতে পাইবে যে, যাহাকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে সেই মুক্তি ও পরিত্রাণ পায়। সর্বোপরি কথা হইল যাহাকে বাম হাতে আমলনামা প্রদান করা হইবে সে নিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্ত। কাফিররা ডান হাত আগাইয়া ধরিবে এবং বাম হাত পিছনের দিক নিয়া যাইবে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, এইভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। তখন কর্তব্যরত ফেরেশতারা তাহার বাম হস্ত উপরে উঠাইয়া তাহার বুকের উপর এমনভাবে নিক্ষেপ করিবে যে, তাহার পৃষ্ঠদেশের পিছন হইতে বাহিরে নিয়া আসিবে। তখন আগুনের চাবুক পেচাইয়া তাহার মুখমণ্ডলকে ঘাড়ের পিছনের অংশ অর্থাৎ গ্রীবার দিকে করিয়া দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে একজন মুমিন যখন তাহার আমলনামা পাঠ করিবে, তখন তাহার আমলনামা আদ্যোপান্ত ইবাদত-বন্দনা দ্বারা পূর্ণ হইবে। অতএব এই ব্যক্তি নিদারুণ আনন্দিত হইয়া তাহার বন্ধুদেরকে বলিবে, আস! আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ, ইহাতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা পাঠে তোমাদের অসন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে। পক্ষান্তরে একজন কাফির তাহার আমলনামা পাঠ করা মাত্রই চিৎকার করিয়া উঠিবে, তখন যাবানিয়া ফেরেশতা—যিনি জাহান্নামে দায়িত্বে নিয়োজিত—তাহাকে নির্দেশ করা হইবে তাহাকে গ্রেফতার কর এবং আগুনের শৃংখলসমূহ—যাহার দৈর্ঘ্য ফেরেশতাদের রশির হিসাবে সত্তর রশি—তাহার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দাও।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, উহা তাহার মুখের ভিতরে পুরিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর মলদ্বার হইতে তাহা বাহির হইয়া যাইবে। তবে যেই ব্যক্তি তাহার হইতেও অধিক বাড়িয়া যাইবে উহা তাহার ঘাড়ে পেচাইয়া দেওয়া হইবে। মহান আল্লাহর কাছে উহা হইতে আশ্রয় চাই।

বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত এক পা পরিমাণ নড়াচড়া করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কাহারো দিরহাম-দিনার, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদ ও ঐশ্বর্য হরণ করিয়াছে, অথবা কথার দ্বারা কাহাকেও কষ্ট দিয়াছে এইসব হক আদায় না করিবে এবং সকল দাবীদারকে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত করিতে না পারিবে। কিয়ামত এমন এক দিন সেইদিন সকল মাযলুমেরা যালিমদের হইতে ন্যায় বিচার ও নিজের প্রাপ্য বুঝিয়া নিবে। রাজা-বাদশাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সমাজপতিরা সেখানে অত্যন্ত অপমানিত ও লজ্জিত হইবে। সৃষ্টিকুলের পদতলে তাহাদিগকে পিপিলিকার ন্যায় দলিত মথিত করা হইবে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে নীত করা হইবে এবং তুলাদণ্ডের উভয় পাল্লার মাঝখানে দাঁড় করাইবেন। অতঃপর যখন তুলাদণ্ডের ইবাদত ও বন্দেগীর পাল্লা ঝুকিয়া পড়িবে তখন ফেরেশতারা এত উচ্চৈঃশব্দে ঘোষণা করিবে যাহা সকল মানুষ শ্রবণ করিবে

যে, অমুক ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হইয়াছে যাহার পর আর কখনোই ভাগ্যাহত হইবে না। পক্ষান্তরে যদি ইবাদত-বন্দেগীর পাল্লাটা হালকা হয় এবং পাপাচার ও গুনাহের পাল্লা ভারী হয়, তখন ফেরেশতারা উচ্চৈঃশব্দে এমনভাবে ঘোষণা করিবে যাহা সমস্ত সৃষ্টি শ্রবণ করিতে পারিবে যে, অমুক ব্যক্তি ভাগ্যাহত হইয়াছে এইভাবে যে, সে আর কখনো সৌভাগ্যবান হইতে পারিবে না। মহান আল্লাহর কাছে এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া হইতে আশ্রয় কামনা করি।

কিয়ামত দিবস এইরূপ বিভীষিকা ও ভয়াবহতার সহিত পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত প্রলম্বিত হইবে। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে কি অবস্থা হইবে? তদুত্তরে রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর শপথ! যাহার কুদরতি হাতে মুহম্মদ (সাঃ)-এর প্রাণ যে, মুমিনদের উপর এই ভয়াবহতা ও কঠোরতা এতটাই সহনীয় ও সহজ হইবে যেমন পৃথিবীতে নামাযের মধ্যে তাহারা সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

ইনশা আল্লাহ আমরা সেই সকল মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হইব।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত বিরানব্বই মাকতুব

মৃত্যুর বিবরণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখুন, হযরত আনাস (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) একদা রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন শহীদের সহিত অন্য কেহ সঙ্গী হইবেন কি? ইরশাদ হইল, হ্যাঁ তাহারা হইবেন, যাহারা প্রত্যহ অন্তত বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যদি জীব-জন্তুরা এইকথা জানিতে পারিত যে, মরিতে হইবে যেমন আপনি জানেন, তাহা হইলে উহাদের কখনো কোন ব্যক্তি এত স্বাস্থ্যবান মোটাতাজা গোশত সম্পন্ন দেখিতে পাইত না।

বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ মৃত্যুকে যখন একটি মহিষের আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে যে, যেই আকৃতিতে তোমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই আকৃতিতে তুমি ফেরেশতাদের সারিতে গিয়া দাঁড়াও। মৃত্যু স্বীয় প্রভুর নির্দেশ পালনার্থে তৎক্ষণাত ফেরেশতাদের সারিতে গিয়া উপস্থিত হওয়া মাত্রই সকল ফেরেশতা সম্বিত হারাইয়া অচেতন হইয়া গিয়াছে। সকল ফেরেশতা দীর্ঘ দুই বৎসর পর্যন্ত অবচেতন অবস্থায় ছিল। অতঃপর যখন সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন, তখন আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! এইটা কী? তদুত্তরে আল্লাহ বলিলেন, ইহা হইল মৃত্যু। অতঃপর তাহারা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, ইহা কাহার জন্য? প্রত্যুত্তরে তিনি ফরমাইলেন—ইহা প্রত্যেকটা প্রাণীর জন্য। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু হে! আপনি দুনিয়াটা কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি উত্তরে ফরমাইলেন—যাহাতে আদমের সন্তানেরা সেখানে বসবাস করিতে পারে। অতঃপর প্রশ্ন করিলেন, নারী জাতিকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। উত্তর করিলেন—যাহাতে আদমের সন্তানদের বংশধারা তাহাদের দ্বারা অব্যাহত থাকে। অতঃপর সেই সকল ফেরেশতা বলিল, তাহা হইলে আমরা কি তাহাদের ব্যাপারে এই ধারণা করিতে পারি না যে, এই সব বস্তু যাহা সৃষ্টি করা হইয়াছে তথা জগত সংসার ও নারী জাতি—মানবজাতি যেন উহার মধ্যে মত্ত হইয়া না পড়ে। ইহার সমাধানে মহান আল্লাহ ইরশাদ করিলেন, একটা দীর্ঘ আশা তাহাদের উপর প্রাবল্য পাইবে এইভাবে যে, তাহারা মৃত্যুকে ভুলিয়া যাইবে। একপর্যায়ে তাহারা দুনিয়া ও নারীদের নিয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িবে।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, তোমরা সকল স্বাদ ও ভোগ বিনষ্টকারীর কথা স্মরণ কর। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুটি কী? তিনি বলিলেন, মৃত্যু।

জনৈক ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)-এর নিকট আবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল!

আমাদের উপদেশ দিন, অসিয়ত করুন। রাসূলে কারীম (সাঃ) তাহাকে উত্তর প্রদান করিলেন, মৃত্যুকে এই পরিমাণ স্মরণ করিবে যে, মৃত্যু ব্যতীত যত বস্তুই আছে সবকিছুকে একেবারে ভুলিয়া যাও! স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেল এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণে নিরন্তর ব্যস্ত হইয়া পড়। যাহাতে দুনিয়া আবাদ কিংবা সুসজ্জিত করা হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইবে। বেশি বেশি দোয়া করিতে থাকিবে, কারণ আপনি জানেন না যে, কোন দোয়াটি আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা ও শোকরগুজারী অত্যধিক করিবে। কারণ কৃতজ্ঞতা ও শোকরগুজারীর দ্বারা নেয়ামত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। হযরত ওমর (রাঃ) প্রত্যহ সকাল বেলা এই কথা বলিতেন, নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করিয়া নিয়াছি। ওহে মৃত্যুদূত! আমার প্রাণ সংহার কর, চাই উহা বসা অবস্থায় হউক কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায়। খাজা ইবরাহীম আদহাম (রহঃ) যখন ঘর হইতে বাহিরে গমনের ইচ্ছা করিতেন, এক পা যখন ঘরের বাহিরে রাখিতেন ঠিক সেই মুহূর্তে চিন্তা করিতেন যে, মৃত্যুর জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা। যদি দেখিতে পাইতেন যে, সর্বদিক হইতে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইয়াছে তখন বাহিরে আসিতেন, আর যদি এমন না হইত তবে গৃহাভ্যন্তরে ফিরিয়া যাইতেন।

জনৈক বুযুর্গ ফরমাইয়াছেন, বান্দা যখন মৃত্যুকে স্মরণ করে তখন মহান আল্লাহ তাহাকে চারিটি বস্তু দান করেন। প্রথমতঃ দুনিয়ার কঠোরতা তাহার উপর সহজ করিয়া দেন। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার কামনা-বাসনা হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন। তৃতীয়তঃ করজোড় তাওবা করে ও গুনাহ হইতে ফিরিয়া আসে। চতুর্থতঃ তাহার ইবাদত ও বন্দনা যত অধিকই হউক না কেন উহাকে নিতান্ত নগণ্যই জ্ঞান করে।

এইরূপ রেওয়ায়াতও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলে করীম (সাঃ) মৃত্যু সায়াহ্নে ছিলেন, হযরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহার পবিত্র শিয়রের সন্নিকটে উপবিষ্ট। মহানবী (সাঃ) যাহা স্পষ্ট দেখিতেছেন, তবে এই দৃশ্য সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। তবে সাহাবায়ে কিরাম শ্রবণ করিতেছিল যে, রাসূলে করীম (সাঃ) বলিতেছেন, ওহে জিবরাঈল! তুমি তো সারা জীবনের আমার বন্ধু! আমি এত কষ্টে আছি অথচ তুমি আমা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছ। তদুত্তরে জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, হে মুহম্মদ! আমি সত্যিকারার্থেই আপনার বন্ধু। আমি জানি যে, এই মুহূর্তে আপনি মৃত্যু সংশ্লিষ্ট কষ্টের সম্মুখীন। অনন্তর বন্ধুকে কষ্টে দেখিবে ইহা একজন বন্ধুর পক্ষে শোভা পায় না। কেবলমাত্র এই কারণেই আমি আপনার হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছি। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন যে, মৃত্যুর যন্ত্রণা হইতে যদি এক কেশাগ্র পরিমাণ আকাশের অধিবাসীদের প্রদান করা হইত, তাহা হইলে সকলেই মৃত্যুবরণ করিত। উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের তেহাত্তরটি বিভীষিকা হইবে; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম বিভীষিকা হইল মৃত্যু।

একদা হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর কবর পার্শ্বে দণ্ডায়মান

হইয়া বলিলেন—উঠুন তথা আল্লাহ হুকুমে জীবিত হইয়া যান। অতঃপর হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) কবর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। মাথা হইতে ধুলাবালি ও মাটি অপসারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে হযরত ঈসা (আঃ) তাহার মাথার দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাহার মাথার অর্ধেক চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। এতদ্দর্শনে হযরত ঈসা (আঃ) প্রশ্ন করিলেন, আপনার সম্পূর্ণ কেশগুচ্ছই তো কালো ছিল? এই শুভ্রতা কোথা হইতে আসিল? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, কবর মাঝে যেই মুহূর্তে আমার কর্ণকুহরে এই শব্দ পৌঁছাইল যে, উঠ! তখন আমার ধারণা হইয়াছিল বোধহয় কিয়ামত আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ভীতি ও শংকায় আমার কেশগুচ্ছ সাদা হইয়া গিয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ) ফরমাইলেন, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে-আমি মহান আল্লাহর নিকট এই আবেদন করিব যে; আপনাকে পুনরায় পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করিবেন। তদুত্তরে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বলিলেন, তোমার ও আমার এই আন্তরিকতা ও সম্পর্কের দোহাই ও উহার মর্যাদার খাতিরে হইলেও তুমি এইরূপ আবেদন কস্মিনকালেও করিও না। কারণ প্রাণ সংহারের অসহনীয় যন্ত্রণা এখনো পর্যন্ত আমার কণ্ঠনালীতে রহিয়া গিয়াছে।

কথিত আছে, মালাকুল মউত যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট গমন করিল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? তদুত্তরে সে বলিল, আমি মৃত্যুদূত। তখন হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, আমাকে আর একটু সুযোগ দাও, যাহাতে আমি মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে পারি। তৎক্ষণাত নির্দেশ পৌছাইল যে, বল ভেড়ার গায়ে হাত স্থাপন করিলে আপনার হাতের নিচে যতগুলো পশম আসিবে তত বৎসরের বয়স আপনাকে আরো দেওয়া হইবে। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) প্রশ্ন করিলেন ইহার পর কী হইবে? উত্তর হইল, মৃত্যু। মূসা (আঃ) বলিলেন, আবার তো সেই মুহূর্ত। অতঃপর মালাকুল মাউত তাহার হাতে একটি ফুল প্রদান করিলেন, উহার ঘ্রাণ নেওয়া মাত্রই প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ)-কে লোকেরা স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মৃত্যুর উপলব্ধি কিরূপ হইয়াছে? তদুত্তরে তিনি বলেন, যেইভাবে তোমরা চুলার মধ্যে শিক রাখিয়া পুনরায় সেই শিকটা টানিয়া বাহির করিয়া থাক।

কথিত আছে, একদা হযরত ঈসা (আঃ) একটি কবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ইত্যবসরে তিনি সেই কবরে কঠিন আযাব হইতে দেখিয়া মহান আল্লাহর নিকট আবেদন করিলেন, হে আল্লাহ! আপনি এই বান্দাকে জীবিত করিয়া দিন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জীবিত করিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কবরে তোমাকে কেন শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। তদুত্তরে লোকটি বলিল, একদা আমি কিছু খাদ্য আহার করি। তখন দাঁত খিলাল করিবার প্রয়োজন পড়িলে আমি একজনের একটি আঁটি হইতে একটি কাঠি নিয়া উহা দ্বারা খিলাল করি। আজ আমার মৃত্যুর পর চারি হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে এখনো আমি সেই পাপের শাস্তিই ভোগ করিতেছি। হযরত ঈসা (আঃ)

বলিলেন, একটি খিলালের কারণে এই শাস্তি, তাহা হইলে সেই লোকদের কী অবস্থা হইবে যাহারা জনসাধারণের টাকা-পয়সা ও ঘর-বাড়ি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, মৃত্যুকে তুমি কিরূপ পাইয়াছ ও প্রাণ সংহারের যন্ত্রণাটাই বা কেমন ছিল? প্রত্যুত্তরে সে বলিল, আমার মৃত্যুর পর চারি হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাণসংহারের কষ্ট অদ্যাবধি আমার কণ্ঠনালীতে বিদ্যমান। অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে আল্লাহ! অনুগ্রহপূর্বক তুমি আমার উপর মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করিয়া দাও! একদা হযরত কা'ব আহবার (রাঃ)-কে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, মৃত্যু কেমন বস্তু? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এইরূপ মনে করিতে পার যে, একটি কাঁটাদার বৃক্ষ, সেই বৃক্ষটাকে মানুষের পেটের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অতঃপর সেই গাছের প্রতিটি কাঁটা তাহার একটি করিয়া রগে বিদ্ধ হইবে। অতঃপর একজন শক্তিশালী বীরপুরুষ তাহাকে সজোরে টানিবে। এই টানিবার দ্বারা ভেতরের যেই অংশ কাটিয়া গেল উহা কাটিয়া গেল আর যাহা অক্ষত রহিল উহা অক্ষত।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার সম্মানিত মাতা মহিয়সী মারয়াম (আঃ)-এর সমাধির সন্নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আমার মাতা! আপনি মৃত্যু ও আপনার প্রাণ সংহারের যন্ত্রণাকে কিভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, প্রাণ সংহারের তিক্ততা এখনো কাণ্ঠনালি হইতে সরে নাই। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়াছেন ও সন্ন্যাসবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

যখন আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সম্মুখে দোযখের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হইত, তখন তিনি ক্রন্দন করিতেন না। যখন কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হইত, তখনও ক্রন্দন করিতেন না। কিন্তু যখন কবরের আলোচনা করা হইত উহা শ্রবণ করা মাত্রই একবারে অস্থির হইয়া পড়িতেন ও সীমাহীন কাকুতি-মিনতি সহকারে ক্রন্দন করিতেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আমিরুল মুমিনীন! আপনার এ কি অবস্থা হইয়াছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ না করুক যদি দোযখে থাকি তাহা হইলে আরো মানুষের সহিত অবস্থান করিব; আবার যখন কিয়ামতে থাকিব তখনও লোকের সহিতই থাকিব। কিন্তু কবরে থাকিতে হইবে একেবারে একা, নির্জন, সেখানে আমার সহিত আর কেহই থাকিবে না।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত তিরানব্বই মাকতুব

সমাধিস্থ করা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ, মৃত্যু ও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের পর কবরে দাফন তথা এবং মুনকার-নাকিরের প্রশ্ন করা। যখনই মৃতদেহ দাফন করা হয় তখন দুইজন ফেরেশতা যাহাকে মুনকার ও নাকির বলা হয় অত্যন্ত ভীতিপ্রদ আকৃতিতে কবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত ব্যক্তিকে কবরের মধ্যে বসাইয়া প্রশ্ন করে, তোমার প্রতিপালক কে? যদি সেই মৃতব্যক্তি মুমিন হয়, উত্তরে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর প্রশ্ন করে তোমাদের পয়গম্বর কে? সে উত্তর দেয় আমার পয়গম্বর তথা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। তারপর প্রশ্ন করে তোমার দ্বীন কী? তখন সে বলে আমার দ্বীন হইল ইসলাম। অতঃপর তাহার কবরে বেহেশত হইতে একটি দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয় ও তাহাকে বলা হয় জান্নাতে নিজের স্থান দেখিয়া নাও। অতঃপর তাহাকে বলা হয় তুমি নিদ্রাগমন কর যেইরূপ পরম সুখে-শান্তিতে নববধূ নিদ্রাগমন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি সেই মৃত ব্যক্তি কাফির হয়, তাহাকেও কবরের মধ্যে বসানো এবং জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার প্রভু কে? সে বলে, আমি জানি না। তখন তাহাকে আগুনের গুর্জ দ্বারা এত কঠিনভাবে প্রহার করা হয় যে, তাহার চিৎকার মানব ও দানব ছাড়া পৃথিবীর সকলেই শ্রবণ করে। অতঃপর তাহাকে বলা হয় নিদ্রা যাও! যেইভাবে একজন মানহুস নিদ্রা যায়। মানহুস বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে অসংখ্য সাপ ও বিচ্ছুর মধ্যে থাকে।

বর্ণিত আছে যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) ফরমাইয়াছেন, হে আল্লাহর রাসূল মুনকার-নাকিরের শব্দের ভীতিপ্রদ অবস্থা যখন হইতে শ্রবণ করিয়াছেন ও কবরের চাপ যাহা আপনি বর্ণনা করিয়াছেন, তখন হইতে আমার কাছে কোন কিছু ভালো অনুভূত হইতেছে না। তখন রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করিলেন, হে আয়েশা! মুনকার নাকিরের আওয়াজ মুমিনের কানে এমন অনুভূত হইবে না যেমন চোখে সুরমা লাগানোর শব্দ। কবরের চাপও একজন মুমিনের উপর এরূপ হইবে যেমন কোন শিশু তাহার মাকে বলে, মা! আমার মাথা ব্যথা করিতেছে। তখন তাহার মা সস্নেহে মমতাভরে তাহার মাথা আস্তে আস্তে টিপিয়া দেয় ও হাত বুলায়। হে আয়েশা! তবে কাফিরদের কবরের মধ্যে এতটাই কষ্ট হইবে যেমন একটি ডিমের প্রকাণ্ড পাথরের নীচে হইয়া থাকে। মহানবী (সাঃ) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তুমি মুনকার নাকিরের সহিত কিরূপ আচরণ করিবে? তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! মুনকার নাকির কি? উত্তর করিলেন, ইহারা হইল দুইজন ফিরিশতা, যাহারা কবরের ফিতনা অর্থাৎ, শাস্তি ও কঠোরতা অর্থাৎ ইহারা কবরের মধ্যে প্রবেশ করে অতি ভীতিপ্রদ আকৃতিতে তথা তাহাদের মাথার চুল মাটি পর্যন্ত লম্বা হইবে, তাহাদের দন্তপাটি

হইতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হইবে, তাহাদের চক্ষু বিদ্যুতের ন্যায় বিস্ফারিত এবং এইদিক সেইদিক তাকাইবে। তাহাদের শব্দ বজ্রধ্বনির চাইতেও অধিক কঠিন। তাহাদের পা অগ্নি প্রজ্বলিতকারী প্রস্তর কিংবা লৌহের ন্যায় হইবে। যদি পৃথিবীর সকল সৃষ্টি একত্রিত হইয়া যায় এবং তাহাকে তাহার স্থান হইতে হটাইতে চায়, তাহারা হটাইতে সক্ষম হইবে না। মৃতব্যক্তিকে তাহারা কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া থাকে, ইতঃপূর্বে যাহার আলোচনা করা হইয়াছে যে, তোমার প্রতিপালক কে? যদি মুসলমান হয় তাহা হইলে বলে যে, আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ। অতঃপর জিজ্ঞাসা করে তোমার ধর্ম তথা দ্বীন কি? তখন সে বলে ইসলাম। অতঃপর প্রশ্ন করে, তোমার নবী কে? উত্তর দেয় আমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তখন সে বলে তুমি সত্য বলিয়াছ। পক্ষান্তরে যদি সেই মৃতব্যক্তি কাফির হয়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলে, আমি জানি না। অতঃপর তাহাকে এমন একটি আঘাত করে যে, যদি সেই আঘাত কোন পর্বতের উপর হইত তবে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। অতঃপর চিৎকার ও আর্তনাদ করিতে থাকে যাহা মানব ও দানব ব্যতীত গোটা বিশ্বের সকল সৃষ্টিই শ্রবণ করে। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোন অবস্থায় সেই লোকদিগকে দেখিব হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল (সাঃ) বলিলেন, যেই অবস্থায় আপনি বর্তমানে আছেন অর্থাৎ বুদ্ধিমান বালেগ ও সচেতন। পুনরায় তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তখন কোন উত্তর দিতে পারিব না, হে আল্লাহর রাসূল! আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ)-কে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জনৈক বন্ধু স্বপ্নে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মুনকার নাকিরের অবস্থা কিরূপ ছিল? উত্তর করিলেন, যখন আমাকে কবরে রাখা হইল তখন তাহারা পূর্ণভীতিপ্রদ অবস্থায়ই আমার নিকট পৌঁছাইয়াছে এবং কিছু দূরত্ব বজায় রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তোমাদের প্রতিপালক কে? তখন আমার মধ্যে এক প্রকারের ভীতি ও বিস্ময় সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যদি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ আমার সাহায্যকারী না হইত তবে আমার পক্ষে উত্তর প্রদান সম্ভব ছিল না।

কথিত আছে, কবর প্রত্যহ পাঁচবার এই মর্মে বিলাপ করিয়া থাকে যে, আমি নির্জন গৃহ, কুরআন তিলাওয়াতকে আমার সঙ্গী বানাও। আমি এক অন্ধকার গৃহ, রাতের নামাযের দ্বারা তথায় আলোর ব্যবস্থা কর। আমি মাটির গৃহ, তুমি নেক আমল দ্বারা বিছানার ব্যবস্থা কর। আমি সাপ ও বিচ্ছুর ঘর, তুমি অসংখ্য সদকা কর। আমি মুনকার নাকিরের প্রশ্ন করিবার গৃহ, সুতরাং আজই আমার পৃষ্ঠদেশ অর্থাৎ পৃথিবীতে বসিয়া لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ -এর যিকির করিতে থাক।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত চুরানব্বই মাকতুব

কবর-এর বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ, বর্ণিত আছে, কবর তোমাকে আহবান করিতেছে। তাহার মাঝে আগন্তুকদিগকে চারিটি বস্তু বলে, হে মানুষ! নিজের সফরের সম্বল যোগাড় করিয়া নাও। কবরের নির্জনতার জন্য ইবাদতের মাধ্যমে, কবরের সংকীর্ণতার জন্য এইখানকার সচ্ছলতা দ্বারা, স্বীয় সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দ্বারা সেইখানকার অভাব ও অসহায়ত্বে সফরের পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লও এবং নিজের এই আলো ও জ্যোতি দ্বারা কবরের অন্ধকার দূর করার ব্যবস্থা করিয়া নাও। অতঃপর যখন সেই বান্দাকে কবরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে, তখন কবর তাহাকে বলিবে, ঐ চারিটি বস্তুর মধ্য হইতে কোন বস্তুটা নিয়া আসিয়াছ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যখন কোন মুমিন মুসলমানদের কবরস্থান দিয়া অতিক্রম করে, তখন সেই কবরস্থানের অধিবাসীরা বলে, ওহে অচেতন মুসলমান! যদি তুমি উহা জানিতে যাহা আমি জানি, তাহা হইলে তোমার দেহের গোশত এমনভাবে গলিয়া যাইত যেইভাবে বরফ আগুনে গলিয়া যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ঈদের দিন, জুমুয়ার দিন এবং আশুরা ও শবে বরাত যখন আসে, তখন মৃত ব্যক্তিদের আত্মাসমূহ কবর হইতে বাহিরে চলিয়া আসে এবং নিজের ঘরবাসীদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলে, এমন কে আছে যে আমাকে স্মরণ করে, এমন কে আছে যে আমার উপর রহমত প্রেরণ করে? এমন কেহ আছে কী যে আমার অসহায়ত্ব ও দৈন্যদশাকে স্মরণ করে। যেই ব্যক্তি আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছ এবং আমার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করিয়াছ, আমার অনাথ সন্তানদের আমার অনুপস্থিতি ও দৈন্যতার দরুন বঞ্চিত ও অপদস্ত করিয়াছ। একটু চিন্তা কর যে, আমার নাম মুছিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমার নাম ছড়াইয়া আছে। মৃতের কবরটা বেহেশতের উদ্যানসমূহের মধ্য হইতে একটি উদ্যান অথবা দোযখের গর্তসমূহের মধ্য হইতে একটি গর্ত। কাহাকেও কবর একজন স্নেহময়ী মায়ের ন্যায় কোলে তুলিয়া নেয়। আবার কাহাকেও এত কঠিনভাবে চাপ দেয় যে, তাহার পাঁজরের হাড্ডিসমূহ একটার মধ্যে আর একটা ঢুকিয়া যায়।

জনৈক বুযুর্গ স্বপ্নে দেখেন যে, সে কবরস্থানে প্রবেশ করিয়াছে এবং তথায় শুইয়া আছে। অতঃপর দেখিতে পাইল, যমীন প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। কাহাকেও মাটির বিছানায় শোয়া অবস্থায় দেখিতে পাইল, কাহাকেও রেশমী বিছানায় শায়িত, আবার কাহাকেও ফুলের স্তূপের উপর। অতঃপর তাহারা মুনাজাত করিল, হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহে সকলেই সমান হইত! কারণ ইহারা সকলে তোমারই বান্দা।

তখন কোন আহবানকারী ঘোষণা করিল, হে অমুক! ইহা হইল আমলের প্রতিদানের স্থান, যে যেই পরিমাণ নেক আমল করিয়াছে কেবলমাত্র তাহাদের জন্য সেই পরিমাণ উৎকৃষ্ট বিছানা বিছানো হইয়াছে।

জনৈক ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আবেদ ও যাহেদ কে? প্রত্যুত্তরে বলা হইল, যে কবরকে ভুলিয়া যান না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলে দুনিয়া বর্জন করেন এবং মনে করেন না যে, আগামীকল্য আমি জীবিত থাকিব।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন, যদি কেহ নসীহত হাসিল করিবার ইচ্ছা করে তবে তাহার কবরস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত।

জনৈক বুযুর্গের বাণী ঃ মুমিনের যদি কোন শাস্তি না হয় তবুও এইটাই অনেক যে, তাহাকে কবরে সমাহিত করিবার পর একটি চাপ দেওয়া হইবে, অর্থাৎ কবরের উভয় পার্শ্ব এমন সজোরে চাপ দিবে যে, তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এবং তাহার উভয় পাঁজড় আঁটার ন্যায় পিষিয়া ফেলিবে। এইটাই অনেক বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহার পর কি অবস্থা হইবে যখন বিভিন্ন রকমের শাস্তি ও দোযখ সম্মুখে আসিবে।

অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে, মৃতব্যক্তির সহিত তিনটি বস্তু যায়, অতঃপর ফিরিয়া আসে। এক. তাহার ঘরবাসী তথা পরিবার-পরিজন। দুই, তাহার সম্পদ। তিন, কেবলমাত্র আমলসমূহ তাহার সাথে থাকিবে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত পঁচানব্বই মাকতুব

দোযখের আলোচনা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ! যখন দোযখকে কিয়ামতের ময়দানে নীত করা হইবে যেখানে সে বর্তমানে আছে সেখান হইতে, তখন সমস্ত সৃষ্টি নিজের হাতের উপর ভর করিয়া চলিবে এবং পাও দ্বারা প্রবেশ করিবে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, দোযখকে নীত করিবার জন্য ফেরেশতাদিগকে প্রেরণ করা হইবে সে বলিবে, হে দোযখ! স্বীয় প্রতিপালকের অনুগত্য কর। তাহার সহিত সত্তর হাজার রশি সংযুক্ত করিবে এবং কিয়ামতের মাঠে নিয়া উপস্থিত করিবে। যখন সে বিশ বৎসরের পথ অতিক্রম করিবে তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদগীরণ করিবে যাহার প্রতিটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এক একটি বিশাল মহলের ন্যায় হইবে, তখন সকল পয়গম্বর (আঃ) নিজ নিজ আসন হইতে নীচে নামিয়া আসিবে। সকল মানুষ তাহাদের পায়ের উপর পড়িবে। ঠিক সেই সময় পয়গম্বরগণ বলিবেন, নাফসী নাফসী তথা (আমি নিজেকে নিয়াই বড় বিপদে আছি।)

বর্ণিত আছে, কাফিরদিগকে নীত করা হইবে। তাহাদের মাথার সম্মুখস্থ কেশগুচ্ছ উল্টা দিকে তাহাদের পায়ের সহিত পেচাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের সকলকে একত্রিত করতঃ ফুটবলের ন্যায় দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। যখন দোযখীদের উপর ক্ষুধার প্রাবল্য হইবে তখন হাজার বৎসর পর্যন্ত ক্ষুধার কারণে চিৎকার ও আর্তনাদ করিতে থাকিবে, তখন থাওহাড় নামক এক কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ হইতে তাহাদিগকে খাদ্য হিসাবে পরিবেশন করা হইবে। থাওহাড় হইল সেই বৃক্ষটা যাহা আগুনের তৈরি দোযখের গর্ত হইতে উপরে বাহির হইয়া আছে। দোযখের কোন দরওয়াজা এমন হইবে না যে, সেই বৃক্ষের শাখাসমূহ উক্ত দরজা পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। সেই বৃক্ষের ফল দৈত্যের মাথার ন্যায় কুৎসিত, তাহার বিষ বৃহদাকার সাপের বিষের ন্যায়, তাহার বিষের থলেটা এতবড় হইবে যেন একটি ঘর বিষে ভর্তি। যখন দোযখীদের পেট সেই বৃক্ষ দ্বারা পূর্ণ করা হইবে, তখন তাহাদের খুব তৃষ্ণা পাইবে। অতঃপর পুনরায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। অতঃপর গরম পানি যাহাকে হামীম বলা হয়, তাহাদের সম্মুখে নীত করা হইবে। ফলে তাহাদের গোশত ও তাহাদের চামড়াসমূহ এমনকি তাহাদের মুখমণ্ডলও বিগলিত হইয়া যাইবে। উহাই তাহাদের পান করিবার জন্য দেওয়া হইবে। যত পান করিবে তৃষ্ণা মিটিবে না।

বর্ণিত আছে, দোযখের আগুন হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইয়াছে। একপর্যায়ে তাহা সাদাবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অতঃপর আবার এখন হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হইয়াছে, ফলে উহা লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইহার পর হাজার

বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করিবার পর উহা সম্পূর্ণ কালো বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বর্তমানে উহা কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় আছে।

বর্ণিত আছে, দুনিয়ার আগুন সত্তর বার রহমতের পানি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে, অতঃপর উহা মানুষের ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দোযখ স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছে, হে আমার প্রতিপালক! আমার একাংশ অন্য অংশকে ভক্ষণ করিয়াছে। তখন তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইল যে, তুমি দুইবার বাহিরে/পৃথিবীতে শ্বাস ফালাও! একটি গ্রীষ্মকালে আর দ্বিতীয়টা শীতকালে। অতএব গ্রীষ্মকাল তাহার এক শ্বাস হইতে সৃষ্ট এবং শীতকাল তাহার অপর শ্বাস হইতে সৃষ্ট। দোযখের আগুনের এই অবস্থাই। দোযখে যাওয়ার ব্যাপারে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে, তবে সেইখান হইতে বাহিরে আসার ব্যাপারে সন্দেহ।

হাদীসে আসিয়াছে, দোযখের সর্বাপেক্ষা সাধারণ ও নিম্নস্তরের শাস্তি হইল যে, দোযখীকে আগুনের পাদুকা পরিধান করানো হইবে, যাহার তাপে মগজ টকবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে। দোযখের ইন্ধন হইবে দুইটা বস্তু ঃ একটা মানুষ ও দ্বিতীয়টা হইল গন্ধকের পাথর। এই পাথরের মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। যাহা অন্য কোন পাথরের মধ্যে নাই। ইহাতে খুব দ্রুত আগুন ধরিয়া যায়, ঠাণ্ডা হইতে অনেক সময় লাগে, তাহার গন্ধ অতি খারাপ ও দেহের মধ্যে অতিদ্রুত লাগিয়া যায়। কোন কাফির এমন থাকিবে না যাহার গন্ধকের এই পাথর এক পাহাড় পরিমাণ পড়িয়া না থাকিবে।

বর্ণিত আছে, দোযখ প্রত্যহ বলে, ওহে আল্লাহ! আমার তাপ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমার সুরঙ্গ অনেক দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে। আমার শৃঙ্খলসমূহ, আমার পায়ের বাঁধন, আমার ভিতরস্থ সকল সাপ ও বিচ্ছু অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। নির্দেশ করুন পাপাচারীদের হইতে স্বীয় ক্রোধ মিটাইয়া ইনসাফ আদায় করিয়া লই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নাম হইল একটি কুখ্যাত উপত্যকা, যদি সমগ্র বিশ্বের সকল পাহাড়ও সেই উপত্যকার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে সকল পর্বত উহার মাঝে সংকুলান হইবে। নাউযুবিল্লাহ, যখন দোযখীদিগকে এই নির্দেশ দেওয়া হইবে যে, স্বীয় কুফরীর কারণে আজ দোযখে প্রবেশ কর। তখন তাহারা বলিবে, আমরা দুনিয়াতে কাফির ছিলাম না ও এই মর্মে নানান শপথ করিবে। মহান আল্লাহ তাহাদের লাজওয়াব বানানোর জন্য তাহাদের মুখসমূহ এমন ভাবে মোহরাংকৃত করিয়া দিবেন যে, তাহাদের রসনাসমূহ তাহাদের মুখের ভিতর ঢুকিয়া যাইবে, কোন কথাই বলিতে পারিবে না। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তাহাদের হস্ত ও পদসমূহকে বাকশক্তি প্রদান করা হইবে, যাহাতে তাহাদের হস্তসমূহ ও পাও সাক্ষ্য দিতে পারে। অতঃপর তাৎক্ষণিক তাহাদের

রসনাসমূহ ঠিক করিয়া দিবেন, যেমন ইতঃপূর্বে ছিল, মুখ স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে বলিবে তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তদুত্তরে বলিবে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর মুখ উহা স্বীকার করিবে যাহাকিছু সে দুনিয়াতে করিয়াছে। দোযখ কাফিরদের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। যেইরূপ বেহেশত মুমিনদের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, যদিও তাহারা পাপাচারী হয়। মুমিন সামান্য সময় দোযখে অবস্থান করিবে। অতঃপর ঈমানের সম্মানের উসীলায় দোযখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। মুমিনের শাস্তি তাহাকে অপদস্ত ও অসম্মান করিবার জন্য নহে, বরং এই শাস্তি হইল তাহাকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করিবার জন্য। তবে কাফিরদিগকে জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করা হইবে তাহাকে অপদস্ত ও অপমান করিবার জন্য এবং সেই শাস্তি হইবে অত্যন্ত ভয়ানক ও যন্ত্রণাদায়ক। দোযখ হইল মাখলুক অর্থাৎ সৃষ্টি, কিন্তু উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত হইবে না। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় উহা অনন্তকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী থাকিবে। এমনকি দোযখের সাপ বিচ্ছু ও উহার মধ্যস্থ যাবতীয় আযাব ও শাস্তিও স্থায়ী থাকিবে। অনুরূপ স্বীয় যাবতীয় সুখ-শান্তি অফুরন্ত নেয়ামত ও অনাবিল আনন্দ এবং সুরম্য অট্টালিকা ও নয়নাভিরাম প্রাসাদের জান্নাত মুমিনদের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে এবং যাহা কিছু বিনিময় ও প্রতিদান রহিয়াছে উহা সবই অম্লান থাকিবে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত ছিয়ানব্বই মাকতুব

পুলসিরাতের বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ! পুলসিরাতের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। কিয়ামতের কঠোরতা হইতে পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে, যদি তুমি একজন ক্রীতদাস মুক্ত করিয়া দাও তাহা হইলে পুলসিরাত নিরাপদে পার হইয়া যাইতে পারিবে। যখন এই আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হইয়াছে, فَكُّ رَقَبَةٍ কিয়ামতের ভয়াবহতা ও জটিলতা হইতে পরিত্রাণ চাহিলে কোন ক্রীতদাসকে তাহার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দাও! এইকথা শ্রবণ করিয়া সাহাবায়ে কিরাম আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের তো ক্রীতদাস মুক্ত করিবার সামর্থ্য নাই, আমরা এই কাজ কি করিয়া করিতে পারিব? অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে, أَوْ إِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ অথবা সেই দিনে আহার্য বিতরণ যখন তোমাদের এইখানে খাদ্যাভাব দেখা দিবে। তখন সংকটময় মুহূর্তে কোন ক্ষুধার্তকে আহার্য দান কর তাহা হইলে পুলসিরাত নিরাপদে পার হইতে পারিবে।

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

দুইশত সাতানব্বই মাকতুব

জান্নাত হারাইয়া জাহান্নামে প্রবেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ, মহানবী (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যাহার এই আশংকা থাকিবে না যে, সে দুনিয়া হইতে কাফির অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবে নাকি মুসলমান, মুনাকার নাকিরের প্রশ্নের দুশ্চিন্তা, তাহাদিগকে দেখিবার পর কিরূপ হইবে তাহার সেই চিন্তা নাই, আর যেই ব্যক্তির এই চিন্তাও নাই যে, কিয়ামতের দিন তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবে নাকি দোযখে সে আমার দলভুক্ত নহে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মৃত্যুর সময় অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছিল, লোকেরা বলিল, আপনি মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবী তাহা সত্ত্বেও আপনি এত ক্রন্দন করিতেছেন কেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন—আমি জানি না যে, আমায় কোথায় যাইতে হইবে, বেহেশতে নাকি দোযখে। আমিরুল মুমিনীন হযরত হাসান (রাঃ) মৃত্যুর সময় ক্রন্দন করিতেছিল, লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, ওহে রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর প্রিয় দৌহিত্র! আপনি কেন ক্রন্দন করিতেছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এমন পথে যাইতেছি যেই পথে আমি কখনো হাঁটি নাই। আমাকে পয়গম্বর ও শহীদদের দলে প্রবিষ্ট করিবে নাকি কাফির ও শয়তানের সহিত দোযখে নিক্ষেপ করিবে। আপনারাই বলুন, এখন আমি ক্রন্দন করিব না তো কি করিব?

কথিত আছে, খলীফা হারুন-অর-রশীদ হযরত ইবনে সিমাক (রহঃ)-কে বলিয়াছেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন, ওহে খলীফা! এখান হইতে বিদায় নিবার পর থাকিবার স্থান হইবে দুইটা। একটা বেহেশত অন্যটা দোযখ। আমাকে বেহশতে নীত করিবে নাকি দোযখে নিক্ষেপ করিবে। এই কথা শ্রবণ করিতেই হারুন-অর-রশীদ সম্বিত হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এমনকি মৃত্যুর উপক্রম হইয়াছিল। সকলেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিয়াছে ও তাহাকে সংযত ও সংবরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইবনে সিমাক বলিলেন, তাহাকে মরিতে দাও! যখন তিনি সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন, তখন বলিলেন, আপনি এমন কেন বলিলেন যে, মরিতে দাও। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি এই উদ্দেশ্যে কথাটি বলিয়াছি যে, ইহা তোমার জন্য গৌরবের বিষয় হউক যে, মানুষ বলিবে, খলীফা হারুন-অর-রশীদ আল্লাহর ভয়ে কিংবা দোযখের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন।

কথিত আছে, হযরত সাবিত বানানী (রহঃ) জনৈকা রমণীকে বলিল, আমি তোমাকে পাইতে চাহি। ভদ্র মহিলা এই প্রস্তাব শ্রবণ করতঃ সাবিতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওহে সাবিত! তোমার কি মৃত্যুর চিন্তা নাই যে, দুনিয়া হইতে মুসলমান অবস্থায় যাইবে নাকি কাফির অবস্থায়? তোমার কি একটুও চিন্তা নাই যে, মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে কিনা। তোমার কি পুলসিরাতের ফিকির নাই যে, তুমি উহার উপর দিয়া নিরাপদে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে কিনা। তোমার এই শংকা নাই যে, পথ হইবে কেবল দুইটা; একটি বেহেশতের আর দ্বিতীয়টা দোযখের, তোমাকে বেহেশতের পথে পরিচালিত করিবে নাকি দোযখের পথে নিক্ষেপ করিবে। এই উপদেশসমূহ শ্রবণ করতঃ খাজা সাহেব ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং তাহার প্রস্তাবের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

জনৈক বাদশাহ একজন বুযুর্গকে বলিল, আমাকে অসিয়ত করুন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, বেহেশত সদাচারীদের জন্য। যথাসম্ভব তুমি মন্দ কর্ম হইতে সংযত থাক। আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) ফরমাইয়াছেন—বেহেশত অনুগত বান্দাদের জন্য; যদিও সে একজন নিগ্রো ক্রীতদাসই হউক না কেন। দোযখ হইল পাপাচারী গুনাহগারদের জন্য; যদিও সে কুরাইশ বংশের কোন বাদশাহই হউক না কেন, দোযখে প্রবেশ করাও মুসীবত। আমি জানি না যে, এতদুভয় মুসীবতের মধ্যে কোনটা অপেক্ষাকৃত বড়।

জনৈক বুযুর্গ বলিলেন, দুনিয়া হইল ব্যস্ততার স্থান আর আখিরাত হইল সেই ব্যস্ততার পরিণাম ও অবস্থার স্থান। তুমি তো তাহা হইলে ব্যস্ততাসমূহ ও বিভীষিকাময় অবস্থার মধ্যখানে আছ, তোমার স্থান বেহেশতে হইবে নাকি দোযখে উহার নিশ্চয়তা নাই।

কথিত আছে, খাজা ইবরাহীম আদহাম (রহঃ) যেইদিন রাজত্ব ত্যাগ করিয়া নিঃস্ব ও ফকির হইয়াছিলেন এবং অনবরত সফর অবলম্বন করিয়াছেন—তখন তাহার একটি সন্তান মায়ের গর্ভে ছিল। যখন সে জন্মগ্রহণ করিল এবং বড় হইল, তখন এক বৎসর হজ্জব্রত আদায়ের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় আগমন করিল, তখন খাজা ইবরাহীম তাহাকে দেখামাত্র চিনিতে পারিয়াছে। তিনি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন ও ক্রন্দন করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর বাহুযুগল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর ছেলেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেশে ফিরিয়া যাও এবং তোমার মাকে আমার সালাম বলিও। সাহেবজাদা ইবরাহীম আদহামকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওহে আব্বাজান! আমি যখন হইতে সাবালক তথা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি তখন হইতে আপনার সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি যাহাতে আপনার সেবা করিতে পারি। আজ যখন আমি আপনার সাক্ষাত পাইয়াছি; সুতরাং আমি আপনাকে কিভাবে ত্যাগ করিতে পারি। তখন খাজা ইবরাহীম বলিলেন, বৎস! তুমি এই অবস্থাটা সহ্য করিতে

পারিবে না, আমি তো একজন ভবঘুরে মানুষ। যাও তুমি তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়া যাও। পুত্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, কাল কিয়ামতের দিন অত্যধিক ভীড় হইবে, তখন আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করিব? তিনি বলিলেন, পুলসিরাতের নিকটে। পুত্র বলিলেন, যদি সেইখানে না পাই, তাহা হইলে কোথায় তালাশ করিব? তিনি বলিলেন, মীযানের নিকট। তখন সাহেবজাদা বলিলেন, ওহে আব্বাজান! তুলাদণ্ডের এক পাল্লা হইতে অন্য পাল্লার মাঝে ব্যবধান হইবে পাঁচশত বৎসরের পথ, আপনাকে মীযানের কোন পাল্লার নিকট তালাশ করিব? তিনি উত্তরে বলিলেন, গুনাহ ও বদির পাল্লার নিকট। অতঃপর পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, ওহে আমার পিতা! ওইখানে যদি আপনাকে পাওয়া না যায় তাহা হইলে? তিনি বলিলেন, হাশরের মাঠে বিচারের আসনের সম্মুখে। পুত্র বলিল, ওহে বাবা আমার! সেখানেও তো দুইটা সারি থাকিবে; একটি পাপাচারী দলের দ্বিতীয়টা নেককারদের সারি, আপনাকে কোন সারিতে সন্ধান করিব? তিনি বলিলেন, গুনাহগারদের সারিতে। অতঃপর পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, ওহে আমার পিতা! ওখানে যদি আপনাকে পাওয়া না যায় তাহা হইলে? তিনি উত্তরে বলিলেন, দোযখের ফটকে গিয়া রক্ষী ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, গুনাহগার ইবরাহীমকে কি দোযখে নিক্ষেপ করা হইয়াছে? পুত্র বলিলেন, যদি সেইখানেও পাওয়া না যায়? তিনি বলিলেন, তখন আমাকে বেহেশতে তালাশ করিতে পারিবে। কারণ পথ তো দুইটাই, বেহেশত ও দোযখ। যখন দোযখে হইব না তখন আল্লাহ চাহেত বেহেশতে অবস্থান করিব।

জনৈক বুযুর্গ এক বন্ধুকে লেখিয়াছে, ওহে ভ্রাতা! কার্য অতি কঠিন এবং পথও অতি দীর্ঘ। সুতরাং উদাসীন থাকিবে না; জানা নাই যে, এই পৃথিবীতে আপনার বিদায় ঈমানের সহিত হইবে নাকি কুফরীর সহিত? ইখলাসের সহিত নাকি নিফাকের সহিত? সুন্নতের আনুগত্যে নাকি বিদয়াতে নিমজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে, ইবাদতের সহিত নাকি নাফরমানীর সহিত, মৃত্যু নেককার ও মুত্তাকিদের সহিত হইবে নাকি ফাসিক ও বদকারদের মতাদর্শের উপর? এতদসত্ত্বেও এইকথা জানা নাই যে, মহান আল্লাহকে নিজের উপর সন্তুষ্ট পাইবে না অসন্তুষ্ট। মালাকুল মউত তথা মৃত্যুদূত প্রাণটা কিভাবে বাহির করিবে। দয়া ও কোমলতার সহিত নাকি কঠোরতা ও ক্রোধের সহিত? এবং ইহাও জানে নাই যে, কবরের মধ্যে মুনকার-নাকিরের সহিত কি অবস্থা হইবে? তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব কি না। এই কথাও জানা নাই যে, বেহেশতের মধ্যে পয়গম্বর, সিদ্দীকীন, শহীদ ও নেককারদের সহিত প্রেরণ করিবে নাকি কাফির, ইবলিস, শয়তান ও মুনাফিকদের সহিত জাহান্নামে।

জনৈক বুযুর্গ রাত্র দিন কেবল ক্রন্দন করিতে থাকিত। লোকেরা একদা জিজ্ঞাসা করিল হুযূর! এই পরিমাণ ক্রন্দন করিতেছেন কেন? তিনি হযরত কাব আহবার

হইতে আমার নিকট এই রেওয়ায়াতটি পৌঁছাইয়াছে যে, এমন কোন দিন অতিক্রম করে না যেদিন অন্তত পাঁচবার কবর এই আহবান না করে যে, ওহে আদম সন্তান! আমার পৃষ্ঠদেশে তোমরা বেশ আনন্দে আছ, আমার ভিতরে আগমন করিলেই বড় অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। ওহে আদম সন্তান! আমার পৃষ্ঠদেশে অবাধে পাপাচার করিয়া যাইতেছ, আমার পেটের মধ্যে আসিয়া আযাবের কষ্ট ভোগ করিবে। ওহে আদম সন্তান! আমার পৃষ্ঠদেশে তোমরা নানান খাদ্য আহার করিতেছ, আমার মধ্যে আসিলে এখানকার পোকামাকড় তোমাদেরকে ভক্ষণ করিবে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত আটানব্বই মাকতুব

জান্নাত ও জান্নাতী, স্বর্গীয় অপ্সরী, অপরূপা রমণী ও বেহেশতের খাদ্য ও পানীয়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতের দেওয়াল স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে। বেহেশতের সিমেন্ট হইল জাফরানের ও বেহেশতের বালু হইল মেশকের। প্রথম যেই দল বেহেশতে প্রবেশ করিবে, তাহাদের মুখমণ্ডল চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে, পানাহার ও সঙ্গমের ক্ষেত্রে একজন মানুষের একশত পুরুষের শক্তি থাকিবে। মুখের লালা নাকের পানি, মানুষের জৈবিক প্রয়োজন তথা মল-মূত্র ত্যাগ এই সবের প্রয়োজন হইবে না। তাহাদের দেহ হইতে এমন ঘাম নির্গত হইবে যাহার সুগন্ধি মেশকের ন্যায় হইবে। সেই সুগন্ধি তাহাদিগকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করিয়া দিবে। যত ইচ্ছা ও যেই বস্তু চাহিবে উহাই আহার ও পান করিবে। বেহেশতের সকল মুমিন হযরত আদম (আঃ)-এর দৈহিক গঠনে হইবে। ৩০ গজ দৈর্ঘ্য ও ৭ গজ প্রস্থ হইবে। বয়স হইবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় অর্থাৎ তেত্রিশ বৎসরের যুবক কখনো বৃদ্ধ হইবে না। সৌন্দর্য ও রূপ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর। তাহাদের কণ্ঠস্বর হইবে হযরত দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় এবং অনুপম চরিত্র ও নান্দনিক গুণাবলিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ন্যায় হইবে।

বর্ণিত আছে, বেহেশতের রমণীগণ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা হইতে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। কফ, থুক, শ্লেষ্মা, মল-মূত্র, বীর্যের তরলতা ইহার কোনটাই তাহাদের মধ্যে থাকিবে না। পরন্তু তাহারা যাবতীয় মন্দ অভ্যাস ও ঘৃণিত স্বভাব হইতে নিষ্কলুষ হইবে। যেমন—হিংসা, ঈর্ষা, কার্পণ্য ও এই জাতীয় অন্যান্য মন্দ অভ্যাস। সর্ব প্রকারের রোগ ব্যাধি যেমন—জ্বর, ব্যথা, সর্দি, কাশি, শ্বেতপ্রদর এবং এই জাতীয় অন্যান্য ব্যাধিও তাহাদের মধ্যে থাকিবে না। উল্লেখ্য, এই পৃথিবীর রমণীদেরকে জমাট বাঁধা রক্ত ও বীর্য হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর বেহেশতের অপ্সরীদেরকে আল্লাহ তায়ালা জাফরান ও মেশক দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা আবার আবে হায়াত দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে। ফলে তাহারা স্বীয় রূপ, সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতায় এতটাই উৎকর্ষিত যে, তাহাদের অস্থির মগজ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবে এইরূপ যেইরূপ মুক্তার মাঝে ঢাকা গোচরীভূত হয়।

বেহেশতের রমণীগণ স্বীয় পত্নিদের সহিত এত সৌন্দর্য, রূপলাবণ্য, পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার মধ্যে হইবে যেমনভাবে নারীদের হৃদয় পুরুষদের জন্য হইয়া থাকে, পুরুষদের হৃদয় তাহার স্ত্রীদের জন্য আয়না স্বরূপ হইবে। সীমাহীন স্বচ্ছতা ও

সূক্ষ্মতার দরুন দুনিয়ার রমণীগণও বেহেশতের অধিক লাবণ্যময়ী ও রূপসী হইবে। কারণ জান্নাতের অপ্সরীদের উপর পৃথিবীর রমণীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত, কারণ পৃথিবীর রমণীগণ এই জগতের বিভিন্ন মুসীবত ও দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করিয়াছে। পৃথিবীর রমণীদের বিপরীতে জান্নাতের অপ্সরীগণ তদ্রূপ হইবে, যেমন আজ জান্নাতের হুরদের বিপরীতে দুনিয়ার নারীগণ। রূপ ও সৌন্দর্যে তাহারা ইয়াকুত ও মঙ্গা পাথরের ন্যায় হইবে, তাহাদের মুখমণ্ডল বেহেশতের পোশাকের ভিতর হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে। দর্পণ হইতেও অধিক স্বচ্ছ। সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের যেই মুক্তাটি হুরের পোশাক হইবে উহার জ্যোতি ও আলোকরশ্মিতে পূর্ব হইতে পশ্চিম তথা গোটা পৃথিবী আলোকিত হইয়া যাইবে। প্রতিটি হুরের শরীরে সত্তরটি করিয়া পোশাক থাকিবে। তাহাদের সেই পোশাক মসৃণতা ও পরিচ্ছন্নতায় এমন হইবে যে, তাহাদের নলার মজ্জা তাহাদের পোশাকের ভিতর হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে। যদি সেই অপ্সরী তাহার একটি আঙ্গুল দুনিয়ার দিকে তাক করে, তাহা হইলে গোটা জগত আলোকিত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ, তাহাদের আঙ্গুলের জ্যোতিও সূর্য হইতে অধিক। যদি এই হুরগণ নিজের মুখের থুক কোন লবণাক্ত তিক্ত সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে গোটা সমুদ্রের পানি মিষ্টি হইয়া যাইবে। কখনো উহা তা আর লবণাক্ত ও তিক্ত হইতে পারিবে না। বেহেশতের এই অপ্সরীগণ তাহাদের এত রূপ ও সৌন্দর্যের পরও মুসলমান রমণীদের বিপরীতে তাহারা বেহেশতের মধ্যে বন্দিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। উহা এই কারণে যে, হুর তথা জান্নাতের অপ্সরীদের কেবল একটা সৌন্দর্য যাহা সৃষ্টিগত এবং ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন সৌন্দর্য নাই। কিন্তু পৃথিবীর রমণীদের তো দুইটা সৌন্দর্য ঃ তন্মধ্যে একটা হইল আল্লাহ প্রদত্ত আর অন্যটা হইল প্রতিদানগত অর্থাৎ, তাহাদের সদাচার ও নেক আমলের বিনিময় সংক্রান্ত। কেননা তাহারা পৃথিবীর সমূহ বিপদাপদ ও মুসীবত সহ্য করিয়াছে। অতএব কারণে পৃথিবীর রমণীগণ বেহেশতের হুরদের মাঝে মালিকায়ে জাহাঁ তথা জগত সম্রাজ্ঞী এবং জান্নাতের অপ্সরীগণ কানিয তথা বাঁদির ন্যায় হইবে।

বেহেশতের যাবতীয় ফলফলাদি দুই প্রকারের হইবে। এক প্রকার যাহা এই পৃথিবীতে দেখিয়াছে ও আহার করিয়াছে। আর দ্বিতীয় প্রকার ফল হইবে এমন যাহা ইতঃপূর্বে কখনো জান্নাতবাসী দেখে নাই, আহারও করে নাই। তবে বেহেশতের মেওয়া ও ফল পৃথিবীর মেওয়া ও ফলের ন্যায় নহে। কারণ পৃথিবীর কোন ফল সূক্ষ্ম ও মসৃণ নহে। অথচ এইখানকার প্রতিটি ফলই দানাদার, খোসা বিশিষ্ট এবং তীব্র স্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। এই ফলের কিয়দংশ ফালাইয়া দেওয়া হয়। এই ফলসমূহ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া বিস্বাদ হইয়া যায়। পৃথিবীর ফলের প্রতিটি অংশ খাবার উপযোগী নহে। পক্ষান্তরে বেহেশতের ফলের প্রতিটি

অংশ আহার করা হয়। উহার কোন অংশ ফালানো হয় না, উহা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হওয়ার দরুন নষ্ট হইয়া যায়। এই ফলসমূহ মুমিনের এতটা নিকটে হইবে যে, যদি সে দাঁড়ায় এবং সেই ফল আহার করিতে চায় তবে উহা তাহার নিকট পৌঁছাইয়া যাইবে। যদি বসা অবস্থায় অথবা বালিশে মাথা রাখিয়া শায়িত অবস্থায় কামনা করে অথবা হাতে ধারণ করিতে চাহে অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মধ্যে চলিয়া আসিতে চাহে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে অনুরূপ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি একটা ফল ছিঁড়িয়া লয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়টা সেই মুহূর্তেই তদস্থলে বিদ্যমান থাকে। কারণ বেহেশতের নেয়ামতসমূহ হইল ক্রমবর্ধনশীল, উহার মাঝে কোন কমতি নাই। আর উহা কখনো নিঃশেষ হইবে না। উল্লেখ্য যে, জান্নাতের ফলফলাদি ও মেওয়ার মধ্যে সত্তর প্রকার স্বাদ থাকিবে, বেহেশতের নেয়ামত ও ফল আহার করা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দরুন হইবে না, কারণ বেহেশতের মধ্যে কোন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থাকিবে না। বরং এইগুলি কেবল স্বাদ উপভোগ ও বিনোদনমূলক আহার করা হইবে। যেইরূপ পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টান্ন, পায়েশ ও নানারকম পানীয় কেবল স্বাদ উপভোগ ও বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

বর্ণিত আছে, বেহেশতের মধ্যে চারিটি নহর প্রবহমাণ থাকিবে। এই নহরগুলি প্রত্যেক মুমিনের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। তন্মধ্যে একটি নহর হইবে শরবতের, একটি মধুর, একটি দুধের ও সর্বশেষটি হইবে পানির। অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, নহর একটিই হইবে। যাহার মধ্য দিয়া শরবত, মধু, দুধ ও পানি এই চারিটিই প্রবাহিত হইবে। তবে একটার স্বাদ অন্যটির সহিত মিশ্রিত হইবে না। যেমন সাম্প্রতিকালে লবণাক্ত নদীর পানি ও মিঠা নদীর পানি একসঙ্গে প্রবাহিত হয়। কিন্তু একটার পানি অন্যটার সহিত মিশ্রিত হয় না।

বর্ণিত আছে, মুমিনরা বেহেশতে এমন মদ পান করিবে যাহার ঘ্রাণ কাফুরের সুগন্ধির ন্যায় হইবে। পৃথিবীর মদের ন্যায় তিক্ত এবং জ্ঞান ও বিবেককে আচ্ছন্নকারী হইবে না। সেই কাফুর মিশ্রিত মদের প্রস্রবণী জান্নাতের মধ্যে মুমিনের নির্দেশের অধীন প্রবহমাণ থাকিবে। যেইখানে ইচ্ছা সে উহাকে নিয়া যাইতে পারিবে। বেহেশতের মধ্যে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু থাকিবে না। কথিত আছে, বেহেশতের বায়ু এমন হইবে যেমন পৃথিবীতে প্রভাতের বায়ু হইয়া থাকে। না গরম না ঠাণ্ডা, না দিন না রাত। সেবক ও পরিচারক বালকদেরকে ক্ষুদ্রাকৃতিতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহারা মুমিনদের চারিদিকে উত্তম পোশাক পরিধান করতঃ প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। তাহারা দেখিতে এতটাই সুদর্শন হইবে যে, তাহাদের প্রত্যক্ষ করিলে মনের মধ্যে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হইবে যে, মুক্তা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, নওকররা পেয়ালা হাতে নিয়া ঘুড়াইতে থাকিবে। রৌপ্যের এই পেয়ালা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হইবে। এই বেহেশতী বালকেরা আহবান করিতে থাকিবে ওহে

মুমিনগণ! আপনারা প্রয়োজন অনুযায়ী পান করুন; না বেশি না কম। কারণ যদি কম পান করেন, তবে আক্ষেপ থাকিয়া যাইবে। আবার যদি চাহিদার অতিরিক্ত পান করেন তাহা হইলে কষ্টকর ও পীড়াদায়ক হইবে। একটি প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি রহিয়াছে, সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু পানীয় তো উহাই, যাহা প্রয়োজন অনুযায়ী পান করা হয়। বেহেশতের কোন পানীয়ের মধ্যে নেশা হয় না। অসারতা, মাথা ব্যথা, বুদ্ধির আচ্ছন্নতা ও দুর্গন্ধ হয় না, কেবলমাত্র আনন্দ ও খুশিই হইয়া থাকে।

বর্ণিত আছে, মুমিন একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে। ইত্যবসরে তুবা বৃক্ষের শাখা হইতে একটি পাখি তাহার সম্মুখে আসিয়া বসিবে। অতি শ্রুতিমধুর কণ্ঠে সে নিজের প্রশংসা করিবে। বলিবে, আমি সেই পাখি, বেহেশতের মধ্যে এমন কোন বৃক্ষ নাই, আমি যাহার ফল ভক্ষণ করি নাই। এমন কোন পানীয় নাই আমি যাহা পান করি নাই, জান্নাতে এমন কোন স্থান নাই যেইখানে আমি বিচরণ করি নাই। আমার স্বাদ সব স্বাদ হইতে অধিক সুস্বাদু। মুমিনের সম্মুখে এই পরিমাণ প্রশংসা করিবে যে, মুমিনের তাহাকে আহার করিবার ইচ্ছা জাগিবে। তখন তাৎক্ষণিকভাবে পাকানো অবস্থায় উহা মুমিনের দস্তরখানে পরিবেশিত হইবে—যেইরূপ মুমিনের তাহাকে খাবার ইচ্ছা হইয়াছিল। যত ইচ্ছা সেইখান হইতে আহার করিবে। অতঃপর সেই পাখিটা সৌর ঘণ্টা নহে বরং আরশের নূরের ঘণ্টা হইতে একঘণ্টার মধ্যে মহান আল্লাহর কুদরতে উড়িয়া যাইবে। আনন্দের আতিশয্যে মুখে বলিতে থাকিবে কি আনন্দ! কি আনন্দ! আমার ন্যায় কে আছে? যাহাকে আল্লাহর বন্ধু লোকমা বানাইয়াছে। নিজে এইভাবে ভক্ষিত হওয়ার কারণে অন্যান্য পাখিদের উপর গর্ব করিতে থাকিবে। অতঃপর স্বীয় স্থানে আসিয়া বসিয়া থাকিবে যেমন ইতঃপূর্বে ছিল।

তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ আছে, বেহেশত সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত। মহান আল্লাহর আরশের নীচে এবং আরশ হইল বেহেশতের ছাদ, জান্নাতের সর্বত্র কেবল ছায়া আর ছায়া, কোথাও তাপ নাই। যেমন পৃথিবীতে কোথাও ছায়া আবার কোথাও সূর্যতাপ।

বর্ণিত আছে, বেহেশতের মধ্যের সকল রমণী যুবতী ও কুমারী হইবে। যেমন এই মর্মে বর্ণিত আছে, জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর হুজরা শরীফে আগমন করিয়াছে, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাকে দেখিয়া ইরশাদ করিলেন, বৃদ্ধা মহিলারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। এই কথা শ্রবণ করত সেই অবলা মহিলা ক্রন্দন করিতে লাগিল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাহাকে মর্মাহত করিলেন। তদুত্তরে রাসূল (সাঃ) বলিলেন, হে আয়েশা! তুমি কি শ্রবণ করি নাই যে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ সকলকে যুবতী ও কুমারী বানাইয়া দিবেন, তাহা হইলে সে বৃদ্ধা থাকিল কোথায়? তখন

সেই বৃদ্ধা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়া গেলেন। এইটা মহানবী (সাঃ)-এর একটি কৌতুক যাহা তিনি জীবনে করিয়াছেন।

বেহেশতবাসীদের প্রতিদান তাহাদের নেকির মহা বিনিময়, যেমন কোন ব্যক্তি যদি উহার গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলেও বর্ণনা করিতে পারিবে না। সেই গুণসমূহের মধ্যে অন্যতম হইল 'মালাকে কবীর'। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, মালাকে কবীর কী? প্রত্যুত্তরে ইরশাদ হইল—যখন ফেরেশতারা মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হাদিয়া ও উপঢৌকনসহ মুমিনের নিকট আগমন করিবে—প্রত্যহ সত্তরবার এমনভাবে যে, প্রত্যেক মুমিনের জন্য সত্তর স্থানে দপ্তর হইবে এবং সেই ফেরেশতা (মালাকে কবীর) প্রত্যেক দপ্তর হইতে অনুমতি প্রাপ্তির পর মুমিনের নিকট পৌঁছাইবে। কোন মূলক (রাজত্ব) সেই রাজত্ব হইতে বিশাল হইবে যেখানে ফেরেশতারা মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হাদিয়া ও উপঢৌকন সহকারে সত্তর স্থান হইতে অনুমতি লাভ করিবার পর বান্দার নিকট পৌঁছাইবে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

দুইশত নিরানব্বই মাকতুব

মহান আল্লাহর সাক্ষাত লাভ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

ওহে ভ্রাতা! জানিয়া রাখ, কিয়ামতের দিন সকল মুমিন বেহেশতে প্রবেশ করিবার পর মহান আল্লাহকে নিরাকার ও উপমাবিহীন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিবে যেইরূপ তাহারা পৃথিবীতে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে। তাঁহার পরিচয় ও মারেফত লাভ করিয়াছে ও তাঁহার এই আকারহীনতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, পৃথিবীতে চর্মচক্ষু নাকি অন্তর কোনটা দ্বারা দীদার শুদ্ধ আছে কিংবা নাই?

اَجۡمَعُوۡا عَلٰى اَنَّهٗ لَا يُرٰى فِى الدُّنۡيَا بِالۡاَبۡصَارِ

"ইহার উপর সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে চর্মচক্ষু দ্বারা তাহার দীদার সম্ভব নহে।" وَلَا بِالۡقُلُوۡبِ "এবং অন্তর দ্বারাও নহে" কিন্তু বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ হইতে দীদার শুদ্ধ ও সম্ভব। এই ব্যাপারে মহান আল্লাহই সম্যক অবগত আছেন। এই আলোচনার সারসংক্ষেপ হইল এই যে, আল্লাহ তায়ালার দীদার চর্ম চক্ষু দ্বারা এই পৃথিবীতে দর্শন সম্ভব নহে। এই কথাটা তাগিদ সহকারে এইজন্যেই বলা হইয়াছে যে, কিছু মানুষ এমনও আছে যাহারা ইহাকে জায়েয ও সম্ভব মনে করে। তাহারা বলে, বান্দা এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ্য চক্ষু এবং অন্তর দ্বারাও। তবে এইরূপ বিশ্বাসধারী লোকদের ব্যাপারে সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, এই দলের সকল সদস্য পথভ্রষ্ট, বিদয়াতী ও মিথ্যাবাদী। কিন্তু এই অর্থে যে, অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, তিনি আছেন এবং যখন একজন বান্দার ব্যাপারে অপর বান্দার এই বিশ্বাস বৈধ, তবে ইহা যেন এমনি হইল যে, দীদার সম্ভব। এই বক্তব্যটা শারহে তায়াররুফ নামক গ্রন্থের। কোন কোন মূর্খও এইরূপ মন্তব্যও করিয়া থাকে যে, রাব্বুল আলামীনের দীদার পৃথিবীতে অসম্ভব। কিয়ামতে সম্ভব এবং বেহেশতে অপরিহার্য। তবে এই অভিমত নিতান্তই ভুল। কারণ যেই বস্তু মহান আল্লাহর গুণে অসম্ভব। উহা সব সময় সর্বত্র এবং সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও অসম্ভব। সুতরাং মহান আল্লাহর দীদারের ক্ষেত্রে কখনো অসম্ভব, সম্ভব ও বৈধ বলা উচিত নহে। মহান আল্লাহর গুণের মধ্যে তুমি যেই বস্তুটা সপ্রমাণ করিয়াছ উহা আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সপ্রমাণ থাকিবে না। যদি আপনি এইরূপ মন্তব্য করেন, তাহা হইলে আপনি আল্লাহর বিমূর্ত গুণাবলির মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন

করিলেন, আর বিকৃতি ও পরিবর্তন হইল মাখলুকের সিফতের নিদর্শন। যাহা মহান আল্লাহর সিফতসমূহে কখনোই শোভা পায় না। পরন্তু এই পথভ্রষ্ট দলেরা আরো বলে, বেহেশতীরা আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দীদার হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁধাপ্রাপ্ত হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন পাপাচারীও দোযখে থাকিবে। তাহারা আরো মন্তব্য করেন যে, দীদারের অঙ্গীকার আমলের সহিত সম্পৃক্ত নহে বরং ইহা কেবল মহান আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এইকথা সর্বজন বিদিত যে, যদি দীদার মহান আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীর থাকে তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সকলেই এক সমান হইবে ও এক সঙ্গে দীদার লাভ করিবে। ইহা তাহাদের ভ্রান্ত আকিদা, ইহা কখনোই জায়েয হইতে পারে না। যে কোন নেককার বান্দা কোন গুনাহগারের কারণে যথাসময় আল্লাহর দীদার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। যদি কোন পাপাচারী ও গুনাহগারের এতটা ভূমিকা থাকিত যে, তাহার কারণে সকল নবী-রাসূল ও দীদার হইতে বাধাপ্রাপ্ত ও বঞ্চিত থাকিবে। তাহা হইলে তাহারা তদাপেক্ষা অধিক শ্রেয় হইত যে, সে কিয়ামতের জটিলতা ও আযাব হইতে নিজেকে উদ্ধার করিত, সুসংহত রাখিত। هٰذَا لَا يَجُوْزُ فِى الْحِكْمَةِ "ইহা তাহার হিকমত ও প্রজ্ঞার অনুকূল নহে যে, গুনাহ ও পাপ একজন করিবে ও উহার শাস্তি হইবে অন্য জনার" এবং যে বলা হইয়াছে, দীদারের প্রতিশ্রুতি আমলের সহিত সম্পর্কিত নহে ইহাও ভুল, আপনি কি এইটা লক্ষ্য করেন নাই যে, মহান আল্লাহ ফরমাইয়াছেন,

اَلَّذِيْنَ اَحْسَنَ الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ -

"যাহারা সদাচার ও নেক কাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য উত্তম পুরস্কার ও উহার সহিত অতিরিক্ত" এইখানে যিয়াদত বলিতে ইহসান, ঈমান ও আমলকে বুঝানো হইয়াছে, হুসনা হইল বেহেশতের একটি নাম, যিয়াদত হইল মহান আল্লাহর দীদার। দ্বিতীয় দলিল হইল, মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا -

"যাহার তাহার প্রতিপালকের দীদারের আকাঙ্ক্ষা রহি ছ সে যেন নেক আমল করে" আমলের আধিক্যের কারণে দীদারের মধ্যে পার্থক্য হইতে পারে। সাধারণ মুমিনরা এক সপ্তাহ হইতে অন্য সপ্তাহের মেয়াদকালের মধ্যে দীদার লাভ করিবে। তাফসীর ইমাম জাহেদে এইকথা বর্ণিত আছে, যখন মুমিনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর দীদার এই জগতের জন্য প্রমাণিত হইবে। তাহা হইলে জানিয়া রাখা উচিত, বেহেশতবাসী যখন দীদার পর্যন্ত পৌছাইবে উহার পরে বেহেশতের অন্যান্য নেয়ামতের সহিত ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। এইখানে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, দীদার কিংবা মহান আল্লাহর দর্শনের ন্যায় সর্বাপেক্ষা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত

লাভের পর বেহেশতের অন্যান্য নেয়ামতের মধ্যে মনোনিবেশ করা অবনতি তথা উচ্চতর নেয়ামত হইতে নিম্নমানের নেয়ামতের দিকে ধাবিত হওয়া। যাহা নিশ্চিত ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা বলিয়া বিবেচিত। ইহা সর্বজন বিদিত যে, বেহেশতের নেয়ামতের মধ্যে কোনরূপ ঘাটতি ও হ্রাস বৈধ নহে। সুতরাং যেই বস্তু বেহেশতের অন্যান্য নেয়ামত হইতে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠতর তাহার মধ্যে তো ঘাটতি হইতেই পারে না। এই প্রশ্নটা নিতান্ত জটিল ও প্রণিধানযোগ্য। তদুপরি ইহার একটি উত্তর ও সুষ্ঠু সমাধান হওয়া উচিত। বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে মহান আল্লাহ তায়ালার দীদার সম্পর্কে একদা প্রশ্ন করা হইলে তিনি ইরশাদ করেন,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلٰى رَبِّهٖ فِىْ شَهْرٍ مَرَّةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلٰى رَبِّهٖ بُكْرَةً وَعَشِيًّا -

"তাহাদের মধ্যে কেহ প্রত্যেক মাসে একবার স্বীয় প্রতিপালককে দর্শন করিবে আবার কেহ সকাল ও সন্ধ্যায় দুইবার তাহার প্রতিপালকের দীদার লাভ করিবে।" দীদারের এই পার্থক্যটা পূর্ণতার পার্থক্যের আলোকে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় পূর্ণতার পরিমাণ অনুযায়ী তাজাল্লীর বোঝা বহন করিতে পারিবে। অতএব বুঝা গেল দর্শনার্থীদের পূর্ণতার পরিমাণ অনুযাযী তাজাল্লী হইয়া থাকে। যদি তাহাদের পূর্ণতার আধিক্যের কারণে তাজাল্লী হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই তাজাল্লী বোঝা বহন করিতে পারিবে না। কারণ—

فَاِنَّ بِظُهُوْرِ الْحَقِّ بِنُوْرِ الْخَلْقِ سُبْحَانَ اللّٰهِ -

"আল্লাহ তায়ালার আত্মপ্রকাশের দরুন সমগ্র মাখলুক আলোকিত হইয়া যাইবে, সুবহানাল্লাহ" পর্বতমালা যাহা জড়জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সুদৃঢ়, অনড় ও স্থির সৃষ্টি, এতদসত্ত্বেও উহা কেবল একটি তাজাল্লীর দরুন খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে মানুষ তাহার এই সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্রাকায় আকৃতির সহিত তাজাল্লীর ঐ ভার কিভাবে উত্তোলন করিতে পারিবে? সুতরাং বুঝা গেল, তাজাল্লীর সেই ভার ও বোঝা স্বীয় পূর্ণতার পরিমাণ অনুযায়ী উত্তোলন করিবে। অতএব ইহা কোন ঘাটতি কিংবা ত্রুটি নহে, বরং ইহাই হইল হিকমতের দাবী এবং সাম্প্রতিককালে পৃথিবীতে আহলে তাসাওউফ তথা আধ্যাত্ম সাধকের ক্ষেত্রে বিধানও উহার উপর ভিত্তি করিয়াই প্রয়োগ করা হয়। কারণ, তাজাল্লী, মুশাহাদা ও ইনকিশাফাত মানুষের পূর্ণতা ও তাহার শক্তির পরিমাণ অনুযায়ী তাহার উপর প্রকাশিত হয়। যদি তাহার পূর্ণতা ও শক্তি হইতে অধিক তাজাল্লী প্রকাশিত হয় তাহা হইলে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

اِذِ الْخَلْقُ لَا بَقَاءَ لَهُمْ مَعَ وُجُوْدِ الْحَقِّ -

"যখন মহান আল্লাহ উদ্ভাসিত হইবে তখন সৃষ্টিকুলের কি কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে।" দ্বিতীয়তঃ মহান আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ, এইটা মহান আল্লাহর নিছক অনুগ্রহ মাত্র, উহা কোন আমলের বিনিময় নহে। অনুগ্রহকারী কিংবা দাতা তাহার দানের ক্ষেত্রে স্বাধীন, তিনি যথেচ্ছা দান করিতে পারেন, তাহার উপর কাহারো আপত্তি চলে না। যাহা ইচ্ছা করেন যেভাবে ইচ্ছা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন দান করেন। এইখানে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি কিংবা কম ও বেশির প্রশ্ন নাই। এইখানে কেবল অনুগ্রহকারী দাতার ইচ্ছাই কার্যকর।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

তিনশত মাকতুব

রুহ বা আত্মার বিবরণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! তুমি জানিয়া রাখ! রূহ কিংবা হাকীকত ও প্রকৃতির বর্ণনা ও তাহার ধরন ও গঠন সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় নাই। তবে বিস্তারিতভাবে উহার বিশ্লেষণ করাও নিষিদ্ধ। কিন্তু আহলে তাসাউফ তথা আধ্যাত্ম মনীষীগণ এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন।

ওহে ভ্রাতা! রুহ হইল সরাসরি মহান আল্লাহর প্রতিনিধি। যখন সে তাজাল্লী উদ্ভাসিত হয়, তখন সে প্রতিনিধিত্বের দাবীতে আনাল হকের দাবী শুরু করিয়া দেয়, গোটা বস্তু জগতকে স্বীয় খেলাফতের সিংহাসনের সামনে সাজদাবনত দেখিতে পায়। প্রবঞ্চিত হয়, মনে করে ইহাই মহান আল্লাহ। এই হাদীসটির আলোকে,

اِذَا تَجَلَّى اللهُ بِشَيْءٍ خَضَعَ لَهُ كُلِّ شَيْءٍ۔

"যখন কোন বস্তুর উপর আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লীর নিপতিত হয়, তখন সব বস্তুই নিশ্চিহ্ন ও অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে।" তখন সে বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিয়া উঠে—

هَا اَنَا اَمْ اَنْتَ هٰذَا الاَّ اِلٰهَيْنِ * حَا شَاكَ حَا شَاكَ عَنْ اِثْبَاتِ اِثْنَيْنِ

فَاَيْنَ ذَاتُكَ حَيْثُ كُنْتُ اَرٰى * فَقَدْ تَبَيَّنَ ذَاتِى حَيْثُ اِلٰى اَيْنَ

"হয়ত আমি থাকিব, না হয় তুমি, দুইজন উপাস্য হইতে পারে না। তোমার শপথ। তোমার শপথ! দুইটা উপাস্য স্বীকার করা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, তোমার সত্তা কখনোই তেমন নহে, যেমন আমি মনে করিয়াছি, আমি আমার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে অবগত আছি যে, আমি কোথায় আছি।"

ইহা এমন একটি ঘাঁটি যে, এই পথের অসংখ্য পথিক সমূহ ঘাঁটি অতিক্রম করিবার পর এই ঘাঁটিতে আসিয়া মার খাইয়াছে, প্রাণ হারাইয়াছে। যেমনভাবে বলা হইয়াছে—

افگندہ دلم رخت بمنزل گاہے   کا بخا نبر و بصد دلیل آں راہے

چوں من دو ہزار عاشق اندر ما ہے   می کشتہ شود کہ برنیایدآ ہے

"আমার ভগ্ন হৃদয় ছুটিয়া চলিয়াছে অভিষ্ট লক্ষ্য পানে, ঐ পথের শত দলিলের কারণে সেইখানে পৌছাইতে পারে নাই। আমার ন্যায় হাজার হাজার প্রেমিক আমাদের মধ্যে রহিয়াছে যাহারা এই আবর্তে প্রাণ হারাইয়াছে, পুনরায় তাহাদের একজনও প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে নাই।"

এই বাণীটা নিম্নোক্ত কথার সমার্থক যে, আল্লাহর এই পথে সর্বশেষে ফিতনা এই তাজাল্লীর মধ্যে নিহিত। যদি এই তাজাল্লী এই পথের পথিকদের স্বীয় প্রেম পাগল বানাইয়া নেয়, তাহা হইল যে মহান আললাহ হইতে বিরত ও বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার পথ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। যদি مَا زَاغَ الْبَصَرُ "দৃষ্টি ভ্রম হয় নাই"-এর গুণে গুণান্বিত হইতে পারে, তবে তো বীরত্বের সহিত এই ফিতনা অতিক্রম করিয়া যাইবে, কোন কামিল মনীষীর অমূল্য ছায়াতলে আশ্রয় নিবে তবেই তো কাজ হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছাইবে এবং ইহাই আহলে বসীরত তথা বিচক্ষণ মনীষীদের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে যে, কেরামতের আশেক কে ও আশেকে মুকাররম তথা সম্মানিত আশেক কে? কে নেয়ামতের অন্বেষী আর কে নেয়ামতদাতার অন্বেষণকারী?

যেমন কবি বলিয়াছেন—

ما دیبا دانیم و برد رازی دانیم   ما عشق حقیقی ز مجازی دانیم

"আমি রেমশী কাপড়ও চিনি এবং বাজির চাদরও। আমার ভালো করিয়া জানা আছে যে, মাজাযী ইশক হইতে হাকীকী ইশক কিভাবে অর্জন করা যায়।"

ওহে ভ্রাতা! রুহ কিংবা আত্মার বিষয়টা যদিও সৃষ্টি তথা মাখলুক, তদুপরি উহা অন্যান্য মাখলুকের ন্যায় নহে। জনৈক বুযুর্গের নিকট কেহ কেহ রুহ কিংবা আত্মার কথা আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ মহান।

نیست بالائے تو مخلوقے دگر   نیست بیردن تو معشوقے دگر

چوں بردنی نور عقل و معرفت   نه تو درشرح آئی و نه درصفت

ہر چه در توحید مطلق آمده است   ایں ہمه نور محقق آمده است

"তোমার উপরে কোন সৃষ্টি নাই, তোমার বাহিরে কোন প্রেমাস্পদ নাই। যেহেতু তুমি বিবেক-বুদ্ধি ও মারেফতের অতীত। সেই কারণে না তোমার কোন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা যায়। আর না তোমার গুণকীর্তন করা যায়। শর্তহীন তাওহীদ তথা মহা একত্ববাদের মধ্যে যাহা কিছু বিদ্যমান উহা সব তোমার মধ্যে নিহিত।

উস্তাদ আবূ আলী দাকাক (রহঃ) ফরমাইয়াছেন—

شہر وطن ماز نشاں بیر و نست   یعنی ہر ہر به مثل زنی ازاں بیر دنست

ایں را ز نہفته از نہاں بیر ونست   یعنی که خدا از دو جہاں بیر ونست

"আমাদের মাতৃভূমির আবাদীর কোন চিহ্ন নাই। যেই বস্তুর উদাহরণ দিবেন উহা ঐরূপ নহে। ইহা হইল এক গোপন রহস্য, প্রকাশিত নহে অর্থাৎ, মহান আল্লাহ উভয় জগত হইতে বাহিরে নহেন।"

জনৈক মনীষী বলিয়াছেন,

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاَرْوَاحَ مِنْ نُوْرِ الْبَهَا وَلَوْ لَا اَنْ سَتَرَهُ بِنُوْرِ وَجْهِهٖ يَسْجُدُ لَهَا

كُلُّ مَلَاكٍ يَرَاهَا اَنَا مِنَ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّىْ -

"আত্মাসমূহকে মহান আল্লাহ স্বীয় বিশেষ নূর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর স্বীয় বিশেষ নূরের পর্দা আবৃত না করিলে যেইখানেই ফেরেশতারা আত্মাকে দেখিত সাথে সাথে সাজদাবনত হইয়া যাইত যে, আমি মহান আল্লাহ হইতে এবং মুমিনরা আমা হইতে" এবং

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ -

"নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ আদমকে স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন" ইহার ইঙ্গিত সেই দিকে, সেই বক্তার বক্তব্য অনুযায়ী। এই মর্মে আরো কথিত আছে,

حِكَايَةٌ عَنِ اللّٰهِ اَنْتَ لَا اَنَا وَلَا غَيْرِىْ -

"মহান আল্লাহ হইতে ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে তুমি আমার মূল সত্তাও নহ আর নহ তুমি আমার বিপরীত" এই গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য অত্যন্ত গভীর বুদ্ধির প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহা সেই স্থানের কথা যাহা কোন বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একদিন আমি তাহাকে তালাশ করিতেছিলাম তখন কেবল নিজেকেই চাহিতাম, এখন পুনরায় নিজেকে অনুসন্ধান করিতেছি এবং তাহাকে পাইতেছি।

گذشت آنکه از بوئے تو مستم اے صبا اکنوں

خراہم ہم ببوئے خود که ازمن می زند بویش

"ওহে প্রেয়সী! আমি তোমার সেই সুরভীতে মাতোয়ারা, যাহা সবেমাত্র এইখান দিয়া অতিক্রম করিয়াছে, এবং স্বীয় সুগন্ধি হইতেও আমি অধিক মন্দ, কারণ আমার মধ্য হইতে তাহার দুর্গন্ধ আসিতেছে।"

জনৈক মনীষী বলিয়াছেন, আমি আয়না। তাহা হইলে আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হই, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে আয়না কে? উহার মধ্যেই তোমার জন্ম। সুতরাং তুমি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহ, আমার সাথেই আছ। খাজা আবু সায়ীদ আবুল খায়ের এই অর্থেই নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় আবৃত্তি করিয়াছেন—

اے در بغا جان قدسی کز ہمه پوشیده است

بس که دیده است روئے او چوں نام او نشنیده است

ہر که بیند حسن او اندر زباں کافر شود

اے در بغا کیں شریعت گفت ما ببریده است

"আক্ষেপ সেই পবিত্র প্রাণ! যাহা সকল হইতে গোপন। তাহার পবিত্র ও নির্মল

মুখচ্ছবি কে দর্শন করিয়াছে, যখন তাহার নামও কেহ শ্রবণ করে নাই। তাহার সৌন্দর্য মাধুরী যে দর্শন করিবে তাৎক্ষণিক সে কাফির হইয়া যাইবে। আক্ষেপ এই শরীয়ত যাহা আমাদের দাবী ও বুলি ছিল উহাও নিঃশেষ হইয়া গেল।"

অবশেষে আইনুল কুজাত (রহঃ) বলেন, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ "বলে দিন রুহ বা আত্মা মহান আল্লাহর একটি নির্দেশমাত্র।" কিন্তু এই পূর্ণ ব্যাখ্যাটাই আহলে মারেফতের জন্য প্রযোজ্য, আমাদের ন্যায় নপুংসকদের জন্য এখানে কোন পথ নাই।

ওহে স্নেহাস্পদ! যখন নির্দেশদাতাই শাসক হন এবং প্রকাশকারী ও সৃষ্টিকর্তা হন সকল বস্তু ও মাখলুকের। আত্মা সম্পূর্ণরূপে নির্দেশদাতা ও শাসনকর্তা হইল তাহা হইলে সে নির্দেশদাতা হইবে না নির্দেশিত কর্তা হইবে না কর্ম পরাক্রমশালী হইবে, না পরাভূত? বলা হইয়া থাকে শরীয়তের বেড়ি উন্মাদনার মধ্যে সংযুক্ত, যদি এই বেড়ি ও শৃংখল না থাকিত, তাহা হইলে লেখিত ও বলিত যে, রুহ কিংবা আত্মা কি। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা স্বাধীনতা দান করেন নাই যে, আত্মা কিংবা রুহ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা যাইবে, اِنَّ اللّٰهَ غَيُّوْرٌ "অনন্তর মহান আল্লাহ অতিশয় আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন।" সেই কারণে রুহ তথা আত্মার বিশ্লেষণ করা আত্মমর্যাদাবোধের উপর ভিত্তি করিয়া হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

اے دریغا جان قدسی در درون دوجہاں
کس ندید انش عیاں و کس ندا نستش نشاں
گر کسے گوید کہ دیدم در مکان لا مکان
بر درخت غیرت او آویختہ شد پیش ازاں

"আক্ষেপ! ঐ পবিত্র আত্মাকে উভয় জগতে কেহই সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয় নাই। আর না কেহ তাহার নিদর্শন ও ঠিকানা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কেহ বলে যে, সেই আয়াতনবিহীনকে আয়তন ও স্থানের মধ্যে দেখিতেছি। তবে এই কথা বলিবার পূর্বে তাহাকে আত্মমর্যাদাবোধের বৃক্ষের উপর ফাঁসি দেওয়া হইবে।"

ওহে ভ্রাতা! كُنْتُ كَنْزًا مُخْفِيًّا "আমি ছিলাম একটি গুপ্ত ধনাগার"-এর মারেফতে مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ "যেই ব্যক্তি নিজের পরিচয় লাভ করিয়াছে সে তো তাহার প্রতিপালকের মারেফত লাভ করিয়াছে" ইহার উপর লাভ হইয়াছে। আরবাবে বাসীরত তথা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের নিকট ব্যাপারটা উহ্য নহে।

যেমন জনৈক প্রিয়ভাজন বলিয়াছেন—

چوں تو اں از خلق مستوری شدن بس بر ملا

مشعله در دست و مشك اندر گر یباں دا شتن

"সৃষ্টি ও সমাজ হইতে তোমার এই আত্মগোপন কেমন হইল? যখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাতে মশাল এবং স্কন্ধে মশক বহন করিয়া রাখিয়াছ।"

যদি ইহার চাইতে অধিক কিছু লেখা হয় তাহা হইলে মানব বিবেক ও বুদ্ধি ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না। এই পরিমাণের উপর সংক্ষেপণ অনিবার্য, বরং এইখানে ইহার আলোচনা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। যেমন জনৈক প্রিয়ভাজন বলিয়াছেন—

کے سرش نمیداند ز باں در کش زباں درکش

"তাহার গোপন রহস্য কেহ জানে না, মুখ বন্ধ কর মুখ বন্ধ কর।"

ওহে স্নেহাস্পদ! وَصَدَّقَ اللهُ بِحِقَائِقِ هٰذَا الْكِتَابِ "মহান আল্লাহ তোমাকে এই কিতাবের অন্তর্নিহিত মর্ম পর্যন্ত পৌছাইয়া দিন" এইখানে অত্যন্ত সচেতন ও সাবধান থাকা উচিত। এই মরুভূমিতে জ্ঞানের পদক্ষেপে ভ্রমণ করা যাইবে না, বরং জ্ঞান ও বুদ্ধি সেই গুপ্ত ও গুঢ় রহস্য পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে না। কেননা জ্ঞান-বুদ্ধি যেইরূপ পথ প্রদর্শন করে তদ্রুপ জ্ঞান-বুদ্ধির পথও রুদ্ধ করিয়া দেয়। যেমন দার্শনিকদের মধ্যে গোচরীভূত হইয়া থাকে এবং বাহাত্তর দল-উপদলের মতাদর্শও সেই জ্ঞান ও বুদ্ধি হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। উহাকেই জনৈক রহস্যবিদ এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

در علم بسے شوری و شیون باشد در عقل بسے رہبر در ہزن باشد

در بتکدہ آئی و خاموش بباش کا نجابت خاموش و برہمن باشد

"জ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যধিক আলোচনা পর্যালোচনা ও উচ্চবাচ্য হইয়া থাকে। অধিক বুদ্ধির মধ্যে যদি পথ প্রদর্শনকারী থাকে, তখন সেই বিবেক হইতে অসংখ্য গতিরোধকারীও থাকে। যদি তুমি মন্দিরে আগমন কর তবে নীরব ও চুপ হইয়া যাও। এইখানে মূর্তি ও ব্রাহ্মণ উভয়েই চুপ থাকে।"

উহাকে কিছু মনে কর যে, ইহা কী? ইলম তথা জ্ঞান হইল এই দরবারের পর্যবেক্ষক। ইহা ঘোড়া, পরিচারক ও মর্যাদা-ভাবগাম্ভীর্য সবকিছুর বিন্যাসের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় গুপ্ত রহস্যসমূহ ও গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগতি তাহার কাজ নহে। বুদ্ধি যদিও পরিমাপের উত্তম যন্ত্র, কিন্তু সেই নিক্তি যাহার দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পরিমাপ করা হয় ইহার দ্বারা কখনো পর্বত পরিমাপ করা হয় না। পরকালের অবস্থাদি এবং দ্বীনের হাকীকত যাহার সম্পর্ক প্রভুর মিলমের সহিত। যেমন জাত ও সিফাতের পরিচিতি এবং আফয়াল তথা তাহার কর্মকাণ্ডসমূহ উহা যাহাকেই দেখানো হউক, ইহা এক মহা অমূল্য সম্পদ। কিন্তু যদি কেহ অসময়ে

উহার মধ্যে গবেষণা ও চিন্তা করে তাহা হইলে উহা হারাম ও নিষিদ্ধ হইবে। জনৈক সাহাবী মহানবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন عَلِّمْنِىْ مِنْ غَرَائِبِ الْعُلُوْمِ। "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে দুর্লভ জ্ঞান শিক্ষা দিন" ইরশাদ হইল, مَا ذَا اَعْدَدْتَ بِالْمَوْتِ "তুমি মৃত্যুর জন্য কী প্রস্তুত করিয়াছ" যাও! কিয়ামতের গূঢ় তথ্যসমূহ, আত্মাসমূহের জ্ঞান এবং ভাগ্যলিপির গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া তোমার কাজ নহে। আর যেই বস্তুসমূহ দ্বীনের সহিত সম্পৃক্ত, আচার-আচরণ ও লেনদেনের সহিত নহে। উহাকে বিস্তারিত বর্ণনা করা ও তাহা ব্যাখ্যা করা নিষিদ্ধ। তবে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা নিষিদ্ধ নহে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া বুযুর্গানে দ্বীন রুহ তথা আত্মা সংক্রান্ত মাসয়ালায় ইশারা ও ইঙ্গিতের সহিত আগ্রহ ও আকর্ষণ প্রদর্শন এবং সতর্কীকরণের নিমিত্তে সামান্য আলোচনা করিয়াছে। এই বিষয়ে ইহা একটি প্রবল ও বৃহৎ মূলনীতি। এই দলের বক্তৃতা ও শ্রবণ উহার সহিত সম্পৃক্ত। হ্যাঁ, চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা কিছু লাভ করিতে পারেন।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ عَنِ الذُّلَلِ وَالْخَلَلِ وَعَنْ كُلِّ مَالَا يَرْضٰى عَنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ـ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি সমূহ ভ্রষ্টতা ও পদচ্যুতি হইতে এবং প্রত্যেকটি এমন কথা ও কাজ হইতে যাহা আপনি অপছন্দ করেন, আমি স্বীকৃতি দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার রাসূল।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

তিনশত এক মাকতুব

কুফর, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরক, মূর্তি ও ক্রুশফিতার বর্ণনা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা জানিয়া রাখ! আহলে বসীরত ও আরবাবে মারেফত তথা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আরেফগণ যাহারা নিজেদের মধ্যে কুফর, শিরক, নিফাক এবং মূর্তি ও ক্রুশফিতা দেখেন উহা আপেক্ষিক বিশ্বাসগত নহে। এই ব্যাপারে তাহারা এইরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন যে, মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে তোমরা কোন পাপাচার ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে পার না, অথচ সৃষ্টির তথা লোক সমাজের অন্তরালে গোপনে অথচ মহান আল্লাহর দৃষ্টির সম্মুখে উহা করিতে কুণ্ঠিত নহে। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, মাখলুককে ভয় কর অথচ মহান আল্লাহকে ভয় কর না। আর যেই ব্যক্তি মাখলুককে ভয় করে এবং আল্লাহকে ভয় করে না সে কাফির। উপরন্তু তাহারা এই অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর আলাইহিমুস সালাম পৃথিবীতে আগমন করিয়া সকলেই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এই ঘোষণা করিয়াছেন, حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ "দুনিয়ার মোহযাবতীয় অপরাধ ও পাপের মূল উৎস।" তাঁহাদের এই মহামূল্যবান হেদায়াত ও দিক নির্দেশনার পরও তোমরা দুনিয়া ত্যাগ করিতে পার না! উপরন্তু দুনিয়াকে ভালোবাস ও উহার সহিত সম্পর্ক রাখ। যদি একজন অমুসলিম চিকিৎসক তোমাদিগকে বলে যে, রুটি ও গোশত আহার করিবে না, ইহা তোমার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তখন তাৎক্ষণিকভাবে তোমরা উহা বর্জন কর, কখনোই উহা আহার কর না। তাহা হইলে এখন আমি আপনাকে বলিব যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের উপদেশের উপর তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে ও আমল করিতে পার নাই। অথচ একজন অমুসলিম চিকিৎসকের উপদেশের উপর বিশ্বাস করিয়াছ ও সেই বিশ্বাসের উপর অটল অনড় রহিয়াছ। সেই কারণে ইহা কুফর বলিয়া বিবেচিত।

তাহারা শিরক সম্পর্কে বলিতেছেন, শিরক দুই প্রকার ঃ এক, শিরকে জলী তথা প্রকাশ্য ও বড় শিরক। দুই, শিরকে খফী তথা অপ্রকাশ্য ও ছোট শিরক। শিরকে জলি তথা প্রকাশ্য শিরক দুই মাবুদ কিংবা উপাস্যকে সপ্রমাণ করা এবং শিরকে খফী তাহাদের নিকট হইল দুই অস্তিত্ববানের সপ্রমাণ করা। যদি দুই অস্তিত্ববানের সপ্রমাণ করিল, তাহা হইলে নিশ্চিত শিরক করিল এবং শরীক নীত করিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উপকার ও ক্ষতি গায়রুল্লাহ হইতে আবর্তিত বলিয়া মনে করাও শিরক। মূর্তি ও ক্রুশফিতা সম্পর্কে বলেন যে, যেই বস্তু তোমাকে মহান আল্লাহ হইতে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার নিজের দিকে তোমার মনোযোগকে আকৃষ্ট করিবে উহই তোমার পথে বাঁধা ও তোমার প্রতীমা, মূর্তি ও ক্রুশফিতা অর্থগত ও পরোক্ষভাবে। যেমন তাহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আরেফদের মূর্তি হইল তাহাদের কারামত। যখন তাহারা নিজেদের মধ্যে কোন কারামত লাভ করে,

তখন মহান আল্লাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কারামতের মধ্যে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। উহার সহিতই প্রশান্তি ও স্বস্তি অবলম্বন করিল। সেই কারামতের ক্ষেত্রে কারামত দাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। অতএব কারণে সেই কারামত তাহার মূর্তি ও ক্রশ ফিতা হইল। মূর্তি ও ক্রশফিতার মধ্যে মর্মার্থ অর্থাৎ তাহার অর্থগত অবস্থান এইটাই, এবং যাবতীয় ধ্বংসাত্মক গুণ এবং মন্দ ও ঘৃণিত দিকসমূহ যাহা আপনার অন্তরে বিদ্যমান, যেমন—অহংকার, ঈর্ষা ও হিংসা, পরশ্রীকাতরতা এই জাতীয় আরো অন্যান্য ঘৃণিত ও মন্দ স্বভাব এই সবকেই মূর্তি ও ক্রশফিতা বলা হইয়াছে। জনসাধারণের মূর্তি হইল—এক, পেটের কামনার মোহ। দুই, যৌনাঙ্গের কামনার মোহ তিন, স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা। ইহা ছাড়া আরো যত কর্মকাণ্ড আছে উহাও মোট তিনটি মূর্তি ঃ এক নিজের প্রকাশ্য ও গোপনকে সুসজ্জিত করিবার মোহ। দুই, সম্পদের মোহ ও চাহিদা। তিন, পদ ও মর্যাদার মোহ ও আকর্ষণ। চতুর্থ, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মূর্তি হইল কুপ্রবৃত্তি, যাহা সবগুলির মূল ও সকলের মূল উৎস, পদ ও মর্যাদাকে লৌহনির্মিত ক্রশফিতা বলে, এমন বহু কম মানুষই আছে যে, ঐ লৌহ নির্মিত ক্রশফিতাকে ভাঙ্গতে পারে। সর্বশেষ বস্তু যাহা বন্ধুদের অন্তরে অনুপ্রবেশকারী উহা হইল পদ ও মর্যাদা। যেহেতু সাধকদের দৃষ্টিশক্তি অর্থাৎ তাহাদের নয়নযুগল নিরন্তর অবারিত থাকে। ইহা সেইসব বস্তু যাহা আমি ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি, উহা একটি একটি করিয়া নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তখন নিজেদের মূল কাফিরদের সহিত গণনা করে। স্বীয় অবস্থার নির্দেশের ভিত্তিতে; ইতিকাদ ও বিশ্বাসের নির্দেশ অনুযায়ী নহে। এই তাওহীদ ভিত্তিক ঈমান কাহার অর্জিত আছে, উহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহ আবৃত্তি করেন।

صوفی دبز پوش شدی شیخ چلہ دار   ایں جملہ شدی دلے مسلماں نشدی

در کوے بتاں رفت ہمہ عمر در یغا   چوں برہمن پیر بہ بت خانہ نماندم

پوشیدہ بے خدمت بت کردم وبس   زنار ہوس میکندم از تو چہ بوسم

بت پرستم بت پرستم   راست گویم ہر چہ ہستم

"সুফী হইয়াছ, সবুজ পাগড়ি পরিধানকারী হইয়াছ, চিল্লাদার শায়খ হইয়াছ, সবকিছু হইয়াছ কিন্তু মুসলমান হইতে পার নাই। আক্ষেপ! মূর্তির গলিতেই সমস্ত জীবনটা কাটাইয়া দিলাম। কিন্তু ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় আমি মন্দিরের যোগ্য হইলাম না, গোপনে গোপনে অত্যধিক মূর্তি পূজা করিয়াছি। কিন্তু আপনার কাছে আর কি লুকাইব, কামনার ক্রশফিতাই ধারণ করিয়া আছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি মূর্তি পূজারী, মূর্তির পূজা করি। আমি বাস্তবে যাহা আছি উহা সবই সত্যি সত্যি বলিতেছি।"

এই জাতীয় আরো অসংখ্য কবিতাও রহিয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই সবগুলিকে দেখা উচিত।

ہنوز از کاف کفرت ہم خبر نیست   حقا ئقہاے ایماں را چہ دانی

"এখনো পর্যন্ত স্বীয় কুফরের কাফেরও খবর নাই। তাহা হইলে স্বীয় ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে আপনি কি জানিবেন?"

তবে হ্যাঁ, গোপন কুফর তথা উহ্য কুফরের স্বরূপ এমন হইয়া থাকে, যেমন মানুষের দৃষ্টির সামনে কোন অন্যায় ও পাপাচার করিতে পারি না। অথচ নির্জনে নিরালায় মহান আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টির সম্মুখে সেই অপরাধ ও পাপাচারটি করিতে পারি। নির্জনে আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টির সম্মুখে গুনাহ ও পাপাচার করিতে পারি অথচ আল্লাহ তায়ালা সেই পাপাচার ও গুনাহটি প্রত্যক্ষ করেন। তাহা হইলে ফল দাঁড়াইল মাখলুককে ভয় করি অথচ মহান আল্লাহকে ভয় করি না। আর যেই ব্যক্তি মাখলুককে ভয় করে মহান আল্লহকে ভয় করে না; সে তো নিশ্চিত কাফির। কুফরে পুশিদা তথা লুকায়িত কুফর এইটাই। এই কুফর হইল আপেক্ষিক ও তুলনামূলক ইতিকাদি তথা বিশ্বাসগত নহে। অর্থগত কুফরের অসংখ্য স্বরূপ ও ধরন হইয়া থাকে।

তদ্রূপ নিফাকও দুই প্রকারের হইয়া থাকে। একটি আকিদাগত দ্বিতীয়টা লেনদেনগত। আকিদাগত নিকাফ তো সর্বজন বিদিত। কিন্তু লেনদেন ও আচরণগত নিফাক হইল, কথার বিপরীত কাজ ও প্রকাশ্য গোপনের বিপরীত। সাধনার পথে ইহা অত্যন্ত কঠিন ঘাঁটি ও নিতান্ত জটিল ব্যাপার। কোন কোন সাধক এইরূপও আছেন যাহারা এই নিফাক সম্পর্কে অবহিত হইয়া উহা অপসারণে অক্ষম হইয়াছেন। অবশেষে পরাস্ত হইয়া গলায় ক্রশফিতা পরিধান করিয়াছেন। তাহারা বলে, যদি একনিষ্ঠ মুসলমান হইতে না পারিলাম তাহা হইলে তো মুনাফিকও নহি। কারণ মুনাফিক তো কাফির হইতেও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করিবে।" এইসব দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজ সেই সকল লোককে উন্মাদ বলে এবং তাহাদের ক্রশফিতা পরিধান করাকে উন্মাদনার উপর প্রয়োগ করে অথবা তাহাদিগকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে।

در کوئے تو مردہ بہ نہ از روئے تو دور

"তোমা হইতে দূরে অবস্থান করা হইতে উত্তম হইল যে, তোমার পথে আত্মবিসর্জন দিয়া দিব।"

আবার কাহারো উপর ইলমের স্বরূপ প্রধান্য পাইয়াছে ও বিজয় হইয়াছে। সে বলে যে, অবকাঠামোগত নিষ্পাপতা পূর্বশর্ত, যদি আমাকে সুযোগ দেয় তাহা হইলে আমি স্বীয় লক্ষ্য পানে পৌছিয়া যাইব।

অনন্তর মহান আল্লাহই সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

তিনশত দুই মাকতুব

তাওহীদ ও একত্ববাদীদের বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! তুমি জানিয়া রাখ, একত্ববাদী হইলেন এমন মনীষীগণ যাহারা সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত পর্যন্ত পৌছাইতে সক্ষম হইয়াছেন। ইলমুল ইয়াকীন ও আইনুল ইয়াকীন সম্পর্কে তাহারা অবগত ও প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, অস্তিত্ব স্বীয় সত্তা হইতে একের অধিক নহে এবং সেই অস্তিত্ব হইল মহান আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর স্বীয় সত্তার সহিত কোন অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। এইরূপ হওয়ার কোন সম্ভাবনাও নাই। তবে অজুদে হাকীকী তথা প্রকৃত ও বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্ব যাহা একমাত্র মহান আল্লাহর অস্তিত্ব বলিয়া বিবেচিত, উহার প্রভাবেই সমগ্র বস্তুজগত গোচরীভূত হয়, তাহাদের এই উন্নত মনোবলের উপর ভিত্তি করিয়াই এই দলের সদস্যদেরকে একত্ববাদী বলা হইয়া থাকে। কারণ আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই তাহাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। সুতরাং তাহারা কেবলমাত্র সেই এক আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করে এবং সেই একক আল্লাহকেই জানে, যেমন শরীয়তের মধ্যে দুই উপাস্যের সপ্রমাণ করা শিরক। কিন্তু পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, শরয়ী শিরক মূল তাওহীদের পরিপন্থি আর আলোচ্য শিরকে খকী হইল তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থি।

অহদাত-এর অর্থ একত্ব ও অদ্বিতীয়তা, একত্বের মাঝে আধিক্য নাই, দ্বৈততা নাই। এইটাই সেই অহদাত যাহা শিক্ষার্থী তথা আল্লাহ অণ্বেষীদের লক্ষ্য, সাধকদের উদ্দেশ্য। যখন সাধক সেই একত্ব পর্যন্ত যাহা সকলের উদ্দেশ্যে পৌছাইয়া যায়। তখন সে শিরক হইতে পরিত্রাণ পায় এবং আধিক্য অপসারিত হইয়া যায়, দ্বৈততা অবশিষ্ট থাকে না, সঞ্চালন অনুপ্রবেশ ও একত্ব রহিত হইয়া যায়। বিচ্ছিন্নতা ও ঔদ্ধ্যতা হইতে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়। সর্বোপরি মহান তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যায়। যখন সেই তাওহীদ পর্যন্ত পৌছিল যাহাকে একত্ব বলা হয় তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছে যে, অস্তিত্ব কেবল সেই মহামহিম আল্লাহর জন্য বিশেষায়িত এবং এইখানেই শেষ। এই স্থানে স্বয়ং সাধক অবস্থান করিতে পারে না। এই কারণে যে, যদি সাধক অবস্থান করে অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা থাকে, তাহা হইলে তো আধিক্য অবশিষ্ট থাকিবে। কথিত আছে যে, একত্বের মধ্যে আধিক্য নাই। অতএব সাধক উঠিয়া গিয়াছে, আধিক্য তিরোহিত, শিরক অপসারিত সঞ্চালন, অনুপ্রবেশ ও একত্ব দূরীভূত হইয়াছে, নৈকট্য ও দূরত্ব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং বিরহ ও মিলন সমাপ্ত। স্রেফ মহান আল্লাহ চিরভাস্বর, চির অম্লান এবং এই পর্যন্তই। আল্লাহ তায়ালা চিরকাল ছিল, অনন্তকাল থাকিবেন।

কিন্তু সাধক এই ধারণা ও কল্পনার মধ্যে ছিল ও এই অনুমান করিতেছিল যে, যেইরূপ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান অনুরূপ গায়রুল্লাহর অস্তিত্বও বর্তমান আছে, এখন সে তাহার উক্ত ধারণা ও কল্পনা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জানিতে পারিয়াছে ও প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, অজুদ কিংবা অস্তিত্ব একের অধিক নহে এবং সেই অস্তিত্বের একমাত্র অধিপতি হইলেন মহান আল্লাহ, যাহা সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ অস্তিত্ব। এই হইল একত্বের বর্ণনা এবং ইহাকেই একত্ব বলে। জনৈক বুযুর্গের নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

معشوقه عیان بود نمیدا نستم   با من بمیاں بود نمید انستم

گفتم بطلب مگر بجائے برسم   خود تفرقه آن بود نمید انستم

"আমার প্রিয়তম তো আমার সম্মুখেই বর্তমান ছিল! অথচ আমার কোন খবরই নাই, সে তো আমার সহিতই ছিল অথচ আমি ঠাহর করিতে পারি নাই। এতদসত্ত্বেও আমি বলিলাম, তাহার সন্ধান আমি কোথায় করিব? ইহাই স্বয়ং বিরহ ছিল অথচ আমি বুঝিতে পারি নাই।"

تو در و گم کرد توحید ایں بود   گم شدن گم کن که تفرید ایں بود

یك را دو مزن بریں طریفی   یك بیك بر خواں اگر حریفی

"তুমি স্বীয় অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দাও কারণ প্রকৃত একত্ববাদ তথা তাওহীদ এইটাই। বরং বিলীন হওয়াটাই বিস্মৃত হইয়া যাওয়া কারণ ইহাই হইল প্রকৃত একত্ব, স্বীয় স্বতঃস্ফূর্তি ও আত্মপ্রবঞ্চনার দরুন একক দুই বলিও না, একককে একই বল! যদি তুমি তাহার সত্যিকারের প্রেমিক হইয়া থাক।"

আহলে অহদাত তথা একত্ববাদীরা বলিয়া থাকে যে, অজুদ তথা অস্তিত্ব দুই প্রকার। ১. অজুদে হাকীকী তথা প্রকৃত ও বাস্তবসম্মত অস্তিত্ব। ২. অজুদে খেয়ালী তথা কাল্পনিক অস্তিত্ব। অজুদে হাকীকী হইল কেবলমাত্র মহান আল্লাহর অস্তিত্ব আর অজুদে খেয়ালী হইল মহা বিশ্বের অস্তিত্ব। কেননা জগতটা হইল কল্পনা ও দৃশ্যমানতা, প্রকৃতপক্ষে সে তাহার অস্তিত্বের ধারক ও বাহক নহে। তবে হ্যাঁ, অজুদে হাকীকী—যাহার ধারক ও অধিপতি হইলেন একমাত্র মহান আল্লাহ; তাহার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াই এই সব এইরূপে অস্তিত্ববান পরিলক্ষিত হয়। সেই বস্তুজগত তথা অস্তিত্বসমূহ যাহা স্বপ্নে কিংবা পানি অথবা মরীচিকার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় উহা সবই প্রতিবিম্বগত, ছায়াগত ও কাল্পনিক অস্তিত্বের ধারক, বস্তুত তাহাদের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই। তবে ইহা অবশ্য কল্পনা ও দৃশ্যমানতাও বটে। ইহা অজুদে হাকীকী তথা প্রকৃত অস্তিত্বধারী যাহা হইলেন একমাত্র মহান আল্লাহ, এইগুলি তাহার পরিচায়ক ও প্রমাণ। অতএব এই কল্পনা ও দৃশ্যমানতাকে অতিক্রম করা উচিত, যাহা সেই প্রাকৃত বাস্তবতা ও হাকীকত সম্পর্কে সচেতন ও ওয়াকিফহাল হইতে পারে এবং মুয়াব্বির তথা ব্যাখ্যাকারীগণ জ্ঞানী এই কারণে

যে, তাহারা মানুষদেরকে এই ধারণা ও দৃশ্যমানতা হইতে ফিরাইয়া হাকীকত সম্পর্কে যাহা হইলেন একমাত্র মহান আল্লাহ তাহার সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করিয়া থাকে। ব্যাখ্যাকারীগণকে মুয়াব্বির এই কারণে বলা হয় যে, মানুষকে এই ধারণায় যাহা স্বপ্নে সে দর্শন করিয়াছে উহা হইতে সম্মুখপানে অগ্রসর হইয়া উক্ত স্বপ্নের হাকীকত তথা বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া থাকে। কিন্তু যদি কেহ এই প্রশ্ন করে যে, আমরা কিভাবে কল্পনাপ্রসূত ও দৃশ্যমান হইলাম কিংবা হইতে পারি? কারণ আমাদের মধ্যে কতিপয় মানুষ আনন্দে থাকে আবার অনেকেই থাকে নিরানন্দে কিংবা দুঃখে। কেহ শাসক আবার কেহবা শাসিত। কেহ বাকপটু আবার কেহবা একেবারে নিরব নিস্তব্ধ। সুতরাং এই হর্ষ-বিষাদ, শাসক ও শাসিত হওয়া এবং নীরবতা ও বাকপটুতার গুণাগুণের বর্তমানে কিভাবে তাহারা কল্পনাপ্রসূত ও দৃশ্যমান হইতে পারে। তদুত্তরে তাহারা বলে যে, আপনি কি কখনো স্বপ্ন দেখেন নাই এবং স্বপ্নযোগে এই জাতীয় বস্তু দেখেন নাই? কেহ স্বপ্নে দেখে তাহাকে কেহ নির্যাতন করিতেছে, নানান দুঃখ ও কষ্ট দিতেছে তখন সে নিদারুণ দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করে। পক্ষান্তরে অপর একজনকে কেহ দান করিতেছে ও আনন্দ দিতেছে, ফলে সেই ব্যক্তি অনাবিল শান্তি ও আনন্দের মধ্যে থাকে। আবার কাহাকেও কেহ হত্যা করিতেছে আবার কাহাকেও রাজ সিংহাসনে সমাসীন করানো হয়, অনুরূপ অন্যান্য সব বস্তু। তবে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই যে, স্বপ্নের মধ্যে ইহা সবই কল্পনা ও দৃশ্যমানতা।

ওহে ভ্রাতা! اَلْعَالَمُ كُلُّهَا خِيَالٌ وَمَنَامٌ "সমগ্র জগত ও উহার মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুই স্বপ্ন ও কল্পনা।"

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

তিনশত তিন মাকতুব

মানুষের ইচ্ছাসমূহের বিবরণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! আপনি জানিয়া রাখুন, আইনুল কুযাত (রহঃ) স্বীয় মাকতুবের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, মহান আল্লাহ প্রেমিক জনৈক যুবক একটি এমন জামায়াতকে দেখিয়াছেন যে, সেই দলের সদস্যবৃন্দ তাহার প্রতি আস্থাশীল ও পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া তাহার হাতে মুরীদ হওয়ার জন্য একদা আগমন করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, কখনো নির্দেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে কেননা প্রেমাস্পদের নির্দেশ অন্য কিছু, প্রিয়তমের ইচ্ছাও অন্য কিছু। কখনো কখনো প্রেমাস্পদের নির্দেশ কষ্টিপাথর হইয়া থাকে যাহার দ্বারা প্রেমিকের স্বভাব ও প্রকৃতি পরখ করা হয়। যদি নির্দেশের অনুশীলন করে তবে তো স্থবির। পক্ষান্তরে যদি নির্দেশের অনুশীলন না করে তাহা হইলে তো সুদৃঢ় পরিপূর্ণ ও পরিপক্ব, যুবকদের আনুগত্য হইতে পরিত্রাণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যেই বস্তুর কোন বর্ণনা ও রেওয়ায়াত বর্ণিত হয় নাই, উহাকে আপনি অনুধাবন করিতে পারিবেন না। সুতরাং আপনি রেওয়ায়াত শ্রবণ করিয়া নিন। প্রেমাস্পদ প্রেমিককে নির্দেশের কষ্টিপাথর দ্বারা এমনিতেই নিরীক্ষা করিয়া থাকেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) কে জনৈক ইহুদী হইতে ক্রয় করিয়াছিল এবং তাহার দাসত্বের শৃংখল হইতে মুক্ত করিয়া ছিল। একদিন মহানবী (সাঃ) ফরমাইলেন, হে আবূ বকর! আমাকে বেলালের ব্যাপারে নিজের শরীক বানাইয়া নাও। অর্থাৎ তাহার মূল্য যাহা তুমি আদায় করিয়াছ তাহার কিছু তুমি আমা হইতেও গ্রহণ কর, যাহাতে বেলাল আমার ও তোমার উভয়ের যৌথ অংশিদারিত্বে থাকে। প্রত্যুত্তরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলিলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ "হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর কোন শরীক নাই" এইখানে আনুগত্য করিলেন না, বরং নির্দেশ বর্জন হইয়াছে। স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ও মূর্খের দল এইখানে ধারণা করিয়া বসিবে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মহানবী হযরত মুহম্মদের নির্দেশের বিরোধীতা করিয়াছেন, অথচ প্রকৃত ব্যাপারটি এইরূপ নহে। বরং মহানবী (সাঃ) এই ইচ্ছা পোষণ করিয়াছেন যে, আবু বকরকে নির্দেশের কষ্টিপাথরে নিরীক্ষা করা হইবে যে, তাহার প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে এখনো কোন অনিষ্ট অবশিষ্ট আছে কিনা, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রকৃতির মধ্যে সামান্যতম অংশীদারিত্ব ছিল না, পয়গম্বর (সাঃ)-এর ইচ্ছাও এইটাই ছিল যে, আবু বকর (রাঃ) এইরূপ উত্তর দিবে। তবে হ্যাঁ, এখানে যদি রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশের অনুকরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি অসম্পূর্ণ থাকিতেন, কামিল হইতে পারিতেন না। ইবলীসের মহান আল্লাহর

অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগতি ছিল যে, এইটা মহান আল্লাহর ইচ্ছা নহে যে, সে সাজদা করিবে। যখন নির্দেশ হইল, اُسْجُدُوْا "সাজদা কর" এই নির্দেশটি তাহার জন্য এক কষ্টিপাথর ছিল, তাহা ছাড়া সে এমন কি হইয়া গিয়াছে যে, স্বপ্রণোদিত হইয়া সাজদা করিবে। গায়রুল্লাহকে সকলে সাজদা করিয়াছে, কিন্তু মুয়াল্লিমুল মালায়িকা তথা ফেরেশতা সম্প্রদায়ের শিক্ষা গুরু হইতে নিঃসন্দেহে এমনটি হওয়াই দরকার ছিল। কেননা শিক্ষক ছাত্রদের হইতে অটল অনড় ও সুদৃঢ় হইয়া থাকে তাহার বিশ্বাসে ও কর্মে। যেমন বলা হইয়াছে—

وَلَوْ قَطَّعْتَنِىْ فِى الْحُبِّ لَمَا حَنَّ الْعُوَّادُ اِلٰى سِوَاكَ ـ

"তুমি যদি প্রেম ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর, তদুপরি অন্তর তুমি বিনা অন্য কাহারো প্রতি আসক্ত হইবে না।"

گر برسر من خار خك با رانی   باراں ترا دوخته ام بارانی

"যদি তুমি আমার মাথার উপর কণ্টকের বৃষ্টিও বর্ষণ কর, তাহা হইলে তোমার দেওয়া সেই আঘাতকে উক্ত কাঁটাসমূহ হইতে অপসারিত করিব।"

গায়রুল্লাহকে সাজদা করা দ্বারা প্রিয়তম হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং তাহার বিরহকে সে গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রেমের গভীরতা ও পূর্ণতা কত উৎকর্ষিত ও উন্নত। আপনি জানেন কি যে, ইবলীস কী? এখানে ইবলীস তাহার ইবলিসিয়তের মধ্যে বীরপুরুষ, আপনার এইখানে কোন সুযোগ নাই। তাহার এই সম্পদ আপনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিবেন? যদি কখনো তাহার শিবির পর্যন্ত পৌছাইতে সক্ষম হন, তাহা হইলে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

ہم چور کشم مہاد ہم بتیزم   یا مہر نومہر دیگرے نا میزم

جانی دارم کہ بارمعشق تو کشد   تا درسر کارت نشود نگر یزم

"ওহে আমার চন্দ্রমুখ প্রিয়তম! অত্যাচার ও দুঃখ সহ্য করি আবার বিতর্কও করি, আমি তোমার বদান্যতা ও অনুগ্রহের সহিত অন্য কাহারো বদান্যতা ও অনুগ্রহকে মিশ্রণ করি না। তবে আমার এমন হৃদয় রহিয়াছে যাহা তোমার প্রেমের সুকঠিন বোঝা বহন করিতে সক্ষম। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মস্তক আপনার কাজে না আসিবে ততক্ষণে আমি হটিবার পাত্র নহি।"

জিবরাঈলের ন্যায় গুণ থাকা উচিত যে, তিনি ইবলিসের অবস্থার উপর সুতীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টিতে সর্বদা তাকাইয়া থাকেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন, খাজা আহমদ গাযযালী (রহঃ) হইতে আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, শায়খ আবুল কাশেম গরগানী (রহঃ) কখনোই এইকথা বলেন নাই যে, ইবলিস কি সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে, কোথায় সেই সকল খাজার খাজা, আর কোথায় সেই হতভাগা নপুংশকদের সরদার। এই পথের সাধক হইতে যেই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশিত হইয়া থাকে,

তন্মধ্যে একটি হইল, ইবলিসের উপর রহমত প্রেরণ করুন। এইটা চরম ভুল, কারণ তাহার তো বন্ধুদের পক্ষ হইতেই অভিশাপ ও লানতের উপঢৌকন লাভ হইয়াছে। অতএব এখন যদি কেহ তাহার উপর সালাত ও রহমতের উপঢৌকন প্রেরণ করে তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ না জায়েয বলিয়া বিবেচিত হইবে। আর না উহা তিনি কবুল করিবেন। আপনি এই ব্যাপারে কি মন্তব্য করেন যে, যদি আপনার প্রেমাস্পদ অভিশাপের কালো কম্বল উপহার স্বরূপ আপনাকে প্রদান করে। তবে আপনি কি ইহা করিতে পারিবেন যে, প্রেমাস্পদের ঐ স্মরণীয় উপঢৌকন কেহ আপনার হইতে গ্রহণ করিয়া উহার পরিবর্তে আপনাকে তাসবীহ প্রদান করিবে। আক্ষেপ! প্রেমিকই কেবল জানে যে, প্রেমাস্পদের স্মারক কি অমূল্য বস্তু। প্রেমিকের জন্য রহমত ও অভিশাপ উভয়টাই সমান। وَهٰذَا كَمَالٌ فِى الْعِشْقِ "এবং ইহা প্রেমের সর্বোচ্চ পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা।" এইটা নিতান্তই প্রেম সংক্রান্ত একটি বিষয় এই ব্যাপারে বুদ্ধির দ্বারা গবেষণা উচিত নহে। এইরূপ অভিমত ব্যক্তকারীদের উপরই উহা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। কারণ এই কথাগুলি হইল একেবারে হেয়ালী (অবাধ, উন্মুক্ত ও বিবস্ত্র) এর পর্যায়ভুক্ত। এই জাতীয় স্থূল ও হিয়ালী প্রসঙ্গে মাশায়েখে কিরাম (রহঃ)-এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল, উহাকে গ্রহণও করা যাইবে না এবং যাইবে না উহাকে প্রত্যাখ্যান করা।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

তিনশত চারি মাকতুব

অণ্বেষণে সততার বর্ণনা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহে ভ্রাতা! আপনি জানিয়া রাখুন যে, আল্লাহ প্রেমিক বীর পুরুষদের মারেফত যখন সঠিক ও বিশুদ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ, যখন তাহার মধ্যে এই বিষয়টা সৃষ্টি হইয়া যায় যে, মহান আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহপূর্বক অস্তিত্বহীনতা হইতে অস্তিত্ববান বানাইয়াছেন পানির এমন একটি ফোঁটা দ্বারা, উহা যদি কাপড়ে লাগে সেই কাপড়ে নামায শুদ্ধ হয় না। তবে স্বীয় ঐকান্তিক দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে বুযুর্গ ও সম্মানিত করিয়াছেন, সর্বোপরি আমাকে অনুগ্রহপূর্বক ঈমানের পোশাক পরিধান করাইয়াছেন। ফলশ্রুতিতে আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছি, তিনি আমাদিগকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ফলে আমরা তাহাকে চিনিতে সক্ষম হইয়াছি। তিনি কালিমায়ে তাওহীদের ক্ষেত্রে আমাদিগকে রহস্যবিদ বানাইয়াছেন। ফলে আমরা তাঁহার একত্ব ও পবিত্রতা সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিয়াছি। আমাদিগকে তাহার ভালোবাসার কাপড় পরিধান করাইয়াছেন, ফলে আমরা তাহাকে প্রেমাস্পদ ও প্রিয়তম বানাইয়াছি। এইসব নেয়ামতের সাথে সাথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। উহা হইল স্বয়ং তাহার দীদার, এতসব নেয়ামতের পরও সেই মহান আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যকে নিয়া ব্যস্ত হওয়া সরাসরি নেয়ামতের অস্বীকৃতি ও কুফরে নেয়ামত হইবে নিঃসন্দেহে। সুতরাং এখন কেবলমাত্র তাহাকে ব্যতীত অন্য কিছু অণ্বেষন করা উন্মাদনা বলিয়া বিবেচিত হইবে। বরঞ্চ উন্মাদরাও তাহাকে উন্মাদ আখ্যায়িত করিবে। মহব্বত ও ভালোবাসার আকর্ষণ তাহার হৃদয় মাঝে ঢেউ খেলে ও তাহার মনোবল বীরত্বপূর্ণভাবে ক্রিয়াশীল ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। বন্ধু অণ্বেষণের ব্যথা তাহার আঁচল আঁকড়াইয়া ধরে। তিনি ছাড়া আর যত বস্তু রহিয়াছে উহা হইতে সে মুখ ফিরাইয়া নেয়। সেই সবকে তিনি মূর্তি ও ক্রুশফিতা বলিয়া জ্ঞান করে, অণ্বেষণের পথে প্রবেশ করিয়া প্রথম পদক্ষেপই স্বীয় প্রাণের উপর স্থাপন করে এবং জগতময় এই ডংকা বাজাইয়া দেয় যে,

امدر طلب دوست چو مردانه شديم　　اول قدم از وجود بيگانه شديم

"প্রেমাস্পদের সন্ধানে এমন পৌরুষ ও বীরত্ব সৃষ্টি করিয়াছে যে, প্রথম পদক্ষেপই স্বীয় প্রাণের উপর স্থাপনপূর্বক নিজের হইতে নিজেই বিজন হইয়া গিয়াছে।"

উহার পর ঘর-বাড়ি উৎসর্গ করিয়া দেয়। স্ত্রীদের বিধবা বানাইয়া দেয়,

সন্তানদিগকে অনাথ করিয়া পরিত্যাগ করে। বেহেশত ও দোযখের চিন্তা ও গবেষণাকে একদিকে নিক্ষেপ করিয়া দেয়, দুনিয়াদারদিগকে মৃতদের ন্যায় জ্ঞান করে এবং দুনিয়াকে মরদেহ ও ডাস্টবিন বলিয়া গণ্য করে। যদি শয়তান কখনো তাহাকে কুমন্ত্রণাচ্ছলে বলে যে, কি আহার করিবে? তদুত্তরে সে বলে—মৃত্যু। আবার যদি বলে কি পরিধান করিবে? তখন বলে—কাফন। আর যদি শয়তান বলে যে, কোথায় থাকিবে? প্রত্যুত্তরে বলে যে, কবরদেশে। ইহা হইল তাহার অবাধ্য প্রবৃত্তিকে হীন ও অপদস্ত করিবার অব্যর্থ পদ্ধতি। সেই অবাধ্য প্রবৃত্তির উপর ব্যর্থতার তলোয়ার দ্বারা এমন আঘাত করে যেমন লৌহ নির্মিত তলোয়ার দ্বারা রণাঙ্গণে কাফিরদের উপর আঘাত করিয়া থাকে। সর্বোপরি কথা হইল কুপ্রবৃত্তির সহিত এমন শত্রুতাই হওয়া উচিত, যেইরূপ শত্রুতা মাতা-পিতার হত্যাকারীর সহিত হইয়া থাকে। অনেক বৎসর হইতে একটি রুটি ও খাসির গোশতের আশা করিতেছিল। কিন্তু তাহার এই উদ্দেশ্যও সফল হইতে দেয় নাই। এমনকি কখনো তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য এক পাও অগ্রসর হয় নাই। যদিও এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানির আকাঙ্ক্ষাই তাহার জাগ্রত হইয়া থাকুক না কেন; তখন মহান আল্লাহর একান্ত দয়া ও অনুগ্রহে ঐ হতভাগ্যের দেওয়ালকে স্বীয় হৃদয়ের সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়া দেয়। ফলে বন্ধুর সাক্ষাত ও দীদারের মহার্ঘ্য নেয়ামত পর্যন্ত সে পৌঁছাইয়া যায়। ফলশ্রুতিতে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি দ্বারা ফেরেশতা ও উর্ধ্বজগতের রহস্যসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে এবং চিরন্তন সঞ্জিবনী সুধা তথা আবে হায়াতের স্বাদ আস্বাদন করে এবং সেই অবিনশ্বরতার পোশাক যাহার বিলুপ্তি ও ক্ষয় নাই, এমন সম্মানের পোশাক যাহার পরে কোন অপমান নাই, এমন সচ্ছলতা ও ঐশ্বর্যের পোশাক যাহার পরে নিঃস্বতা ও অভাব নাই সে পরিধান করে। ইহারা হইলেন আল্লাহর সত্যিকারের বীরপুরুষ। এইসব নেয়ামত তাহাদের অন্তরের পথে লাভ হইয়াছে। ইহাই হইল সেই কথা যাহা বক্তাগণ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার পথ আরশে নাই, কুরসীতে নাই এবং আকাশ ও পৃথিবীতেও নাই। বরং তিনি তোমার মাঝেই বিদ্যমান। সুতরাং তাঁহাকে তোমার মাঝে সন্ধান কর।

خاک تو آمیختہ رنجہا ست بر سر ایں خاک ہے گنجہا ست

"তোমার অস্তিত্ব মৃত্তিকাগত দুঃখ ও কষ্টের সমষ্টি। কিন্তু ইহা সত্য যে, তাহার মাটির ভিতরে অফুরন্ত ধনভাণ্ডারও মজুদ রহিয়াছে।"

وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ "আমি তো তোমাদের মাঝেই বিরাজমান তোমরা কি উহা অবলোকন কর না?" দ্বারা এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

محراب جہاں جمال رخسارہ ما ست سلطان جہاں در دل بیچارہ ماست

"এই বিশ্বরবি আমাদের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য, মহা বিশ্বের মহারাজ তো আমাদের অসহায় হৃদয় মাঝেই অবস্থান করিতেছে।"

এই কবিতাটির অর্থও সেইটাই, সুবহানাল্লাহ! কাহারো যদি এইরূপ আচরণ হয় ও তাহার উপর এই অর্থ উদ্ভাসিত হইয়া যায়, তাহার সম্মুখে এই কাজই আসিয়া পড়ে, অতঃপর সে উক্ত কাজের মধ্যেই ব্যস্ত হইয়া পড়ে, মনোনিবেশ করে। তাই আমার বিশ্বাস, এই অবস্থায় তাহার অতিবাহিত একটিমাত্র দিন আন্তরিক আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত তাহার দশ বৎসর কিংবা বিশ বৎসরের আদায়কৃত নামায় অথবা অসংখ্য বার হজ্জ ও কাবা ঘর যিয়ারত করা হইতে শ্রেয়।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

তিনশত পাঁচ মাকতুব

ইশ্‌ক ও মহব্বাতের বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اے کشتہ بعشق من گرفتار   مر عشق مرا توئی سزادار

زاں عقل محبت اے شکستہ   بر تست درست او نگہدار

"ওহে আমার প্রেমাসক্ত নিহত ব্যক্তি! আমার প্রেমের উপযুক্ত একমাত্র তুমিই, ওহে ভগ্নহৃদয়! প্রেম ও ভালোবাসা স্থূল বুদ্ধির উপলব্ধি হইতে বহু উর্ধ্বের বস্তু। এই ভালোবাসা তোমার জন্য শোভন ও সৌন্দর্য। দেখ উহাকে সযত্নে সংরক্ষণ করিও।"

আমার প্রিয় ভ্রাতা মাওলানা তকি! মহান আল্লাহ স্বীয় ঐকান্তিক দয়া ও অনুগ্রহে তাহাকে নিজের সহিত সর্বদা ব্যস্ত ও সংযুক্ত রাখে।

পত্র লেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও বিশেষ দোয়া জানিবেন। পর সমাচার এই যে, সম্মানিত ভ্রাতার মূল্যবান পত্রখানা হস্তগত হইয়াছে। উহা আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি, আপনার সার্বিক অবস্থা ও হালাত মাশাআল্লাহ চমৎকার। অতএব সর্বদা একাগ্রচিত্ত ও সমুন্নত মনোবল পোষণ করিবে। আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, যিনি মানুষকে ফেরেশতা কর্তৃক সাজদা করাইয়াছেন, গোটা উর্ধ্বজগতের ঈর্ষার পাত্র বানাইয়াছেন। ইহা এক বিরাট ব্যাপার, অতি বৃহৎ রহস্য ও প্রতিপালকে অপার মহিমা। এই বিষয়টি আপনার একান্তভাবে জানিয়া রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহর নৈকট্যধারী ফেরেশতাগণ তুচ্ছ মাটির পুতুলের সম্মুখে কখনোই পরম বিনয় জ্ঞাপনার্থে স্বীয় ললাট মাটিতে স্থাপন করিত না। সুতরাং নিঃসন্দেহে এই তুচ্ছ মাটির পুতুলের অস্তিত্ব সংক্রান্ত অদৃশ্য জগতের কোন গুপ্ত রহস্য ও মহিমা বিদ্যমান, ফেরেশতাদের রহস্যতত্ত্ব এবং মানুষের ধারণা ও কল্পনা যাহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম এবং يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ-এর মহব্বতের গ্রন্থি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে জনৈক কবি বলেন—

ما خسردان عالميم   و ما بادشاہان جہانیم

اصل ما اگر چو خاکیست   فعل ما پا کیست

"আমি উভয় জগতের মহান অধিপতি, উভয় জগতের রাজাধিরাজ, আমার মৌল হইল মাটি এবং আমার যাবতীয় কাজ হইল পরিচ্ছন্ন পূত-পবিত্র।"

কবি তাহার নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়ে এই গূঢ়তত্ত্বের কথাই আলোচনা করিয়াছেন।

در مستی عشق گر بگویم کہ منم   مقصود ہمہ جہاں ولے خویشتم

واللہ کہ روا بود تو تصدیق بکن   تا آتش عشق در وجودت نزنم

"আমি যদি প্রেম উন্মাদনায় এই মন্তব্য করি যে, আমিই বর্তমান। সমগ্র বিশ্বের একমাত্র লক্ষ্য আমার সত্তা, তাহা হইলে আল্লাহর শপথ! আমার এই কথা সম্পূর্ণ বৈধ ও শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। আপনি উহা আন্তরিকভাবে নির্দ্বিধায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বীয় অস্তিত্বে প্রেমের আগুন না লাগাইয়া দেই।"

অতএব يُحِبُّهُمْ এর প্রভাবে সে প্রেমাস্পদ এবং يُحِبُّوْنَهٗ-এর অমূল্য সম্পদে প্রেমিক। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে প্রেমাস্পদও এবং প্রেমিকও। যদি এই মাকামে আসিয়া কেহ স্বীয় রাজত্বের কথা আলোচনা করে, তাহা হইলে তাহার এইরূপ করিবার অধিকার রহিয়াছে, সে উহার যোগ্য। উপরন্তু তাহার জন্য ইহা শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্যও বটে।

ما بادشاہیم و ملك عالم داریم   ہر چند كہ نسب و منصب آدم داریم

"আমি মহারাজা, সমগ্র জগত হইল আমার সাম্রাজ্য। যদিও জন্মসূত্রে আমি একজন মানুষ।"

ওহে ভ্রাতা! এই কথা প্রমাণিত সত্য যে, মানুষের জন্য মানুষ্য শক্তির বলে এইটা কখনোই বৈধ নহে যে, অবশ্যম্ভাবীর অস্তিত্ব তথা ওযুবের শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিবে, ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীলের জন্য ইহা কখনোই বৈধ নহে যে, সে মহান অবিনশ্বরের প্রেমের দাবি করিবে। اِمَّا لَيْسَ فِى الْحُبِّ مَشْوَرَةٌ "কিন্তু এইকথাও সত্য যে, ভালোবাসার ক্ষেত্রে মতামত ও পরামর্শ অচল।"

عشق با مشورت ندارد كار   تو فضولى خود از درمياں بردار

"প্রেমের মতামত ও পরামর্শের সহিত কোন কাজ নাই। সুতরাং তুমি মধ্যখান হইতে স্বীয় বক্তৃতা পরিহার কর।"

যেমন কথিত আছে যে, এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশই অস্তিত্বের ক্ষেত্রে اِذَا نَسِيْتَ بِعِشْقِ الْمُنَازَعَةَ "অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ভুল ও বিবাদ।"

প্রেমানল হৃদয়ের গহীনে লুকাইয়া আছে। এইক্ষেত্রে নির্দেশ হইল কেবল এতটুকু যে, অন্বেষণের ক্ষেত্রে সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে হইবে।

بر خيز دلا بعشقِ صادق   در راه طلب ہميں قدم زن

بر بام فلك بر آ بہمت   بر سد ره منتهى علم زن

آنگاه بعون حضرت او   بگذر ز حدوث بر قدم زن

"ওহে অন্তর! অকৃত্রিম প্রেম সহকারে উঠ। অন্বেষণের এই পথে সম্মুখ পানে অগ্রসর হও। আকাশের সুরম্য অট্টালিকাসমূহে স্বীয় সমুন্নত আত্মপ্রত্যয় নিয়া আরোহণ কর এবং সিদরাতুর মুন্তাহার উপর পতাকা টানাইয়া দাও। অতঃপর সেই পবিত্র দরবার

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালার ঐকান্তিক সহায়তা ও অনুগ্রহে ধ্বংসশীলতা হইতে অতিক্রম করিয়া অবিনশ্বরত্ব পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যাও।"

অতএব এখন উচিত হইল এই যে, স্বীয় বাহ্যিক দারিদ্র্যতা ও নিঃস্বতার উপর ভ্রূক্ষেপ করিবে না এবং এই কথা উত্তমরূপে জানিয়া রাখুন যে, সাম্রাজ্য ও রাজত্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে হয় না, বরং উহা মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর ঐকান্তিক অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। যদি উহা যোগ্যতার উপরই নির্ভরশীল হইত, তাহা হইলে কখনোই সাম্রাজ্য লাভ করিত না, আর না উহা হইতে সম্মুখ পানে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইত।

ہر گدائے مرد سلطاں کے شود   پشہ آخر سلیماں کے شود

"প্রত্যেক ভিক্ষুক কখনো রাজা হইতে পারে। এই তুচ্ছ মাছি সুলায়মান (আঃ)-এর সম পর্যায়ে কখনও হইতে পারিবে কী?"

যদি কোন চক্ষুষ্মান ভিক্ষুক রাজার প্রেমের দাবী করে, তাহা হইলে এইকথা সর্বজনবিদিত যে, প্রত্যক রাষ্ট্রীয় আইন তাহাকে দণ্ড প্রদানের নির্দেশ দিবে। কিন্তু যদি বাদশা স্বয়ং অনুগ্রহপূর্বক ও দয়াপরবশ হইয়া উক্ত ভিক্ষুকের হাত ধারণপূর্বক নিজের দিকে টানিয়া লন এবং গ্রহণযোগ্যতার বিরল সম্মানে ভূষিত করতঃ এই ঘোষণা করেন যে, اَنَا رَایَ وَاَنْتَ لِیْ شِئْتَ اَمْ اَبَیْتَ "তুমি চাও অথবা না চাও আমি তোমার জন্য এবং তুমি আমার জন্য" ফকীর ছিল বাদশাহ হইয়া গিয়াছে।

در عشق بگو من و توئی نیست   دانگہ بمیاں ما دوئی نیست

ایں نکتہ عشق بے جہاں ست   چوں نقطہ کوں ہر سوئی نیست

"বলিয়া দাও, প্রেমের ক্ষেত্রে আমি ও তুমি বলিয়া কোন কথা নাই, আমাদের মাঝে কোন দ্বৈততা নাই। তবে ইহা একটি বড় রহস্য যে, প্রেমের কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই। ইহা অস্তিত্বের সেই অবিভাজ্য বিন্দু যাহার কোন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, দিক ও গভীরতা নাই।"

বিবেক এখানে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাহার ভাগ্যে কেবল বিস্ময় জুটিয়া থাকে। কারণ প্রেম জগতের কাজই একটু ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। প্রেম জগতে যশ ও খ্যাতির পথ একেবারে রুদ্ধ। এইখানে হইল মাহমুদ ও আয়ায। আল্লাহ চাহেত ইহার মর্মার্থ অন্তরের মাঝে সৃষ্টি হইবে এবং স্বীয় কর্মসমূহ নিজেই সম্পাদদ করিবে। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। ঐ সাধকদলের বাণীসমূহ পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সৈনিক তুল্য। তাহাদের উক্ত বাণী সত্তার কাপুরুষকে সুপুরুষ এবং সুপুরুষকে সিংহে পরিণত করে।

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

তিনশত ছয় মাকতুব

প্রেম ও বিরহ বেদনা

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہر کہ از ہمت دریں رہ آمدہ است   گر گدای می کند شہ آمدہ است

"সাহস করিয়া এই পথে যেই ব্যক্তি অনুপ্রবেশ করিয়াছে, সেই হইল প্রকৃত বাদশাহ, যদিও সে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া বেড়ায়।"

আমার সম্মানিত ভ্রাতা মাওলানা তকীউদ্দীন! আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বিশেষ রহমতের দ্বারা আপনাকে সম্মানিত করুন।

পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও দোয়া গ্রহণ করিবেন। পর সমাচার এই যে, আপনার মূল্যবান পত্রখানা মাওলানা মুজাফফর আমার নিকট পৌঁছাইয়াছে। আমি উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। আপনার সার্বিক অবস্থা মাশাআল্লাহ ভালো। দোয়া করি আপনার শেষ পরিণতিও শুভ হউক।

আপনার জানিয়া রাখা দরকার যে, যেই ব্যক্তি এই পথে আগমন করে তাহার জন্য ইহা ব্যতীত কোন উপায় নাই যে, এইখানে সে উক্ত ব্যথা ও বিষণ্ণতার সহিত অবস্থান করিবে এবং এই ব্যথা ও বিষণ্ণতাকে কবর পর্যন্ত নিয়া যাওয়া ও এই ব্যথা ও বিষণ্ণতার সহিতই কবরে অবস্থান করা উচিত। সর্বশেষ এই ব্যথা ও বিষণ্ণতার সহিত কবর হইতে পুনরুত্থিত হওয়া উচিত। যেমন খাজা আত্তার (রহঃ) বলেন—

زندہ زیں درد بدنیا ہر نفس   ہمدمم در گوراین درد دست رس

در قیامت مونم این درد باد   پیشہ من مجلس این درد از

گر نماند درد تو عطار را   او نخواہد کافر و دیندار را

"এই পৃথিবীতে সদাসর্বদা এই ব্যথার সহিত আমি জীবিত থাকিব। কবরের মধ্যেও এই ব্যথাই আমার সঙ্গী হইবে। কিয়ামতের দিন এই ব্যথা আমার বন্ধু হইবে। এবং উক্ত ব্যথার সংসর্গেই আমার হাশর হইবে। যদি আপনার এই ব্যথা আত্তারের না থাকে, তাহা হইলে সে কাফির থাকুক কিংবা দ্বীনদার হউক উহাতে কিছু যায় আসে না।"

পরিশেষে আপনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও শুভ পরিণতি কামনান্তে—

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

তিনশত সাত মাকতুব

যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহর উপর সোপর্দ করা ও স্বীয় জ্ঞান পরিহার করা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহামান্য সম্রাট মুহম্মদ! (অর্থাৎ, ভারতবর্ষের সম্রাট সুলতান মুহম্মদ; শাহ তুগলক) সম্মানিত ভ্রাতা! গরীব ও নিঃস্বদের বন্ধু মুহম্মদ শাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার ইহ ও পরকালের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুসজ্জিত ও সংশোধন করিয়া দিন ও এই অবস্থায় স্বীয় শোকরগুজার তথা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও বিশেষ দোয়া জানিবেন, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

"বহু জিনিস এমন রহিয়াছে যে, উহাকে তোমরা অপছন্দ কর অথচ উহা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে বহু জিনিস এমনও রহিয়াছে যে, যাহাকে তোমরা পছন্দ কর অথচ উহা তোমাদের জন্য অহিত ও ক্ষতিকারক।" ইহার বাস্তব উদাহরণ সাহাবী হযরত সালাবা (রাঃ)-এর ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, যাহাকে লোকেরা মসজিদের কবুতর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। একদা রাসূলে কারীম (সাঃ) তাশরীফ আনিয়াছেন, তখন সে নিজের দুরবস্থা ও অসহায়ত্বের জন্য অঝোরে ক্রন্দন করিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন—মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট পরিত্রাণ চাও। কিন্তু তিনি এইকথা গ্রহণ করেন নাই বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক ক্রন্দন ও মিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে রাসূল (সাঃ) দোয়া করিলেন, দোয়া কবুল হইয়াছে। ফলশ্রুতিতে হযরত সালবার ব্যবসা-বাণিজ্যে সীমাহীন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাহার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। দুনিয়া তাহার দিকে স্বীয় গতি ও মনোযোগ আরোপ করিয়াছে। অসংখ্য উট, ভেড়া, বকরী ও অন্যান্য বস্তু সামগ্রী তাহার ডান-বামে আশা আরম্ভ করিয়াছে। অবশেষে এই সবের মোহ ও মহব্বতে তাহার অন্তর মজিয়াছে। যাহাকে এক সময় মসজিদের কবুতর বলা হইত, বর্তমানে তাহার এই অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার নিয়মিত জামায়াতও তরক হওয়া শুরু করিয়াছে। অবশেষে পরিস্থিতি এই পর্যন্ত গড়াইয়াছে যে, দুনিয়ার এই সচ্ছলতা ও অবকাশের কুপ্রভাবের দরুন এক পর্যায়ে সে ইসলাম হইতে ফিরিয়া গিয়াছে, মুরতাদ হইয়াছে। আল্লাহর দরবারে এইরূপ পরিণতি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

কারণ, যে বনী ইসরাঈলের একজন আবেদ ও যাহেদ ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত সে

অভাব ও দারিদ্র্যতার মধ্যে ছিল সে নিরাপদ ও শান্তিতেই ছিল। যখন তাহার যাবতীয় উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ হইল, তখন সে ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া গিয়াছে। নাআউযু বিল্লাহ।

অনুরূপ ফেরাউন যখন অভাব ও দারিদ্র্যতার মধ্যে এক ব্যর্থ জীবন অতিবাহিত করিতেছিল, ততক্ষণ ঘূণাক্ষরেও কখনো সে খোদায়ীর দাবী করে নাই। যখন সে পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখনই সে খোদায়ী দাবী করা আরম্ভ করিয়াছে। এমনকি একপর্যায়ে এই ঘোষণা করিয়া বসে, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ "আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক!" অনুরূপ নমরুদ, শাদ্দাদ ও আদও যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যর্থ ও পরাজিত জীবনে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত কেহই খোদায়ী দাবী করে নাই। অতঃপর যখন তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল তখনই খোদায়ী দাবী করিতে আরম্ভ করিল। এতদ্ভিন্ন অনুরূপ আরো অসংখ্য উদাহরণ রহিয়াছে। অতএব ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, বান্দার জন্য ইহাই উত্তম ও শ্রেয় যে, মহান আল্লাহর নিকট নিজের জন্য কল্যাণ, সুস্বাস্থ্য, সংশোধন ও সফলতা সর্বদা কামনা করিতে থাকিবে, যাহাতে সে এই জাতীয় পরিণতি হইতে নিরাপদ ও সুসংহত থাকিতে পারে।

পত্র লেখক সম্মানিত ভ্রাতার অনুরোধের বিধান অনুযায়ী আমল করিয়াছে, আল্লাহ চাহেত কবুলিয়তের চিহ্নসমূহ অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। এবং তাহাদের আপনার উপর প্রদত্ত অফুরন্ত নেয়ামত অনুগ্রহের ক্ষেত্রে সম্মানিত ভ্রাতাকে কৃতজ্ঞ বানাইবে, যে কৃতজ্ঞতা ও শোকর নেয়ামতের প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির কারণ হইবে এবং ক্ষতি কিংবা নেয়ামত বিলুপ্তির কারণ হইতে না পারে। এমনকি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে পরিণাম শুভ হইবে।

দ্বিতীয়ত সম্মানিত ভ্রাতা অনুরোধ করিয়াছেন, পত্র ব্যতীত সাধকদের অবাধ পাণ্ডিত্য হইতে কিছু লেখুন। যাহাতে সম্মানিত ভ্রাতা অবগত হইতে পারেন যে, ঐ সাধক দলের জ্ঞান গরিমা অতি সম্মানিত ও মহা মূল্যবান। বর্ণমালা ও শব্দসমূহের মাধ্যমে যতটা অবকাশ রহিয়াছে এবং লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে যতটুকু সংকুলান হইতে পারে উহা হইতে অধিক লেখিবেন না। আর এতটুকু তো আমি নিজেই লিখিয়াছি। আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে, আমার লেখনীর মধ্য হইতে দুই খণ্ড ইতোমধ্যে সম্মানিত ভ্রাতার নিকট পৌঁছাইয়াছে। তন্মধ্যে সেই বর্ণমালা ও শব্দাবলি অর্থাৎ লেখনী ও বক্তৃতার দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। উহা সম্পর্কে এই জগতের কেহ মন্তব্য করিয়াছে যে, আমি লেখিব। উহার উত্তর হইল, مَنْ لَمْ يَذُقْ لَمْ يَدْرِ "যে আস্বাদন করে নাই সে উহা কিভাবে জানিবে, উপলব্ধি করিবে?" যাহার কখনো সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই এবং তাহার সেই কাজ হয় নাই। সে ইহা সম্পর্কে অবহিত নহে।

ওয়াস সালাম।

বিনীত—

শরফ মুনীরী।

তিনশত আট মাকতুব

মৃত্যু ভয়ের সমাধান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

از صومعه براند بیگانه خواندش   از تبکده بیارد گوید که آشنا ست

"কাহাকেও গির্জা তথা খ্রিস্টানদের উপাসনালয় হইতে বাহির করিয়া দেয় এই কথা বলিয়া যে, ইহা গায়রুল্লাহ। আবার কাহাকেও মন্দিরে নীত করিয়া বলে যে, ইহা আপন।"

সম্মানিত ভ্রাতা মাওলানা কতুব!

পত্রলেখক শরফ মুনীরীর সালাম ও বিশেষ দোয়া জানিবেন। পর সমাচার এই যে, আপনি লিখিয়াছেন শেষ পরিণতি ও মৃত্যুভয় আমার এতটাই প্রভাবশালী ও প্রবল হইয়া থাকে যে, হাত ও পাও পর্যন্ত সামান্য আন্দোলিত করিতে পারি না, অন্তরের মধ্যে উন্মাদনা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভব করি।

ওহে ভ্রাতা! মৃত্যু ভয়ে এই পথের মহাপুরুষদের হৃদপিণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। তাহাদের অন্তর পুড়িয়া ভুখা হইয়া একেবারে কাবাব হইয়া যায়। দিবা-নিশি তাহারা অত্যন্ত বিষণ্ন ও বিস্ময়াভিভূত থাকেন যে, মহান আল্লাহর অভিপ্রায়ের পর্দার অন্তরাল হইতে কি বাহির হইয়া আসিবে, গ্রহণ না প্রত্যাখ্যান; মসজিদে নীত করিবে নাকি মন্দিরে নিক্ষেপ করিবে। জনৈক কবি কত চমৎকারভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ز درد دیں ہمه پیران ره راه   محاسنها بخون دل خضاب است

ہمه مردان دیں را از مصیبت   جگر با تشنه و دلها کباب است

"দ্বীনের ব্যথা ও আশঙ্কায় এই পথের প্রাক্তন ও অভিজ্ঞ পথিকদের দাড়িসমূহ হৃদয়ের রঙ্গে রঙ্গীন হইয়াছে। এই মুসীবতের কারণে আল্লাহ প্রেমিক মহা পুরুষদের হৃদয় ও কলিজা জ্বলিয়া পুড়িয়া কাবাব হইতেছে।"

ঐ মহান সত্তা যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। তিনি সর্বময় অধিপতি; তাই তাঁহার আধিপত্য ও তছরুফও সর্বত্র কার্যকর। যদি তিনি গ্রহণ করিয়া নেন তবে ইহা তাঁহার অনুগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি গ্রহণ না করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন তবে ইহাও তাঁহার ন্যায় বিচারের অন্তর্ভুক্ত। কাহারো কি এমন মন্তব্য ও দুঃসাহস প্রদর্শনের বুকের পাঠা আছে যে, এইরূপ কেন, সেইরূপ কেন হয় নাই? ইহাই হইল এক মহা রহস্য। কবির ভাষায় বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

معشوق چو بادشاه است فرمانش رد است   بر کرده او چون وچراز بره کراست

گر نه پذیر و خوئے پسندیده اوست   در ہرگر در ز بخت شوریده ماست

"আমার প্রিয়তম যখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা সম্রাট, সুতরাং কাহার এমন

বুকের পাঠা আছে যে, সে তাঁহার সর্বব্যাপী আধিপত্য ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে টু-শব্দটি পর্যন্ত করিতে পারে? কাজেই তিনি যদি গ্রহণ না করেন, তবে এইটা তাঁহার অনুপম স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তিনি বাহির করিয়া দেন, তবে উহা আমার বিষণ্ন ভাগ্যের নির্মম পরিহাস।"

মুয়াল্লিমুল মালায়িকা তথা ফিরিশতা সম্প্রদায়ের শিক্ষাগুরু সাত লক্ষ বৎসর পর্যন্ত পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করিতেছিল। তাহার অহংকারের ও অমুখাপেক্ষীতার বায়ুর একটি প্রবাহ এমন আসিয়াছে যে, তাহার যাবতীয় ইবাদত ও বন্দনা ধুলিসাত হইয়া গিয়াছে। মাশিয়ত তথা আল্লাহর ইচ্ছার গোপন রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, ফলে অভিশাপের চিহ্ন তাহার লালাটে প্রকাশিত হইয়াছে।

صد ہزاراں سال طاعت کردنی   طوق لعنت می کند در گردنی

"শত সহস্র বৎসর ইবাদতের মধ্যে নিবৃত রাখিবার পর তাহার গলায় অভিশাপের বেড়ি পরিধান করাইয়া দিয়াছে।"

সেই বিতাড়িত নপুংশক সন্তানের স্বীয় মাথায় আক্ষেপের কারণে মাটি নিক্ষেপ করে এবং বলে যে,

اول بہزار ناز بنوا خستیم   و آخر بہزار درد بگدا خستیم

چوں مہرہ بوا لعجب مرا ساختیم   چوں جملہ ترا شدیم براتد اختیم

"প্রথম আমাকে অত্যন্ত আদর ও স্নেহে প্রতিপালন করা হইয়াছে। অবশেষে আমাকে বেদনার ডেগের মধ্যে বিগলিত হইবার জন্য নিক্ষেপ করিয়াছে। অত্যন্ত বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক কৌশলে আমাকে প্রতারক ও কু-মন্ত্রণা দানকারী বানাইয়াছেন। যখন আমি সম্পূর্ণরূপে অপদস্ত হইয়াছি তখন আমাকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে। যখন সেই অভিশপ্তের সহিত এইরূপ আচরণ করা হইল, তখন এতদ্দর্শনে হযরত জিবরাঈল ও হযরত মিকাঈল (আঃ) ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইল, তোমরা কি কারণে অশ্রু বিসর্জন দিতেছ? তদুত্তরে তাঁহারা বলিল, مَنْ اٰمَنَ مِنْ مَكْرِكَ "তোমাদের কুদরতের কারিশমা ও কৌশল হইতে কোন ব্যক্তি নিরাপদ?" তখন নির্দেশ হইল—হ্যাঁ, এইভাবেই থাক, আমার কৌশল হইতে শংকামুক্ত কখনোই হইও না। সুবহানাল্লাহ! পবিত্র তোমার মহান সত্তা, ইহা কতই না বিপদজ্জনক ও সংকটময় মুহূর্ত সেই মহান আল্লাহ তায়ালার নিকটতম ও নিষ্পাপ বান্দা ও তাহাদের ন্যায় মহান ব্যক্তিত্বেরই ক্ষেত্রে যখন এই অবস্থা তাহা হইলে আমাদের ন্যায় নগণ্যদের কি অবস্থা ও দুর্গতি হইবে? নিম্নোক্ত তাৎপর্যপূর্ণ পংক্তিদ্বয় যিনি আবৃত্তি করিয়াছেন মহান আল্লাহ তাহার উপর রহম করুন।

ہر کرا در پیش ایں مشکل بود   چوں تواند کرد اگر صد دل بود

ہیبت ایں راہ کارے مشکل است   صد جہاں ایں سہم پر خون دل است

"যাহার সম্মুখে এই সংকটময় মুহূর্ত সমাসন্ন, তাহার নিকট যদি একশত হৃদয়ও থাকে, তদুপরি সে কি করিতে পারে? এই পথের প্রভাব অতি কঠিন কাজ। শত সহস্র আলেমের হৃদয় এই আশংকায় রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।"

ওহে ভ্রাতা! আপনার এই আশংকা যাহা আপনার অন্তকরণে সৃষ্টি হইয়াছে উহা আপনার জন্য শুভ সংবাদ ও শুভ লক্ষণ। কারণ আজ যেই ব্যক্তি তাহার মৃত্যু ও শেষ পরিণতি সম্পর্কে শংকিত আশা করা যায় তাহার মৃত্যু শুভ হইবে এবং বিদায়ের সময় স্বীয় প্রতিপালক হইতে বিরহ ও দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা হইতে নিরাপদ ও সুসংহত থাকিবে। তাহার প্রমাণ হইল মহানবী (সাঃ)-এর সেই হাদীস যাহা হযরত ওয়াহাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, বণী ইসরাঈলের মধ্যে সত্তরজন আবেদ ও যাহেদ এমন ছিল, তদানীন্তন কালে যুহদ ও সংসার ত্যাগে তাহাদের সমকক্ষ কেহই ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ সেই যুগের পয়গম্বর (আঃ)-এর উপর ওহী প্রেরণ করিলেন যে, এই সত্তরজন প্রখ্যাত যাহেদ পৃথিবী হইতে ঈমানহারা অবস্থায় বিদায় নিবে। নাআউযু বিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে এইরূপ পরিস্থিতি হইতে আশ্রয় দিন। সেই পয়গম্বর তখন একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে সবিনয়ে প্রার্থনা করিলেন, ওহে আল্লাহ! তাহাদের কোন আমলের দরুন আপনি এমন সিদ্ধান্ত নিলেন? প্রত্যুত্তরে মহান আল্লাহ ইরশাদ করিলেন, তাহারা মৃত্যুর ভয় হইতে একেবারে উদাসীন হইয়া গিয়াছে। জনৈক কবি অতি চমৎকারভাবে নিম্নোক্ত পংক্তির মাধ্যমে বিষয়টি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

مست چه خپی که کمیں کردہ اند　　کار شناسا بچنیں کردہ اند

"অচেতন ও উম্মাদের ন্যায় কি ঘুমাইতেছ, ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে। জানা-শোনা লোকদের সহিত এইরূপ আচরণই করিয়া থাকে।"

কথিত আছে, খাজা সুলায়মান দারামী (রহঃ) যখন একজন খ্রিস্টানকে দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি সম্বিত হারাইয়া ফালাইলেন, অতঃপর যখন তাহার সম্বিত ফিরিয়া আসিল তখন তিনি বলিলেন, আমি নিতান্ত সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত এইজন্যে যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের পর্দার অন্তরাল হইতে আমার জন্য কখনো দুর্গতি ও দুর্ভাগ্য প্রকাশিত হইয়া না পড়ে। ফলে আমার সমূহ হালত ও আমলগুলি ধ্বংস হইয়া না যায় এবং কোথাও যেন এইরূপ কুলক্ষণ নমুনা না আসে। কারণ ব্যাপারটা যখন পর্দার অন্তরালে, সুতরাং সদাসর্বদা এই ব্যাপারে শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত থাকা উচিত।

رنده سابقت ندانم چیست　　خوانده خاتمت ندانم چیست

"আমার জানা নাই যে, রোজে আযলে আমার ভাগ্যলিপিতে কী নির্দেশ হইয়াছে, মৃত্যু কোন অবস্থায় হইবে তাহারো কোন খবর নাই।"

বর্ণিত আছে, অলিকুল সম্রাট বায়েযীদ বোস্তামী (রহঃ) যখন অযূ করিয়া মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করিতেন তখন হযরতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কম্পন শুরু হইয়া

যাইত। লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করিত, শায়খ! একি অবস্থা, আপনার কি হইয়াছে? তদুত্তরে তিনি ফরমাইতেন, আমি ভীষণ সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত যে, মাশিয়তের পর্দার অন্তরাল হইতে আমার দুর্ভাগ্য যেন আসিয়া না পৌছে ও আমাকে মন্দিরে নিক্ষেপ করা হয়।

کس چہ داند ما چہ حکمت یرود   بر وجودے راچہ قسمت می ردد

"কেহ এই বিষয়টি কি করিয়া জানিতে পারিবে যে, তাহার কর্মকাণ্ডে তাহার জন্য কি কল্যাণ নিহিত আছে, কাহারো এই খবর আছে কি যে, তাহার ভাগ্যলিপিতে কি লেখা আছে।"

জনৈক বুযুর্গ তাহার মুনাজাতে প্রায়শই বলিতেন, হে আল্লাহ! মৃত্যুর পূর্বে আমাকে উন্মাদ বানাইয়া দিন! লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, শায়খ! ইহা কোন ধরনের মুনাজাত? প্রত্যুত্তরে সে বলিল, যখন আমি উন্মাদ হইব, তখন আমার মুখ হইতে যদি এমন কোন শব্দ বাহিরও হইয়া যায়, তদুপরি আমার ঈমান সুসংহত ও সংরক্ষিত থাকিবে। কারণ উন্মাদ সর্বদা ক্ষমার্হ হইয়া থাকে।

در روز پیرچراغ عہدم نکشی   تا جاں بدہم براحت و خوش منشی

در جامہ اسلام زیں بر نکشی   مر گے کہ در اسلام بودانیست خوشی

"মৃত্যুর দিন আমার প্রতিশ্রুতির প্রদীপকে মাটি হইতে দিয়েন না! যাহাতে আমি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। ইসলামের পরিচ্ছদ আমার গাত্র হইতে খুলিবেন না। কারণ প্রকৃত আনন্দ হইল ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করা।"

ওহে ভ্রাতা! আযল তথা সৃষ্টির সূচনালগ্নে কী নির্দেশ হইয়াছিল যেরূপ তিনি জ্ঞাত আছেন, মৃত্যু কিংবা শেষ পরিণতিকে পরিহার করিয়াছেন। যেইরূপ তাহার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় কাহারো এই ব্যাপারে কোন অবগতি নাই। তাহার যাবতীয় কর্মকাণ্ড কারণমুক্ত ও উপলক্ষহীনভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। এহেন পরিস্থিতিতে কেবল বিস্ময় ও আশ্চর্য এবং ফরিয়াদ ব্যতীত আর কিইবা করিবার আছে? জনৈক ব্যক্তি স্বীয় শিক্ষকের নিকট আগমন করিয়া আর্তনাদ করিল, يَا وَبْلَاهُ يَا مُصِيْبَاهُ "হে ধ্বংস, হে মুসীবত!" শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার নিকট ফরিয়াদ করিতেছ? বেচারা তদুত্তরে বলিল, মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট—

قَدْ تَحَيَّرْتُ فِيْكَ خُذْ بِيَدِىْ * يَا دَلِيْلاً لِمَنْ تَحَيُّرَ فِيْكَ

"আমি তোমার ব্যাপারে বিস্ময়াভিভূত ও বিষণ্ন, সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য কর, যিনি আশ্রয় প্রদান করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে যে তোমার ব্যাপারে বিস্ময়াভিভূত।"

ওহে ভ্রাতা! যেইরূপ সে কাহারো সঙ্গে নাই তদ্রূপ তাহার কাজও কাহারো সঙ্গে সম্পৃক্ত নহে। যাহাকে ইচ্ছা তিনি নিকটবর্তী করিয়া নেন এবং যাহাকে ইচ্ছা দূরে সরাইয়া দেন। ইহার মধ্যে কোন কারণ ও উপলক্ষ্য নাই।

হযরত শাবী (রহঃ) কৃত কিফায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হাদীসে আসিয়াছে—

لَوْ فَعَلَ اللهُ مَعَ عِبَادِهٖ بِالْعَدْلِ مَا نَجَا مُحَمَّدٌ مَعَ جَلَالَتِهٖ وَطَهَارَتِهٖ -

"মহান আল্লাহ বান্দাদিগের সহিত যদি তাহার ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে ব্যবহার করিতেন, তবে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর সত্তাও তাঁহার সুমহান মর্যাদা ও আত্মার পবিত্রতা সত্ত্বেও পরিত্রাণ পাইতেন না।" ইহাই হইল সেই মহান রহস্য। কবির ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—

گر فضل کنی یقیں برستم ہمہ و زعدل کنی داے بر سوائ ما

"যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তবে সম্পূর্ণরূপে সব বিপদাপদ হইতেই পরিত্রাণ পাইব। পক্ষান্তরে যদি ন্যায়বিচার করেন, তবে শত আক্ষেপ! তখন কত লাঞ্ছনা ও অপমানই না আমাদের ভাগ্যে থাকে?"

সারকথা ঃ ওহে ভ্রাতা! এই মাসয়ালার ক্ষেত্রে তিন শ্রেণীর মানুষ রহিয়াছে। এক শ্রেণীর দৃষ্টি কেবল ভাগ্যলিপির সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে, তবে তাহাদের জানা নাই যে, ভাগ্যলিপিতে কী লেখা আছে? গ্রহণ নাকি প্রত্যাখ্যান। দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টি শেষ পরিণতি তথা মৃত্যুর উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে যে, শেষ পরিণতি সৌভাগ্যের উপর হইবে নাকি দুর্ভাগ্যের উপর। সর্বশেষ ও তৃতীয় শ্রেণীর দৃষ্টি সময়ের জালে আটকা পরিয়াছে যে, কখনও কোন সময় মাশিয়তের পর্দার অন্তরাল হইতে কি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গ্রহণ নাকি প্রত্যাখ্যান, মন্দির না মসজিদ, পাগড়ি নাকি ক্রশফিতা।

آں کس کہ بود شیفتہ در کار تو اے دوست
نا چار کشد بر دل وجاں بار تو اے دوست
یک شہر ز عشاق دل سوختگا نند
عا جز شدہ در قاعدہ کار تو اے دوست

"ওহে বন্ধু! তোমার কর্মসমূহের প্রতি যে উন্মাদ ও আসক্ত হইয়াছে, সেই নিরীহ প্রেমিক স্বীয় অন্তর ও হৃদয়ের উপর তোমার বোঝা বহন করিবার জন্য সতত বাধ্য ও নিরুপায়। সেই বিদগ্ধ হৃদয়বান প্রেমিকদের দ্বারা একটি শহর আবাদ ও বাসযোগ্য হইয়াছে। সর্বোপরি কথা হইল সেই সকল দগ্ধ ও ভগ্নহৃদয়সমূহ তোমার কর্মসমূহের রীতিনীতি হইতে অক্ষম ও অনন্যোপায়।"

ওয়াস সালাম।
বিনীত—
শরফ মুনীরী।

মুনাজাত

হযরত মাখদুমুল মালেক শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনীরী

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রভু! তুমি শক্তিশালী আমি দুর্বল, হে আল্লাহ! তুমি আমার মনীব ও আমি তোমার দাস। হে আল্লাহ! আমি সর্বাপেক্ষা অধিক মুর্খ্য। হে আল্লাহ! আমি জানি না কিভাবে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করিব, জানিনা কিভাবে আপনার দরবারে আমার মনের আকুতি পেশ করিব। হে আল্লাহ! আমার অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব আপনার গোচরীভূত, আমার অভাবসমূহ ও প্রয়োজন সম্পর্কে আপনি অবহিত। হে আল্লাহ! আমি অসহায়, নিরুপায় ও অক্ষম, আমার কাছে কোন কৌশল, সামর্থ্য কিংবা অসীলা নাই, তবে আপনি ব্যতীত আর যাহা কিছু রহিয়াছে ঐসব হইতে আমি সম্পর্কহীন ও অসন্তুষ্ট। প্রভু হে! আমার ন্যায় দুর্বল ও ভগ্নহৃদয়কে, আমার ন্যায় অনন্যোপায় ও বিভিন্ন দ্বারে ভবঘুরেকে, আমার ন্যায় আহতহৃদয় ও উদ্ভ্রান্তকে, আমার ন্যায় দুরাচারীকে, আমার ন্যায় শয়তানের অনুগত ও আজ্ঞাবহকে, আমার ন্যায় অক্ষম ও নানান ব্যথা ও আঘাতে জর্জড়িত, আমার ন্যায় দুরাচারী পাপিষ্ঠকে, আমার ন্যায় অধম পাপাচারীকে, আমার ন্যায় অঙ্গীকার ভঙ্গকারী স্বার্থপরকে, আমার ন্যায় গন্দম সদৃশ যব বিক্রেতাকে, আমার ন্যায় ক্রশফিতা ধারণকারী লেবাসধারীকে, আমার ন্যায় কালো চেহারা মন্দ কর্ম সম্পন্নকারীকে, আমার ন্যায় কপটকে আপনার অফুরন্ত দয়া ও অনন্ত অনুগ্রহে কু-প্রবৃত্তির বাঁধন হইতে মুক্তি দিন এবং খালেস তাওবা করিবার তাওফীক দান করুন! কারণ আমি আপনার ন্যায়বিচারের সামর্থ্য সংরক্ষণ করি না। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার পূজা ও ইবাদত করিবার তৌফিক দান করুন। কারণ আপনার তৌফিক বিনা আপনার আরাধনা ও বন্দনা করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। হে আল্লাহ! আমাকে আপনার মারেফত দান করুন যাহাতে আমি আপনার পরিচয় লাভ করিতে পারি। কারণ মারেফত অর্জন করা ব্যতীত আপনাকে চেনা সম্ভব নহে। হে আল্লাহ! আমি তো আমার গোটা জীবন এমন বস্তুসমূহের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছি। আপনার সন্তুষ্টি ছিল না অথচ আমি উহা বুঝিতে পারি নাই। এখন আমি উহা হইতে তওবা ও উহার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছি।

ওহে! সকল বিপন্নের সাহায্যকারী, সকল উদ্ভ্রান্তের পথের দিশারী, যাবতীয় সমস্যা ও বিপদগ্রস্তের প্রার্থনা ও ফরিয়াদ কবুলকারী। অসহায়ের আশ্রয়, পাপাচারী ও গুনাহগারের তওবা কবুলকারী। ওহে ধৈর্যশীল! তোমার ধৈর্য আমাকে উচ্ছৃংখল ও দুঃসাহসী বানাইয়াছে। ওহে দয়াময়! আপনার দয়া আমাকে বেপরওয়া বানাইয়াছে। অনুগ্রহপূর্বক এই ঔদ্ধত্য ও দুঃসাহসিকতাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং মারেফতের প্রভাব আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গে সঞ্চারিত করুন! হে আল্লাহ! সকল আউলিয়ায়ে

কিরাম এবং ফেরেশতা সম্প্রদায়ের গুণগান, প্রশংসা জ্ঞাপন, স্তুতিগাঁথা, পবিত্রতা বর্ণনা ও ইবাদত বন্দনার অসীলায়, হে আল্লাহ! সকল আবেদ ও যাহেদের সন্ধানের বদৌলতে, হে আল্লাহ! আপনার খাস দরবারের অসীলায় হে আল্লাহ! আপনার পবিত্র দরবারের সহিত সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে যুবক শহীদদের শাহাদতের বরকতে, হে আল্লাহ! পাপাচারী বান্দার অশ্রুমালার সম্মানের খাতিরে এবং আপনার দরবারে তওবাকারী পাপাচারীদের অসীলায়। হে আল্লাহ! স্বীয় মাহাত্ম্য, সম্মান ও পূর্ণতার অসীলায় আমার এবং সকল মুসলমানের অভাব মোচন করিয়া দিন। আমাদের ঈমানকে দুনিয়া ও আখিরাতে বৃদ্ধি করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আপনি যখন আমাদিগকে ঐ অন্ধকার ও সংকীর্ণ কক্ষে প্রদীপ বিহীন সমাহিত করিবেন, তখন আমাদের ঈমান কবরের প্রদীপ বানাইয়া দিয়েন।

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, আল্লাহ ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নাই, আল্লাহ ছাড়া কোন সাক্ষ্য নাই, আল্লাহ ছাড়া কোন অস্তিত্ববান নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হে মহান দয়াময়! স্বীয় পরিপূর্ণ দয়া হইতে অকাতরে করুণার বারিধারা বর্ষণ করুন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উপর অর্থাৎ আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর উপর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের উপর।

ঃ সমাপ্ত ঃ

মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রাং

গ্রাম: বনবাড়ীয়া সলংগা

সিরাজগঞ্জ বাংলা দেশ